দৈনিক প্রার্থনা।

[কমলকুটীর।]

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

[প্রথম ভাগ।]

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাষ্ট্ সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৮০৭ শক। অগ্রহায়ণ।

মূল্য ।৹ আনা।

ভূমিকা।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠে সকলেই বিশেষ উপকার লাভ করিতেছেন অবগত হইয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাঁহার কমলকুটীরস্থ দেবালয়ের দৈনিক প্রার্থনা সকল ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সকল প্রার্থনা প্রকাশ করিতে যে কত দিন লাগিবে আমরা তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আচার্য্যদেব প্রতিদিন নূতন সুগন্ধযুক্ত প্রস্ফুটিত কুসুম দিয়া তাঁহার চিন্ময়ী জননীর পূজা করিয়া গিয়াছেন, এই সকল প্রার্থনা পাঠ করিলে তাহা সুন্দররূপে উপলব্ধি হইবে। যাঁহারা আচার্য্যজীবনের আধ্যাত্মিক সংবাদ সকল জানিবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা এই সকল প্রার্থনাপাঠে নিশ্চয়ই অভীষ্ট লাভ করিবেন।

দুএকটী প্রার্থনার শিরোভাগস্থ বিষয় একই দর্শন করিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে, সেই প্রার্থনাগুলির মধ্যে একই বিষয়ঘটিত প্রার্থনা রহিয়াছে। একই বিষয়ে নূতন ও স্বতন্ত্র প্রার্থনা অধ্যাত্মজীবনের মহোচ্চ ভাব প্রদর্শন করে। এমনও ঘটিয়াছে কোথাও কোথাও আমাদিগের ব্যস্ততানিবন্ধন সূক্ষ্মরূপে বিষয়নির্দ্দেশ ঘটিয়া উঠে নাই। সে সকল ত্রুটি আমাদিগের নিজের। পুনর্মুদ্রন কালে আমরা উহার শোধনে যত্ন করিতে পারি।

তবে আমাদিগের প্রার্থনা এই, প্রার্থনার নিত্যনবীনত্বে যেন বিষয়বিভাগ দর্শন করিয়া কাহারও সংশয় উপস্থিত না হয়।

সূচী পত্র।

প্রার্থনা।

[কমল কুটীর]

স্বর্গীয় অলৌকিক বল।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে পৃথিবীর গতিহীন কীটদিগের প্রতিপালক, সে আশ্চর্য্য অলৌকিক বল কোথা হইতে আসে যাহাতে পাপ জয় হয়, সে বায়ু কোথা হইতে আসে যাহা বহুকালের পাপ উড়াইয়া লইয়া যায়? সমান্য বলে পাপ জয় হয় না। শয়তাননিগ্রহ ও রিপুদলন ছোট হস্তীতে হয় না, হাই তুলিলে পাপ যায় না, সামান্য চেষ্টায় মন ভাল হয় না। হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত ধুইয়া যায়, সেটি কি সহজে হয়? পুরাতন বাড়ীর গোড়া অবধি ভাঙ্গিয়া নূতন পত্তন করিয়া বাড়ী করা, সে কি সহজে হয়? হাজার হাজার পাপ মনে বাসা করিয়া আছে, সেকি একটু নিশ্বাসে উড়িয়া যাইতে পারে? জগদীশ, ভারি বল চাই সোজা করিতে। যে মন একবার বেঁকেছে, সহজে সোজা হয় না; মৃত্যুঞ্জয় বল, সে বল কোথায়, যাতে পাপ জয় হয়? নিজের চেষ্টা বিদ্যা বুদ্ধি, এসব কি মনকে অশুদ্ধ পথ হইতে শুদ্ধপথে আনিতে পারে? ইতিহাসে আমরা কি দেখিতে

পাই? ইতি পূর্ব্বে যে অধার্ম্মিকেরা ভাল হইয়াছিল, তারা কি নিজের বলে, চেষ্টা করিয়া, সাধুসঙ্গে থাকিয়া, অনেক দিন অভ্যাস করিয়া ভাল হইয়াছিল. না আর কোন বল আছে, দেবদত্ত, স্বর্গ হইতে প্রেরিত শক্তি যাহাতে মনুষ্য-সন্তানকে ভাল করে? দীনবন্ধু, সহজ বুদ্ধিতে বলে, স্বর্গীয় বল বিনা ভাল হওয়া যায় না। পাপের সামান্য একটি খড়্‌কে পড়ে আছে, কত ঠেলিলাম নড়ে না। স্বর্গ থেকে পবিত্র প্রেমের বায়ু আসিলে তবে নড়িবে। হে পিতা, তোমাকে ভালবাসি না এই একটি পাপ কিছুতে গেল না। কত চেষ্টা করিলাম, স্বর্গ থেকে বল এলো তবে হইল। কাহারও স্বার্থপরতা আছে, কত বৈরাগ্য অভ্যাস কচ্চে ধূলো মাখ্‌চে, ভাঁড়ে জল খাচ্চে, কিন্তু কিছুতে যায় না। স্বর্গের বল না এলে কিছুতে যায় না। আমি ছেলে বেলা একটু অহঙ্কার শিখেছি যে, আমি একটু প্রার্থনা করিতে পারি, আমার বিদ্যা আছে বুদ্ধি আছে: কত চেষ্টা কচ্চি কিছুতে অহঙ্কার যায় না; কিন্তু তুমি ব্রহ্মাণ্ডপতি, তোমার নিশ্বাস বুকের ভিতর গিয়া অহঙ্কার টানিয়া বাহির করে। ব্রহ্ম-কৃপা বিনা একটা অসাধুতাও দূর হয় না। এজন্য সর্ব্বদা বলা উচিত "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"। দয়ালু পরমেশ্বর, যদি সমস্ত পৃথিবীর পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে তোমার বলে মানুষ ভাল হয়, সে বল লৌকিক না অলৌকিক? সে অলৌকিক। সেটা যখন প্রাণে আসে কি যে হয়, এক

ফোঁটা জল যেখানে ছিল, বন্যা হইল, এক ফোঁটা বাতাস ছিল, ঝড় হইল। সে বল বুকের ভিতর আসিলে বন্যা, ঝড়, জলপ্লাবন, বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। কোথা থেকে বায়ু আসিল, কোন্ দিকে যায়, কেহ জানে না। তোমার যে শক্তিবাতাস কি রকম করে আসে কেউ জানে না। তোমার কৃপাবায়ু এ রকম, যখন মনে করা যায় তখন আসে না, হঠাৎ এক দিন এসে কোথায় নিয়ে গেল। সাধু বন্ধুদের সঙ্গে খুব ভাল কথা বল্‌চি, সৎ প্রসঙ্গ কচ্চি, কিছুতে হলো না। হঠাৎ এক দিন স্বর্গ থেকে পরী নামিয়া আসিল। স্ত্রীকে বলিতেছি সহধর্ম্মিণী হও, ধর্ম্মশিক্ষা কর, আমার সখী হও, কিছুতে হইল না। স্ত্রী এক রাজ্যে, স্বামী এক রাজ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। এক দিন স্বর্গদূত আসিল, আসিয়া দুজনের মনে অনুতাপ আনিয়া পলকের ভিতর বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গের জ্যোতি প্রকাশ করিল। স্বর্গরাজ্য সংসারে প্রকাশ হইল। দয়াময়ী, স্বর্গীয় অলৌকিক বলে মন ভাল হয়। দয়াময়, আমাদের কি ক্ষমতা যে কিছু করিতে পারি? চিরসংসারী—যোগী প্রেরিত প্রচারক—হবে একি ঠাট্টার কথা? তুমি যা বলিবে, শুনে আমাদের কর্ম্ম করিয়া যাওয়া, কিন্তু কেবল তাতে হবে না। অলৌকিক বল চাই। ব্রহ্মকৃপা চাই। পাপের শক্ত শিকড় কাটিতে হইবে, উপরের ডাল কাটিলে হইবে না। অলৌকিক বলের উপর বিশ্বাস চাই, ঝক্ ঝক্ করে আসিবে, এই কটা লোককে

পদাঘাত করে, আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে; অভিমান অহঙ্কার স্বার্থপরতা দূর হবে। অলৌকিক বল স্বর্গ হইতে পাঠাইয়া দাও। মনে করিতাম নিজের জোরে পাপ মারিব, নির্ম্মল হইব, আপনারা ধার্ম্মিক হইব। এই ভ্রমে সর্ব্বনাশ হইল। যদি মা বলে ডাকিতাম, আর সেই যে স্বর্গের দূত, অলৌকিক বল আছে যদি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতাম, আমরা যেমন পিতাকে মানি, সাধু পুত্রকে মানি, তেমনি যদি পবিত্রাত্মাকে মানিতাম, তাহলে ভাল হইত। পবিত্র আত্মাকে মানিতে হইবে; তিনি কি হয়ে আসিবেন কেউ জানে না। তিনি যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে আসিবেন, সকালে কি সন্ধ্যায় আসিবেন, চন্দ্র হয়ে কি সূর্য্য হয়ে আসিবেন, কেউ জানে না। দয়াল, তিনি না এলে তোমার পাপী সন্তানেরা বাঁচিবে না। একটি সামান্য পাপও কেউ ছাড়িতে পারিবে না। এস দয়াময়, সেই পবিত্র বায়ু হয়ে, সেই অলৌকিক বল হয়ে এস, বুকের ভিতর শক্তি হইয়া নিশ্বাস হইয়া প্রবেশ কর। আমি সাক্ষী হব যে, ভবসাগরের কাণ্ডারী আমার জীবনতরী রক্ষা করিয়াছেন। হে করুণাময়ী, এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সেই অলৌকিক বল পাইয়া সকল পাপ জয় করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হতে পারি। [মো]

হাসি কান্নার মিলন।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে পতিতপাবন, হে দুঃখনিবারণ, আমরা এক সময়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিয়াছি, আর এক সময়ে সুখ উল্লাসে মত্ত হইয়া তোমার নাম গান করিয়াছি। এক সময় খুব কঠোর তপস্যা আমাদের ধর্ম্ম ছিল, এক সময়ে আনন্দে নৃত্য করা আমাদের ধর্ম্ম ছিল। দুয়ের সন্ধি স্থলে আমাদিগকে আন। এমন আনন্দ হবে না যে তপস্যা একেবারে চলে যাবে, এমন অবস্থাও হবে না যে আনন্দের মত্ততা একেবারে চলে যাবে। কিন্তু তোমার সুখ বড় উচ্চ দরের। পৃথিবীর আমোদের মত নয়। তোমার স্বর্গের সাধু পুত্রদের সুখ এরূপ নিকৃষ্ট নয়। পৃথিবীতে অনেক রকম সুখ আছে, সে সব আমরা ভোগ করি আর মনে করি, সে সমুদয় ধর্ম্মের সুখ। আমরা বিষয়ীদের মত আমোদ করি, গল্প করি, ঘুমাই, বেড়াই, এসব করে মনে করি ধার্ম্মিকের মত নির্দ্দোষ পবিত্র আমোদ করিতেছি। পরমেশ্বর, এটি আমাদের দুর্বুদ্ধি। সংসারের সুখ কি ধর্ম্মের সুখ? আমরা যদি সুরাপান করিয়া আমোদ করি, সে কি ধর্ম্মের সুখ? যারা নাস্তিক, তোমাকে মানে না তারাও পরিবারের ও সংসারের সুখ ঢের

ভোগ করে। তবে কেমন করে আমাদের সুখ ধর্ম্মের হইবে? এ দুইয়ের সামঞ্জস্য কি করিয়া হইবে? যদি কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবি কিছু হলো না, অনুতাপ করি, আর হয়ত কতক গুলো সুখ ছেড়ে দি, শরীর নির্যাতন করি, এ রকম করে কঠোর তপস্যা করাও কি তোমার অভিপ্রায়? এ রকম দুঃখ পেলেও হবে না, ও রকম সুখ পেলেও হবে না। সুখ দুঃখের মিলন চাই। খুব কঠোর তপস্যা করিব আবার খুব আনন্দে নৃত্য করিব, দুই চাই। এখন যেন তপস্যার প্রয়োজন নাই কেবল আনন্দ করিব, তাই হয়েছে। লোকে দেখে বলিবে যে যথার্থ ধার্ম্মিক কি না, একটুও অনুতাপের দরকার নাই। সাধু কে? না যে হাসে। মুখে দুঃখ নাই, মনেও দুঃখ নাই। হে ঈশ্বর, দেখ মানুষের কত ভ্রান্তি; কেবল তপস্যা করিতে লাগিল, কেবল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। এ দুয়ের কোনটাই তোমার অভিপ্রায় নয়। আমরা যদি তোমার অভিপ্রায়ে চলি, মনে বরাবর একটা গাম্ভীর্য্য, দায়িত্ব, গুরুত্ব থাক্‌বেই। আমরা কঠোর তপস্যা চিরকালই করিব। বলিব, পাপ যাক্। নিরভিমান হব, অক্রোধ হব। বৈরাগ্যের অস্ত্রে প্রাণ ছেদন করিব, তখন কেমন করে হাসিব? আবার যখন ভক্তিরসে উন্মত্ত হব, প্রেমে ডুবিব, তখন খুব হাসিব। দয়াময়, হাসি কান্না মিশাও, বিবেক আর আহ্লাদ মিশাও। তপস্যা ও আনন্দে মিশাও। সন্ন্যাসীর হাসি, অত্যাচারী

পাপাচারীর অপবিত্র জঘন্য হাসির মত নয়। তোমার বৈরাগী বিবেকীর হাসি অন্য রূপ। খারাপ লোকেও হাসে, ভাল লোকেও হাসে; কিন্তু ভাল লোকের হাসির ভিতর স্বর্গ। এক সাধুর হাসিতে দেশ পবিত্র হয়। ছোট পবিত্র শিশু যখন মার কোলে ঘুমিয়ে হাসে সে একরকম, আর বুড়োর চাপা হাসি এক রকম। সংসারী লোকে যে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে কাঁদে সে এক রকম, আর তোমার সাধু যখন তোমার বিরহে কাঁদে সে এক রকম। যথার্থ রীতিতে হাসিতে চাই, যথার্থ রীতিতে কাঁদিতে চাই। মঙ্গলময়, কেবল হাসিব, কাঁদিব না, তাহাও নয়; আবার যে কেবল কাঁদিব হাসিব না, তাহাও নয়। মনের পাপের জন্য কাঁদিব, অহঙ্কার স্বার্থপরতা ভক্তিহীনতা, এসব ভাবিয়া কাঁদিব; নতুবা ধার্ম্মিক কিসে হইব? হে ঈশ্বর, এ মন রাখিতে চাই না, একটু পাপের কলঙ্ক মনে যদি আসে। ভক্তি প্রেম যদি কমে যায় নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌ব না। কঠোর তপস্যা দ্বারা মন পবিত্র করিব। যুধিষ্ঠিরের মনের শান্তি আর আনন্দ দুই চাই। পুণ্যাত্মা ঈশা হেসেও ছিলেন, কেঁদেও ছিলেন। গৌরাঙ্গ হাসিতেনও কাঁদিতেনও। যথার্থ এক ফোঁটা চক্ষের জলের দাম এক কোটি টাকা। হরি, তোমার কাছে সেই সোণার হাসি আর কান্না কিনিব। কিন্তু মূল্য নাই কি দিয়া কিনিব? তুমি দয়া করে দাও।

আমাদের মনে ভাল হাসি কান্না নাই। এ চোক্ জানে না কেমন করে কাঁদিতে হয়, এ ঠোঁট জানে না কেমন করে হাসিতে হয়। খুব শান্ত গম্ভীর জিতেন্দ্রিয় কর। কঠোর সাধনে জীবন শাসিত হউক। মনের চিন্তায় অবধি অপবিত্রতা আসিতে দিব না। দুঃখের সময় যেমন কাঁদিতে মজ্‌বুত হব, সুখের সময় তেমনি হাসিতে মজ্‌বুত হব। অপবিত্র আমোদে হাসিব না, আর পৃথিবীর দুঃখ বিপদে কাঁদিব না। দয়াময়, এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন যথার্থ ধর্ম্মের ভাবে হাসিতে, আর ধর্ম্মের দুঃখে কাঁদিতে পারি এবং এই দুইয়ের মিলনে দয়াময় নামের গুণে যেন শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। [মো]

ধর্ম্ম ও নীতি।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে আদরের বস্তু, ধার্ম্মিকেরা নীতি বিষয়ে রুচি দেখান, উচ্চ বিষয়ে মনোযোগী, বড় বড় সাধনে তৎপর, কিন্তু ছোট ছোট কর্ত্তব্য বিষয়ে কেন পদস্খলন হয়? পরমেশ্বর, তুমি কি নীতি আর ধর্ম্মকে বিভিন্ন করিয়াছ? তুমি কি বলিয়া দিয়াছ যার যা পছন্দ হয় সে তাহা হোক্, যদি কেহ যোগী হতে চায়, তা হোক্, যদি সত্যবাদী হতে চায় হোক্। তুমি মানুষের হৃদয়কে কি এত ছোট করি-

য়াছ যে দুটি জিনিষ তাহাতে একত্র রাখা যায় না? নীতি-শূন্য না হলে কি ধার্ম্মিক হওয়া যায় না? ধর্ম্মশূন্য না হলে কি নীতিপরায়ণ হওয়া যায় না? হে ঈশ্বর, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছি? পৃথিবীতে এ রকম ঘটনা ও ব্যাপার দেখেছি যাতে বোধ হয় এক দিক্ রাখিতে গেলে আর এক দিক্ চলে না। যদি দেখিতাম যেমন এক দিকে উপাসনা বাড়্‌চে, আবার নীতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কর্ত্তব্য বিষয়েও খুব মনোযোগ হয়েছে, তা হলে বড় আহ্লাদ হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যারা খুব উপাসনা করে, সত্য কথা বলে না, রাগ লোভ অহঙ্কার পরের অনিষ্ট করা ছাড়িতে পারে না। এটা বুঝাইয়া দাও, কেন তোমার ধর্ম্ম নীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয় না? মানুষ উপাসনা সাধনের সঙ্গে কেন কর্ত্তব্যপরায়ণ হবে না? যোগভক্তিতে মন যেমন গভীর হবে, তেমনি কি সত্য কথাতে খুব তৎপর হবে না? ভক্তের রসনা সুমধুর হরি নাম করিতে করিতে কি খুব সত্য কথা বলিবে না? হে পিতা, আমরা পরীক্ষায় বুঝিয়াছি, এক দিক্ রাখিতে গেলে আর এক দিকে দৃষ্টি থাকে না। আমরা মনে করি, যে হরি নাম করিতে করিতে খুব প্রেম ও আনন্দ সম্ভোগ করে, সে যদি অসাবধানতায় একটু মিথ্যা কথা বলে তবে কি মিথ্যাবাদী বলে তিরস্কৃত হতে পারে? যোগী হয়ে যদি একটু রাগ প্রকাশ করে, তা হলে সে যে যোগী এ কথা কি স্মরণ করিব না? সামান্য ত্রুটি হইলে কি তাহা

ছাড়িয়া দিব না? হে পরমেশ্বর, সত্যই আমরা এ রকম করে তর্ক করি? অহঙ্কার করি, স্বার্থপর হই, আর যদি একটু ভাল করে উপাসনা করি মনে করি সব কেটে গেল। মনে করি, যে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী সে যদি একটু রেগে একটা কঠিন কথা বলে, সে কি একটা দোষ? এই সব যুক্তি বড় সাংঘাতিক সর্ব্বনেশে যুক্তি। হে সাধুশ্রেষ্ঠ, তোমাকে দেখিলে মনে হয় যোগী ভক্তের রাগ অধিক নিন্দনীয়। আমরা যেন মনে করি যে এত সাধু, হরি নাম করে সে যদি সামান্য মিথ্যা কথা বলে তবে সে আরো ভয়ানক, এবং তাকে অধিক ভৎসনা করা উচিত। হে পিতা, আমাদের মধ্যে পরস্পরকে খুব শাসন করিতে দাও। আমাদের মধ্যে নীতিসম্বন্ধে পাপ যেন খুব গর্হিত বলে মনে হয়। রসনা হস্ত পদ খুব যেন শাসিত থাকে। হাতগুলি দয়াব্রতে ব্রতী থাকিবে। হে দয়াময়, নীতি আর ধর্ম্মের মিলন নাই। আমরা নীতি কি, ধর্ম্ম কি, জানি না। তোমার ভিতরেই সব। দাও, ঠাকুর, ভিতরে যেমন যোগী ভক্ত করিবে, বাহিরেও খুব শুদ্ধ নীতিপরায়ণ কর। কথাগুলি, কাজগুলি খুব শুদ্ধ করে দাও। যেমন গভীর যোগ ও খুব সুকোমল ভক্তি রস দিয়া মন সুকোমল করিবে, তেমনি হস্তপদ নীতির বন্ধনে বাঁধিয়া খুব খাটি করিয়া রাখিয়া দাও। হে দয়াসিন্ধু, এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সর্ব্বদা নীতি আর ধর্ম্ম, ভক্তি আর শুদ্ধতা

জীবনে লাভ করে সকল প্রকারে শুদ্ধ এবং সুখী হতে পারি, মঙ্গলময় তোমার চরণে এই প্রার্থনা। [মো]

এক পরিবার।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে দয়াময়, আমরা ভারি ভারি সত্য লোকের কাছে প্রচার করি, সাধন করি, বড় বড় বিষয় চিন্তা করি, কিন্তু এই যে প্রাচীনতম কথা—যে সব মানুষ এক পরিবার হইবে—ইহা সাধন হইল না। জাতিনির্ব্বিশেষে যদি মানুষ মানুষকে যথার্থই এক পরিবার মনে করিতে পারে, তা হলে ঈশ্বরের একটি প্রধান আজ্ঞা পালন হয়। হে দীননাথ, হে দয়াময়, কেন আমরা সহজের কাছে হেরে যাই, যখন বড়র নিকট জিতি। কেন আমরা যে সব কঠিন ব্রত মানুষ শুনিলে ভয় পায় তা পারি, আর অত্যন্ত সহজ যা সকলে মানে তাতেই আমাদের গা হাত অবশ হইল? আমরা স্বীকার করিতেছি, আমরা পরিবারের ভাবটা সাধন করিতে পারি না। মহর্ষি ঈশা শ্রীচৈতন্যের মত পরকে আপনার করিতে কেহ পারে না। তাঁরা কাণা, খোঁড়া, পাষণ্ড, পাতকীকে ভাই বলিলেন, সে উদার প্রেম কোথায়? রাস্তার মুচিকে ভাই কবে বলিব, যখন নিকটস্থ ভাইকে স্বীকার করি না। কুড়ি বৎসর যাদের সঙ্গে আছি, তাদের এক পরিবার বলিয়া মনে হয় না, তাদের উপর সন্দেহ হয়

রাগ হয়। আমাদের মনে হয় তুমি দুই এক জনের পিতা, সকলের পিতা নও। মনে হয় কেবল আমাদের মনই তুমি যোগাও অন্য কাহারও নয়। অন্যের হইলে আমাদেরও নও। আমাদের শত্রু যারা, তাদের পিতা তুমি এ আমরা সহিতে পারি না। তারা তোমার কাছে করযোড় করিলে, ভিক্ষা করিলে, পয়সা চাহিলে, বলি কাণা কড়ি দাও। আর আমাদের বন্ধু স্ত্রী পুত্র পরিবার টাকা চাহিলে বলি মোহর দাও। তুমি পিতা তা মানি, কিন্তু কার পিতা? যে কটিকে আপনার মনে করি। আমাদের শত্রু বিরোধী যারা, তুমি তাদের পিতা নও। এই রকম করে আমরা তোমার পিতৃত্বে বিশ্বাস করি। পিতা মানে দুই এক জনের পিতা, সকলেরই পিতা নয়। আমার পিতা আমারই, শত্রুর পিতা কেন হবেন? শত্রুকে বলি, আমি যাকে যাকে ভাল-বাসি, তিনি তাদেরই পিতা, তোমার নয়। দয়াময়, পরি-বারের শাস্ত্রখানা উল্টে গিয়াছে। পিতা বলিলে সকলেরই পিতা, গরিব, দুঃখী, কাঙ্গাল, পাপী সকলেরই পিতা। তা নইলে আমার পিতা কেন হইবে? যদি কেবল সাধুরা তোমার সন্তান হইবেন, তবে তুমি আমার পিতা কেন হইবে? যখন আমাকে সন্তান বলিয়াছ, নীচতম হীন-তমকেও সন্তান বলিবে। তবে আর কি? পরিবার হইতে দাও। সকল ভেদাভেদ দূর কর। বড় বড় প্রেমের কথা, বড় বড় উৎসব হইয়া গেল। কিন্তু নীতির পরিবার, পিতৃত্ব-

চরিত্রের লোক পাওয়া যায় না। সকলে মিলে এক পরিবার হয়ে, এক মা তুমি এক পিতা তুমি, এটা ত বলিতে পারিতেছি না। কোন ধর্ম্ম পারিতেছে না, নববিধানও পারিতেছে না। খুব আড়ম্বর হইতেছে, কত সাধন ভজন হইতেছে, কিন্তু এটা হইতেছে না। আমি বলিতেছি "আমি গালাগালি দিব, হিংসা করিব, পরের সর্ব্বনাশ করিব, ঝগড়া করিব, পরনিন্দা করিব, নতুবা মানুষের জীবন ধরিয়াছি কেন ?" হে পরমেশ্বর, বুঝাইয়া দাও, এ বিষয়ে নির্ব্বোধ যেন না হই। আমরা কটি লোক এটা যেন সর্ব্বাগ্রে করিতে পারি। যেন সহোদরের মত পরস্পরকে দেখি। এটা যেন সামান্য বলে অগ্রাহ্য না করি। হে দয়াময়, মঙ্গলময়, আমরা প্রেমের সন্তান, আনন্দের সন্তান, আমাদিগকে দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই সহজ সত্যটি সাধন করে সকল প্রকার পাপ অপবিত্রতা ছেড়ে একটি ধর্ম্মের পরিবার হইয়া তোমার চরণতলে থাকিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো.]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবে দয়া নামে ভক্তি।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমাধার কোমলহৃদয়, আমাদের এক বিষম অহঙ্কারের বিষয় হইয়াছে যে আমরা ভক্ত। মনে করি আমাদের দলের বাহিরে যারা, তারা বড় শুষ্ক হৃদয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু ভক্তির পথ ধরে না। আমরা এবিষয় লয়ে মনকে অনেক সময় স্ফীত করি যে আমরা ভক্তির পথ ধরেছি। বাহিরে যারা আছে শুষ্ক পথ ধরেছে। কিন্তু, হে হৃদয়েশ্বর, যদি সত্যকে সাক্ষী করে বলি, মানিতে হইবে যে প্রেমের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পথ আমরা লই নাই। একটু আধটু প্রেমের ভাব আমাদের আছে বটে কিন্তু অনেক নাই। দয়াময়, মঙ্গলময়, পূর্ণ প্রেমের পথ কেন ধরিলাম না, যাতে জগতের ও তোমার প্রতি প্রেম একত্র হইতে পারে। আমাদের ভালবাসা পরস্পরকে কেন পরিত্যাগ করিয়াছে? শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম যদি যথার্থ হয় তবে তাই আমাদের হয় না কেন? আমাদের প্রেম পরস্পরকে কেন বিষ মনে করে? তোমায় ভালবাসিতে গিয়া জীবকে কেন ঘৃণা করি? যত তোমাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তত কেন জীবকে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয়? হে মঙ্গলময়, তুমি যাকে প্রেমিক কর সেই প্রেমিক হয়

তুমি যাকে প্রেমিক কর, একেবারে প্রেমে উন্মত্ত করে দাও, সে প্রেমে মত্ত হইয়া সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড প্রেমচক্ষে দেখে। যে প্রেমিক তার চক্ষু প্রেমে অনুরঞ্জিত হয়। কিন্তু আমাদের অর্দ্ধপ্রেম, আংশিক ভক্তি কেবল এক বিষয়ে বদ্ধ। ঠাকুর, আমরা তোমার নাম গান করে একটু সুখ পাই, কিন্তু আমাদের মধ্যে লোকে যে পরিমাণে ব্রহ্মপ্রেমে উন্মত্ত হয় সে পরিমাণে মানুষের প্রতি প্রেমিক হয় না। দয়াময় হরি, পরস্পরের প্রতি অভিমান রাগ হিংসা কেন জীবন হইতে ধৌত হইয়া যায় না? জিহ্বা যদি প্রেমে খুব মিষ্ট হইল তাহাতে আর তিক্ততা থাকিবে কেন? যার মন তুমি কাড়িয়া লও তার মন ঠিক গৌরাঙ্গের মত। অপরাধী পাপী কুষ্ঠরোগী কেন সে বিচার করিবে? সে সকলকেই প্রেমে আলিঙ্গন করিবে। যার প্রেম তেমন নাই, তার এক দিন হয় এক দিন হয় না। প্রেমময়, যুগে যুগে যাহার প্রতি তুমি সদয় হইয়াছ তার প্রেম উথলিয়া পড়িয়াছে। এজন্য তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, প্রাণ যেমন তোমাকে ডেকে মত্ত ও সুখী হবে, তেমনি বিদ্বেষ ক্রোধ ও ঘৃণাশূন্য হইয়া সব মানুষের সেবা করিবে। কেন না প্রেমের জল সকল অগ্নি নির্ব্বাণ করে। অভিমান ক্রোধ তার হতে পারে না। দয়াময়ের সন্তান কি কখন পরের প্রতি রাগ করিতে পারে? সে যে দয়াখণ্ড। ভগবান্ কি পাপী কাঙ্গালকে ঘৃণা করেন?

তোমার কি হিংসা অভিমান হয়? তবে তোমার ছেলের হবে কেন? কুপুত্র যদি হয়, অহঙ্কার অভিমান হতে পারে, কিন্তু যে কুপুত্র হল না তার প্রেম দশ দিকে উথলিয়া পড়িবে। দাস দাসী জীব জন্তু সকলের উপর জাতিনির্ব্বিশেষে অবস্থা নির্ব্বিশেষে সেই প্রেম পড়িবে। দয়াময়, যার প্রাণ তুমি প্রেমে পাগল করিয়াছ, সে আর আপনার রহিল না। সে কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে ধ্যানে তোমাকে ডেকে আনন্দ উপভোগ করে, আর যে ভয়ানক পাপী চণ্ডাল, তাকে ভেবেও প্রেমে মত্ত হয়। দয়াময় আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রেমের ভাব দৃঢ় কর। তোমার প্রতি আমাদের প্রেম ঠিক হয় নাই, এখনও গোড়ায় দোষ আছে। চৈতন্যের ভাব এখনও হয় নাই। তিনি যেমন তোমাকে ভেবে উন্মত্ত হতেন, তেমনি জগৎকে প্রেম করিতেন। পিতা, তোমার চরণ ধরে বলিতেছি ইহারা যেখানে যায় ইহাদের মুখে যেন প্রেমের রঙ্ প্রকাশ পায়, ইহাদের বুক হইতে যেন প্রেমের স্রোত পড়ে। পিতা, এই ভিক্ষা চাই আমাদের দলটি প্রেমে মত্ত কর। জীবে দয়া শেখাও শ্রীহরি, পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম জীবে দয়া নাই। ভাই বন্ধুদের নির্য্যাতন দেখিলে অত কষ্ট হয় না। হরি, খারাপ চক্ষু দুটি তুলে নিয়ে প্রেমের চক্ষু দাও, এবং যে হৃদয়ে তোমার প্রতি ভক্তি আছে তার নিকট আর একটি হৃদয় বসাইয়া দাও, যাতে জীবের প্রতি প্রেম

থাকে। তাহা হইলে জীবে দয়া নামে ভক্তি জীবনে সার করে তোমার পদারবিন্দ লাভ করি। দয়াময়, যাতে তোমার প্রেমে প্রমত্ত হয়ে, ও সব জীবকে ভাল বেসে শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, মা, দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেম ও পুণ্যের মিলন।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমময়ি, তোমার যে খুব সৌন্দর্য্য তাহা আমরা মতে বিশ্বাস করি, বুদ্ধি তাহা মানে, কিন্তু সেই যে লাবণ্য তাহা পুণ্যপ্রেমমিশ্রিত। আমরা যাহা লিখি তাহা কেবল প্রেমের লাবণ্য। আমারা তোমাকে ভাল-বাসি প্রেমময়ীরূপে। কে না দয়াময়ী মাকে ভালবাসিতে পারে, যাঁর দ্বারা রক্ষিত হয় পালিত হয়। কিন্তু সেই মাতৃস্নেহের রূপের সঙ্গে নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল স্বরূপের যে রূপ, তাই মিশ্রিত আছে। তোমার প্রেম সত্য ছাড়া নয়, তোমার দয়া পুণ্য ছাড়া নয়। তোমার রূপে এই দুই গুণ একত্র আছে। আশ্চর্য্য তোমার রূপ! কিন্তু আমাদের নয়ন দেখিতে পায় না যেখানে দুই রূপের মিলন হইয়াছে। প্রেমময়ি, এমন শক্তি দাও যাহাতে দুই রূপ দেখিতে পাই।

যাই মা বলে তোমাকে দেখে আনন্দে নৃত্য করিব, অমনি যেন তোমার পুণ্যরূপ বলে, অবোধ সন্তান পাপ করিস্? দুই রূপ তোমাতে আছে আমি বুদ্ধিতে দুইটা তফাৎ করি। আমি মুগ্ধ এবং আনন্দিত হই, কিন্তু পরিত্রাণ পাই না! যত বার তোমাকে ডাকিব, তুমি বলিবে "নির্ম্মল হয়ে এস, নতুবা ছুঁইব না"। ইহা বলিলে তখনই আমি কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ বসন পরে তোমার প্রেমের মুখ উজ্জ্বল পবিত্র নয়নে দেখিব। আমি মানিব বটে যে তুমি দয়াময়, সব সন্তানকে কাছে আসিতে দাও। কিন্তু এ এক আসা, সে এক আসা। এ দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকা, আর ও তোমার কাছে গিয়ে বসা। দয়ার রূপে কান্তি আছে, কিন্তু জেয়াদা কান্তি যখন দয়া পুণ্যে একত্র মিলে। তখন তোমার সিংহাসনের রূপ ধরে না। পুণ্য ও প্রেমে মিলে হল আনন্দস্বরূপ। আমি যেমন আনন্দিত হব, তেমনি পবিত্র হব। যত বার তোমাকে দেখিতে আসিব, দেখিব দুই রূপের কিরণ। সূর্য্যেরও জ্যোতি আবার চন্দ্রেরও জ্যোৎস্না। সুখী করিতেছ আবার শুদ্ধ করিতেছ। আমরা পুণ্য বলিয়া দয়া চাই না। মা, এমনি করে দাও, যাই তোমায় মা বলে ডাকিব, অমনি গাটা ছম্ ছম্ করিবে। মনে হবে নির্ম্মল হয়ে আসি, লোভ অহঙ্কার পাপ সব ছেড়ে আসি। কাণ যেন সর্ব্বদা শুনিতে পায় মা বলিতেছেন যে, ও অবস্থায় আসিস্‌নে, শুদ্ধ হয়ে আয়, গা ধুয়ে আয়, জঞ্জাল

ফেলে আয়। এতে আরও তোমার প্রেমের রূপ বাড়িবে। আমাদের রোগ থাকিবে অথচ তুমি কোলে করিবে এত ভাল নয়। মা তোমার পুণ্য প্রেমে মিশিলে অধিক মিষ্ট হয়। আমরা মনে করি এত পুণ্যে মিষ্টতা থাকে না, উপাসনায় সুখ হয় না; কিন্তু তা নয়। এতে ভালবাসা আরও মিষ্ট হয়। শরীর ধুয়ে গেল, আবার তোমার আদরও পেলাম। ধূলো দূর হয়ে গেল, আবার যন্ত্রণা রোগও গেল। এ মা বড় সুন্দরী যাঁর কথা বলিতেছি। ইহাঁতে পুণ্য প্রেম এক হয়ে গেছে। খালি প্রেমরূপের মূর্ত্তির মন্দির বন্ধ করে দাও। কিন্তু ওখানেই সকলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানীরা ঐদিকেই যায় আর বলে, মদও খাও, আর উপাসনাও কর। কিন্তু পুণ্যের মন্দিরে কেউ যায় না। আমি অনেক দূর হইতে এলাম, কিন্তু যাই তোমার পুণ্য মন্দিরে ঢুকিতে গেলাম, অমনি তুমি মিষ্ট মিষ্ট করে বল্লে "আমার ঘরে পরিষ্কার নির্ম্মল হয়ে আসিতে হয়, নতুবা হয় না। এখানে আসিতে হলে অনেক জল আছে, আমি নিজে তুলে রেখেছি, ঐ জল দিয়ে শরীর পরিষ্কার করে আয়।" একথা শুনে আমি কি আর কিছু করিতে পারি। আমি দৌড়িয়ে গিয়ে শরীর পরিষ্কার করে যেমন দরজার কাছে যাব অমনি মা হাত ধরে ঘরে নেবে। দয়াময়, প্রেমসিন্ধু, এক বার এমনি করে আশীর্ব্বাদ কর, তোমার প্রেম পুণ্যের দুখানি রূপ যে একখানি হয়েছে তাই বিবেকনয়নে ভক্তিনয়নে খুব

ভাল করে দেখি, দেখিতে দেখিতে সুখী হই, মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভিনয়।

৮ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়াসিন্ধু, হে দীনজনপালক, হে পরিবারের উপায়, হে দেবতা, মুক্তিদাতা, বিধাতা হইয়া তুমি বিবিধ উপায় প্রেরণ করিতেছ, কত মোক্ষপথ দেখাইতেছ, কত সুমতি হৃদয়ে দেখাচ্চ, আমাদের অন্তরে কত প্রকার সুবুদ্ধির আলোক প্রকাশ করিতেছ, এ সকলের ফল যেন এই হয়, তোমাকে যেন কিছুতে না ছাড়ি। তোমাতে নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে, ব্রহ্মগতপ্রাণ হয়ে, শেষ অবধি যেন তোমাকে দেখি। প্রেমস্বরূপ, কত লীলা দেখালে কত দেখাবে, শ্রীহরি, প্রেম-লীলা দেখিতে দেখিতে যেন জীবন শেষ হয়। কি অপূর্ব্ব কথা শুনিলাম, তুমি নাকি আমাদের মধ্যে যেমন তোমার ধর্ম্মের যথার্থ অভিনয় করে পৃথিবীতে দেখাইতেছ, তেমনি নাকি আবার অভিনয়ের অভিনয় করিবে? ব্রহ্মাণ্ড-পতি তুমি জীবজন্তু, পশুপক্ষী, পাহাড় নদী লইয়া যেমন অভিনয় করিতেছ, আবার নাকি আমাদের মধ্যে অভিনয়

করিবে? তুমি কখন কি ভাবে দেখা দিবে তাহা ভাবুক ভিন্ন কে বুঝিবে? ঈশ্বর নাট্যশালা খুলিবেন। মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি সকল নাটক উপলক্ষ করে ব্যভিচার মদে দেশ ডুবাইতে পারে, কিন্তু ঘোর দুরাচার হইতে মা সরস্বতী সত্য মূর্ত্তি বাহির করিবেন তোমার সাধক বিনা ইহা কে সাহস করে বলিতে পারে? ইহাতে মানুষ অনেক দোষ দিতে পারে। নিন্দা করিবে, গালাগালি দিবে, প্রতিবাদ করিবে, অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু তোমার দাস যে সৎসাহস, যা তোমার মুখে শুনিবে তাই বলিবে। হে দীনবন্ধু, তোমার দশ আকারের মধ্যে এ এক আকার, দশবিদ্যার মধ্যে এক বিদ্যা নাটক। তুমি সরস্বতী, ইহার পূর্ব্বে তোমার এ নাম আরাধিত হইয়াছে। দশ-বিদ্যার এক শাখা এই নাটক। ইহা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। কাম ক্রোধাদি রিপুকে বিনাশ করে এই নাটক। যোগীর মান রাখে এই নাটক, প্রেমিকের প্রেম বাড়ায় এই নাটক। ইনি পাপীর পাপ দূর করেন, সামাজিক কুনীতি কুরীতি লোপ করেন, সুনীতি বৃদ্ধি করেন। ইনি শুভ, ইনি শান্তি, ইনি কল্যাণ। ইহাঁকে আমরা বরণ করিব, সমাদর করিব। বলিতেছ এ নাটকস্থলে উপস্থিত হইলে পরিত্রাণ। এ নূতন সাহসের কথা বলিতে হইবে, আর কাজে দেখাইতে হইবে। ধ্যান প্রার্থনা করিলে যেমন ভাল হইব, তেমনি অভিনয়ে ভাল হইব। যেমন আসল বড় পৃথিবীতে ঈশ্বর লীলা

দেখান, তেমনি সকল ছোট পৃথিবীতে নাট্যশালা দেখা-বেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যেমন বড় অভিনয়, তেমনি ছোট অভিনয় এখানে হইবে। অতএব, দেবি সরস্বতি, তোমাকে বন্দনা করে পরহিতকামনায় এই অসম সাহসিক কার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। দশ জনের পরামর্শে ধর্ম্ম সাধন আমরা করিতে চাই না, হৃদয়ে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিব তাহাই করিব। অতএব নববিধানের দেবি, বল দয়া করে কিরূপে নাটকের অভিনয় হবে। ইহার সূত্রপাত হবে কিরূপে, সম্পূর্ণ হবে কিরূপে, কি ভাব কি ঘটনা লিপিবদ্ধ হবে, কিরূপে পাপ পরাজিত হবে ও ধর্ম্মের মাথায় মুকুট দিতে হবে বল। আমরা যেমন উপাসনা করি, তেমনি অভিনয় করিব। দেবি, দেখ যেন একাজে অমঙ্গল না হয়, কিন্তু, দেবি, তোমার নাম যেন ভূমণ্ডলে থাকে। দেবতারা স্বর্গে নাটক অভিনয় করেন, ভক্তেরা পৃথিবীতে করেন, আর আমরা তোমার অধম ভক্ত আমরা কেন না এই আমোদ করিয়া সুখী হইব? নাট্যশালায় যদি সত্যকে জয়ী করিয়া, পাপ পরাজয় করিতে পারি, কেন করিব না? এ অতি উৎকৃষ্ট উপায়। ভারতে শঙ্খধ্বনি হইবে, অনেক কল্যাণ হইবে। হে মাতঃ, স্নেহময়ী, কৃপাময়ী, কৃপা করিয়া শরণাগতগণকে এই আশী-র্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রদত্ত এই অভিনয় ধন আদরে

গ্রহণ করে ভারতের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, তোমার চরণে এই নিবেদন। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমের শাসন।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, হে যোগেশ্বর, প্রেমরাজ্য কিরূপে শাসন হইবে তাহা আমাদের বুদ্ধি কিছুতে বুঝিতে পারে না। প্রেম বুঝিতে পারি, শাসন বুঝিতে পারি না। দুয়ের সামঞ্জস্য বুঝিতে পারি না। তোমার সম্বন্ধেও পারি না, মানুষের সম্বন্ধেও পারি না। পরমেশ্বর, তুমি প্রেম বিলাইতেছ বুঝিতে পারি। আমরাও ভালবাসি, কিন্তু কাহাকেও শাসন করিতে পারি না। সকলে খুব উৎপাত করুক তবু কিছু বলিব না। ভক্তদের আর কিছু উপায় নাই। সর্ব্বস্ব যাইবে, সব সাহায্য যাবে, খাওয়া পরায় গোল হইবে, লোকে খুব প্রশ্রয় পাইবে, অগ্রাহ্য করিবে, কিন্তু হরিসন্তান কেবল ভালবাসিবে। তোমার মহিমা ধন্য। ইহাতে যদি সব বিশৃঙ্খল হয়, কাজ কর্ম্ম যায়, তাই হবে, কিন্তু প্রেমত রহিল, ভগবানের ইচ্ছাত রহিল। হরি, আমি দেখ্‌চি সংসারে তোমার অনুকরণ করিতেই হইবে। একটা দোষ করিল বলিয়া কি পরকে শাস্তি দিতে হইবে? দয়াময়,

তোমার বিচার তোমার কাছে। যা কিছু বিচার করিতে হয় তুমি করিও। আর কিছু জানি না, কেবল তোমার অনুকরণ করিব। আমরা কতরূপে তোমার ধর্ম্ম ভাঙ্গিতেছি, তবু তুমি ভালবাসিতেছ। মরি কি দয়ার মাধুরী! তোমার দয়া দেখে আমরা পাপ ছাড়িব। পৃথিবীর লোকের ভালবাসা পাইয়া মোহিত হইয়া আর পাপকে প্রশ্রয় দিব না। পরের প্রেম লইয়া থাকি, আর আপনারা সাবধান হইব না? কিন্তু তুমি শাসন করিতেছ তাহা বুঝিতে পারি না, ভয়ানক সর্ব্বনাশের কর্ম্ম করিলাম আমার কিছু হইল না। এটি বড় ভয়ানক। মানুষেরা মনে করে, বড় সুবিধা। ধার্ম্মিক পাপ করিলে কেহ কিছু বলে না। তোমার সম্বন্ধে কিছু শাসন নাই। খালি মানুষের জন্য একটু ভয় আছে। তুমি কিছু কর না। পাপী নাস্তিকেরা যা খুসি করিতেছে, নরহত্যা ইত্যাদি ভয়ানক ভয়ানক পাপ হইতেছে। বারণ নাই, শাসন নাই। এ দিকে শুনিতেছি মা হইয়া খুব ভালবাসিতেছ। কিন্তু তাত বেশ। শাসন করিবে না কেন? পৃথিবীর মা গুলো ছেলেদের আদর দেয়, আস্কারা দেয়, ছেলেরা খারাপ হইয়া যায়। জননীর প্রেম বাড়াবাড়ি। আমি যদি ভয়ানক পাপ করি, আমাকে কি কিছু শাস্তি দেবে? সুতরাং প্রশ্রয় পাব, যদি একটা পাপ এখন করিতেছি, দশটা করিব। এদিকে জানিতেছি তুমি ন্যায়বান্। একটু

সামান্য পাপও তুমি ছেড়ে দেবে না। হে পরমেশ্বর, আমরাও পরস্পরকে শাসন করি না। আমরা ভালবাস্‌ব একচুলও কমাইব, না। শেষ অবধি খুব ভাল বাসিব। ভক্তদের প্রতি তোমার খুব কড়া হুকুম। "ভাল বাস্‌বি, ক্ষমা কর্‌বি," ভালবাসার বিরাম নাই। তোমার অনুকরণ হইল পৃথিবীতে, তার পর শাসন। খুব প্রশ্রয় পাইব, স্বেচ্ছাচারী হইব, তুমি ত আর তাড়িয়ে দেবে না। ভক্তেরাত আর কিছু বলিবেন না। মজা করে খুব স্বেচ্ছাচারী হইব। প্রেমের মজা সকলে চায়। কিন্তু শাসন মানে না, স্বার্থপর অহঙ্কারী হবে, যোগ ভক্তি শিথিল হবে। ইহার উপায় কি? তোমার একই আজ্ঞা। "ভাল বেসে যা, ভাল বেসে যা" তাতে যে ধর্ম্মরাজ্যে বিশৃঙ্খলা হয়, তবু বল্‌চ, "ভালবাস"। তুমি আপনি প্রেম প্রেম বলিতেছ, ভক্তদেরও তাই বলিতেছ, কিন্তু তোমার প্রেমের ভিতর যে গূঢ় শাসন ও শিক্ষা অছে, আমাদের প্রেমে তাহা নাই। তোমার সম্বন্ধে যাহা নিয়ম পৃথিবীতেও তাই। পাপ করিলে, যদি তুমি শাস্তি দিতেছ না বলে খুব পাপ করি, এতে যেমন পাপ হয়, আর পৃথিবীতে যাঁরা খুব প্রেম করেন, তাঁদের কাছে প্রশ্রয় নিলেও পাপ। দয়াময়, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, যাতে তোমার প্রেমের তাৎপর্য্য খুব বুঝ্‌তে পারিয়া তোমার এবং তোমার ভক্তদের কাছে খুব জব্দ হইয়া প্রেমের শাসনে পাপ অপরাধ সব

ছেড়ে দি, তুমি দয়া করে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নির্জ্জন সাধন।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, হে অনাথনাথ, তোমারি রূপসাগরে ডুবিয়া থাকিব, নিরন্তর এই আশার্ব্বাদ কর। সকলের সঙ্গে গোলমাল করিয়া কাটান তোমার অভিপ্রায় নয়। ঠাকুর, তুমি চাও একা নির্জনে খুব যথার্থ অনুরাগ ও যোগের সহিত তোমাকে ডাকি, গোলমাল তুমি ভাল বাস না। তুমি চাও তোমার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া খুব যোগ সাধন করি। চির কাল সকলের সঙ্গে মিলিয়া গোল করিলে কাজ হয় না। বিশেষ সাধনের জন্য নিজের সময় স্থির করি। মন প্রাণ যেন সে দিকে যাইতে প্রস্তুত হয়, এ বৃদ্ধবয়সে যে দিকে গেলে কল্যাণ হয়। সকলের সঙ্গে যে সম্পর্ক তাহাও থাকিবে। অন্য দশ জনকে ছাড়িয়া যাব না। তাদের যে তুমি দিয়াছ। যাদের জন্য দায়ী তাদের দেখিতে হইবে। কিন্তু যদি বন্ধুদের জন্য সংসার ছাড়িয়াছি, তবে হরির জন্য বন্ধুদের একটু একটু ছাড়া উচিত। তার সময় আসিয়াছে। যত টুকু সময়

কাজের জন্য দরকার, দিয়া আর সমুদয় হরির জন্য দিব। নিত্যানন্দ, এ বয়সে তোমার রূপ দেখিব, তোমার রূপসুধা পান করিব, এই ত এখনকার উপযুক্ত কাজ। দশ জনে গোল করে, আপনি ভগবান্‌কে হারালাম, অন্য দশ জনেও তাঁকে পেলে না। হে দয়াময়, এ অবস্থায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় মন তোমার আশ্রয় লইতেছে। কি সদুপায় তাহা বলিয়া দাও। গোলের ভিতর থাকিয়া অনেক বিষয়ে মন ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এমন উপায় কর যাতে তোমার বাড়ীর সকল রকমে কল্যাণ ও মঙ্গল হয়। আমাদের কি এই কাজ চিরকাল খাইয়ে খাইয়ে এ রকম করে বেড়াব? নীতি ধর্ম্মের বন্ধন কি শিথিল হয়ে যাবে? দলের জন্য কি হরিকে হারাব? তাহা পারিব না। বন্ধু ভাইয়ের খাতির করিতে গিয়া তোমাকে হারাইলাম। উৎসাহের তেজ, ভালবাসা কমে গেল, কেবল মাথামাথি, কাছে বসাই সার হলো, যেখানে শ্রদ্ধা থাকা উচিত রহিল না, পরস্পরের উপর শাসন রহিল না, কেবল জেয়াদা মাথামাথি হইল। নিত্যানন্দ, সংসারের কাজ আমরা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে তোমার ভিতর ডুবিব। ভাই ভগ্নী মিলে তোমার নাম সাধন করা তাও থাকিবে, আবার কুটীরের মত নির্জ্জন সাধন, তারও প্রচুর আয়োজন দেখিতেছি। তবে ঐ দিকেই গড়াতে দাও। ঐ দিকে গিয়ে আস্তে আস্তে মার চরণে স্থান পাব, হে কৃপাময়ী, হে দয়াময়ী, দয়া করে সন্তানবলে শ্রীমুখের

বাণীকে এমন আশীর্ব্বাদ কর যাতে বৈরাগী হইয়া, ব্রহ্মানু-রাগী হইয়া তোমার ভিতর নিবিষ্ট হতে পারি। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমরা মার হাতে গঠিত।

১১ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে অনাথবন্ধু, আমাদিগকে তুমি প্রস্তুত করিয়াছ, শিক্ষা দিয়াছ। আমরা তোমার গঠিত, তোমা দ্বারা প্রতিপালিত, তোমা কর্ত্তৃক শিক্ষিত, দীক্ষিত, এই কথা যেন পৃথিবীকে বুঝাইতে পারি। আমরা তোমার লোক, তোমার কাছে, তোমার বিদ্যালয়ে পড়িয়াছি। তোমার হুকুমে চলি, সংসারে তোমার কাজ করি, তোমার হাতের যে পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য আমাদের ভিতর রয়েছে, তোমার যে সুগন্ধ, মিষ্টতা আমাদের ভিতর আসিয়াছে। আমরা তোমার হাতের গঠিত। কুড়ি পঁচিশ বৎসর তুমি আমাদের প্রস্তুত করিতেছ। বাইরের লোকের সঙ্গে আমাদের ভিন্নতা থাকা উচিত। পৃথিবী তুলনা করিয়া দেখিতেছে আমরা ভাল কি তাহারা ভাল। যদি আমাদের পৃথক্ না বলে, তোমার হাতের যশ হবে কেন? হে পরমেশ্বর, আমরা যে তোমার হস্তের গড়া জিনিষ, তাহলে ঠিক হবে কেন? আমাদের গায়ের রঙ মুখের আকার সব তোমার হাতের করা।

তুমি তুলি দিয়া যখন আঁকিয়াছিলে সেই রঙের সুগন্ধ আমাদের গায়ে। হে জগদীশ, তুমি আপন হাতে যাদের গঠন কর তাদের মধ্যে যেন আমরা হই। পৃথিবীর আচার্য্যেরা যে শিষ্য ছাত্র প্রস্তুত করেন আমরা তাহা নই। আমরা তোমার নিজ হস্তে রচিত। অন্য কেহ স্পর্শ করে নাই। চন্দন কাঠ আনিয়া তুমি নির্ম্মাণ করেছ। এদের উপাসনা সাধন রুচি সব সুগন্ধ। অন্য লোকের রসনায় মিথ্যা কথার দুর্গন্ধ। এ রসনার রস অমৃত রস। আমাদের ভিতর কলঙ্ক আসিবে কেন? হে পিতা,বিশ্বাস করিতে দাও,আমরা একটি নূতন দল, নব বিধানের দল। অন্য দলে ধর্ম্ম করিতে গিয়া নীতি থাকে না, ভক্ত হইতে গিয়া নীতি থাকে না। এ সব অন্যান্য ধর্ম্মে অনেক হইয়াছে। যাদের তুমি হাতে করে গড়েছ, তাদের কি এরূপ হবে? তুমি কি মনে কর নাই, যাদের তুমি দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে বলিয়া গড়িয়াছ, তাদের ভিতর শক্তি, সুনীতি, ধর্ম্ম, প্রেম এক হবে? ইহা যদি হয় তাদের পাপ দুর্গন্ধকে ঘৃণা করিতে দাও। দুর্নীতি কুরীতি পাপ ব্যভিচার যেখানে হয় সেখানে যেন আমরা না যাই। আমাদের অন্তরে পর্য্যন্ত যেন আতর গোলাপের গন্ধ হয়। যে দেশে যাব, চরিত্রের সৌরভ বাহির হইবে। দয়াময়ী মার হাতে গড়া জিনিষ যে কেমন হয় দেখাব। ছবিতে মা আঁকিয়াছিলেন কেমন গড়ন হবে, তার পরে গড়েছিলেন। ত্রুটি পাপ দোষ অন্ধকার যদি একটু স্পর্শ

করে, অমনি মা ধুইয়া ফেলিলেন। দয়াময়, আমাদের সর্ব্বদা নাড়িতেছ, মুছিতেছ, ধুইতেছ, কেন না যদি তোমার হাতের জিনিষ পৃথিবীতে থেকে ময়লা হয়। হে হরি, চির কাল যেন তোমার হাতের চন্দনের জিনিষ হইয়া থাকিতে পারি; তোমার কাছে পরিষ্কার হইয়া থাকিতে পারি। দয়াময়ী মা, তোমার চরণে এই প্রার্থনা যেন তোমার হাতের জিনিষ এই বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং সুগন্ধ হইয়া থাকিতে পারি, মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সিদ্ধাবস্থা।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে মুক্তিদাতা, হে অনাথবৎসল, তোমাকে সাধন করিতে করিতে মন জমাট হইয়া যাইবে? এটি ধর্ম্মের সিদ্ধি। তরল প্রেম ঘনীভূত হবে, পাতলা প্রেম ক্রমে জমাট বাঁধিবে। ছাড়া ছাড়া সাধন ক্রমে ঘনীভূত অবিভক্ত হবে। আসা যাওয়া ক্রমে অনেক বার হবে। বিচ্ছেদ ক্রমে শেষ হয়ে মিলন গাঢ়তর হইবে। আমরা সিদ্ধ হই নাই তার অনেক দোষ, কিন্তু তবু অনুসন্ধান করে দেখা উচিত যে আমরা ক্রমে সিদ্ধির দিকে যাইতেছি। আমাদের প্রেম,

জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি এক জিনিষ। আমাদের খাওয়া পরা বেড়ান আর যোগ ভক্তি সাধন, এ এক জিনিষ। পরমেশ্বর, এ প্রশ্ন কি আমরা উপেক্ষা করিতে পারি? আমরা যে হরির সঙ্গে বসি তা ক্রমে জমাট হইতেছে কি না দেখিব। হে পরমেশ্বর, ঠিক যেন নেশাখোরের অবস্থা হয়। সুরাপান করিতেছে না বটে, কিন্তু যা করা হয়েছে তার নেশা রয়েছে। তেমনি জীবন ভাব কাজ চিন্তা একটা ভাবে মগ্ন হয়ে রয়েছে। ফাঁকের ঘরটা ধর্ম্ম আসিয়া দখল করিবেন। তোমার দখল সব জায়গার উপর হইবে। হে দয়াল হরি, প্রথমে খণ্ড খণ্ড ভুমি অধিকার করিলে, করিয়া ক্রমে ক্রমে উপাসনা সাধন দৈনিক আচার ব্যবহার প্রস্তুত করিয়াছ। এবার বলিতেছ, এই যে মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে তাহাও অধিকার করিব। যেখানে পাপের অধিকার করিবার সম্ভাবনা আছে তাহাও পূর্ণ করিব। হরি হে, তোমার কাছে সাধকেরা এই ভিক্ষা চায় যদি মাত্রা বাড়াইয়া এই ফাঁকের ঘর গুলো পূর্ণ করিয়া দাও, তা হলে অবিচ্ছেদে তোমাকে পাইয়া সুখী হই। হে দয়াময়, যদি তোমার এত রূপ, এত লাবণ্য, এত সৌন্দর্য্য আছে তবে তাহা ঢালিয়া দিয়া ফাঁকের ঘরগুলো বুজিয়ে দাও; দিয়ে এমনি করে মন প্রস্তুত কর যেন তোমার কাছে বসেই আছি, বসে নাই, অথচ বসে আছি। মদ খাচ্চি না, অথচ নেশা আছে। ভিতরে চক্ষের জল পড়িতেছে, কিন্তু বাহিরে পড়িতেছে না।

ভাই বন্ধুদের সঙ্গে বসে আছি, গল্প করিতেছি, বেড়াই-তেছি, মনটা তোমার কাছে পড়ে আছে। দয়াময়, সিদ্ধির অবস্থাটা দয়া করে এনে দেও। বাহিরের কর্ম্ম করিলেই যে হরির কাজ ছেড়ে দেওয়া হইল তা নয়। বাহিরে ভাত খেলেই যে হরিরূপসুধা পান ছেড়ে দিলাম, তা নয়। বাহিরের হাত সংসারের ধন মান ঐশ্বর্য্য স্পর্শ করিয়া সুখী হউক। ভিতরে ব্রহ্মপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া সুখী হউক, বাহিরের চক্ষু সংসারের জিনিষ দেখুক, ভিতরের চক্ষু ব্রহ্মরূপ দেখুক। ভিতরের মন কেন অবকাশ পাইবে? হরি, ফাঁকের ঘর গুলো বুজিয়ে দাও, মধ্যে মধ্যে ঢের গর্ত্ত আছে। সমস্ত দিন তোমার কাছে বসিলেও মন তৃপ্ত হয় না। তোমার উপর বাসনার পর বাসনা, লোভের পর লোভ, ভক্তচিত্তকে হরণ করে। হরি, এই বিচ্ছেদের ফাঁক গুলো ভরাট করে দাও। সিদ্ধেশ্বরী, তোমায় ডাক্‌তে আরম্ভ করে বরাবর চলে যাব, এক দিনেরটা আর এক দিনের সঙ্গে মিলে যাবে, এক বৎসরটা আর এক বৎসরের সঙ্গে মিলে যাবে, এখান হইতে সেই বৈকুণ্ঠধামে গিয়া মিলিবে। দয়া-ময়ী, এমন আশীর্ব্বাদ কর, এমনি করে তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে সিদ্ধির অবস্থা পাইয়া প্রেমের ঘোরে পড়িয়া চির দিনের মত শুদ্ধ এবং সুখী হতে পারি, কৃপাময়ী, অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর তোমার চরণে এই প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সচ্চিন্তা।

১৩ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দীন দয়াল, হে অগতির গতি, কথায় বলিয়া থাকে সঙ্গী দ্বারা মানুষের চরিত্র নির্ণয় করা যায়। যারা সৎসঙ্গের অনুরাগী তারা নিশ্চয় সাধুতার অভিলাষী। যে সাধুতা চায় না, সে অসাধুদের সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসে, যে বিশ্বাস চায় না, সে অবিশ্বাসিদের কথা শুনিতে ভাল বাসে. যে মিথ্যাবাদী হয়, সে মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসে। হরি, এটিও আমারা বলিতে পারি যে, চিন্তা দ্বারা লোকের চরিত্র বুঝা যায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ সর্ব্বদা সাধুচিন্তা করেন। কিসে নববিধান প্রচার হবে, কিসে বঙ্গদেশ উদ্ধার হবে, কিসে পরের দুঃখ যাবে, সর্ব্বদা এই ভাবনা তাঁর মনে। চিন্তা যদি কুপথে যায়, বুঝা গেল মানুষ ভাল নয়। যে ভাল সে যাই একাকী বসেছে, অমনি ঈশা, যুধিষ্ঠির, শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্যবেশ পরিয়া হৃদয়ে আসিলেন। মন ভাল হলে অবকাশ হলেই ভাল চিন্তা মনে আসে। বিষয়ীর মনে কেবল কি খাব, কিরূপে সুখে থাকিব, এই সব চিন্তা আসে। হে ঈশ্বর, চিন্তা আমাদের শত্রু, চিন্তা আমাদের মিত্র। চিন্তা দ্বারা বুঝা যায়, আমরা তোমার কি, তোমার নয়। কেবল উপাসনা করিলে বুঝিতে পারা যায় না, আমি কি রকম লোক। যখন সাধন ও ভজনের

সময় চলিয়া গেল একাকী পড়িলাম, যখন যা ইচ্ছা করিতে পারি, তখন কি চিন্তা করি তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, আমার মন কিরূপ। স্বাধীন হইলে, একটু ছুটি পাইলেই চিন্তা যদি নরকে যায় ও শয়তানের পায়ের কাছে গিয়া পড়ে, তবেত বড় ভয়ানক। পিতা, দয়াময় তুমি দয়া করে, চিন্তা গুলোকে সচ্চিন্তার তেজে পূর্ণ করিয়া রাখ। সাধু চিন্তা সচ্চিন্তায় অত্যন্ত সুগন্ধ। মলিন লোকের চিন্তা কেবল, ভক্ত নয় তবু লোকে কিসে ভক্ত বলিবে, ধ্যানশীল নয় তবু লোকে ধ্যানপরায়ণ কিসে বলিবে। এ সব যে করে, সে লোক ভাল নয়। ভাল ভাবিলে ভাল, মন্দ ভাবিলে মন্দ। ভাল লোক ভাল ভাবে, মন্দ লোক মন্দ ভাবে। দয়াময়ের কাজের বিস্তার কত হইল, মা প্রেমময়ীর কাছে কত লোক গেল, কেন লোকের মন ভাল হইল না, ভাল লোক আবার পড়ে কেন, ভক্ত অভক্ত হল কেন, ঈশ্বর, এই ভাবিব। আবার নিজের সম্বন্ধেও ঢের ভাবিবার আছে। ব্রহ্মপাদপদ্ম কেমন সুন্দর, মনের ভিতর কেমনে নূতন বৃন্দাবন সাজাইব, কেমন করে হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে ডাকিয়া আনিব, মার রূপ সর্ব্বদা কিরূপে দেখিব, এই সব ভাবনা মনে আসিবে। ভাবিব কেবল নিত্যানন্দের রূপ। মা, তোমার পছন্দ তার উপর পড়েছে, যে খুব ভাবের ভাবুক। যে কেবল কতকগুলি সৎকাজ করে, তাকে তুমি পছন্দ কর না। হে দয়াসিন্ধু, হে প্রেমসিন্ধু,

কেমন করে তোমায় মনের ভিতর এ রকম করে রাখিব। প্রাণের সৌন্দর্য্য তুমি হও, বক্ষের সৌন্দর্য্য তুমি হও, চক্ষের সৌন্দর্য্য তুমি হও। চিন্তামণি, আমার হৃদয়ের সচ্চিন্তা তুমি হও। দিন রাত্রি তোমাকে ভাবিব। তোমার রূপের ডালি খুলে খুব ভাবিব। ভেবে ভেবে তোমাতে ডুবে যাই, ভাবের স্রোতে ভেসে যাই। যার চিন্তা খারাপ, সে কেমন করে তোমাকে দেখিবে? তার মনে যে আগুন জ্বলিবে। সর্ব্বদাই ঐ নাম গান করিতেছে, ভাবিতেছে, তার মনেই সচ্চিন্তা। হে মঙ্গলময়ি, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন সংসারের নীচ চিন্তা মায়া ভাবনা ছেড়ে, মার কেমন রূপ, মা কেমন সুমিষ্ট, ভাবিতে২ খুব শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দয়াব্রত।

২০ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়াসিন্ধু, ভক্তদের জীবনের একটি আদর্শ আছে, ছবি আছে, তদনুসারে তাঁরা চলেন। আমাদের জীবনের আদর্শ আমরা দেখিতে পাই না। হে পরম পিতা, ভক্ত স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করেন। যা খুসি করিতে

পারেন না, যত যুগের, যত দেশের যত ভক্ত ভক্তির নিয়ম পালন করেন, যোগীরা তোমার নিয়ম পালন করেন। আমরা কোন নিয়ম পালন করি না। ভক্ত যাঁরা, দয়া করেন, সকলের খুব সেবা করেন। হে হরি, আমাদের মধ্যে সে নিয়ম দেখি না। ভক্ত হইলে বৈরাগ্যের নিয়ম ধরিতে হয়, কতকগুলো সুখ বিলাস ছাড়িতে হয়, কতকগুলো কষ্টকর ব্যাপার করিতে হয়। ভক্ত হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া শুদ্ধতার পথে চলিতে হয়। এই সব নিয়ম ভক্তেরা যে অনেক কষ্ট করে করেন তা নয়, সহজে সেই পথে, সেই নিয়মে চলেন। যে নিয়মিতরূপে খানিক খানিক যোগের পথে চলে না, তাকে ত যোগী বলা যায় না। পিতা, এ যদি ঠিক হয়, আমাদের জীবন তার অনেক দূরে পড়ে আছে। আমাদের দান ধ্যানের নিয়ম নাই। আমরা বিশেষ বিশেষ লোকের উপর দয়াব্রতের ভার দিয়া রাখিয়াছি। অন্যের উপর সব বিষয়ের ভার দিয়াছি, পাঁচ জনকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু প্রতি জন যে দয়াতে বর্দ্ধিত হইতেছেন, তা নয়। স্ত্রীলোকদের ত কথাই নাই। নিয়মিত অতিথিসেবা বা দান কেহই করে না। দয়াময়, তোমার সন্তানেরা যদি নির্দ্দয় হয়, তা হলে মঙ্গলপাড়া নাম কেমন করে হবে? অধার্ম্মিক পাপী দুঃখীদের জন্য যদি আমাদের প্রাণ না কাঁদে, তা হলে আমাদের মন ত বড় কঠিন হইল। দুঃখীর প্রতি যদি ক্রমাগত দয়া না করি, উপাসনার

ঘরে যে তোমাকে বলিব "হে দয়াল ঈশ্বর,' অমনি আকাশ ও স্বর্গ চীৎকার করে বলিবে, "কপট মানুষ থাম, যে দয়া করে না মানুষকে, সে দয়া পাবে না।" প্রেমময়, দয়া যে একটি স্রোত, যা জীবনে কখনও থামিবে না। দয়াময়, সকল বিষয়ে নিয়মবদ্ধ করে দাও, জিতেন্দ্রিয় করে দাও, দয়াব্রত দাও, আমাদের স্বেচ্ছাচারীর জীবন, ধার্ম্মিকের নয়। দিন যায়, রাত্রি যায়, বৎসর যায়, স্বেচ্ছাচারী আর ব্রতধারী হল না। এ জন্য কাতর ভাবে, নববিধানের দেবতা, তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি, দান ধ্যান ব্রতে তোমার সন্তানদের জীবন ব্রতধারী করে শুদ্ধ এবং সুখী কর। অত্যন্ত গরিব যে সেও দয়া করিতে পারে। কিছু চাল, কিছু ভাত, একখানা ছেঁড়া কাপড় এ সকলেই দিতে পারে। দয়াল, তোমার নাম করে যে এক মুটো চাল রেখে দেয়, তাকেই ধার্ম্মিক বলি। দয়া সংসারের ভিতর। হরি, দুঃখীর দুঃখমোচনের ভার সকলেরই উপর। এ ব্রতে সকলে বাঁধা আছেন। কেউ যেন মনে না করেন যে, স্বেচ্ছাচারী হবার জন্য আমি এ ধর্ম্মসমাজে আছি। সকলকে দয়াব্রতে বাঁধ। হে দয়াময়, হে কৃপাময়, হে মঙ্গলময়, কৃপা করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন স্বেচ্ছাচার ত্যাগ করে তোমার দয়াব্রতের নিয়মে বদ্ধ হইয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিভোগ মোহনভোগ।

২১ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমস্বরূপ, হে সন্তানবৎসল, এমনি উদার তুমি, যে তোমাকে যে ভাবে সাধন করে তাকে সেই ভাবে দেখা দাও। যে বলে যোগ কর্‌ব তাকে সেই ভাবে, যে বলে ভক্ত হব তার কাছে সেই ভাবে দেখা দাও। কত ভাবে, হে ভক্তবৎসল, ভক্তের কাছে তুমি প্রকাশিত হও। এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের রাজা হয়ে মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছ। যতগুলি রূপ সব সুন্দর। কোনটি অগ্রাহ্য কত্তে পারি না। হে জগদীশ্বর, এ সকল প্রেমবর্ষণ করিতেছ বলিয়া তুমি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছ। আমরা আগে জানিতাম না যে এত প্রকারে তোমাকে পাওয়া যায়। এ সব স্বর্গের কারখানা কে বুঝিবে? হে পিতা, মানুষেরা বিবাদ কলহ করিতে লাগিল, কিন্তু বাহিরে এত গালাগালি খাইতেছি বটে, ভিতরে যে কি সুখে আছি, তা কেবল, হরি, অন্তর্যামী, তুমিই জান। এই সুখবর্ষণের সময় এই প্রার্থনা, দিন দিন সুখবর্দ্ধন কর।

হরি যেমন মনের বাসনা পূর্ণ করিতে পার সুখ দিতে পার এমন আর কেউ নয়। অতএব এ সময় বাহিরের লোকদের কাছে আমরা যত অপমানিত হইতেছি, তত এ সময় হরি সম্ভোগ যে বড় সুখের জিনিষ তা যেন বুঝিতে পারি। হরিভোগ, মিষ্ট ভোগ। অতি চমৎকার স্বর্গীয় ভোগ এটি

বুঝিতে দাও। পৃথিবীতে কেবল কষ্ট ভোগ। যথার্থ সুখ-ভোগ, শান্তিভোগ, মোহনভোগ কেবল হরিভোগ। নির্জ্জনে তাঁর কাছে বসে কেবলি তাঁর মুখশ্রী দেখা এটি কেবল হরিভোগ। কত রকম হরিভোগ আছে কে জানে? যার যত দুঃখ আছে এই হরিভোগদ্বারা দূর কর। প্রভু হে, অন্তরের অন্তরে নিমীলিত নয়নে যখন হরিভক্ত হরিকে ডাকেন, দর্শন করেন, তখন যে কি সুখভোগ করেন! নির্জ্জন কুটিরে সকলে যেন হরিকে দেখেন এবং হরির সঙ্গে কথা কন। হে প্রেমসিন্ধু, প্রাণমোহন, হৃদয়মোহন যে বস্তুতে হয় সেই যে হরি, তা ভাল করে বুঝিতে দাও। হরির কাছে চুপ করে বস্‌লে যে সুখ ভোগ হয় তার মতন আর নাই। তাতেত আর কষ্ট ভোগ নাই। পৃথিবীর ভোগ এমনি, যে বেশী করে ভোগ করিলে অরুচি হয়, ভাল লাগে না। তোমার ভোগ সব ভোগকে ছাড়িয়ে উঠে। হরির সহবাস, রূপ ও সৌন্দর্য্য ভোগ, এ যেন সব ভোগের চেয়ে মিষ্ট হয়। তাহলে কষ্ট ভোগ করিতে যাব না। তোমার সুখভোগে ভোগী কর, এমন শান্তিভোগ সুখভোগ আশ্চর্য্য মোহনভোগে এমন মোহিত কর যেন আর অন্য ভোগের জন্য মন না যায়। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন হরিসম্ভোগে প্রাণ মত্ত হয়ে দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী হয়, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এই দলেই পরিত্রাণ।

২২এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দীনদয়াল, হে সন্তানবৎসল, তোমার দলটি—তোমার ভক্তেরা এখানে আরাম পায় না। তোমার পাড়া তোমার বিশ্বাসীদের কাছে স্বর্গ হয় নাই। হে ঈশ্বর, আমরা বৃন্দাবনেকে ঘৃণা করিয়াছি, এবং যে সকল বাড়ীতে তোমার পূজা হয়, উপাসনা হয়, সে স্থান এখনো আমাদের নিকট মনোহর হয় নাই। তোমার অনুগত ভক্তেরা কত দূরে দূরে বেড়াইতেছেন। তাঁরা ইচ্ছা করিয়া গিয়াছেন, কারণ এখানে আরাম হয় না। ক্রমে ক্রমে হয়ত অবশিষ্ট সন্তানেরাও যাবে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে যে উপাসনা কাহারও ভাল লাগে না। হে ঈশ্বর, আমরা নিরাশাতে পূজা করিতেছি। দশ বৎসর কুড়ি বৎসর সকলের সঙ্গে মিলিয়া ভজন সাধন করিতেছি, হরি হরি করিতেছি, কিন্তু উপাসনার মধুরতা কমিতেছে। অধিক কাল একটা কাজ করিলে আর ভাল লাগে না। এটি কালের দোষ না আমাদের দোষ? যাঁদের সঙ্গে অনেক দিন হইতে কীর্ত্তনাদি করিতেছি তাঁদের উপর অরুচি হইতেছে। প্রচ্ছন্ন ভাবে উপাসনার উপরও হইতেছে। এজন্য মনে হইতেছে ক্রমে ক্রমে সকলে বিদেশে যাবে। কারণ সেখানে প্রচারক হইলে এসব পুরাতন মুখ দেখিতে হইবে না। হে

ঈশ্বর, এই সব পুরাতন বন্ধুদের ছাড়িতে ইচ্ছা হইয়াছে। এখানে প্রচার করিব না কিন্তু অন্যান্য স্থানে, তোমার ভক্তদের মনে এ রকম ইচ্ছার উদয় হয়েছে, স্পষ্ট দেখ্‌ছি যে একটি দুটি নয়, অনেকের মনে হয়েছে। এদের সঙ্গে আর গোল করিব না, স্বতন্ত্র থাকিব, বিচ্ছিন্ন থাকিব,এ রকম মনে হয়েছে। দয়াময়, সুখস্থানের গৌরব হ্রাস হইয়াছে। বৃন্দাবনের উপর গৌরব কমিয়াছে; উপাসনা স্থানাদির উপর অনুরাগ বিহীন হইয়াছে। হে হরি, শেষাবস্থায় কেন এ রকম হইল? ক্রমে ক্রমে যদি সকলের মন সরে যায়, কি হইবে? তাহলে সকলের কাছে কি এই বুঝাইব যে বিদেশে বেশ নিষ্কণ্টকে সুখে প্রচার করি, ধর্ম্ম সাধন করি, অমঙ্গলপাড়ায় থাকিলে শরীর মন জর্জ্জরিত হয়। হে পরমেশ্বর, এ কথা যদি লোকের মধ্যে হয় আমরা বলিব, মিথ্যা কথা। এ দলেই আমাদের মঙ্গল, আমাদের পরিত্রাণ। এত কালের বৃন্দাবন, জগন্নাথক্ষেত্র, কাশীধাম কি মহিমাবিহীন হইল? এ সকল দলের লোক কি অবিশ্বাসী পাপাচারী পাষণ্ড হইল, আর অন্য দলের লোক কি বৈরাগী ভক্ত ব্রহ্মচারী হইল? হে পিতা, এ দল ছেড়ে যদি সকলে বিষয় কর্ম্মে গিয়া নিযুক্ত হয়, তবে কি বৃন্দাবনের মহিমা যাইবে? যদি এ সব ঘটনা হয় তথাপি এ দল তোমার চরণ ছাড়িবে না। হরির দলে মিশিয়া হরিকে ডাকিব। হরি, তোমার উপাসনা যেন আমাদের বিষ না হয়। বার বার শ্রীহরি

শ্রীহরি বলে প্রাণ জুড়ান যেন এই বৃদ্ধ ভক্তদের গৌরব এবং সুখ হয়। বৃদ্ধ ভক্তের আর কিছু নাই, কেবল আছ জননী। দলবল লইয়া এক জায়গায় পড়িয়া থাকিব এই চাই। পরস্পরের চাকরের মত হইয়া তোমার চরণে পড়িয়া থাকিব, ইহাই বিধানের অভিপ্রায়। দয়ালু হরি, শ্রীবৃন্দাবনের গৌরবমুকুট রক্ষা কর। হে প্রেমময়ি, হে মঙ্গলময়ি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন উপাসনার অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি হয়ে এ বৃদ্ধ বয়সে তোমার প্রতি অচলা ভক্তি হয়ে শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে পারি, দেবি, দয়া করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বাড়ীই তীর্থ।

২৩ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমময় শ্রীহরি, যে বাটীতে অষ্ট প্রহর থাকিতে হয় তা যদি শুদ্ধ না হয়, তবে জীব কি সাময়িক পূজায় শুদ্ধ থাকিতে পারে ? বাসস্থান মানুষের চরিত্রকে গঠিত করে। আমাদের বাসস্থান যেমন, চরিত্র সেরূপ। শুধু উপাসনা করিলে কি হবে ? তাতে কি চরিত্র ফেরে ? যার বাটীর চারি দিকের ঘরের প্রাচীর পাপ, সে ত সর্ব্বদা পাপ দেখিবেই। এজন্য সব ধর্ম্মে দেখা যায় তীর্থভ্রমণ তীর্থদর্শন

রীতি আছে। কেন না স্থানটা পবিত্র চাই। তোমার নববিধানের সাধক আর কোথায় যাবেন? তাঁর ঘর দেবঘর হইবে। বাড়ী ঈশ্বরের ঘর এটা কেবল অনুমান করিলে হইবে না। বাটী দেবালয় এখনও হয় নাই। কলিকাতা হইতে হিন্দু কাশী গিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দির স্পর্শ করে, মনে করে শরীর শুদ্ধ হইল। বাটী স্পর্শ এমনি জিনিষ। আমরা কি বাড়ী স্পর্শ করে বুঝিতে পারি যে শরীর পবিত্র হইল? ঠিক কাশীতে ঠাকুর ঘরের সিঁড়ি দিয়া উঠিলে হিন্দুর যেমন মনে হবে শরীর শুদ্ধ হইল, আমাদের কি তা হয়? অন্তর্যামি, আমরা যে যে বাড়ীতে থাকি তা কি শুদ্ধ মনে হয়? আমাদের বাড়ী যেন একটা সরাই, গোলমাল করিবার স্থান, যেন একটা গুদাম। যেখানে শ্রান্ত জীব ঘুমায়, ক্ষুধিত জীব মরে, মানুষেরা আমোদ করে, সেই রকম পৃথিবীর বাড়ী গুলিকে মনে করি। আমরা বাড়ীকে দেবালয় মনে করে বৃন্দাবনে বসে হরি পূজা, হরি সেবা করিতেছি তা মনে করি না। দয়াময় হরি, এ অধর্ম্ম কি যাবে না? বাড়ীকে কি তীর্থ মনে করিব না? আমরা হরির বাড়ী মনে করিব। মনে করিব বিশ্বেশ্বর যেখানে মন্দির করেচেন সেখানে আসিয়া বসিয়াছি। করুণাসিন্ধু, এ বাটীতে থেকে স্বর্গের বাটী মনে করে যেন আমরা শুদ্ধ হতে পারি। উপাসনাও দুই ঘণ্টার জন্য। চব্বিশ ঘণ্টা যেখানে কাটাতে হবে সে

স্থান শুদ্ধ কর। দয়াময়, শুভ বুদ্ধি দাও। বাড়ী বৃন্দাবনের অন্তর্গত। চারিদিকে প্রেমের ব্যাপার রয়েছে। শুদ্ধধাম, প্রেমধাম। মনে ও প্রাণে ঠিক বৃন্দাবন দেখিতে হইবে। সব পরিশুদ্ধ, যখন দেয়াল ছুঁইব ঠিক যেন হরিকে স্পর্শ করিতেছি, এটি বিশ্বাস করিতে দাও। হে দয়াময়, হে মঙ্গলময়, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের বাসস্থানে থেকে বৃন্দাবনের পুণ্য শান্তি লাভ করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমাদের জীবন আশ্চর্য্য জীবন।

২৪ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমময়, হে গতিনাথ, আমাদের জীবন আশ্চর্য্য জীবন, কেন না এত কালর ভিতর আমরা এত ভাল হয়েছি। মানুষ হয়ে আমরা ভগবতীর পা স্পর্শ করি, দেখি, আবার ভগবতীর চরণ স্পর্শ করেও সংসারের কীটের মত হই, লোকের প্রতি অত্যাচার করি। এ বিষম সমস্যা কিরূপে বুঝিব? এ পশুর হাড় পশুর শরীর, ইহার ভিতর যোগ ভক্তি কিরূপে হয়? আরো আশ্চর্য্য, যে শরীরে সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবন চলিতেছে সেই শরীরে পশু বাস করে কি করে? আশ্চর্য্য এই যে এত বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, ইহার ভিতর যৌবনের আশা উদ্যম তেজ কেমন করে রয়েছে। আবার ইহাও

আশ্চর্য্য ইহার ভিতর জড়তা অবসন্নতা আস্‌ছে, মানুষ মুহ্যমান হইতেছে। এইত আমরা জড়ের মত লোক। ইহার ভিতর ঈশ্বর আছেন বার বার বলিতেছি। এই যে আস্তিক শরীর ইহার ভিতরেও আবার "ঈশ্বর কৈ, ঈশ্বর কৈ" আমার কুস্বভাব বলে। ইহাও আশ্চর্য্য, উহাও আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য যে আমরা এত গুলি লোক, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোক, একত্র হয়ে রয়েছি। রক্তের টান নাই, কোন সম্পর্ক নাই অথচ এক জায়গায় আছি ইহা আশ্চর্য্য। আরো আশ্চর্য্য এই, কুড়ি বৎসর এক সঙ্গে এক স্থানে থাকিয়া ঝগড়া করি, পরস্পরকে পর ভাবি। এই যে পরস্পরবিরুদ্ধ জিনিষ দুটি থাকে কি করে বল দেখি? বেশ সকাল হয়েছে, আলো হয়েছে, তার ভিতর রাত্রির অন্ধকার। কিছু টাকা নাই, অথচ এত টাকা খরচ করিতেছি, আর এত টাকা খরচ করিতেছি, তবু দৈন্যতার চোকের জল, ক্লেশ যায় না। ধর্ম্মের ভিতর অধর্ম্ম এত ভয়ানক, আবার অধর্ম্মের ভিতর এত ধর্ম্ম, এত কত বড় ব্যাপার। ধনের ভিতর দুঃখ, আবার দুঃখের ভিতর ধন। সবই আশ্চর্য্য। এ সব চেয়ে আশ্চর্য্য যে এত খারাপের ভিতর এত ভাল কি করে হয়? এখনও ভক্তির কথা বলি, যোগের পথে চলি। এ আশ্চর্য্য যে তোমার পদারবিন্দ এ পাঁকের ভিতর থেকে উঠেছে। এ বড় আশ্চর্য্য, দয়াময়। হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর যে এমন জঘন্যতার ভিতর

থেকে যে এত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতেছে তা দেখে আমরা খুব চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হই এবং দিন দিন তোমার চরণে আরো শরণাগত হই, দয়াময়, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুর্ব্বোধ হরি।

২৫ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কর্ত্তা, বিধাতা, ভুবন মধ্যে তোমার যে সকল অলৌকিক আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তা দেখে লোকে নানাপ্রকার কথা তুলিতেছে। বুঝিতে পারিতেছে না, তাদের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। পরিহাস করিতেছে, বিদ্রূপ করিতেছে, নিন্দা করিতেছে, বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। পরমেশ্বর, আমরা যে এসব দেখিতেছি না, শুনিতেছি না, তা নয়, খুব দেখ্‌চি, শুনচি, উপায় উদ্ভাবন করিতেও চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মন বলে হরিনামের শত্রুকে যদি শাসন করিতে হয়, আরো হরিনাম করিতে হইবে। কথাটি সহজ, মন্ত্রটি অসাধারণ। আমরা বোঝাতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু নির্ব্বোধেরা বুঝিল না। পরিহাসকারীরা আরো পরিহাস করিতে লাগিল। তোমার কার্য্য তাদের নিকট

আরো দুর্ব্বোধ হইল। অগ্নি আর জল এক হইল। বুঝিতে পারা আরো শক্ত হইল। যে হরিনামরসে মাতে নাই, সে কখন প্রমত্ত ব্যক্তির খেলা বুঝিতে পারে না। যে নেশা করে নাই, সে কখন নেশার মত্ততা বুঝিতে পারে না। যে কখন বৃন্দাবনে যায় নাই, সে তার মধুর ব্যাপার বুঝিতে পারে না। শুষ্ক মরুভূমিতে বসিয়া যমুনাজলের লীলা বুঝিতে পারে না। তবে বল কিরূপে লোকের কাছে এসব অনুভূত হবে? হরি, হাসি পায়, সরল সহজ ধর্ম্মের কথা যা শিশু ধ্রুব প্রহ্লাদ বুঝিতে পারিয়াছে, তা বড় বড় বিদ্বানেরা বুঝিতে পারে না। সোণার গৌরাঙ্গ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য আপনাকে সন্ন্যাসী করিলেন, কিন্তু তাঁর বৈষ্ণবধর্ম্ম সকলের কাছে ঘৃণিত। এখনো চৈতন্য সভ্যসমাজে স্থান পান নাই। সকলে তাঁকে দূর দূর করে। তৈল আর জল যেমন, হরিনাম আর সভ্যতা তেমনি। আমরা সেই হরিনাম পুনরুদ্ধার করিতেছি। আমাদের প্রাণের হরিনাম লোকের কাছে অপমানিত হইল ইহা সহ্য হয় না। লোক গুলো যে জ্বালাতন করে। হরিনাম শুনিবে না, হরিনাম লইবে না, ভক্তির কথা শুনিলে জ্ঞাহস্ত হয়, ইহার উপায় কি নাই? পৃথিবী কি চিরকাল হরির বিরোধী থাকিবে? এ সব ভাবিয়া বড় ভাবনা হয়। কিন্তু আবার ভাবি উপায়ত আছে। যেমন লোক হরিনাম চায় না, আরও হরিনাম করিব। গুরু, উপদেশ দাও—

তোমার উপদেশ খুব ভাল, মানুষের উপদেশের মত নয়। তারা বলে, "তোমাদের হরিনামকে লোকে গালাগালি দেয়, তোমরা তাদের সঙ্গে তর্ক কর, তাদের দেবতাকে গালাগালি দাও;" কিন্তু তুমি বল, যে হরিনাম চায় না তার কাণের কাছে অনেক বার হরিনাম কর। হরি, আমাদের রাজা বল, মন্ত্রী বল, সহায় বল, সম্পদ বল সব তুমি। হরি, তুমি না বুঝাইলে বুঝে কে? আবার তুমি বুঝাইলে না বুঝে কে? হরি, তোমাকে অগ্রাহ্য করে? আনন্দময়ী মা হয়ে তুমি পৃথিবীতে এলে, তোমাকে কেউ মানিবে না? হরিনাম করিয়া জিতিব, ভক্তিতে কাঁদিয়া জিতিব। তোমার যে মিষ্ট নাম আমরা বুঝেছি। হরিপ্রেমে মাতিয়া বিরোধী-গণকে পরাজয় করিব। হরি যার, জয় তার। হরি বিমুখ হইলে বিদ্যা বুদ্ধি থাকিলেও কিছু হইবে না। হে প্রেমময়, আমাদের ভালবাসার বস্তু, হৃদয়ের বস্তু, তোমাকে বার বার বলিতেছি, আমাদের যেমন বয়স বাড়্‌চে, যেমন আর কোন কর্ম্ম নাই, একগুণ হরিনাম দশগুণ হবে। হরিনামের ধ্বনিতে উত্তর দক্ষিণ জয় হবে। প্রেমের তরঙ্গে সব ভক্তেরা জয়ী হইয়াছেন, আমাদের কেন হবে না? বড় বড় ইংরাজ পাদ্রী, মুসলমান সকলকে জয় করিব। যদি হরিনামে চক্ষুর জল পড়ে, ভক্তি হয়, যদি সরল হই, অবশ্য জয় হবে। ভক্তির কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। হায় ভক্তগণ, তোমরা কোথায় রহিলে? তোমাদের দৃষ্টান্ত

পাঠাও। আমরা অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছি। কি করিলে দুর্ব্বোধ হরিকে লোকের নিকট বুঝাইতে পারিব? হরি, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব। কাঙ্গালের আর কি সম্বল আছে? হরিনাম আমাদের ধন। বৈরাগ্যের ছেঁড়া কাপড় দাও। দয়াল, ইহা দেখাইয়া বুদ্ধ পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। এক রাজার রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার রাজ্য পেলেন। এক রাজমুকুট ছেড়ে আর এক রাজমুকুট পেলেন। তোমার ভক্ত ঈশা কি হলেন? বৈরাগী হয়ে স্বর্গের দেওয়ান হলেন। হরিভক্তির মত জিনিব নাই। আমাদের ভক্তি কম, তাই অগ্রসর হইতে পারি না। তোমার কোমল চরণে এই পাপভারাক্রান্ত মাথা যদি আরো ভাল করে রাখিতে পারি তবেই হবে। আরো ভাল করে প্রেমের সাধন চাই। স্বর্গের ভক্তি এনে দাও। তোমার প্রেমে এখনো ভাল করে জখম হই নাই। আরো জখম কর। হে প্রেমসিন্ধু, হে দয়াময়, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা হরিনামে খুব মত্ত হইয়া পৃথিবীর নিকট জয়ী হইতে পারি, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

দ্বিজত্বের সুগন্ধ।

২৬ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে ঈশ্বর, হে জীবন্ত দেবতা, তুমি কৃপা করে স্পষ্টরূপে বল ব্রাহ্মণের ঘরে আর চণ্ডালের ঘরের কি প্রভেদ। কি কি লক্ষণ থাকিলে দ্বিজপরিবার হয়, কি কি লক্ষণ থাকিলে চণ্ডালপরিবার হয়? দিন দিন আমাদের পরিবার দ্বিজ হইতেছে না চণ্ডাল হইতেছে? আমরা কেবল উপাসনা করিলে স্বর্গে যাব না, কিন্তু আমরা যে বাড়ীতে যে পরিবারে থাকি তা সাত্ত্বিক হইল কি না তার উপর আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করিতেছে। পিতা, আমরা ব্রাহ্মসমাজে চণ্ডালপরিবারের আদর্শ দেখাইতেছি। এক দিন সংসারের বিশৃঙ্খল হইল, মুখ ভার হইল, আর হরিনাম ভাল লাগে না। আবার এক দিন পাঁচটা টাকা পাইলাম মুখ খুসি হইল। এই রকম আমাদের যদি ভাব হয় তবে আমরা চণ্ডালপরিবার। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিতেছে, তোরা ব্রাহ্মণ না চণ্ডাল? তোরা বেদ পাঠ করিস্ না কেবল চামড়া নিয়ে থাকিস্? এ আত্মা নয় সব মাংস আর চামড়া। শ্রীহরি, যেখানে জেয়াদা চামড়ার গন্ধ, সেখানে তুমি থাক না। তুমি মুচি পাড়া ছেড়ে পালাও। এত মুচি এখানে? চামড়ার ব্যবসা চলিতেছে, ইহার ভিতর হরি আসিবেন কেন? আমার হরি, যেখানে গোলাপের গন্ধ, চন্দনের ধুপ

ধূনার গন্ধ, সেখানে যাও। আমাদের গায়ে পাপের গন্ধ, বহুকালের চামড়ার গন্ধ। কেবল চাম্‌ড়া। আত্মা কৈ? উপাসনার সুগন্ধ কৈ? হরিনামের গোলাপ কৈ ফুটেচে? ভক্তির খুব ভাল ফুলোল তেল দেবতারা পাঠিয়ে দিয়েছেন,পাড়ার লোক মাখ্‌চে, আত্মারাম তাই মাখ্‌চে, এ খবরত পাই না। আত্মা, পাড়া থেকে কোথায় গেলে তুমি? প্রেমস্বরূপ, ব্রাহ্মণের পরিবার কোথায় বল? যে বাড়ীতে হোম যাগ যজ্ঞ হইতেছে সেই ঋষি পরিবার কৈ? সেখানে উৎসাহের অগ্নিতে সাধনের ঘি ঢালা হইতেছে। ছেলে মেয়ে পুরুষ সকলে ব্রহ্মানন্দের স্তব করিতেছে। ভক্তির ফুলের মালা গলায় দিয়া দিন রাত্রি, সকালে বিকালে হরিনাম করিতেছে। সন্ধ্যা হলে স্ত্রীলোকেরা ছাদে বসে গল্প করিতে লাগিলেন,সেখানে সব চিদাত্মা দেবীরা এলেন। সীতা সতী সকলে এলেন। সতী বলিলেন, আমি কিছু কষ্ট পেয়েছি বটে, কিন্তু পুণ্যব্রত রক্ষা করেছি। কষ্টের ভিতরও মনের ভিতর একটা সুখ রাখিয়াছি। সীতা বলিলেন আমার মনে হয়, সতীর পতি বিনা কেহ নাই। পতি ছেড়ে সতীর ধর্ম্ম নাই, পতিরও সতী বিনা ধর্ম্ম হয় না। এই রকম সব গল্প হয়। রাত্রি দুইটা বেজে গেল সে বাড়ীর মেয়েরা আর ছাত থেকে নামে না। আকাশের দিকে তাকাইয়াই আছে। চক্ষু দিয়া কেবল জল পড়িতেছে। দাসীরা বলে এ কি? দয়াময়ী, তোমার প্রেমঘরের

অপরূপ খেলার কথা কি বলিব? এ পাড়াকে ধিক্, কেবল চাম্ড়া। আত্মা গুলি শুকিয়ে গেল, কেবল শরীর মোটা হইতেছে। হরিনাম ভাল লাগে না, কীর্ত্তন ভাল লাগে না, উপাসনা ভাল লাগে না। হায় রে, আত্মা শুকিয়ে গেল। আত্মার জ্বর হয়েছে। এ পাপজ্বর, ইহাতে অনেকে মরে। কবিরাজ বলেন ভয়ানক রোগ। বাহিরে হঠাৎ দেখা যায় না, ভিতরে লুকান থাকে। যারা উপাসনা করে না তাদের রোগ সারিতে পারে, কিন্তু যারা উপাসনা করে, অথচ ভিতরে ভিতরে ভাল লাগে না, ডুবে ডুবে জল খায়, তাদেরই রোগ শক্ত। কেন না রোগী বলে, ক্ষুধা হইতেছে রোগ নাই, মনে সুখ আছে. এ আসল বিকার। উপাসনা কমিয়ে কমিয়ে, অরুচির খাওয়া খেয়ে, শেষে খেতে বসে পালিয়ে যায়। উপাসনার ঘরে অনেক জিনিষ, দেবালয় থেকে অনেক মিষ্টান্ন এয়েচে, কেউ খায় না। কেউ পাঁচ মিনিট, কেউ আড়াই মিনিট উপাসনা করে পালাল, কেউ ধ্যানের গন্ধেই পালাল। ভয়ানক অরুচি, ভয়ানক রোগ। হরি, বিধানের অভিপ্রায় ইহাত ছিল না যে এখানে চণ্ডালপাড়া নির্ম্মাণ হয়। দ্বিজপাড়া হবে, হরিনাম কসে খাবে, সকলে ভাল ভাল জিনিষ খুব খাবে। কবে দ্বিজনামের গৌরব রক্ষা করিব। আর চাম্ড়ার গন্ধ সয় না, হরি। এখানে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ যুধিষ্ঠির বেড়ান, নাক টিপে থাকেন। জিজ্ঞাসা

করিলে বল্লেন "মনের ময়লা, পাপের ময়লা রাশি রাশি গাড়ী গাড়ী যাচ্চে, যাওয়া যায় না।" এ দিকে ঐ ময়লার গাড়ীর দুর্গন্ধ, এ দিকে চাম্ড়ার গন্ধ, মনের ময়লার গাড়ীর গন্ধ। আমরা যখন ভাইয়ের শরীর শুঁকিব কেবল উপাসনার আতরের গন্ধ। স্ত্রীলোকদের শরীরে কেবল পবিত্রতার গন্ধ। তা নয়, কেবল দুর্গন্ধ। হে পিতা, পাড়ার লোকদিগকে মুখ ধুইতে খড়ি কিনে দাও, তাতে ভাল কর্পূর মিশিয়ে দাও। হে দীনবন্ধু, সহায় হও। পাড়াকে দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত কর। এত চাম্ড়ার গন্ধ! দয়াল, চাম্ড়ার গন্ধে যাই যে। রক্ষা কর, এ চাম্ড়ার ব্যবসা হইতে মুক্ত কর। আমরা ভাল ব্যবসা করি। ভাল ভাল আতর গোলাপ চন্দনের ব্যবসা করি, আত্মার ব্যবসা করি। আত্মারাম জেগে উঠ। মরে গেলে যে! শুকাইয়া গেলে যে! তোমাকে বুঝি হরিনামের •দুদ্ কেউ দেয় না? উপাসনার ছোলা কেউ দেয় না? কে তোমাকে চাম্ড়ার ব্যবসা করিতে পরামর্শ দিল? আমি জানি, সে দিন দেখিলাম তোমায় এক জন বলিতেছে, তোমার বাড়ীতে এত কষ্ট কেন? ধার হয়েছে? চাম্ড়ার ব্যবসা কর সব কষ্ট যাবে, নগদ নগদ টাকা আসিবে। আত্মারাম অমনি ভুলে গেলে। শয়তানের প্রলোভনে ভুলে গেলে। শয়তানকে দূর করে দিলে না কেন? ছাড় চাম্ড়ার কারবার। ভাল ভাল জিনিষ খাও। ঋষিদের পাহাড়ে যাও। দুর্গন্ধের ভিতর

থেকে বেরিয়ে পড়। নির্ম্মল বায়ুতে যাও। শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার কর। চার ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা হরিনামে মত্ত হও, চিদাকাশে যাও। আতর, গোলাপ, চন্দন সুগন্ধের ব্যবসা কর। হে দয়াল, শীঘ্র বাঁচাও, নতুবা দুর্গন্ধ যায় না। উপাসনার উপর যত চোট্। পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া হলো, বিবাদ হলো, খাবার গোল হলো, দূর কর হরিনাম। কেন এ রকম হয়? আমিত বলি, দুঃখের সময় হরিনাম আরো মিষ্ট হয়। শরীর গুলো দূর হোক্, চিন্ময় আত্মা বাহির হইয়া পড়ুক, চামড়ার শরীর দূর হউক, চিদাকাশে যাই। শকুন্তলা সীতা সাবিত্রী তাঁহাদের সঙ্গে মেয়েরা মিশুক। তাঁরা কেবল পুস্তকে যেন বদ্ধ না থাকেন। আমার ভাই বন্ধু সকলে চাম্ড়ার ব্যবসা ত্যাগ করুন। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন এ জীবন শেষ না হইতে হইতে এই চাম্ড়ার শরীর পুড়িয়ে ফেলে আমরা চন্দনের শরীর লাভ করে আপনাদের সুগন্ধে আপনারা মোহিত হই এবং সকলকে মোহিত করি, দয়া করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

মত্ততার পথ।

২৭ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমময়ী, ভক্তেরা ভক্তি সাধন করেন, যোগীরা যোগসাধনপ্রিয়। আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব? কোথায় গিয়া পড়িব? বলিতে বলিতে আর ভাল লাগে না। উপাসনা করি, কিন্তু মধুরতা থাকে না। বিষয় কর্ম্ম ছাড়িয়াছিলাম, আবার করি, স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি আসক্তি কমিয়াছিল, আবার বাড়িল। এই রকম হইয়া হইয়া এক দিন সংসার ধর্ম্মকে মারিয়া ফেলিবে। এ সম্ভব মনে হয় যে, মানুষ ধর্ম্মের নামে সংসার করিবে, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্ম ছাড়িবে। আর এক রকম ইহা হইতে পারে যে, চলিতে চলিতে ক্রমে ধুপ করিয়া এক জায়গায় গিয়া পড়িবে। সে বৃদ্ধ বয়সে পড়িয়া আর উঠিতে পারিবে না। এ দুটোর কোন্‌টা হইবে বলিয়া দাও। আমরা যে এত দিন পরে কোন একটা ভয়ানক পাপ করিয়া মজা করিব তা তত সম্ভব মনে হয় না। তবে ধর্ম্মের নামে পাপ করিতে পারি। উপাসনার সময় যদি ঘুমাই, বলিব ধ্যান করিতেছি। যদি জেয়দা খরচ করি ধার করি, বলিব ঈশ্বরের আদেশ। যদি উপাসনার সময় কমাইয়া দি, বলিব ধর্ম্মের অনুরোধে। কম উপাসনা হইলই বা, মিষ্ট হইলেই হইল। দেখ হরি, এমনি করিয়া সাজাইয়া সাজাইয়া এক এক কাজে

অর্থ দিয়া সমুদয় ছাড়িতে চেষ্টা করিব। ইতিহাস পাঠে এটা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, সন্তানাদি বৃদ্ধি হয়ে ক্রমে যত সংসারের ভার বাড়িবে, বলিব "দয়াময়,বিধি দাও,যাতে পাঁচটা টাকা আসে।" বিধি তুমি দাও না দাও মানুষ নিজে বিধি করিবে। দয়াময়, এমনি করে মানুষ সব ফাঁকি দেবে। কিন্তু কাকে ফাঁকি দেবে? তোমায় ফাঁকি দিতে গিয়ে আপনাকে ফাঁকি দেবে। দোহাই ও বড় রাস্তাটা বন্ধ কর। যে পথে গেলে ভক্তি যোগের ভিতর পড়ে যেতে পারি, তাই কর। লোকে লোভ করিতেছে, রাগ করিতেছে, হিংসা করিতেছে, টাকা আনিতেছে, অথচ বলে ধর্ম্মের সংসার। বলে, কেন এই ত আমার বৈরাগ্য আছে। আমি নিজে কম খাই, তবে পরিবারকে বেশী দিতে হবে। দয়াময়, ঐ বড় রাস্তাটায় গিয়া অনেকে মারা গিয়াছে। তাই তুমি ভয় দেখাইয়া দিবে, মানুষ যেমন ভয় পাইয়া দৌড়িয়া পলাইবে, অমনি প্রেমের বর্ষায় পিছ্‌লে পড়ে যাবে, আর দয়ালের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। দয়াময়, এমন দয়া কর দেখি, এ দুই পথের যে পথে গেলে প্রেমের গর্ত্তে গিয়া পড়িব, সেই পথে নিয়া চল। সেখানে পরম সুখ, পবিত্র সুখ, অতি নিত্য সুখ। হে পরমেশ্বর, হে করুণাসিন্ধু, দয়া করে এ পথে নিয়ে চল, ও পথটা একেবারে বন্ধ কর। কে কবে পড়িয়া মরিবে, কখন্‌ কি কুযুক্তি আসিবে, কি হবে, জানি না। তার চেয়ে তোমার প্রেমের গর্ত্তে ফেলে

দাও। ভক্তিতে মরে যাই, দয়াল, মরে যাই প্রেমেতে। যা হবার তাই হবে, ক্রিয়া কর্ম্ম ত ঢের করেছি। এখন প্রেমে মত্ত কর। ভক্তের শেষে যা হয় তাই কর। এ পথে নিয়ে যাও। তোমার নাম গাইতে গাইতে, তোমাকে দেখিতে দেখিতে মত্ত হইব। দয়াল, বিপথে যেন না যাই, বেশ যাচ্চি, যেতে যেতে হয় ত এক দিন পড়ে যাব। কি জানি কি কুবুদ্ধি হইবে। মা আনন্দময়ী, ভুলিয়ে, ভয় দেখিয়ে ঐ পথ দিয়া নিয়া যাও। হে দয়াসিন্ধু, হে অগতির গতি, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই দুই পথের মধ্যে নিকৃষ্ট পথ ছেড়ে ঐ মত্ততার পথ ধরিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, দয়াল, তুমি শ্রীমুখের বাণীতে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর! [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দাস্যমুক্তি।

২৮ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়াময়,শান্তির সাগর, আমরা দাস্যমুক্তির প্রার্থী হইয়া তব সন্নিধানে আসিয়াছি। আজ আমরা দাস্যমুক্তি চাই। আমরা দাস, দাসানুদাস, তস্য দাস। তোমার দাস ভক্তেরা, মানুষেরা তাঁদের দাস, আমরা মানুষের দাস। তোমার সাধনের ভিতর একটা ভাবে অবহেলা হইয়াছে।

দাসের ভাবটা সাধন হয় নাই। মহাত্মা ঈশার শিষ্য কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা পরসেবা খুব ভালরূপে দেখাইয়াছেন। কারণ মহর্ষি ঈশা দাসের ধর্ম্ম, পরসেবার ব্রত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেরা সে ধর্ম্ম খুব বিস্তার করিয়াছেন। দয়াময়, তুমি আমাদের হস্তে ভার দিয়াছ যে, পরিবার পালন করিব, তাদের খাওয়াইব, দেখিব, ছেলেদের মানুষ করিব, তাদের চরিত্র গঠন করিব। আমাদের দাসের জীবন। কারণ প্রচারকদের যাঁরা টাকা দেন, বলেন, উপযুক্ত পরিশ্রম না করিলে দিব না। অন্য আফিসে যেমন নিয়ম আছে, আমাদেরও তেমনি। কিন্তু আমরা দাসত্বের কাজে ফাঁকি দি। কিছু করি না, সেবা করি না। আমরা সখ্যমুক্তি চাই, প্রভুত্ব কর্ত্তৃত্ব চাই, কিন্তু দাস হয়ে থাকিতে চাই না। মানুষের আবার দাস হইব? হে ঈশ্বর দণ্ড দাও, দণ্ড দিয়ে চাকর কর। আর দেরি করিও না। যেখানে এত বড় কথা বলি যে, আমরা দাস হইব না, সেখানে খুব দণ্ড দাও। যার এত অহঙ্কার, সে কখন স্বর্গে যাবে না। আমরা যে একতারা বাজিয়ে তোমাকে গান শুনিয়ে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে ঢুকিব, তা হবে না। তোমাকে চাকরির ফর্দ্দ দিতে হবে। দাসত্ব করিয়াছি কি না বুঝাইয়া দিতে হইবে; নতুবা স্বর্গের অধিকারী হইব না। দাস্যমুক্তি খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার, উহাতে মানুষ খুব ধরা পড়ে। সখ্যমুক্তিতে মানুষ অত ধরা পড়ে না। নির্জ্জনে গান করি,

সাধন করি, উঁহা সহজ, উহাতে বিবেকের কাজ অত নাই। স্বর্গে আমাদের জবাব দিতে হবে। হাড়ভাঙ্গা দাসত্ব না করিলে কেউ স্বর্গে যেতে পারিবে না। সেবাতে মুক্তি হয়। যে সেবা করে সে ধন্য। অনুগত ভৃত্য যে সে ধন্য। যে উপরে উঠে, নীচে পড়ে; যে নীচে যায়, সে উপরের দিকে উঠে। মা, দয়া করে এমন করে দাও যাতে আমরা সেবা করি। পরস্পর পরস্পরের নিকট দাসাব্রত লইব। দাস হলে স্বর্গ থেকে খুব আশীর্ব্বাদ আসে। কিঙ্করেরাই ত স্বর্গ কিনিয়াছে। দয়াময়ী, পৃথিবীর চাকরেরাই বৈকুণ্ঠে সুন্দর সুন্দর ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। বিনয় না হইলে স্বর্গে স্থান হয় না। দাসেরা বিনয়ীর চূড়ান্ত। চাকরের ভারি মজা। একটা খড়্‌কে এগিয়ে দিয়াছিল, তার নাম স্বর্গে লেখা হইল। কি বিপদ, কি বিপদ! পাঁচ ঘণ্টা একতারা বাজাইয়া সাধনই করি, আর বড় বড় উৎসবই করি, আর যাহাই করি, চাকরেরা আগে চলে গেল, যোগী ভক্ত পড়িয়া রহিল। মাথা নীচু না করিলে ও ছোট দরজা দিয়া ঢুকিবে না। হে মঙ্গলময়ী, মনে মনে অনেক বার ভাবি আর তাই তোমার কাছে প্রার্থনা করি, দাস্যব্রত দাও। সকলেই সকলের কাছে ছোট দাস। আমাদের কি হয়েছে? সেবা করিবার কি একটুও সময় নাই? হা ঈশ্বর, মধুর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করে বৃন্দাবনে শেষ জীবনটা কাটাই, ইহা ভিন্ন দেহের কলঙ্ক ঘুচিবে না। আমরা যেন সব বড় বড় নবাব,

মাথা হেঁট করিতে চাই না। বলি কেন সেবা করিব? চাকরি ত ছেড়ে দিলাম, আবার কেন সেবা করিব? সাহে-বের কাছে টাকার জন্য যেন মাথা হেঁট না করিলাম, গরি-বের কাছে মাথা হেঁট করিয়া সেবা করিব। কেবল যেখানে টাকার প্রত্যাশা আছে, সেখানে চাকরি করিব না; যেখানে টাকার প্রত্যাশা নাই, সেখানে কেন সেবা করিব না? যে এই রকম দাসত্ব করিতে পারে, বৈকুণ্ঠ তার। যার কাছে কিছু প্রত্যাশা নাই, তার সেবা করিব। গরিব ভাইয়ের অসুখ হয়েছে তার সেবা করিব। হয় ত যার সেবা করি-লাম, সে অসন্তুষ্ট হইল, বিরক্ত হইল। এই রকম নগদ পুরস্কার পাব। এ পাইয়া মন নরম হইল, বলিলাম এই রকম চাকুরিই ত চাই। মিষ্ট কথার পুরস্কার নাই, সহানু-ভূতির পুরস্কার নাই, টাকার প্রত্যাশা নাই, চিরকালই খাটিয়া মরিবে। যত খাটিবে আরো গালাগালি। যত গালাগালি দেবে তত আরো খাটিবে। আমি বলচি কিঙ্কর স্বর্গগাসী, কেবল ভাগবতে নয়। পিতা যোগী ভক্ত সবই হইলাম কেবল চাকরই হইলাম না। মা, যদি দয়া করে চাকরের ব্যবসা দাও বাঁচিয়া যাই। আবার তার উপর যদি একতারা বাজাই, সেত সোণায় সোহাগা হবে। খুব কাল কাপড়ের উপর লাল জরদ জরির ভাল ভাল ফুল যেন। গরিব দুঃখী চাকরেরা সকলের খাট্‌চে, অপমানিত হচ্চে, খেটে খেটে অপমানে কাল হয়ে গিয়েছে, তার উপর একতারা

বাজিয়ে সাধন করিতেছে, সোণায় সোহাগা। মরি মরি কি সুখের চাকরি। দাস্যমুক্তি না পাইলে হইবে না। কাথলিক ধর্ম্মের তাঁরা কত সেবা করেন। রোগী গরিব সকলকে সেবা করিতেছেন। চাকর না হইলে হইবে না। মাথা হেঁট হবে যখন দেখিব, আমরা নবাবী একতারা-ওয়ালা সোজা রাস্তায় নরকের দিকে যাচ্চি আর চাকরেরা স্বর্গে চলিয়া যাইতেছে। বেদ বেদান্ত সব উল্টে যায়। খান্সামা হীরার মুকুট পাইল, আর আমরা যোগী ভক্ত নববিধানবাদী ঐ দিকে অন্ধকারে বসিব? সব উল্টে যাবে। নীচের টা উপরে, উপরের টা নীচে যাবে। দয়া-ময়, চাকরি ব্যবসা কেন ছেড়ে দিলাম? দর্প চূর্ণ কর। এই কুড়িটা বৎসর দাস্যমুক্তি কেন সাধন করিলাম না? হে দয়াময়ী, হে কৃপাময়ী, বড় বড় সাধন করিতেছি বলিয়া যে এই দর্পটা, ইহা ত্যাগ করিয়া যাহাতে পরের সেবক হইয়া যথার্থ সেবা করিয়া বৈকুণ্ঠে অধিকার স্থাপন করিতে পারি, মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নগদ লাভ।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে রসময়, ফলাফল চিন্তা করিয়া কি করিব? যে উপাসনা আপনার ফল আপনি, সেই উপাসনা করিব।

দেখ, নিত্যানন্দ, অন্যান্য লোকের কৃষিতত্ত্বে বীজরোপণ, ফলভক্ষণ, দুই ভিন্ন কাজ, ভিন্ন সময়ে। নব বিধান কৃষিতত্ত্বে রোপণই ভক্ষণ, বপনই ভোজন, সাধনই সম্ভোগ। ভবিষ্যতের ফল কি আমরা জানি না। এই বীজরোপণ করিতেছি কি ফসল হবে আমরা জানি না। কিন্তু, দয়াল, বীজরোপণ করিতে করিতে যে একটা আহ্লাদ হয়; সাধন আর সুখ দুই একত্র হয়। প্রেমময়, তোমার উপাসনা করে যারা তাদের মধ্যে দুই রকম লোক আছে। এক দল আছে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, ধৈর্য্য ধরিয়া থাকে যে ভবিষ্যতে যা হয় একটা হবেই হবে। আর এক দল আছে, বীজ পুতিতে পুতিতে দেখে চাল হইল কি না। হে ঈশ্বর, ইহাত কল্পনা নয়, একটা বিশেষ ব্যাপার। নরনারী সকলকে জিজ্ঞাসা কর, সাধনের সঙ্গে সঙ্গে লাভ হইতেছে কি না। প্রেমসিন্ধু, নববিধানে ছেলে হইতে দশ মাস লাগে না, অমনি রাতারাতি তৈয়ার সন্তানটি হয়। যেমন পুণ্য, তেমনি লাবণ্য। এ এক প্রকার কেমন নূতন সাধন। উপাসনার সময় আমরা বলিতেছি, ঠাকুর দেখা দাও, এখন বল্‌চি আর দশ বছর পরে দেখা দেবে তা নয়, ডাকিতে ডাকিতে দেখা দিবে। ডাকিতে ডাকিতে মুখে সুধা ঢালিয়া দিলে। তোমার ভক্ত এ রকম করে পূজা করেন। উপাসনা হয়ে গেল, সকলের সুধা তৃষ্ণা হইল, তোমার ভক্তের আর হইল না। তিনি যে উহার ভিতর ডুবে ডুবে জল খেলেন।

এতটা সময় কি না খেয়ে দেয়ে তোমার পূজা অর্চনা করা যায়? ওর মধ্যে সেয়ানা যাঁরা মাঝে মাঝে খেয়ে নেন্। বীজ পুতেই ফল খাব। জগদীশ্বর বলেন, যে দেরি করিবে সে শয়তানের উপাসক। আঁটি পুতিতে পুতিতে ফল পাকিল। হে ঈশ্বর, সাধন আর আনন্দ যেখানে এক হইয়াছে সেখানে আমাদিগকে দাঁড়াইতে দাও। এক মুখ কথা বল্‌চে, এক মুখ তোমার স্তনপান করিতেছে। দুমুখো উপাসনা। এক মুখ দয়াময়ী প্রেমময়ী বলিয়া তোমায় ডাকিতেছে, আর এক মুখ তোমার স্তনপান করিতেছে। ঠাকুর, মাইনে না পেলে তোমার চাকর খাটিতে পারে না। তিন চার মাস মাইনে পড়ে থাকবে তাহলে উপাসনা করা যায় না। তিন চার মাস খেটে খেটে নাজেহাল হয়ে গেলাম, কিছু পেলাম না, সেখানে পোষায় না। হে প্রেমসিন্ধু, আমাদিগকে ধারে উপাসনা করিতে আর দিও না। এমন করে তোমার ছেলে মেয়েদের তোমাকে ডাকিতে দাও যে ডাকিতে ডাকিতে শান্তি সুধা খাইয়া, সুখ পাইয়া, মুখে শ্রী লইয়া ফিরিয়া আসিবে। ঠিক যেন খাইয়া আসিল। প্রেমময়, আমাদের মনে হইতেছে, এই বিধানের সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের সুখ রাখিয়াছ। এটা যেন বিশ্বাস করি। এমন উপায় করে দাও যাতে তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যাত্রা করিতে করিতে প্যালা পাব। নগদ কখন পাব এই মনে করে ভক্তেরা বসে থাকেন।

খুব পাইতেছে, আবার খুব গান ধরে দিলে। সকলে মেতে গেল। ৫ ঘণ্টায় এত নগদ পেয়েছ! মোহর শাল হীরার মালা এত পেয়েছ! একতারা ফেলেও দেয় না, উঠেও যায় না। হরি, শুদ্ধ চুক্তি ফুরণে নববিধানের লোকদের হয় না। খুব নাচিব, আবার তুমি হাসিবে, কেমন মজা। যাত্রা আর থামে না, এক জন থামে এক জন ধরে। তোমার বাড়ীর যাত্রা এই রকম। অন্য বাড়ীর যাত্রা ২ টায় বসিয়া ৫ টায় ভেঙ্গে গেল। স্বর্গে দেবতারা শুনে বল্লেন, "ছি ছি, বোধ হয় কিছু পারে নি। একটা পয়সা প্যালা পায় নাই। তা না হলে এত শীঘ্র যাত্রা শেষ হয়?" দয়াময়, এরা সকলে প্যালা পায় না বলে এত শীঘ্র উপাসনা ছেড়ে পালায়। হাত জোড় করে প্রার্থনা করি, হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, তুমি দয়াকরে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার উপাসনাতে খুব নগদ লাভ করে আরো প্রমত্ত হইয়া যাই, একটি বার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভগবতী অর্চ্চনা।

৩০এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে আশ্চর্য্য প্রেমের আকর, তোমাকে পিতা বলে ভালবাসিলে যেমন খুব তোমার নিকটস্থ ভক্ত

হওয়া যায়, তেমনি তোমার শত্রু যারা তাদের যদি আমাদের শত্রু মনে করিতে পারি তাহলেও খুব নিকটস্থ ভক্ত হওয়া যায়। ভাব রাখিতে গেলে এই দুই উপায়ই চাই। মানুষ মনে করে যে, কেবল হরিনাম করিলেই ভক্ত হওয়া যায়। হরির দুষ্মন যারা তাদের যদি আদর করি, তাহলে উপাসনা ঘরে আসিয়া দেখিব, দরজা বন্ধ। শত্রুকে যদি প্রশ্রয় দি হরিকে আর পাওয়া যায় না। কি অভিমান! স্বর্গের অভিমান বড় ভয়ানক। শত্রুকে প্রশ্রয় দিলে ভক্তি শুকায়, চরিত্র খারাপ হয়। ভক্তের খুব সাবধানে চলিতে হয়। এক বাটী ঘন দুগ্ধে যেমন একটু টক পড়িলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি ভক্তি ছিঁড়ে যায়। পিতা, তুমি আপনার বেলা সকলকে ক্ষমা কর, কিন্তু আমাদের বেলা এই চাও যে তোমার শত্রু যারা তারা আমাদেরও শত্রু হবে। পিতা, তুমি এই চাও যে নববিধানের শত্রু যারা তারা ক্রমে যাতে অবসন্ন হয়ে পড়ে, অবিশ্বাসীরা দুর্ব্বল হয়, বড় রকম যে পৌত্তলিকতা আছে, দূর হয়। দেখ, মা, আজ সপ্তমীর দিন, লোকে তোমাকে ঘরে আনিবে, না কাহাকে লইয়া আসিল? মৃত মৃত্তিকা তাকে আনিয়া "মা, মা" বলে ডাক্‌চে। আহা দুঃখ হয়! মা মরে গেলে ছেলে যদি মৃত মাকে মা বলে ডাকে, আর স্তনপান করিতে যায়, আর মা কথাও বলে না, এ সেই রকম। তবুত সে মা এক সময় বেঁচেছিল। এ মার

কখন প্রাণ ছিল না, কখন বাঁচিবে না। কেন তবে মাটীকে লোকে মা বলে? মাটী, কাঠ, খড়, এ সব মা হয়ে বঙ্গবাসীর প্রাণ মন আকর্ষণ করিতেছে। যত সন্দেশ, ভাল ভাল জিনিষ কোথায় তোমার নামে উৎসর্গ হবে, না কার নামে হইতেছে। কত আনন্দ হইত যদি তোমার নামে এ সব হইত। পুঁতুল, তুই কেন মার জায়গা নিলি? ক্ষুধা পেলে তুই মুখে আহার দিতে পারিস্ না, অসুখ হইলে ঔষধ আনিয়া দিতে পারিস্ না, বিপদে পড়িলে উদ্ধার করিতে পারিস্ না। পাপ করিলে, তুই মাটীত আমাদের বাঁচাতে পারিস্ না। রঙ্ করা পুতুঁল, ছেলে মানুষেরা তোকে পেয়ে ভুলেছে, আমি বৃদ্ধ হয়ে কেমন করে ভুলিব। তুই সামান্য মাটী হয়ে ব্রহ্মাণ্ডপতির আসন নিলি? সামান্য মাটী, কাঠ খড় হয়ে তক্তার উপর দাঁড়ালি। মা পালিয়ে গেলেন, তুই এলি? পাপের আগুন জল্‌চে বঙ্গদেশে, তুই খড় কেমন করে সে আগুন নিবিয়ে দিবি? তুই ত নিজেই পুড়ে যাস্। কি দুর্দ্দশা, প্রাণ যায় এক জনের। বড় জ্বর বিকার হয়েছে। মারা যায়, নাড়ী পাওয়া যায় না। চীৎকার করিতেছে, মাগো বাপ্‌রে মলাম বলে কাঁদ্‌চে। "কেউ চিকিৎসা করিল না, ঔষধ দিল না" বলে দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল পড়্‌চে। তার পিতামাতা পরামর্শ করিয়া মাটীর পুঁতুল গড়িয়া বিছানায় দিল। রোগীর বুকটা ফাটিতেছিল, এই দেখে একেবারে ফেটে গেল।

মরণের সমস্ত পরিহাস, দয়াময়, তাই হয়েছে। যারা দেশের পিতামাতা, শাস্ত্রকার, চিকিৎসক, তারা কি এই উপায় করে গেল যে বৎসরান্তে যত পাপ হবে একটা মাটীর পুঁতুল হইয়া তাহা দূর করিবে? মাটীর দুর্গা? দুর্গা! দুর্গা! মাটীর পুঁতুল! দেশটা ঘুমাইয়াছে না কি? ঘোর বিকার। বাঙ্গালিগুলো চীৎকার কচ্চে। করে কি! খড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, এই আমার পরিত্রাণ। মা ভগবতী, এক বার এ সময় আসিতে হবে। দয়ালু চিকিৎসক, এক বার এসে বঙ্গদেশকে দেখিতে হইবে। বঙ্গদেশ সোণার দেশ, যায় আর কি। রোগীরা প্রলাপ বকিতেছে। কবিরাজ এলে? নিজ মুখে হরিনাম করিতে করিতে আসিবে? হরিনামের সময় এয়েচে। বঙ্গবাসীরা প্রলাপ বক্‌চে। অত্যন্ত শক্ত রোগ। চারিদিকে খড় মাটী বিচিলি পরিহাস করিবার জন্য আনিয়াছে। এক বার মহামন্ত্র ঝাড়। ব্রহ্মানন্দরস পান করাব। দোহাই কবিরাজ দাও সেই ঔষধ। সোণার দেশকে বাঁচাও। তা না হলে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না। এঁর কাছে খেলাম এত দিন। এখন এঁর রোগ হয়েছে চিকিৎসা করাব না? যাদের উপর ভার ছিল তারা কিছু করিল না। মা, বাঁচাও। আমাদের উপায় তুমি। আমরা পূজা করিব, ভগবতী পূজা ত? কত পূজার আয়োজন হইতেছে। ভগবতী পূজা হইবে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী দুর্গতিনাশিনী মা

দুর্গার পূজা হবে। মা, আকাশ যুড়ে বসো দেখি। শান্তি-জলে বঙ্গদেশের সব রোগ পাপ ধুইয়া যাক্, ত্রিভুবনমোহিনী মা আমার। আমার মার ভিতর জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। একবার এস, চিদানন্দময়ী মা। ছেলেরা আমোদ আহ্লাদ করিবে, নূতন কাপড় পরিবে, আতর মাখ্‌বে, পূজা দেখিবে। মেয়েরা কুটুম্বদের খাওয়াবে, অতিথিসেবা করিবে, নূতন কাপড় পরিবে, গল্প করিবে। কি আনন্দ, কি আনন্দ। এ পূজার ভিতরে যা ভাল তোমার কাছে থেকে চুরি করা। সতী স্ত্রীদের আমোদ তোমার, নির্দ্দোষ পবিত্র ছেলে, তাদের আমোদ তোমার। দয়াময়, এ সময় যদি ছোট ছোট ছেলেরা তোমাকে গিয়া বলে, "ভগবতী, এয়েচিস্? আমাকে কোলে কর্‌বি? আমার পায়ে নূতন জুতা আছে। সেই আর বছর আমাকে কোলে করেছিলি, পৃথিবীর মার কোল থেকে টেনে নিয়েছিলি, সেই যে মোয়া খাইয়েছিলি। তুই কে ঠাকুরমা, না দিদিমা? এত দিন আসিস্‌নি কেন? তুমি কি খুব দূরে থাক? আকাশে থাক? দূর বলে আস্‌তে পার নি? তাহলেই বা, তুমিত খুব বড় মানুষ। তবে আস্‌তে পারিলে না কেন? তুমি আমাদের বাড়ী দুবেলা এস না কেন? শুনিছি কারো কারো বাড়ীতে দুবেলা যাও আমাদের বাড়ীতে কেন এস না, গরিব বলে? তোমার নাকি বড় দয়ার শরীর? তবে আসিতে পার না কেন? তুমি তিন দিন বই থাক্‌বে না

কেন?" এইরূপে ছেলেরা মিষ্ট মিষ্ট করে, আধ আধ করে ধম্‌কাবে, তখন তুমি বল্‌বে আমি সব জায়গায় পড়ে আছি, আমায় বলে, "এত দিন পরে এলে?" হায়, বঙ্গবাসীরা আমায় নিলে না। জেরুজেলেম, জেরুজেলেম আমি তোমার জন্য এত করিলাম, তুমি আমায় নিলে না। বঙ্গবাসী সব চলে আয়। ও মা নয়, যাঁকে মা বলে ডাক্‌চিস্। এই মা, যিনি কোলে করেন, দুগ্ধ দেন, ঔষধ খাওয়ান। যিনি বৎসরকার দিন কত কাপড় দেন। আমরা এই মার পূজা করিব। আমরা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী করিব, দশমীর দিনও তোমায় ছাড়িব না। কত ঢাকাই পরিব। মা বলিবেন, "কি, অন্য বাড়ীর ছেলেরা পুঁতুল পূজা করে ঢাকাই পরিবে, এ বাড়ীর ছেলেরা পরিবে না?" মা আনন্দময়ী, তুমি বল্‌চ বাহিরের ঢাকাই নিয়ে কি হবে? পুণ্যের বসন পর। মা তুমি দুর্গা, তুমি শিব, তুমি কালী, স্বর্গে দুর্গতিনাশিনী, তুমি স্বর্গের হরিহর, তুমি স্বর্গের ওঁ ওঁ ওঁ। আকাশ যোড়া রূপ তোমার, তোমার চাল চিত্রখানি আকাশ যোড়া। একবার সেই রূপ দেখি আমি। নিরাকারা কেমন তুমি আমাদের বাড়ী এয়েচ, কেউ দেখিল না। আয়, আয় সকলে দেখ্‌বি আয়, মার রূপ। দেখ্ না যে জরির আঁচল খানা পড়েছে, দেখ কি টানা চোক্! ঐ থেকে ঐ অবধি। আর তাকাতে পারি না। এক বার দুর্গা হয়ে হাস না। জীবন্ত দুর্গা। ও কুমরের দুর্গা কি হাসিতে

পারে? আমাদের মা হাস্‌চেন দেখ। আমাদের মার রূপ দেখ। এ সকল ব্যাপারই আলাদা। সে পূজা আর এ পূজা ঢের আলাদা। খক্মারী করেছি তুলনা করে। কি সে, আর কি সে! সে আর একি তুলনা হয়? কেন তুলনা করিলাম? তুলনা না করিলে ওদের ডাকা যাবে কেমন করে? তাই তুলনা করেছি। আমাদের মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, আজ তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, কি বল্‌ব বল দেখি? সব বাড়ীতে যাও। ওদের পূজাস্থানে বোস। সব ভেঙ্গে চূরে ফেলে দিয়ে আপনি গিয়ে বোস নিরাকার রূপ ধরে। তোমার ক্ষমতার আর অভাব কি? হরি, এ বড় সর্ব্বনেশে দেশ হয়েছে। বড় অসুখ হইতেছে। পৌত্তলিকতারোগ বড় ভয়ানক। তুমি শান্তিজল ঢাল। সচ্চিদানন্দময়ী মা এস। হে ভগবতী, হে দয়াময়ী, সুপ্রসন্ন হয়ে আজ এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের মতি ভগবতীর চরণে চির দিন থাকে এবং সকল লোকের মতি যেন ঐদিকে হয়, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য দেবী প্রতিষ্ঠা।

১৮ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, হে দুঃখিবৎসল, তুমি ধর্ম্মের ভিক্ষা

নীতিকে স্থাপন করেছ। যেখানে তুমি আত্মাকে ধ্যানশীল উপাসনাশীল কর, সেখানে চরিত্রকে নির্ম্মল ও দোষশূন্য কর। ধর্ম্ম করিতে করিতে উপাসনা সাধন ভজন করিতে করিতে তোমার ভক্তেরা দোষ পরিহার করেন, এবং শুদ্ধ ও খাঁটি হন। হে পরম পিতা,যদি এদেশে এত ভক্তির আধিক্য, পূজার আড়ম্বর, তবে কেন এই পূজার উপলক্ষ করে লোকে পাপ করে? যারা কলঙ্কিত, কলঙ্কিনী, তারা কেন এসময় প্রশ্রয় পাবে? পাপীরা, অত্যাচারীরা কেন মনে করে এই তাদের উপযুক্ত সময়। এই পূজার সময় হিন্দুদের নর নারী বালক বৃদ্ধ ইষ্টদেবতাকে পূজা করিবে। যা কেন তাদের ধর্ম্ম হোক না, এই লক্ষ্য করে বঙ্গবাসীরা অষ্টমী পূজা করিতেছে। কিন্তু দুর্গাভক্তির সঙ্গে সঙ্গে শয়তান পূজা কেন? ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গে রিপুসাধন কেন? সমস্ত বৎসর পাপ করিল, সেই পাপের বাড়াবাড়ি এই সময় কেন? এক গুণ ব্যভিচার দশ গুণ এ সময়, এক গুণ মদ খওয়া দশ গুণ এই সময়। আজ বড় ভয়ানক। আজ পাপপথে গড়াগড়ি দিবার দিন। এক যম বসিত শত দ্বার খুলিয়া, আজ দশ যম বসিবে সহস্র দ্বার খুলিয়া। কলঙ্কিনীরা বাহির হইল পাপের বোঝা কাঁধে করিয়া, বঙ্গের অধার্ম্মিকেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া পথে বাহির হইল। নির্জ্জনে যারা পাপ করিত আজ দল বেঁধে বাহির হইল। হে পরমেশ্বর, আমাদের স্বজাতির

এই দুর্দ্দশা। কোথায় মা দুর্গা, কোথায় রহিলে, কোথায় নীতি রহিল! একটা কল্পিত দুর্গা নির্ম্মাণ করিয়া তার সম্মুখে যাহা ইচ্ছা পাপ অত্যাচার করিতেছে। ভাগ্যে তুমি মৃত অসার দেবতা। ভাগ্যে তুমি কেবল খড়, কেবল মাটী, যদি জীবন্ত দেবতা হতে, আজ কি করিতে, তোমার নামে এ সব অধর্ম্ম হইতেছে দেখে। দয়াময়ী, বঙ্গদেশ না তোমারি, নববিধান হওয়া অবধি তুমি নাকি বঙ্গদেশকে বিশেষরূপে তোমার প্রচারের ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করিয়াছ? এক পৌত্তলিকতার ভ্রমে দেশ গেল, আচ্ছা তাই যেন মানিলাম যে লোকে বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে মাটীর ভিতর পূজা করিতেছে, কিন্তু এই দুর্নীতির বিষয় বুঝিতে পারিতেছে না, তাত বলিতে পারি না। ওদিকে পূজার বাজনা, এদিকে বোতলের শব্দ। ওদিকে নাচ্‌বে যারা, বাজনা বাজাচ্চে কিসের জন্য? কুটিলপ্রকৃতি নারীরা সভ্যদের টেনে নরকে নিয়ে যাবে, সেই জন্য। দয়াময়, কিসের জন্য কাঁদিব? ভ্রমবশতঃ মাটী পূজা করিতেছে সে জন্য, না, জেনে শুনে তোমার নামে পাপ করিতেছে, সে জন্য? গৃহস্থের ঘরে আসুরিক আগুন জ্বলেছে। হা ঈশ্বর, পূজার কদিন বঙ্গদেশ ছেড়ে কোথায় গেলে? শুঁড়ির হাতে, কলঙ্কিনী স্ত্রীদের হাতে, শয়তানের হাতে সোণার বঙ্গদেশ পড়িল। ও দিকে চণ্ডী পাঠ, পূজার আয়োজন, এ দিকে শয়তান তর্জ্জন গর্জ্জন

করিতেছে। বাপের পথে গিয়ে ছেলে মারা যায়, ছেলের পথে গিয়ে পৌত্র মারা যায়। এইরূপে বংশপরম্পরা পাপে ডুবিল। হে দয়াময়, এইরূপে তোমার দেশ গেল, এর কি উপায় নাই? তোমার ভক্তেরা যদি তোমার চরণ ধরে কাঁদেন তাহলে কি কিছু হয় না? দয়াময়ী, তোমার চরণে মাথা রেখে এই বলে মিনতি করিতেছি যে, সুরাপান, অপবিত্রতা, অধর্ম্ম, ব্যভিচার যত পাপ এই পূজা উপলক্ষ করে এ দেশে এয়েচে সে গুলোকে পুড়িয়ে ফেল। কোথায় গেল যোগীদের যোগ সাধন, হোম, আর্য্যদের স্তব পূজা, সে সব গিয়ে আজ মাটী পূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপের অত্যাচার। আজ দেশটা কি ভয়ানক হয়ে উঠিল! দেবী কোথায় পড়িয়া রহিল ঠিক নাই, একটা উপলক্ষ করে লোকে মদ খাবে, মাংস খাবে। একি ধর্ম্ম? এ অবস্থায় কোথায় নববিধান এস এক বার। নতুবা উপায় দেখ্‌চি না। আর কিছুতে দেশ বাঁচিবার উপায় দেখিতেছি না। হে দয়াময়ী, তোমাকে মিনতি করিতেছি দেশটা বাঁচাও। সব গেল। গৃহস্থের বাড়ীতে ভয়ানক ভয়ানক পাপের আমোদ ঢুকে সকলের সর্ব্বনাশ করিতেছে। অর্দ্ধেক নাস্তিকতা, অর্দ্ধেক মাটী পূজা তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপ মিশে গেল। আর কি বাকি রহিল? কপটতা, নাস্তিকতা, ধূর্ত্ততা, অবিশ্বাস সব এক হইল। আর শয়তানের রাজ্য বিস্তারের বাকি কি রহিল? হায়রে দুর্গা, এসেছিলি দেশ

বাঁচাতে, মা আরো পাপের আগুন জ্বলিল। তোকে শুদ্ধ শয়তানে টানিয়া লইতেছে। আজ অষ্টমী পূজা কি তমোময় অত্যাচারই হবে, আসুরিক ঘটনা সকলই হবে। আজ আমাদের মা কোথায় পড়িয়া থাকিবে। হিন্দুদের মাটির দুর্গাই বড় হবে, তার সম্মুখে রক্তারক্তি হবে। প্রকাণ্ড পাপের হাজোর বেগে আসিল। কিরূপে তাকে বাধা দিব। কে বাঁচাবে তুমি বিনা? তুমি এক হুঙ্কার করিলে, এক নিশ্বাস ফেলিলে কোথায় যাবে সব পাপ। মা, এক বার রণস্থলে দাঁড়াইয়া এই দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ কর। এই যে প্রতিমা খানা, নীচে অসুর উপরে দুর্গা। কিন্তু এই কয় দিন অসুর উপরে উঠে দুর্গা নীচে পড়ে। মা অসুরবিনাশিনী, তোমার প্রতিমাই ঠিক। বঙ্গদেশে অসুরের জয় হইল, দুর্গার পরাজয় হইল। দুর্গতিনিবারিণী এস, এসে বাস কর। সকল আসুরিক ভাবগুলোকে দমন করে নীচে ফেল। হে দয়াময়ী, হে কৃপাময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা যত দিন বাঁচি সত্য দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেবল তাঁহার পূজা করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিন্ময়ী দুর্গালাভ।

২রা অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে বিঘ্নবিনাশন, পতিত দেশ উদ্ধারের ভার তোমারি হাতে। মাতৃভূমি জন্মভূমির ভার তোমার হাতে। এই যে সময়, এই যে হিন্দুর সাংবৎসরিক মহোৎসবের সময়, ইহা বুঝাইয়া দেয় কত উন্নত এ জাতি, কেমন পতিত এ জাতি, কত সাধু ভাব এ জাতির মধ্যে আছে, কত পাপাসক্তি ইন্দ্রিয়সেবা আছে এ জাতির মধ্যে। কত ভাল হতে পারি আমরা আর্য্য সন্তান, কত মন্দ হতে পারি আমরা আর্য্যের পতিত সন্তান। আজ এই জাতির গৌরবের মুকুট মাথায় দিয়া এ দেশ হাসিতেছে, আজ আবার চিরদুঃখিনীর মত হয়ে মাতৃভূমি কাঁদচে, বুকচিরে দেখাচ্চে কত দুঃখ। ধর্ম্মের নামে কত পাপ হচ্চে। ঘরে ঘরে কত পাপ, কত দুঃখ। দুইই নবমী পূজায় প্রকাশ পাইতেছে। এত পাপ অত্যাচার পাপাচার চুরি ব্যভিচার, সামান্য মৃত্তিকার কাছে হিন্দুর মাথা আজ অবনত। দেশ শুদ্ধ মেতেছে, কিসের জন্য? পুঁতুলকে দেবতা মনে করে। এ পূজা দেখাচ্চে আমরা কত নীচ হতে পারি, এর চেয়ে নীচ আর কি হবে? খড়ের পর্য্যন্ত পূজা হলো! যাঁরা এক সময় হিমালয়ে তোমার ধ্যান ধারণা করিতেন, আজ বঙ্গদেশে নিম্নভূমিতে এসে তাঁরা খড়ের মাটীর পূজা কচ্চেন। পণ্ডিতেরা এই মাটীর সম্মুখে শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন। পণ্ডিত জাতি, তবু

তার পূর্ব্বগৌরব রয়েছে। হীরা ভেঙ্গেছে তবুত হীরক খণ্ড। তার ভিতরও উজ্জ্বলতা রয়েছে। সেত আর সামান্য কাচ নয়। এ জন্য নবমীর দিনে হাত জোড় করে এই প্রার্থনা করিতেছি, এর ভিতর যা কিছু ভাল তা যেন করিতে পারি। খড় মাটী ছেড়ে দেখ। মাটী পূজা যেন আর না হয়। কিন্তু নির্দ্দোষ দুর্গা পূজা, সত্য পূজা যেন না ছাড়ি। আজ এ সময় যত নির্দ্দোষ আমোদ তোমার ভক্তদের মন আমোদিত করিতেছে, সে গুলো যেন রেখে দি। দেখ করুণাময়ী, খড়ের দুর্গা দেখে আমরা চিন্ময়ী দুর্গা লাভ করিলাম, হিন্দুদের আরাধিত পূজিত প্রতিমার দিকে তাকাইয়া বিশ্বাসনয়নে দেখিলাম, যদি পূজা করিতে হয়, ওর চেয়ে পূজা নাই। যার ভিতর অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, রূপ বীরত্বের প্রতিরূপ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা কল্যাণময় দুটি সন্তান। দুই সখী, দুই সন্তান লইয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী এলেন, এসে দেখ্‌লেন অসুর বিনাশ না করিলে নিজের মহিমা রক্ষা হয় না, পাপ অত্যাচার দূর হয় না। ইহা দেখিয়া তুমি শক্তিপূর্ণ কোটি হস্ত বাহির করিলে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ পরাক্রমে আকাশ পূর্ণ করিলে। অসুরের উপর আঘাত পড়িল। বিশ্বেশ্বরী, তোমার পদতলে কেশরী। নিজে কি তুমি মারিবে? এই সকল জীবশক্তি দ্বারা মারিবে। কোথায় সিংহ, কোথায় সর্প, সব এলো অসুর নাশ করিতে। প্রকৃতির

ভিতর দিয়া পশুভাবপূর্ণ অসুর নাশ করিবে। মানুষ দ্বারা মানুষ দমন হইল। পৃথিবীর দ্বারা পৃথিবীর যা কিছু অমঙ্গল নাশ করিলে। তুমি কেবল উত্তেজনা করিলে। হে করুণাময়ী, এ মূর্ত্তি দেখে আমার চিত্ত ভক্তিতে আর্দ্র হলো, মাটীর মূর্ত্তি কোথায় গেল। ছিল কর্পূরের ভিতর হীরক। কর্পূর উড়ে গেল, হীরক রহিল, মৃন্ময়ী হইতে চিন্ময়ী দুর্গা পাইলাম। সে জন্য মাটীর দুর্গাকে কৃতজ্ঞতা দিলাম। মাটী হইতে চিন্ময়ী দুর্গা বাহির করিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া ঘরে লইয়া আসিলাম। আমাদের কাছে সব নিরাকারা। আমাদের কাছে চালচিত্র নাই, কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী কিছুই মাটীতে বদ্ধ নাই। সব নিরাকার। বঙ্গদেশ সুরাসুরের পূজা করিতেছে। বঙ্গদেশ অসুরকে বড় করে মাকে ছোট করিল। বিজয়ার দিন জয় জয় "পাপের জয়, পাপাসক্তির জয়, ব্যভিচারের জয়, বঙ্গদেশ বলবে। মা এই কটা দিন যেন কাণ বুঁজে থাকি। কি! দুর্গাপূজার অসুর দুর্গার বুক চিরে রক্ত খাচ্চে, মা আনন্দময়ী, তুমি এ ভয়ানক খেলা তোমার চোকের সম্মুখে হতে দেবে, মা এটা ঠাট্টা মাটীর পূজা জানি, এ আরাধনা, পূজা, সব মিথ্যা। কিন্তু অসুরের জয়টা যে সত্য হলো। খারাপ টা যে ঠিক হলো, এ কি? মা, দয়া কর। মাটীপূজা দূর কর। ভাল জিনিষ গুলো রক্ষা কর। এই যে এ সময় পুত্র পিতার প্রতি ভক্তি

দেখায়, এটি যেন থাকে। স্ত্রী স্বামীর প্রতি যে বিশুদ্ধ প্রণয় প্রদর্শন করে তা যেন থাকে। এই যে বৎসরান্তে পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রীর যে পবিত্র মিলন তা যেন রক্ষা পায়। বঙ্গদেশের গৃহস্থ বড় সুখী। এই যে আদর্শ পরিবার যেন থাকে। মা, ধর্ম্মরক্ষিণী স্ত্রী, পুরুষ তত ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে না, এখনকার নব্য স্ত্রীরা যেন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন। ধর্ম্মরক্ষার ভার তাঁদের হাতে। মা, লোক-পুলকে, মনুষ্য উৎসাহে এ সময় চারিদিক সঞ্জীবিত। এ সময় বঙ্গদেশ যেন ছুটির পোষাক পরেছে। হে করুণাময়ী, এ সব সামান্য ব্যাপার নয়। এ দেশ চিরকাল ধর্ম্মে সঞ্জীবিত। যা এর ভিতর খারাপ আছে দূর কর। কিন্ত এর ভিতর যে মুক্তাগুলি পড়ে আছে, আমরা নববিধানবাদী তাহা কুড়াইয়া লই। ধন্য ধন্য বঙ্গদেশ। মাটীর দুর্গার ভিতর হইতে চিন্ময়ী দুর্গা বাহির হইতেছেন। কাল রাত্রি পোহাইল। প্রত্যুষ উদিত হইল। বঙ্গবাসিনী তুমি বড় সুখী, বঙ্গবাসী তুমি বড় সুখী। হে দয়াময়ী, হে কৃপাময়ী, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যাতে আমরা এই পূজার অসার অংশ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের মধুরতা পবিত্রতা যাহা আছে গ্রহণ করিয়া আমরা ভাল হই, অন্যকেও ভাল করি, দুর্গে, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেবীর চিররাজ্য।

৩রা অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে সন্তাপ নিবারণ, তুমি আমাদের দেশের রাজা কবে হবে। কবে এই সব নরনারী তোমার চরণে শরণাগত হইবে। আমরা পাঁচ জন যেমন তোমাকে নিয়ে আমোদ করি, এইরূপ কবে দেশ শুদ্ধ লোক করিবে? এই যে দেশের লোক বৎসরান্তে আমোদ করে, ধর্ম্মের নামে করে বটে, কিন্তু তাহা ফুরাইয়া যায়। এই আজ ফুরাইবে। ধর্ম্মের আমোদ যদি সংসারের আমোদের ন্যায় অস্থায়ী হয়, দুদিনে ফুরাইয়া যায় তা হলে পরব্রহ্মের উপাসনা কেন করি? আমাদের ভজন সাধন যেন অনন্তকাল থাকে। ভ্রান্ত উপাসক কেন এমন প্রার্থনা করে যে, তিন দিন পরে দেবী অন্তর্ধান হবেন, আবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে সংসারে নিযুক্ত হইবে। হে দয়াময়, আমরা যা করিব, চিরকালের জন্য করিব। দেবতার সঙ্গে মানুষের ছাড়াছাড়ি করে দেয়, দেবতার সঙ্গে মানুষের মিলনের পর বিচ্ছেদ এনে দেয়, এ জন্য দশমীকে নিষ্ঠুর দশমী বলি। কাল দশমী সাধকমাত্রেরই শত্রু। কত সাধক ভক্ত প্রেম-সাধন, যোগসাধন, ধর্ম্মসাধন করিল, তিন রাত্রির পর সব ছাড়িল, তোমাকে গঙ্গাজলে ফেলে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পলায়ন করিল। বৎসরে বৎসরে কত যুবক তোমাকে

ফাঁকি দিয়া পালায়। পৌত্তলিকদের বিচ্ছেদ দেখা যায় কারণ তাদের দেবতা সাকার। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীদের দেব-বিচ্ছেদ দেখা যায় না। বিচ্ছেদ মনে। এ আরো ভয়ানক। বলে, "এত উপাসনা সাধন করিলাম, এখন আর ভাল লাগে না, এখন দেবীকে গঙ্গাজলে ডুবাব। কত উৎসব কত পূজা করেছি আর পারি না। এখন হরি, বিদায় দাও, বিদায় লও। এখন মা দুর্গা সংসারে ফিরে যেতে ছুটি দাও। এখন আর তোমার মুখ ভাল লাগে না। যেন তোমাকে কঠোর কঠোর মনে হয়। তিন দিন তিন রাত্রি তোমাকে পূজা করিলাম, আর উৎসাহ হয় না। অতএব দেবী, তোমাকে প্রণাম। হিন্দুদের কাছ থেকে যেমন বিদায় লও, ব্রহ্মজ্ঞানীদের কাছ থেকেও তেমনি বিদায় লও। চিরবিদায় লইয়া পলায়ন কর। আর গৃহস্থের বাড়ীতে উপদ্রব করো না।" এই বলিয়া, হে ঠাকুর, কত ব্রহ্মজ্ঞানীরা শুষ্ক কল্পিত ব্রহ্ম লইয়া শেষ জীবন কাটাইতেছে। তাদের ভক্তির তিন দিন ফুরাইয়াছে, বিশ্বাস কমিয়া গিয়াছে। সে শ্রী আর নাই, উপাসনার সে তেজ নাই। মা, গরিবের প্রার্থনা শোন। গলবস্ত্র হইয়া বলিতেছি, ব্রাহ্ম হয়ে, সাধক হয়ে, মাকে বাড়ী থেকে বিদায় দেব, এ প্রাণ থাকিতে পারিব না। চিরকাল, জন্ম জন্ম তুমি ভক্তহৃদয়ে বাস করিবে। তুমি যেও না, আমরা তোমাকে যেতে দিব না। দশমী যে আমাদের হবে না, আমাদের হৃদয়ে চির দিনই

সপ্তমী অষ্টমী নবমী। দয়াময়, অদ্যকার দিনে এই প্রার্থনা, যদি বিশেষরূপে মহোৎসবের সময় এলে, তবে দুর্গার রাজ্য চির দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত কর। দুর্গতিনাশিনী, চিরকাল বঙ্গদেশে থেকে অসুর বিনাশ কর। দেবী, দেশকে পাপ-সন্তাপে পোড়াইয়া নিজে ডুবিয়া মরিতে যাইতেছেন, এ বড় ভয়ানক দৃশ্য। এ যেন দেখিতে না হয়। দেবতার পশ্চাৎ দিক্ দেখিতে নাই এ কথা যে বলিয়াছে সে বড় ভাবুক। দেবতা বিমুখ হয়েছেন, এ যেন কারো দেখিতে না হয়। কত ব্রাহ্ম দেবতার পশ্চাৎ দিক্ দেখিতেছেন এবং ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়িয়া যাইতেছেন। আমাদের যেন ইহা কখন দেখিতে না হয়। আমাদের যেন কখন বিজয়া না হয়। দশমী, প্রেমিকের ধর্ম্মবিচ্ছেদ, ঈশ্বরবিচ্ছেদ দেবীবিচ্ছেদ, তা হতে দিও না। বিজয়া তুমি বিজয়া হও। দশমী চলে যাও। মা, তোমার পায়ে পড়ি, গৃহস্থের বাড়ী অন্ধকার করে যেও না, যেও না। যদি শিশু বিশ্বাস করেছে, তুমি জগন্মাতা হয়ে এসেছ, তবে তুমি আর যেও না, তার গৃহে মা হয়ে থাক, সিংহাসনে রাণী হয়ে থাক। হে দয়াময়ী, হে কৃপাময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, তুমি আমাদের হৃদয়ে, আমাদের গৃহে, আমাদের দেশে, এটা যেন খুব বুঝিতে পারিয়া মাকে সর্ব্বদা কাছে রাখিয়া সুখী এবং কৃতার্থ হইতে পারি, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শিষ্যব্রত ভৃত্যব্রত।

৪ঠা অক্টোবর, ১৮৮১।

কৃপাসিন্ধু, শ্রীহরি, আমরা গুরু হইলাম, শিষ্য হইব কবে বলে দাও। আমরা পিতা হইলাম, সন্তান হইব কবে, হে ঈশ্বর বল। প্রভু হয়েছি আমরা, দাস হব কবে? দিলাম অনেক, লইব কবে বল? হে প্রেমস্বরূপ, মানুষের দুই দিক্ আছে। এক দিকে উন্নতি অনেক হইল, অন্য দিকের উন্নতি যদি দয়া করে দাও তবে উন্নতির পূর্ণতা আজ হবে। এই যে নববিধানরূপ বিদ্যালয় করেছ, পরকে ধর্ম্ম শিখাইলাম, গুরু হয়ে উপদেশ দিলাম, প্রভু হয়ে অনেক সেবা লইলাম, এখন মনে হয় শিষ্য হইব কবে? লোকে মনে করে, গুরু হওয়া, প্রচারক হওয়া বড় কঠিন। এক জন উপদেশ দেবে, হাজার হাজার লোকে শুনিবে, এর চেয়ে মানুষের কত উচ্চ পদ হইতে পারে? তোমার প্রসাদে সেই পদ পাইলাম। হে ঈশ্বর, হাজার হাজার লোক আমাদের সেবা করিতেছে, টাকা দিতেছে, কাপড় দিতেছে, কার এ রকম হয় বল দেখি? তোমার চরণে পড়ে আছি। কারো দ্বারে যেতে হয় না, কার এ রকম হয় বল দেখি? উচ্চ দিক্‌টা পূর্ণ হলো, এখন আর এক দিক্‌টা হবে কবে? সকলে সেবা করিতেছে, না হয় আমি একটু সেবা করি, সকলকে উপদেশ দিতেছি, না হয় আমি একটু একটু

উপদেশ নই, সকলে দিতেছে না হয় আমিও একটু একটু দি। দেখ, ঈশ্বর, সকলে আমাদের প্রভু বলে, আমাদের মর্য্যাদা সম্মান পৃথিবীতে আর ধরে না। কিন্তু প্রভু হব বলে ত পৃথিবীতে আসি নাই, এয়েচি শিষ্য হব, প্রজার প্রজা হব, দাসের দাস হইব। আগেকার বিধানের বিপরীত ভাব এখন হইল। তখনকার কালে গুরু হওয়া প্রধান ছিল; একটি লোক গুরু হইত, শত সহস্র লোক তার পদতলে পতিত, এখন আর তা নাই। এখন সকলেই প্রভু, সকলেই রাজা, সকলেই বড়। কেমন একটা ব্যবস্থা হয়েছে যে উপরের দিকে যাবার ভাবটা কমে গিয়েছে। ঊর্দ্ধগামিনী ভক্তি নাই। আমাদের উপরের দিকে কোন প্রভু আছে মানি না। আমাদের অর্দ্ধেক নরকে ডুবিয়া আছে টানিয়া তোল। দয়াময়, আমাদের ভাইদের মধ্যে অনেকে শ্রদ্ধেয় আছেন তাঁদের কেন শ্রদ্ধা করিব না? দয়াময়, তোমার ঈশাও খুব সম্মানিত হয়েছিলেন, কিন্তু আবার খুব বিনয়ী হয়ে সেবা করিতেন, রাজা হয়ে প্রজা হতেন, প্রভু হয়ে দাস হতেন। অমন যে মহর্ষি ঈশা, তিনি অনায়াসে শিষ্যদের পা ধুইয়া দিলেন, এ দেখে আমাদের শিক্ষা পাওয়া উচিত। আমরা বড় হইতেছি। আমাদের নীচে যারা ছিল, তারাও আমাদের দেখে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। প্রেমময়, কেন আমরা মনে করিব না যে আমরা চাকরের বংশ। আমরা লোকের কাছে শিক্ষা

দেব, উপদেশ দেব, সেবা করিব। একটা দিক্ চাপা পড়িতেছে। আমাদের বিনয় ভক্তি সেবা কমিতেছে, কিন্তু স্নেহ বেড়েছে, মনটা উপরের দিকে আর উঠেছে, চায় না যে কারো কাছে নরম হই। যারা উপরে ছিল, হে ঠাকুর, তাদের সমান করিয়া দেখিলাম। হে পিতা, নববিধানের সমস্ত লোক গুরুপদ লইতে চেষ্টা করিতেছেন। উপদেষ্টা আচার্য্য হতে চান, এরোগ কেন জন্মিল? হে ঈশ্বর, দয়া কর, এক দিক্ যেমন খুব উপরে উঠিতেছে, আর এক দিক্ তেমনি নেবে পড়ুক। গুরু প্রস্তুতের বিদ্যালয় হয়েছে, শিষ্য প্রস্তুতের বিদ্যালয় খোল। সেখানে আমরা কটি ভাই প্রজা হবার জন্য দাস হবার জন্য শিষ্য হইবার জন্য শিক্ষা করি। গুরু অনেক হয়েছে আর চাই না। হে মঙ্গলময়ী, অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে একটি বিদ্যালয়ে শিষ্যব্রত ভৃত্যব্রত শিক্ষা করে বিনয়ে জীবন শোভিত করিয়া জন্মসার্থক করি, মা, দয়া করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানে অটল নিষ্ঠা।

৫ ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, হে দয়ার আকর, নীচ হৃদয়ের নীচ কথা আমাদিগকে কখন যেন উচ্চ কাজ হইতে নিবৃত্ত না করে।

হে পিতা, মনুষ্যহৃদয়ের নীচ চিন্তা সর্ব্বদাই নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, কখন কখন উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করে। পিতা, আশীর্ব্বাদ কর যদি আমরা প্রেমের সাধনে নিযুক্ত হইয়াছি, কখন যেন আমরা কুমন্ত্রণা শুনিয়া নীচ না হই। বর্ত্তমান সময়ে যারা আমাদের আক্রমণ করে তারা যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে। সত্য যেমন যুগে যুগে একই, তেমনি বিরোধী শত্রু, উৎপীড়নকারী, বিদ্বেষ, হিংসা, রাগ, ইহারাও যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করে। সত্য প্রবল হইতেছে অসত্য মারিবার জন্য, আবার অসত্য প্রবল হইতেছে সত্যকে মারিবার জন্য। পৃথিবীতে সত্যের জন্য উৎপীড়িত হইতে হয়। তোমার প্রসাদে আমরা যদি নবপ্রেমের ধর্ম্ম পাইয়া থাকি, তবে ইহা নিশ্চয় যে বিরোধীরা শত্রুরা এ প্রেমের ধর্ম্ম বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। যাহাতে প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইবে, সকল বিধানের গৌরব বাড়িবে, এমন উচ্চ কাজ যদি ধরে থাকি, তবে যেন পাঁচজনের আক্রমণ শত্রুতা ও কুমন্ত্রণায় ভীত না হই। পৃথিবী বিবাদ বিসংবাদ সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম চায়। সেই বিবাদ নির্ব্বাণ করিয়া আমরা সকল ধর্ম্মের মিলন করিতেছি, এ লোকেরা সহিবে কেন? তাদের পক্ষে প্রীতিকর হবে কেন? তারা যে সাম্প্রদায়িকতা সঙ্কীর্ণতা বিবাদ চায়। হে মাতঃ, উচ্চ কর্ম্ম মানুষের মন বড় করিতে চায় না। যদি আমাদের প্রবৃত্তি হয়েছে উচ্চ ব্রতে, তাহা যেন না ছাড়ি।

ধন্য ধন্য আমাদের পিতা মাতা যাঁরা এ শুভ সময়ে আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন। ধন্য আমাদের মাতৃভূমি, ধন্য ধন্য নববিধান, যাঁর জন্য আমরা এত ধর্ম্মের রহস্য দেখিতে পাইতেছি। আর ধন্য ধন্য, মা, তোমার দয়া যে আমরা এত উচ্চ ব্রতে নিযুক্ত হয়েছি। প্রেম আসিয়া কুশল শান্তি বিস্তার করিতেছেন। দয়াময়, আমরা যেন অন্যের কুমন্ত্রণায় এসব পথ না ছাড়ি। হে করুণাময়ী, কি জানি কখনও যদি কুবুদ্ধি মনে আসে। যদি এসব কল্পনা, ভ্রম বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে যে তখনি মরিব। হে দয়াময়, ঐ সকল যুক্তি শুনিতে দিও না। কেবল তুমি আমাদের প্রিয় হও। তোমার ধর্ম্ম আমাদের আদরণীয় হোক্। প্রাণেশ্বরী, তোমার আশ্রিতদের বাঁচাও। এরা যেন যারা কুবুদ্ধি দিতেছে তাদের দিকে কাণ না দেয়। আমাদের মনকে সতেজ কর। আমরা যেন সত্যকে সন্দেহ না করি। তোমার এই আজ্ঞা যে সাম্প্রদায়িকতা উপধর্ম্ম থাকিবে না। হে করুণাময়ী, হে মঙ্গলময়ী, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রশস্ত নববিধানে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া অনল নিষ্ঠার সহিত, অপ্রতিহত যত্নের সহিত, এই উচ্চ ব্রত পালন করি, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেহের মধ্যে স্বর্গ দর্শন।

৬ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, হে অপার প্রেমের সিন্ধু, এই শরীরের মধ্যেই নরক, এই শরীরের মধ্যেই স্বর্গ। ইহার ভিতর পশু, ইহার ভিতর দেবতা। মন যদি নিম্নগামী হয়, ক্রমেই নীচ হইতে নীচতর, হীন হইতে হীনতর হয়। মন যদি উর্দ্ধগামী হয়, ক্রমে পবিত্র হইতে পবিত্রতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর হয়। হে ঈশ্বর, শরীর দ্বারা শরীর জয় কর, মন দ্বারা মনকে জয় কর। নরক দেখিবার জন্য বাহিরে যাবার কি দরকার? স্বর্গ দেখিবার জন্যই বা, মা, বাহিরে যাবার কি দরকার? সব অন্তরে। তোমাকে লইয়া থাকিতে চাহিলে এখানেই দেখিতে পারি। দেবতাদের সঙ্গে বাস করিতে পারি। যোগ ভক্তি সব এই শরীরের ভিতর হইবে। চক্ষু বন্ধ করিলেই ভিতরে বৃন্দাবন দেখিতে পাইব। নরকের আগুনও এই দেহের ভিতর। ইন্দ্রিয়দিগকে প্রবল করিলেই এই দেহে নরক হয়। কি আশ্চর্য্য, স্বর্গ নরক দুই আমাদের ভিতর। দুইয়েরই চাবি আমাদের হাতে। অবিশ্বাসী, নাস্তিক, পাপী হলে যেন নরকে পড়ে আছি। এই দেহেই সব। পাপের কড়া চড়ান আছে, মনে করিলেই আপনাকে তার ভিতর ফেলিতে পারি। আবার স্বর্গও ইহার ভিতর, মনে করিলেই যেতে পারি। দেবলোক ইন্দ্রলোক

বৃন্দাবন সব ভিতরে। উপরে উঠিলেই স্বর্গ, নীচে গেলেই নরক? আত্মাটা উপর নীচ করিতেছে। যখন উপরে আছি, নীচেটা আর মনে নাই। খাওয়া দাওয়া ভুলেছি, ব্রহ্মপ্রেমমত্ততায় ডুবেছি। দয়া স্রোতে ভাসছি, বুকের ভিতর হরিকে লইয়াছি। হৃদয়বিহারী দেহবিহারী, কেমন সুখ। এই দেহের ভিতর স্বর্গ। আহা নববিধানে কেমন সুখ। যেমন এ নরকের ভিতর বাঘ সাপ হিংস্র জন্তু নরকের কুকুর বসে আছে, এ দিকে তেমনি দেবগণ বসে আছেন। এক পদাঘাত করিলেই নরক তাড়িয়ে দেওয়া হইল। বুকের দরজাটা খুলে গেল। কাশী বৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্র ইহার ভিতর। ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ সব এর ভিতর। হে পিতা, স্বর্গ সাজিয়ে রেখেছ বুকের ভিতর। চক্ষু বুজে হরি হরি করিতে কোথায় গেল অন্ধকার, কোথায় গেল নরক। পরমানন্দের হরিদ্বার খুলে গেল। হুহু করে প্রেমপুণ্যের গঙ্গা বহিল। রাগী হইতে চাও, সংসারাসক্ত হইতে চাও পারিবে। আবার উপাসনাশীল হইতে চাও আর এক দিক দেখ। কত আনন্দ, কত পুণ্য। সুন্দরী মাতঃ, তোমার স্বর্গ জীব হৃদয়ে, কেন এমন স্বর্গচ্যুত হই, এমন স্বর্গ হারাই কেন? কত মধু হৃদয়ে, কত মধুকর সেখানে। হরি হে, নরক দেখিতে দিও না, স্বর্গ দেখিতে চাই। এই মলিন পাপ কঙ্কালপূর্ণ যে দেহ, এই দেহের ভিতর ধন্য সেই সাধু যিনি স্বর্গে বাস। পবিত্র বুক নির্ম্মল বুক, সর্ব্বদা স্বর্গ

দেখাও। তোমার ভিতর পিতা স্বর্গ রেখেছেন সর্ব্বদা যেন দেখিতে পাই। তোমার ভিতর হরিগুণ গান সর্ব্বদা যেন শুনিতে পাই। তোমার ভিতর হরিপাদপদ্ম ফুটেছে সর্ব্বদা যেন দেখিতে পাই। দয়াময়ী, দেহস্বর্গ সাধন করিতে দাও। হে দয়াময়ী, হে মঙ্গলময়ী, কৃপা করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন চিরকাল এই দেহের ভিতর তোমাকে দর্শন করিয়া, সাধন করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শারদীয় উৎসব।

৭ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, শারদীয় দেবতা, গ্রীষ্ম তোমারি, বর্ষা তোমারি, শরৎ তোমারি, শীত তোমারি, পর্য্যায়ক্রমে ঋতু পরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রত্যেক সময়ে তোমার নূতন করুণা বর্ষণ হইতেছে। বেদীতে যেমন আচার্য্য নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন সত্য প্রকাশ করেন, এই সকল ঋতু আচার্য্য তেমনি নূতন ভাবে নূতন ভাষায় নূতন রূপে তোমার প্রেমতত্ত্ব প্রচার করে। বসন্তের কাছে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তা কেবল তাঁরই কাছে পাওয়া যায়। শরৎ যখন বেদী গ্রহণ করেন, তখন যে শিক্ষা

পাওয়া যায়, তাহা শারদীয়। লোকে বলে চিরকাল কেন ঋতু এক ভাবে থাকে না। যে ফুল ফুটিল শীতে কেন তাহা শুকাইল? মূঢ় মনুষ্য বিচিত্রতা বুঝে না তাই বলে। ভাবুকের হৃদয় বলে আমার প্রভুর বিচিত্রতা না থাকিলে শোভাবিহীন পৃথিবী মনোহর থাকিতে পারিত না। হে পিতা, তুমি কখন মাতা, কখন রাজা, কখন দুঃখীর বন্ধু, কখন পতিতপাবন, কখন পুরুষপ্রকৃতি, কখন বাল্য-প্রকৃতি, কখন নারীপ্রকৃতি। তোমার সৃষ্টির তত্ত্ব অতীব মনোহর এবং বিচিত্র। যখন জলে সরোবর পূর্ণ, জল উচ্ছ্বাসে তোমার খেলা দেখিতে কেমন। যখন স্থল শুষ্ক ছিল, যখন আকাশ হইতে সূর্য্য আগুন ফেলেন, পাহাড় হইতে উত্তাপের আগুন গড়াইয়া আসে, পৃথিবী হইতে উত্তাপ উঠে, শীতল জল পর্য্যন্ত গরম হইল, সেই ব্যাপ্ত উত্তাপের মধ্যে জীব ক্রমে ক্লেশ বোধ করিতে লাগিল। তখন শুষ্ককণ্ঠ জীব বলিল, "জলদেবতা এস, বারি-বর্ষণে শীতল কর।" যেমন মেদিনীর প্রার্থনা, অমনি স্বর্গ হইতে জল আসিল। পৃথিবী জল চায়, মনও তেমনি ধর্ম্ম চায়। মনের ভিতর হইতে যত ব্যাধির রস, অপবিত্রতার রস শুকাইতে উৎসাহের অগ্নি বিবেকের উত্তাপ উপকার করে বটে, কিন্তু অবশেষে মন বলে এখন ভক্তি কর এস, নতুবা সুফল হবে না, প্রাণ শুষ্ক হইতেছে। অতএব প্রেমদা, প্রেমদান কর, ভক্তিদায়িনী, ভক্তি দাও, এই

বলে ব্যাকুল প্রাণ যখন স্বর্গের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তখন স্বর্গ কি চুপ করে থাকে? গ্রাম নগর জলে পূর্ণ হয়ে আনন্দে হাসিল। উদ্যান ক্ষেত্র যেন স্নান করিয়া উঠিল। গাছগুলির শোভা হইল। মলিন পত্রগুলি ধৌত হইয়া নূতন শ্রী ধরিল, এবং পাখী আসিয়া বসিল। যেমন মানুষের বাড়ীতে বৎসরান্তে দরজায় কাঠে রঙ্গ দেওয়া হয়, তেমনি হইল। যেন প্রকৃতির বিশ্বকর্ম্মা নূতন রঙ্গ দিলেন। গাছগুলি হাসিল। জীব যেমন আশা করিল তেমনি সাধ পূরিল। কে বড় বড় গাছ ঝাড়িবে, কে গিয়া তাদের পাতা পরিষ্কার করিবে? আর এত জল কে ঢালিবে? মা, তোমার দৃষ্টি সব জিনিষের উপর। তাই বৃষ্টিকে বলিলে উদ্ভিদ্‌রাজ্যে জল ঢেলে ধৌত করে দাও। মা যেমন ছেলেকে গঙ্গার ধারে বসিয়ে পা পরিষ্কার করে দেয়, তেমনি তোমার তরুলতা বালক বালিকাদিগকে স্নান করাইয়া দিল। গাছগুলি উত্তাপে ক্লিষ্ট হইয়াছিল, প্রকৃতি কেবল তাহাদের স্নান করায়। সেই বৃষ্টিতে কত দান হবে। শরৎকালে ক্ষেত্রে বসে মাকে কত ধন্যবাদ দেব। শরৎকালের বেদী থেকে বড় শিক্ষা হয়। খুব জল আকাশ ভেঙ্গে পড়ে পৃথিবীকে স্নান করাইল। এখন ধান্য-বৃদ্ধি, লোকের কুশল শান্তিবৃদ্ধি। হে পরমেশ্বর, তোমার প্রেরিত শরৎ গুরু অনেক দিতেছেন। তোমার নিকট এই প্রার্থনা, তোমার প্রেরিত শরতের নিকট কেবল প্রকৃতি

আর গাছগুলি যেন উপকৃত না হয়; জীবও যেন উপকৃত হয়। বর্ষার পর শারদীয় শ্রী কেমন। একটা বর্ষা এসে হৃদয়কে ঠাণ্ডা করে দিক্, আমরা শারদীয় উৎসব সম্ভোগ করি। বর্ষার শেষ, শীতের আরম্ভ। বর্ষার ঠাণ্ডা এ দিকে, শীতের শীতলতা ওদিকে। মাঝখানে বসে মা আনন্দময়ীর স্নিগ্ধ চরণ সম্ভোগ করি। পাপের গরমি আর সয় না। আমাদের মনে যদি প্রত্যাদেশের বৃষ্টিধারা ক্রমাগত না পড়ে, স্বর্গের আনন্দধারা না বর্ষণ হয়, তবে আমরা মরিব। আমরা জলজীব, আমরাত স্থলজীব নই। শাস্ত্রে বলেছে, তোমার ভক্তেরা মীনস্বরূপ। তোমার ভিতর আমরা মীনস্বরূপ। শরৎ না হলে মন ত জেগে উঠে না। আছে হৃদয়ে ভক্তির মীন। পাঁকের পুকুরে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া জল শুকাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজে ডোবার ভাব হয়েছে। হে দীননাথ, করযোড়ে প্রার্থনা করি; ভক্তিবারি বর্ষণ করিয়া অন্তরের অন্তরে শারদীয় উৎসব আনয়ন কর। মরুভূমি-তুল্য প্রাণ লইয়া বল আর কত দিন বাঁচিব? আমরা প্রেম ভিন্ন বাঁচি না। এখন বৃন্দাবনস্পৃহা মনে অত্যন্ত বলবতী হয়েছে। সেই প্রেমধাম, যেখানে প্রেমবর্ষণ, প্রেমনদী, যেখানে শারদীয় উৎসব। সেই মৎস্যেরা ধন্য আর তৃষ্ণায় কাতর হইতেছে না। হে দয়াময়, শরতের শোভার প্রতিরূপ অন্তরের অন্তরে কৃপা করে প্রকাশ কর। এ সময় আনন্দময়ী দুর্গে, তোমার ভক্ত ব্রাহ্মণের হৃদয় অধিকার

কর। তুমিও শরতের দেবী, নতুবা এ সময় দুর্গা পূজা হয় কেন? পুতুল দুর্গা পূজা হইল; এখন শরৎকালের আত্মার দুর্গা কোথায় রহিলে? বাহিরের ফাঁকি দুর্গা হাজার হাজার লোকের কাছে পূজা লইলে, খাঁটি দুর্গা কোথায়? এস মা, আমরা এক বার দুর্গোৎসব করি। বাহিরের মৃণ্ময়ী দেবী পূজা অসার! চিন্ময়ী দেবী কৈলাস হইতে অন্তরে আসিতেছেন, আমরা এক বার সপরিবারে সবান্ধবে আনন্দময়ীর পূজা করি, পুড়িয়া গিয়াছে মন স্নিগ্ধ করি। জলে পৃথিবী অভিষিক্ত হইয়াছে, হৃদয় অভিষিক্ত হউক। হে দয়াময়ী, তোমার প্রসাদ বর্ষণে হৃদয়ের যত শুষ্ক ভক্তিলতা প্রেমলতা সরস হউক। বাহিরের মাধবীলতা ধৌত ও সজীব হয়েছে, মনের মাধবীলতাকে সরস কর। মন শারদীয় হও, শারদীয় শোভায় শোভান্বিত হও। এস মা জননী, তোমার রাজ্য পরিষ্কার করে তুমি এসে বোস। তোমার জলে পরিষ্কৃত করে তোমার আসনে তুমি এসে বোস। আমরা শারদীয় উৎসব সম্ভোগ করিয়া স্নিগ্ধ হই। হে দয়াময়ী, হে মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন যত প্রকার পাপের উত্তাপ, অপবিত্রতার উত্তাপ, মনের মালিন্য প্রক্ষালন করে, হৃদয় স্নিগ্ধ করে, শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ধর্ম্মের ঘোর, প্রেমের ঘোর।

৮ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে মঙ্গলময়, হে অনাথনাথ, পৃথিবীতে শুদ্ধ হবার জন্য সকলেই চেষ্টা করে, শুদ্ধ থাকা কত কঠিন। পাহাড়ে যোগী যোগ সাধন করেন, গৃহস্থ গৃহে ভক্তি সাধন করেন, সকলে শুদ্ধ হবার জন্য চেষ্টা করেন। কত উপায় কত সাধন চিত্তশুদ্ধির জন্য বাহির হয়েছে। যার সহায় তুমি হলে, সে বেঁচে গেল। হে প্রেমসিন্ধু, যত রকম উপায় সাধক করিতেছেন খাঁটি হইবার জন্য, তার মধ্যে মত্ততা একটি প্রধান উপায়। তা যোগের মত্ততাই হোক্ প্রেমে মত্ততাই হোক্। খাঁটি হইবার এক প্রধান উপায় মত্ততা। যে সাধক অষ্ট প্রহর হরি হরি বলে, তার পাপ করিবার ছুটি কোথায়? সেত চায় পাপ করিতে কিন্তু অবকাশ কৈ? হরি, তুমি তার চব্বিশ ঘণ্টা আপনি অধিকার করেছ, তোমার সাধক কি করিবে? সময় ত আর হইল না। হে দয়াময়, অবকাশ আর হলো না বলে সাধক পাপ করিতে পারিলেন না। তাঁর প্রেমের ঘোর আর গেল না। যোগ ভক্তির ঘোর খুড় মজার। যার ধর্ম্মের নেশার ঘোর হয়েছে, সেই কেবল জানে ধর্ম্মের মত্ততায় কত সুখ. অন্যে জানে না। হে দীন বন্ধু, তোমার ধর্ম্মের ভিতর যদি তোমার সন্তানদের এনেছ, তবে এ দিক থেকে ওদের টেনে লও। এরা যে ধনমানের

দিকে যাবে, তার যেন আর অবসর থাকে না। তোমাকে মা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যেন প্রমত্ত হইয়া যায়। তখন তার ভিতর পাপ যাবে কেন? তোমার প্রেমের ঘোরে বাস করিতে চাই। নতুবা হৃদয় কিছুতে খাঁটি হবে না। যত ক্ষণ হরি তোমার কাছে, তত ক্ষণ বেঁচে আছি। যত ক্ষণ প্রেমের ঘোরাল রসাস্বাদন করিতেছি, তত ক্ষণ বাঁচিয়া আছি, কেবল হরিকে লইয়া বসিয়া আছি। হরি সঙ্গে কথা কওয়া, হরিমুখ দেখা এতেই আছি। হরিভক্তিসম্বন্ধে ঠিক নেশার মত নিয়ম। চিন্তামণিকে প্রাণের ভিতর লইয়া বসিয়া আছি, সকলেই যেন জড়ভরত হয়ে গেল। ভিতরে এত ব্যাপার, এত উপাসনা, যোগ, আমোদ প্রমোদ যে, বাহিরে যে কিছু হইতেছে তাতে হুঁস নাই। প্রেমময় হরি, যদি কীর্ত্তন করি যেন মত্ত হয়ে করি, যেন অচেতন হইয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকি। দয়াময়, মত্ততা না হইলে বাঁচিব না। ফাঁকের ঘর থাকিলে জমাট হয় না। দয়ালু পরমেশ্বর, সংসারের ভাসা ভাসা ধর্ম্ম হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া ঘোরতর নববিধানের ধর্ম্মের ভিতর ফেলিয়া দাও। সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতেছি, লিখিতেছি, পড়িতেছি, মনটা যেন কে টেনে নিয়ে যাইতেছে, মনটা যেন সন্ন্যাসীর ন্যায়। প্রাণের ভিতরে একতারা বাজিতেছে। সংসারের অনেক কাজ করিতেছি, কিন্তু মন বলিতেছে প্রাণকান্ত কোথায়?

মন একটু সুবিধা পাইলেই পাপের বাজারে গিয়া পাপ কিনিয়া আনিবে। কিন্তু যথার্থ সাধকেরা পাপ কিনিবার ফুরসত পান না। শ্রীহরি, আমাদেরও যেন তাই হয়। যেন পাপ করিতে অবকাশ না পাই। ঘোরতর ধর্ম্মের ভিতর ফেলিয়া দাও, যেখানে ধর্ম্মের নেশা খুব জমাট হইয়াছে। তোমার অনুগত পরমহংসের জীবন যেমন একটা ঘোরাল প্রেমে মগ্ন হয়েছে সেই রকম কর। হে দয়াসিন্ধু, পাত্‌লা ধর্ম্ম থেকে ঘন ধর্ম্মে নিয়ে যাও। পাতলা সাধন থেকে ঘন সাধনে লইয়া চল। যোগীদের সাধন ক্রমে গাঢ় হয়, কোন প্রলোভনে মন অন্য দিকে যায় না। তেমনি ব্রাহ্ম যদি ঘন সাধনে বসে, কিছুতে মন অন্য দিকে যায় না। দয়াল, ঘন জমাট ধর্ম্ম দাও। পাত্‌লা সাধনে হবে না। হে মাতঃ, তুমি যুগে যুগে যেমন তোমার ভক্তদিগকে প্রমত্ত অবস্থায় লইয়া গিয়াছিলে তেমনি আমাদের লইয়া চল। হে মঙ্গলময়ী, হে কৃপাময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন প্রেমের ভিতর, যোগের ভিতর ডুবিয়া প্রাণ চির দিনের জন্য প্রমত্ত অবস্থায় থাকে, মা, অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অদ্ভুত নবধর্ম্ম সাধন।

৯ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, হৃদয়দ্বারের দ্বারস্থ তুমি। সর্ব্বদা দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিতরে আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ। তোমাকে যেন হৃদয়ে আসিতে দি। তোমার হৃদয় তুমি লও। তোমার সঙ্গে আমাদের যে কি রকম ব্যবহার দাঁড়াবে তাহা এখনও বলা যায় না। সকলই নববিধানের কারখানা। যা হয়েছে বলা যায়, যা হবে বলা যায় না। হে পিতা, হে নববিধানবাদীর বান্ধব, তুমি এই নববিধান দ্বারা চালাইয়া আমাদের কোথায় লইয়া যাইবে কিছু বলা যায় না। তোমার সঙ্গে বসা, দাঁড়ান, কথা কওয়া, দেখা করা, সকলই নূতন হইতেছে। নূতন নূতন চমৎকার চমৎকার সকল সাধনপ্রণালী ইহার ভিতর হইতেছে। হে পরমেশ্বর, কিছুই জানি না টানিতে টানিতে কোথায় লইয়া যাইতেছ। কিন্তু এ বুঝিতে পারিতেছি কোন দলের সঙ্গে মিশিব না। এই রথ নূতন পথ দিয়া যাইবে, কোন দলের দলস্থ হইবে না। দশ দিক দিয়া সকলে চলিয়াছে, একাদশ দিক বাহির হইল, সে দিক দিয়া নববিধান চলিবে। এ পথ অন্তরেও নয় বাহিরেও নয়। নববিধানের সাধক জ্ঞানীও নয়, মূর্খও নয়, স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়। স্ত্রীপুরুষ দুই প্রকৃতি তাদের ভিতর থাকিবে

এবার একটা নূতন কাণ্ড হবে, তার জন্য কারো সঙ্গে মিশাইতে পারিতেছি না। কেউ সামান্য মানুষ ছিল, কেউ প্রত্যাদিষ্ট হয়ে দেবত্ব পেয়েছিল, আমরা প্রত্যাদিষ্টও হইলাম, মনুষ্যত্বও রহিল। দুইয়ের মাঝামাঝি। অদ্ভুত দেব, অদ্ভুত তোমার সৃষ্টি, অদ্ভুত তোমার বিধান, অদ্ভুত সাধন। হে পরমেশ্বর, কেউ যোগী, কেউ ভক্ত ছিলেন, এখানকার সাধক দুই হবেন। এ জন্য, দীনবন্ধু, লোকের পক্ষে এ ধর্ম্ম দুর্ব্বোধ হয়েছে। আমরাও আমাদের পক্ষে একটা প্রহেলিকার ন্যায় হইয়াছি। সব যেন নূতন হয়েছে। ভিতরে কত আমোদ, আমরা কত মজায় আছি, তা, দীননাথ, অন্তর্য্যামী তুমিই জান আর আমরা জানি। যত খোসা খুলিতেছি, ভিতরে নূতন নূতন ভাব। এ যে কি জিনিষ এনেছ, কোন জিনিষের সঙ্গে মিশিবে না, এর দরই আলাদা। এ আকাশেও উড়িবে না, পাতালেও নামিবে না, জলেও ডুবিবে না, ডাইনেও যাবে না বাঁয়েও যাবে না। একি জিনিষ? হেঁয়ালির উত্তর, নববিধান। এমন কি আছে যা দেবতাও নয় মানুষও নয়? হেঁয়ালির উত্তর, নববিধানবাদী। এমন কি যার এক পয়সাও নাই অথচ লক্ষপতি? হেঁয়ালীর উত্তর নববিধানবিশ্বাসী। শ্রীহরি, কৃপা কর যেন তোমার অদ্ভুত নববিধানরস পান করিয়া নবধর্ম্ম সাধন করিয়া কৃতার্থ হই, মা, অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অঙ্গীকার পালন।

১০ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে সিদ্ধিদাতা, আমাদের মনের জোর এত অল্প কেন? আমাদের মস্তিষ্কের জোর এত কমিল কেন? আমাদের প্রতিজ্ঞার তেজস্বিতা কমিল কেন? উদ্যম উৎসাহ, অগ্নির ন্যায় রহিল না কেন? বয়সে কি মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়? হৃদয়ের আগুন কি কমিয়া যায়? যা বলিব, তাই করিব, এই যে পুরুষত্ব, ইহা কি নরম হয়ে যায়? আমরা যে পুরুষ, জাতিতে পুরুষ, ধর্ম্মে পুরুষ, ভাবে পুরুষ, প্রতিজ্ঞা এবং উৎসাহে পুরুষ, ইহা পৃথিবীকে জানাইয়া দিব। আমরা যা বলিব তার আবার অন্যথা হবে? আমরা বলিলাম রিপুপরতন্ত্র হইব না। ব্রহ্মভৃত্যের মুখ হইতে যখন একথা বাহির হইল, তখন কি আর সে কাছে দাঁড়াতে পারে? নিতান্ত নাস্তিক অস্থির পাষণ্ড না হইলে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হয় না। তোমার সন্তানেরা লৌহের মতন। পৃথিবী টাকা কড়ি সুখ সম্পদের এত প্রলোভন দেখাইতেছে কিছুতে মন টানিতে পারিতেছে না। হে প্রেমসিন্ধু, শক্ত সাধক করে দাও। তেজস্বী যোগী ঋষি করে দাও। তাদের নিশ্বাসে পাপ পলায়ন করে। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই যে পাড়া করিলাম ইহার ভিতর পুণ্য শান্তি স্থাপন করিব, ব্রাহ্মপরিবারের

আদর্শ করিব। মিথ্যাবাদীরা প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল। হে ঈশ্বর, প্রতিজ্ঞা কোথায় গেল? নববিধানবাদীর দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা কোথায় চলে গেল। এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ঘনতর যোগ করিব, পরস্পরের সহিত সদ্ভাব রাখিব, পাপের দুর্গন্ধ রাখিব না, সুগন্ধ পাড়া করিব, সে প্রতিজ্ঞা কোথায়? বয়সে প্রতিজ্ঞার জোর কমে গেল। নববিধানবাদীর প্রতিজ্ঞা কখন লঙ্ঘন হবে না। হে দীননাথ, কেন আমাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমে গেল? আমরা যা বলি তা হবে না? আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে? আমাদের কথা বৃথা হবে? আমরা কার সন্তান? ব্রহ্মের সন্তান, তেজের সন্তান। আমরা মিথ্যা বলিব? আমরা বলিয়াছিলাম, বাড়ীতে শান্তি পুণ্য হবে, বাড়ীতে বেদ ভাগবত পাঠ হবে, ছেলেরা ঈশ্বরের ভয়ে এবং প্রেমে বর্দ্ধিত হবে। হা ঈশ্বর, সে প্রতিজ্ঞা কোথায়? আমাদের জোর নাই, আগ্রহ নাই। এ জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, যা বলিব তা যেন সাধন করিতে পারি। আমরা তোমার কাছে জোর করিয়া বলিব, এবার উৎসব আসিতেছে, ইহার মধ্যে আমরা এই এই করিব। পাড়ায় অপবিত্রতা থাকিতে দিব না। দেখি, আমাদের সঙ্গে থেকে উৎসাহের অগ্নি জেলে দাও, হৃদয়ের মধ্যে খুব জাগ্রত হয়ে থাক। হে প্রেমসিন্ধু, জোর দাও। জোর কমিয়া গিয়াছে; প্রার্থনা ধ্যান যোগ যেন খুব হয়, এক এক চড়ে

ষড়রিপু, দুঃখ নিরাশা দূর করে দেব। প্রেমময়, আত্মার ভিতর স্বর্গের আগুন জ্বেলে দাও। দেবী, দয়া করে তুমি আমাদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা দৃঢ় করে দাও। সত্যের আদর বৃদ্ধি করে দাও। আমরা পৃথিবীর কাছে দায়ী, অঙ্গীকারবদ্ধ যে, এই এই কার্য্য মরিবার আগে করিব। আমরা যেন অঙ্গীকার ভঙ্গ না করি, সত্য যেন না ছাড়ি। সত্য আমাদের অমূল্য রত্ন। আমাদের সত্যব্রত দৃঢ় করে দাও। সত্যের জন্য কেউ বনবাসী হলেন, কেউ ভক্ত হলেন, বৈরাগী হলেন। দয়াময়, আমরা সত্যব্রত গ্রহণ করে কি করিলাম? আমাদের সত্য স্খলন হইল। ইহার জন্য অনুতপ্ত হই। হে মঙ্গলময়ী, হে কৃপাময়ী, দয়া করে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন বয়স যত বাড়িবে তার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ উদ্যম বাড়ে এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা যেন আরো বাড়ে, এবং সত্য সত্য সত্য বলিতে বলিতে সত্য দ্বারা জীবন ভূষিত করি. মা, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বালকত্ব।

১১ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, হে করুণাময়, বালকত্ব এবং বীরত্ব এই

দুইয়ের মিলন থাকে। বৃদ্ধ বীর নয়, বালকই বীর। ধর্ম্ম; পিতা ঈশা বলিয়াছিলেন, "ঈদৃশ সন্তানদিগকে আসিতে দাও, বাধা দিও না, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" জ্ঞানী বৃদ্ধ পড়িয়া রহিল, স্বর্গে গেল বালকেরা। স্বর্গের কথা দূরে থাক, পৃথিবীতে যত লড়াইয়ে জিত হয় বালকদের। বালক রিপুজয়ী, শমনজয়ী। ধ্রুবের জাত বড় জোয়াল। ও জাত-টাই বীর। যত অল্প বয়স তত যোদ্ধা। এক একটা রিপু ওরা জানেই না। ক্ষুদ্র বালক প্রথম রিপুসম্বন্ধে একেবারে নির্দ্দোষ। সে কাম রিপু জানেই না। তার রাগ হয়, কিন্তু থাকে না। লোভও সেই রকম ফক্কা। এই বলিল "সন্দেশ খাব," তার পর এক পয়সার একটা কাগজের ঘুড়ি দেখিয়া সন্দেশ ফেলিয়া দৌড়িয়া গেল, তার পর আবার একটা লাটিম দেখাও, ঘুড়ি ফেলে দৌড়ে যাবে। ও বালক, তুমি ফাঁকি দিয়ে জগৎকে শিখাইতেছ। বালকের জননী, ঐ ভাবে যদি তুমি আমাদিগকে ভাবুক করিতে পার, তবে আমাদের জীবনে মহর্ষি ঈশার বাক্য সফল হয়। ছোট ছোট ছেলে মানুষ ধার্ম্মিক কর। রিপু কিছু জানিব না। বালকের সাদা প্রাণ। দয়াময়, যত ছেলে সব বৈরাগী, না হলে ধূলো খেলা করিবে কেন? বৈরাগী সন্ন্যাসীরাইত ধূলো কাদা মাখে। হে প্রেম, তোমার অবতার ঐ বালক। রিপু পাপ সব ছেড়ে দিয়ে ভোলানাথ হয়ে থাকিব। মান অপমান, ধূলো মোহর সব সমান বালকের কাছে। তবে বালকের মত বীর হই।

ওই যথার্থ বীর, ওত শয়তানের লড়াই করিল না। কুটিলতা ও জানে না, কাম রিপু মান অপমান ও জানে না। আহা ঈশা, তাই তুমি ওকে কোলে নিয়ে কত আদর করিলে। পিতা, চল্লিশত পার হয়ে গিয়েছে, এখন কি আর বালক হওয়া যায় না? এমনি হবে, যে পাপ আর ঢুকিতে পারিবে না। সব দরজা বন্ধ। পাপ কেমন তা জানিব না। ছেলে মানুষের মত বসে থাকিব। কুটিল ভাব আর নাই। লুকিয়ে লুকিয়ে পাপ কচ্চি সে রকম আর নাই। সাদা প্রাণ। টেনেটুনে পুণ্য করা, আর মেজে ঘষে রূপ করা সমান। ঐ কাল মন ঘষ্‌চি, ঘষ্‌চি, ও তেমন সাদা হয় না। কাল কি ওরকম করে সাদা হয়? ঘষিলে মাজিলে হয় না, বালকত্ব চাই। ছোট ছেলেরা পিতা মাতাকে শিক্ষা দেয়, বলে "ঘষ্‌চিস্ কেন, একবার আমার মত হ।" হে পরমেশ্বর, ভাবিতে দাও যে আমরা খুব বালক। বালক কেবল কাঁদিতে জানে। খেতে না পেলে মা বলে কাঁদিব, মা যেখানে থাক্‌বে দুদ্ পাঠিয়ে দেবে, না হয়ত আপনি এসে স্তন্যপান করাইবে। লোভ পাপ কিছুতে হবে না, দয়াময়ীর সন্তান কি আর কাল হতে পারে? বালকের মনে হাসি হাসি একটি ভাব রয়েছে। বালকবৈরাগ্য অতি সুমিষ্ট। বৃদ্ধ হয়ে যদিও পুণ্যবান্ হই, তাতে অত সুখ হয় না। মারকাট করে পুণ্যবান্ হয়ে সুখ নাই, আর সহজ বালক-স্বভাব-সুলভ ধর্ম্মে খুব সুখ। ছেলেমানুষ করে দাও। রাগ, লোভ

থাকিবে না। যারা বালক তাদের হাতে টাকা দিলে মুটোর ভিতর দিয়ে সব পড়ে যায়। বালক প্রচারকের লোভ নাই, বৈরাগীর ছেলের কিছু থাকিবে না। হাতে ভাঁড় একতারা লইবে, আর কিছু ধরিবে না, এ রকম সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম দাও। দয়াময়, মারামারি কাটাকাটি করে জয়ী হব, এ পথে যেতে দিও না, শয়তান ছোট ছেলের কাছে যায় না। ছোট ছেলের সংগ্রাম করিতেও হয় না। শয়তান উঁকি মেরে দেখে, যদি বালক দেখে চলে যায়। তাই ছোট ছেলের আদর ধর্ম্মরাজ্যে চিরকাল। আমাদিগকে বালকের বীরত্ব দাও। বালকত্ব, বীরত্ব, দুইই দাও। সরলস্বভাব বালক হই, আবার তেমনি ধর্ম্মের জোর দাও। বালকত্ব দ্বারা পৃথিবী জয় করিব। হাতে টাকা মান মর্য্যাদা সুখসম্পদ দিলে ঝুর ঝুর করে মুটোর ভিতর দিয়ে গলে পড়ে যাবে। আমরা ঠিক যেন স্বভাব দ্বারা রক্ষিত হই। স্বভাব সব ঠিক করে দেবে, কতটুকু সংসারে থাকা উচিত, কতটুকু ভালবাসা উচিত, কতটুকু পড়াশুনা করা উচিত, কতটুকু ক্ষমতা পাওয়া উচিত, আমরা কিছু বুঝিব না। দয়াময়ী, বালকের ব্যাপারে তুমি যে কি শিক্ষা দিতেছ। এই যে বালকত্বের সত্য আমরা আদর করে রাখি। হে মঙ্গলময়ী, হে কৃপা-ময়ী, এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন বালকের সরল নির্দ্দোষ পবিত্র ভাব বুকের ভিতর রাখিয়া সহজে ধর্ম্মসাধন

করে কৃতার্থ হই, মা, অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সপ্রেম স্বাধীনতা।

১২ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, অসহায়ের সহায়, যে বীজ রোপণ করা হইয়াছে, তারই ফল ফলিতেছে। হে ঈশ্বর, স্বাধীনতা এবং প্রেম এই দুই বীজ রোপণ করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে এই দুই বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তার ফল ফলিতেছে। দুই যদি এক হইত, সকল দিকে মঙ্গল হইত। তোমার সাধকেরা সাধন করিতে করিতে শেষে এখন বুঝিতে লাগিলেন, বিচ্ছিন্ন হইয়া কাজ না করিলে কাজ ভাল হয় না। “আমি যা কাজ করিব অন্যে তাতে মতামত প্রকাশ করিবে না, অন্যে হাত দিবে না, যা ভাল বুঝিব তাই করিব” এই মত আমাদের সকলের ভিতর অল্প বা অধিক আছে। তোমার যে সাধক পৃথিবীর যে দিক যাইতেছেন এই মত লইয়া যাইতেছেন, এই মত দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। কে বলিতে পারে, হে ঠাকুর, এই রূপে একে একে সকলে চলে যেতে পারে। সকলে অবিশ্বাস করে যে ব্যক্তিকে, তার চলে যেতেই হবে। যার সর্ব্বদা অপমান

হয়, যে সহানুভূতি সাহায্য পায় না, রোগে শোকে যদি বন্ধুতা মিষ্ট কথা পায় না, সে কেন থাকিবে? বিদেশে তোমার কাজ অধিক করিতে পারিবে, তার এই বিশ্বাস হইবে। সকলে যদি ভয় দেখায়, তবু সে যাবে। যিনি যাইতেছেন তিনি এই শিক্ষা দিয়া যাইতেছেন যে, "তোমাদেরও এক দিন এই রকম করে যেতে হবে। আমি আগে যাচ্চি, কিন্তু তোমরাও একে একে যাবে।" দয়াময়, স্বাধীনতার মত অতি আশ্চর্য্য মত। ইহাকে প্রণাম করি। স্বাধীনতার মত স্বর্গীয় মত। এই মতে ঈশা বড় হইলেন, জন উচ্চ হইলেন, পুরুষ মহাপুরুষ হইলেন। মহাপ্রভু, যেমন বীজ পোঁতা হইল, তেমনি ফল হইল। আমরা পরের কথা শুনিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই। যা বলা হবে, সম্পূর্ণরূপে তা করা হবে, এ আমরা মানি না। আমাদের বিশ্বাস এ রকম হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়াছে, সকল হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইব। আপনার কার্য্যক্ষেত্র সাধনের ভূমি স্বতন্ত্র, আপনার প্রচারক্ষেত্র স্বতন্ত্র, সেখানে আপনার অভিরুচি বিদ্যা ইচ্ছা অনুসারে সাধন করিব। যা ভাল লাগে না তা কখন করিব না, যে সকল কাজ রুচিবিরুদ্ধ তা কোন মতে করিব না। এই রূপে, হে ঈশ্বর, আমরা এত দিন বড় হ'লাম। এই রূপে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার করিতে যাইব। কেহ বাধা দিতে পারিবে না। আমরা স্বাধীনতাপরতন্ত্র। সেই স্বাধীনতার মতে সকলে চলিল।

গতে কার্য্য হবে, জগতে ধর্ম্মবিস্তার হবে। কিন্তু পিতা, স্বাধীনতার পাশে আর একটি বীজ পোতা হয়েছিল, তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল কিন্তু বাড়িল না। প্রেমের বীজ তত সেবা পাইল না, আস্তে আস্তে উঠিল। একটু শীর্ণ, একটু জীর্ণ, তত জোরে মাথা তুলিতে পারিল না। এজন্য এক জন প্রণাম করে সকলের কাছে আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইতে পারিতেছে না। কিন্তু যেতেই হবে তাকে। মা, তোমার প্রেম আর স্বাধীনতা মিলিতেছে না। অতএব তোমার কাছে এই ভিক্ষা করি, যদি এরূপে সকলের চলে যেতে হয়, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তাহলে যেন যাবার সময় পরস্পরের সহিত প্রেমবন্ধনের যোগ থাকে। যান তাতে ক্ষতি নাই, মহিমা বাড়িবে, গৌরব বাড়িবে, বিধান চারি দিকে বিস্তার হইবে। কিন্তু এই যেন হয়, যাবার সময় সকলে হরিনাম করে, প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে যান। দয়াময়ি, এক দিন আশা ছিল, সকলে ভিন্ন দেশে গিয়া বিধান বিস্তার করিবেন। সে আশা পূর্ণ হবে দেখিতেছি। কিন্তু যাইতে হইলে অগ্রাহ্য করে কারো যেন যেতে না হয়। ২০ বৎসর একত্র থেকে শেষে কি পরস্পরের বিরোধী হয়ে যাবেন? বিদ্বেষী না হলে কেউ কি প্রচার করিতে যেতে পারেন না? কলিকাতার উৎপীড়িত অপমানিত, তিরস্কৃত না হলে কি প্রচার করিতে যাওয়া যায় না? কলিকাতার উপর রাগ না হলে কি বিদেশে যাওয়া যায় না? হরিনাম করিতে

করিতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বিদায় লইয়া দশ ভাই নাচিতে নাচিতে দশ দিকে যাইতেছেন, এটা যেন দেখিতে পাই। হে দয়াময়, হে কৃপাময় দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা পরস্পরের সহিত প্রেমে সম্বদ্ধ হইয়া, সময়ে সময়ে বিদায় লইয়া তোমার প্রেমের রাজ্য স্বাধীনতার রাজ্য বিস্তার করি, শ্রীহরি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভয়পরাজয়।

১৩ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, অপার প্রেমের সাগর, আমরা পরীক্ষা দ্বারা বুঝিলাম, পৃথিবীর কুটিল পথের জন্য আমরা প্রস্তুত হই নাই, যেখানে মন পরীক্ষিত হয় না সেখানে বসে হয়ত কিছু দিন তোমায় ভাল বাসিতে পারি, কিন্তু গোলের মধ্যে পড়িলে হয় না। সকলে যদি কেবল নিজ নিজ কার্য্য সাধন করেন, বাধা না দেন, উত্তেজনা না করেন, অপবিত্র করিতে চেষ্টা না করেন, তাহলে মন ভাল থাকিতে পারে, নতুবা দুর্ব্বল মন তিষ্ঠিতে পারে না। সকলে সংগ্রামের উপযুক্ত নয়, কিন্তু এক এক জন সংগ্রাম চায়। তাদের রক্ত গরম, মনের ভাব চঞ্চল যুদ্ধের জন্য। তারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। তারা 'বড় বীর। কেউ কেউ তার ঠিক বিপরীত। তারা

ভাবে যুদ্ধ যেন আবশ্যক না হয়। শয়তানের সঙ্গে কখন যেন দেখা না হয়। কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে যেন কখন যুদ্ধ করিতে না হয়। যুদ্ধ নাই, তবু তাদের ভয় যদি যুদ্ধ করিতে হয়। দেখ, নাথ, এই দুই দলের লোক আছে। এক দল বীর, তারা যুদ্ধের জন্য এত প্রস্তুত যে "আয় যুদ্ধ আয়" বলে ডাকে, আর এক দল আছে এমনি ক্ষীণ দুর্ব্বল যে যুদ্ধ এলো বলে ভয়ে কাঁপে। যদি লোকে অপমান করে, অপবাদ দেয়, হীনতা লজ্জা মস্তকের উপর আসে মন তোমার পাদ-পদ্ম ছেড়ে কোথায় পালাবে। যদি ইন্দ্রিয়সুখের প্রচুর আয়োজন হয় মন তার ভিতর কোথায় ডুবে যায়। আমাদের মন ক্ষীণ দুর্ব্বল, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। তোমার আসল খাঁটি সন্তান যাঁরা, কি বীর পুরুষ। আমরা টেনে টুনে ধর্ম্ম করি। যারা প্রলোভন থাকিতেও মিথ্যা বলিতেছে না, বিষয় কর্ম্মের ভিতরও হরিনাম রাখিতেছে তারাই ধর্ম্মবীর। ভীরুদের স্বর্গরাজ্য সাহসীদের স্বর্গরাজ্য অপেক্ষা অনেক পৃথক্। ভীরুদের বৈকুণ্ঠে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না। লড়াইয়ের ভিতর গিয়া পড়ি। পাঁচ হাজার দশ হাজার প্রলোভন রয়েছে, দেখাব তাদের এমনি করে জয় করিতে হয়। দিগ্বিজয়ী হইব। জনক ঋষির জীবনের দৃষ্টান্ত আমা-দের ভিতর প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁর রাজ্যভার মাথায় ছিল; কিন্তু মন টলিল না। ইচ্ছা হয় ওরকম হতে, কিন্তু ভয় হয়। পরমেশ্বর কাকে কি রকম করেছ, কিছু জানি না

কায়ো ভিতর এমনি অগ্নি জ্বেলেছ যে কেবল যুদ্ধ করিতে দৌড়িতেছে। নিজের জীবনে যুদ্ধ না থাকিলে অন্যের জন্য যুদ্ধ করিতে যায়। দেশের জন্য যুদ্ধ করে, পাড়ার লোকের জন্য যুদ্ধ করে, মদ নাস্তি-কতা হইতে দেশ রক্ষা করে, সংগ্রামে জয়ী হয়ে দেশ বাঁচায়। দয়াময়. সে জীবন মনে হলে বড় আহ্লাদ হয়। কিছুতে ভয় নাই। আর ভীরু ধার্ম্মিক চুপ করে অবসন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে হরি বলে সে এক রকম বাঁচিল বটে, কিন্তু, হে বীরের দেবতা, তাতে মনে তত সন্তোষ হলো না। সে এক রকম লুকিয়ে পালিয়ে বাঁচিল। হে পরমেশ্বর, যে দিকে যাব, রিপুসংহার করিয়া আসিব। তোমার যে ব্রাহ্মগুলি, যত ক্ষণ পরীক্ষা না আসে ভাল থাকে। একটু কষ্ট শোক পাইল, খেতে পাইল না, টাকার অনাটন হইল, অমনি প্রসন্ন শুদ্ধ মুখ কলঙ্কিত অবসন্ন হইল। দয়াময়, দয়া করে শত্রুপরাজয় মন্ত্র যদি দাও, অভয় পদ যদি দাও তা হলে ধর্ম্মপরাক্রম দেখাই। বারের খুব বীর। পৃথিবীর দুর্গন্ধ তার কাছে যাইতে পারিবে না, এমন যোগী বিশ্বাসী করে দাও। অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু সাহসের উন্নতি ততটা হয় নাই। অভ-য়ার সন্তান, এই নামের উপযুক্ত কেমন করে হব বলে দাও। এমন শিক্ষা দাও যাতে সিদ্ধপুরুষ হয়ে বসিয়া থাকিব, দুর্ভেদ্য প্রস্তরের মত হব। তোমাকে যদি সর্ব্বস্ব

করে হৃদয়ে রেখে দিতে পারি, তবে পাপকে কেন ভয় করিব ? সকলকে তোমার কাছে অভয় দাও। সকলকে এমনি নির্লোভী অনাসক্ত ব্রহ্মানুরাগী করে রাখ যে এরা অনায়াসে পৃথিবীর সুখ সম্পদের ভিতর বসিয়া রাজর্ষির ন্যায় হরিনাম সাধন করিতে পারিবে। হে দয়াময়, হে অনাথনাথ, দয়া করে ভীরু জনে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন সকল প্রকার ভয়কে পরাজয় করিয়া রণক্ষেত্রে "মা মা" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে শত্রু জয় করে শুদ্ধ হই, মা, গরিবের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দীনতা।

১৪ অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে দুঃখীদের ত্রাতা, যাঁরা খুব বড় হয়েছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত দীনাত্মা ছিলেন। অহঙ্কারী কোন কালে ভক্তশ্রেষ্ঠ হয় নাই, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হয় নাই, দশ জনের কাছে প্রেরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয় নাই। অত বড় ঋষি ঈশা, তিনিও আপন মুখে বলিয়াছিলেন, আমি অতি দীন। এ সব ভাবিলে আমাদের হতাশ হইতে হয়। কারণ আমরা অতি অহঙ্কারী। পাপের জন্য আমাদের চক্ষে অনুতাপের অশ্রু পড়িল না। আমরা পৃথিবীকে

বলিয়া আসিতেছি, আমরা অতি ধার্ম্মিক, পৃথিবীর অনেক কাজ করি। এ অহঙ্কার আমাদের ভিতর কেন আসিল? সাধুরা পৃথিবীতে বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা লেখা পড়া শিখেছি, অনেক ধর্ম্ম সাধন করেছি, অনেক বার প্রত্যাদেশ শুনিয়ছি, এই সকল ভাবিয়া মন গরম হয়েছে। অহঙ্কারের আগুন না নিবিলে পরিত্রাণ হয় না। মাটীতে পড়ে মাটী হয়ে রহিলাম না কেন? সকলের কাছে ভৃত্যের মত হইলাম না কেন? মানুষের কাছে ছোট হইলাম না, তোমার কাছে ছোট হই, কারণ তাতে বড় হওয়া হইল। কিন্তু মানুষের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারি না। আমাদের অহঙ্কারী দাম্ভিক মাথা সাধারণের কাছে হেঁট হয় না। বিদ্যার গরমি, সাধনের গরমি, ভক্তির গরমি মনে প্রবিষ্ট হয়েছে। হে পরমেশ্বর, সকল রকম অহঙ্কারের আগুনে বিনয়ের জল ঢেলে নিবিয়ে দাও। পাপ অধর্ম্মের আগুন যাদের মনে এখনো রয়েছে তারা কেন অহঙ্কার করিবে? অহঙ্কার শয়তান যেন পাপ চক্ষে না আসে। কটাই বা ধর্ম্ম কাজ করিয়াছি? হস্ত কি শুদ্ধ হয়েছে? হৃদয়ে কি আর অপ্রেম আসে না? মনে কি কুচিন্তা অবিশ্বাস হয় না? খুব কি মত্ততা হয়েছে? ধ্যানের সময় মন কি অন্য দিকে যায় না? তবে কিসের অহঙ্কার করিব? হে পিতা, অহঙ্কারী হয়ে তোমার কাছে ভয়ানক অপরাধ করেছি। অহঙ্কারের

কিছু কারণ নাই, যা লইয়া অহঙ্কার করিব। এখনও বিশ্বাস হয় নাই। তোমাকে সরল মনে ভাল বাসিতে পারি না। পরিবারের মধ্যে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলাম না। ধর্ম্মের সম্বন্ধ তাদের সঙ্গে হইল না। হে হরি, ভবে এসে কিছু হইল না। পৃথিবীতে এসে কি করিতেছি? কজন লোকের উপকার করেছি? তোমার প্রেমের কিছু পাইলাম না, পুণ্যেরও কিছু পাইলাম না। আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছু হয় নাই। তোমার শ্রীমুখ দেখে যে বসে খুব হাসিব তাহার সময় হয় নাই। হে স্বর্গীয় দর্পহারী, ভারি অহঙ্কার আমাদের মধ্যে, দর্প চূর্ণ কর। আমাদিগকে দীনের দীন কর। তৃণ তুমি আমাদের কাছে এস, ভাই হয়ে বন্ধু হয়ে নম্রতা শিক্ষা দাও। হে দয়াল, তৃণস্বভাব করে দাও। হে দয়াময়ী, যাকে তুমি নাবিয়ে দাও, তাকে তুমি কোলে তুলে লও। যাকে নীচ কর, তাকেই আবার উচ্চ কর। অতএব এই কথাটী মনে করে এই ভিক্ষা করি, হে প্রেমময়ী, হে মঙ্গলময়ী, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন দর্পহারীর প্রসাদে সকল দর্প চূর্ণ হইয়া আমরা গরিব দীন হীন হইয়া তোমার চরণ সেবা করিয়া প্রচুর পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করিতে পারি, মা, অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নীতিরক্ষা।

১৬ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, হে অনাথনাথ, তোমার আলোকে হৃদয়ে বোঝা যাইতেছে এবং নানা ঘটনাতেও সেই বুদ্ধির আলোক বুঝিতেছে যে আমাদের মঙ্গলের ও উন্নতির জন্যে নীতি বর্দ্ধনের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পুণ্যধন যখন হৃদয় থেকে পড়ে যায় সাবধান হইতে হবে। বিশেষরূপে চেষ্টা করিব নীতিবিষয়ে যে একটা একটা দোষ আছে তাহা সংশোধন করিতে। পৃথিবীর কাছে বড় হীন হতে হবে, যদি এত দিন পরে কপটতা দূর করিবার চেষ্টা হয়। কেন ধর্ম্মকে সংসারে স্থাপন করে নাই, সন্তানপালনের দায়িত্ব লয় নাই, ক্ষমা করে নাই, এ সকল বিষয়ে এত দিন পরে ইহাদের দৃষ্টি পড়িল বলিয়া লোকে ঘৃণা করিতে পারে। কিন্তু সে জন্য কি চরিত্র ভাল করিতে অবহেলা করিব? নীতিতত্ত্বের প্রতি উদাসীন হইব। হে দীনবন্ধু, কি এমন উপায় হইতে পারে বল যাতে আমরা হেসে খেলে দিন দিন পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি। চরিত্রে আমাদের অনেক দোষ আছে। নীতি অর্থ ধর্ম্ম, সুনীতিপরায়ণ হওয়া অর্থ তোমার যা আদেশ বিবেকের ভিতর দিয়া আসিতেছে তাহা পালন করা। ছোট ছোট গরলের কৌটার মত দোষ মনের ভিতরে পড়ে হরিভক্তদের কষ্ট দিতেছে। আমাদের

অনেক সামান্য সামান্য পাপ আছে আমরা যদি বিচারিত হই ভাল জবাব দিতে পারি না। হে পিতা, যে ধর্ম্ম-সমাজে সামান্য সামান্য দোষের জন্য শাসন নাই, সে ধর্ম্মসমাজ বাঁচে না। হে দয়াময়, যে পাপী নিজের প্রায়-শ্চিত্তের জন্য চিন্তিত হইল না সে পাপীদের মধ্যে অধম। আমাদের আশু উপায় করা উচিত যাতে ছোট ছোট দোষ গুলি আমাদের ভিতর হইতে যায়। আমরা সময় নষ্ট করিব না, না খেটে খাব না, পরের জন্য দায়ী হব, অপবিত্র চিন্তা মনে যদি স্থান দিয়ে কলঙ্কিত হই তাহা হইলে অনুতপ্ত হব। রসনা যদি প্রবঞ্চনা করে, শাস্তি ভোগ করিব। আমাদের মধ্যে ছোট ছোট বিষয়ে চরিত্র সংশোধন করে লও। আমাদের মধ্যে মিথ্যা কথা স্বার্থপরতা থাকিবে না। অহঙ্কারী মিথ্যাবাদী এবং যে পরের টাকা গোল করে এমন লোক এখানে থাকিতে পারিবে না। পাপের গন্ধ বাড়িয়া উঠিল ধর্ম্মসমাজ রক্ষা করা উচিত হইতেছে। আমাদের বিধানের বিশেষ একটি মত যে নীতিপরায়ণ হতেই হবে। যোগী ভক্ত বরং একটু গৌণেও হলে হবে। দয়াময়ী, তোমার পরিবারের মধ্যে এরকম যেন হয়, যে একটু পাপ হলে অনুতাপ করে প্রায়শ্চিত্ত করে, তার পর খাঁটি হয়। নীতিসম্বন্ধে যদি শৈথিল্য থাকে, তবে সেই বৈষ্ণব সেই শাক্ত সেই সন্ন্যাসী বাহিরে আড়ম্বর ভিতরে অনীতি। নীতি অর্থ শুদ্ধতা,

নীতি ছাড়া পবিত্রতা হয় না। যদি নীতি না রহিল, আমাদের ধর্ম্ম রহিল কৈ? তাই বলি ঈশ্বর আমাদের মধ্যে একটি সভা হোক যাতে নীতিসম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে কথা হয়। সামান্য সামান্য পাপে ক্রমে মানুষকে কি ভয়ানক পাপী করে ফেলে। নিয়ম করে দাও মিথ্যা বলিব না, স্বার্থপর হইব না, অহঙ্কার করিব না। হেসে হেসে নৃত্য করিতেছি, গান করিতেছি তার সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি হইতেছি। দিব্য চক্ষে সব দেখিতেছি, দিব্য ভাবে সব ভাবিতেছি। প্রাণের ভিতর পুণ্যের প্রস্রবণ থাকিবে, এই রকম কর। হে পিতা এ সকল রিপু গুলো যতই দুর্ব্বল করিতে পারি ততই ভাল। নীতি—শাসনের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পরস্পর পরস্পরকে শাস্তি দিবেন। হে দয়াল হরি, এমনি আমরা পরস্পরের মধ্যে লেখা পড়া করিয়া লই যে আমাদের ভিতর নীতিসম্বন্ধে যা সামান্য সামান্য দোষ আছে তা সংশোধন করিব। পিতা, বড় ইচ্ছা হয় খাঁটি হই। উপাসনা দ্বারা অনেক দূর লইয়া আসিলে আর উপাসনা দ্বারা বুঝাচ্ছে যে এত উচ্চ অবস্থায় নীতিসম্বন্ধে সামান্য সামান্য দোষগুলি আমাদের মধ্যে থাকা ভাল নয়। হে মঙ্গলময়ী, হে কৃপাময়ী দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন মা মা বলে ডেকে এই নীতিবর্দ্ধন-ব্রত গ্রহণ করি এবং পরস্পরের সকল দোষ সামান্য সামান্য ত্রুটি সংশোধন করিয়া আমাদের ঘর খানি খাঁটি

করিতে পারি, মা, তুমি সহাস্য মুখে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [সু]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পাপের পরীক্ষা।

১৭ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পরমপিতা, হে সিদ্ধিদাতা, জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা, তুমি এক বার কৃপা করে আমাদিগকে আপন আপন বিবেকের নিকট পরিষ্কৃত হইতে দাও। ছাত্রদের বৎসরান্তে পরীক্ষাবিধি আছে। তোমার শিষ্যদের কেন সে নিয়ম থাকিবে না? জগদীশ্বর, এই যে আমাদের ধর্ম্মজীবন ইহা একটি প্রকাণ্ড পরীক্ষার ব্যাপার। আসিয়াছি ভবে পরীক্ষা দিতে। এত দিন কি শিখিলাম, কত দূর খাঁটি হলেম, পবিত্র প্রেমের ভিতর কত দূর পবিত্র হলেম, কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুকে কতদূর জয় করিলাম, ইহার পরীক্ষা কর। যদি পরীক্ষায় অক্ষম হই, তা হলে কষ্ট পাব, ইহকাল পরকালে অনেক যন্ত্রণা পাইতে হইবে। হে গুরু, তোমার পাঠশালায় এত দিন কি শিখিলাম, সত্যসাধন, রিপুসংহার কত দূর করিলাম, বৎসরের শেষে হাড়ভাঙ্গা পরীক্ষা। সে পরীক্ষা না দিতে পারিলে উন্নতদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিব না। কত কঠোর তপস্যা, কঠিন

পরিশ্রম করিতে হইবে, তবে ত তোমার কাছে পরীক্ষা দিতে পারিব। মঙ্গলস্বরূপ, যারা প্রেরিত বলে লোকের কাছে পরিচিত হইয়াছে, এদের খুব পরীক্ষা হওয়া উচিত। হে ঈশ্বর, এক বার আমাদিগকে পরীক্ষার আগুনে ফেল পরীক্ষা না আসিলে ছাত্রেরা বুঝিতে পারে না কত দূর শিথিল। এ জন্য তোমার রাজ্যে পরীক্ষা বিধি উৎকৃষ্ট বিধি। দয়াময়, আমরা তোমার বিদ্যালয়ে বড় যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছাত্র। আলস্যে লেখা পড়া হয় না। আমাদের উন্নতি ভাল হয় নাই। পরীক্ষার সময় অবসন্ন হয়ে বসে থাকি, এক একটা শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি না। আমাদের চরিত্রসম্বন্ধে, ধ্যানসম্বন্ধে, পরোপকার করি কি না সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ভিতরের পাপ দেখিয়া অত্যন্ত অনুতাপ হয়। হে ঈশ্বর, আমাদের ইচ্ছা নয় যে পরীক্ষা দি। কিন্তু বাঁচিতে হইলে পরীক্ষা দিতে হইবে। হে পরমেশ্বর, প্রত্যেককে একটী একটী পরীক্ষা করে প্রায়শ্চিত্ত করাও। পরীক্ষা করে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হাত ধরে অগ্রসর করে নিয়ে চল। আমাদের মত দুষ্ট সন্তানেরা কখন ভাল হবে না, যদি না তুমি খুব কঠিন পরীক্ষা দাও। হে পিতা, আমাদের পাঠ কেন হলো না জিজ্ঞাসা কর। বলবে আমি পরীক্ষা করিব। হে দীনবন্ধু, হে কাতরের বন্ধু দুঃখীর বন্ধু, পতিতপাবন, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা বার বার পরীক্ষিত হয়ে পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করে পুণ্যপথে ফিরিতে পারি, মা, অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দৈন্য।

১৮ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে সুখদাতা, তুমি আমাদিগকে গরিব করেছ। ইহাতে তোমার অনেক অভিপ্রায় নিহিত আছে। তোমার গূঢ় মুক্তিপ্রদ বিধান এই ঘটনাটীর ভিতর নিহিত আছে। সকলের সৌভাগ্য নয় যে দীন হয়, তুমি যাকে দীন কর সে দীন হয়। যার দীনতা তোমার প্রদত্ত সেই ভাগ্যবান্। ভাগ্যবান্ তাকে বলি যাকে সম্পদ্‌বিহীন সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ভিখারীদলে প্রবেশ করাইয়াছ। দুঃখী হওয়া বড় কঠিন। সুখী অনেকে হইল। কিন্তু দুঃখী হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কেবল তোমার চিহ্নিতদের ঘটে। দীনতার মহিমা অনেক। দুঃখক্ষেত্রে কত ফল ফলে। অশ্রুবারিতে যে ক্ষেত্র সিক্তি তাতে কত ফল ফলে বর্ণনাতীত। যত প্রচারক হয়েছে তাদের আগে গরিব করে দীন করে, তার পর তুমি ধর্ম্মসমাজের উচ্চ আসনে বসাও। ঈশ্বর তুমি এই শিক্ষা দিয়াছ যে গরিব বলে পরস্পরের মুখপানে তাকাতে, গরিবের চাল চলন, খাওয়া পরা, মুখের

চেহারা পূজা উপাসনা সমুদয় ভাল; দৈন্যশাস্ত্রের প্রথম অক্ষর অবধি অতি চমৎকার। গরিব ভাই দশটি গাছতলায় বসে আছে, আর তোমার নাম করে প্রেমে উন্মত্ত হইতেছে, হরি হরি বলিতেছে, ইহা কি পৃথিবীতে স্বর্গের দৃশ্য নয়? তুমি এই পাড়াটা গরিবের পাড়া করেছ। আমরা যদি এই পাড়াকে বড়মানুষের পাড়া করিতে যাই, মরিব। হে দীননাথ, হে দরিদ্রের সখা, গরিবের নরম মুখশ্রী তুমি আপনি তুলি দিয়ে আঁকিয়া থাক। গরিব হওয়া অত্যন্ত বড়. পাণ্ডবেরা যখন অত্যন্ত সম্পন্ন ছিলেন, ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছেন, রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়াছেন, তখন তাঁদের অত ভাল দেখায় নাই। যখন সস্ত্রীক পঞ্চ পাণ্ডব বনে গেলেন দুঃখ কষ্টে জীবন ধরিলেন, যেন মেঘে ঘেরা চন্দ্র। সে শোভা অতি সুন্দর। সেই যে দীনাত্মা হলেন, দুঃখিনী দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ডাকিলেন, সেই চেহারা দেখে প্রাণ গলে যায়। দুঃখিনী দ্রৌপদীর ভক্তি দেখে প্রাণ গলে যায়। আর বিপন্ন যুধিষ্ঠিরের বড় শোভা। রাম যদি বরাবর সিংহাসনে বসে থাকিতেন, সীতা বামে বসে থাকিতেন তাহলে কি হতো? লোকে বলিত খুব রাজা, এই পর্য্যন্ত। যখন তাঁরা বনে গেলেন, তখন তাঁদের ব্যবহার চেহারা কি রকম? দুঃখিনী সীতার চেহারা কেমন মধুমাখা। হা পরমেশ্বর, পৃথিবীতে দুঃখী পরিবার যারা তারাই সুখী, আমরা অত্যন্ত মূর্খ তাই বুঝিলাম না কেন আমাদের দুঃখী পরিবার করেছ। আমরা অবিশ্বাসী

তাই এসব কথার মহিমা বুঝিতে পারি না। দীনাত্মার মুখেই স্বর্গ। দুঃখেতে হৃদয় বিনয়ী হয়, মন কোমল হয়, পিতার চরণ খুব জড়াইয়া ধরি। দুঃখকে পৃথিবীর লোক বড় ঘৃণা করে এই বড় দুঃখ। এমন সৌভাগ্য কার হয় যে মা তুমি আদর করে বল, "আমার জন্য পাঁচ-টাকার চাকুরি ছেড়ে দে" এই বলে প্রচারক কর। এই পাড়া দুঃখীর পাড়া। এমন দুঃখী সুখী পরিবার, সুখী দুঃখী পরিবার আরত কোথাও পাওয়া যায় না। মন, এক বার বিশ্বাসনয়নে দেখ এই পাড়াতেই স্বর্গ লুকাইয়া আছে। আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে তুমি দুঃখী করেছ। তুমি বলিতেছ "আমি দিতে পারি কিন্তু দেব না। আমি এদের দুঃখ দিয়া শুদ্ধ করিব। বঙ্গদেশকে দেখাব যে দুঃখের ভিতর কেমন ভাল হওয়া যায়।" দয়াময়, অনেক কালের পর এই প্রেরিতদল দুঃখব্রত গ্রহণ করে ধর্ম্মের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে, দেখ, মা, কোন রকম কুবুদ্ধি এসে এদের যেন লোভী রাগী না করে। সুবুদ্ধি দাও যেন দৈন্যব্রত এদের পবিত্র করে দেয়, মা, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দৈন্যব্রত।

২০শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে অগতির গতি, ভক্তদের দীনতাব্রত তোমার প্রেমের নিদর্শন। কেন না যাকে তুমি আপাততঃ কষ্ট দাও, তাকে তুমি পৃথিবীর কাছে প্রেমেতে চিহ্নিত করিয়া পরিচিত কর। পিতা দয়াসিন্ধু, এই যে শরীরের অপবিত্র উত্তাপ, ইহাকে শীতল করিবার জন্য পৃথিবীতে দীনতারূপ মহারত্ন সৃজন করেছ। দৈন্য পাপ অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে। দীনের দীনতা অহঙ্কার খর্ব্ব করে, প্রাণকে প্রেমিক করে, হৃদয়কে শীতল করে। এই জন্য দীনতা বার বার আসিতেছে। এজন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া নৌকা খানা বার বার দীনতার ঘাটে আসে। পরমেশ্বর, দুঃখী ভাবে তোমার কাছে পড়িয়া থাকিলে মানুষের অনেক পুণ্য শান্তি সঞ্চয় হয়। পিতা, বুঝিতে দাও যে বৈরাগ্যসাধন দুঃখ-সাধন পৃথিবীতে এক মাত্র সুখের উপায়। আমাদের সংসার, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, ভ্রমবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। তুমি টানিতেছ পরস্পরের দিকে, আমরা টানিতেছি, আপনার দিকে। কত বার চেষ্টা করিলাম একটা ভ্রাতৃমণ্ডলী হয়, কিন্তু সংসার টেনে নিয়ে যায়। পিতা দৈন্যব্রত পালন করিতে পারিলাম না। বড় শক্ত ব্রত। আমরা যে কটি এক দলের এক ভাবের লোক,

আমরা উচ্চপদ, বিলাস, সুখের আশা করিতে পারি না। আমাদের জন্য, নববিধানের প্রচাকরক কটির জন্য তুমি শাকান্ন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ। আমরা কেন বার বার সংসারের সুখ বিলাস অন্বেষণ করিতে যাই। আমরা কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি যে খাঁটি হয়েছি? তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য দৈন্যব্রত আবার লইব। জগদীশ্বর, এদের অন্য লোক হইতে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করে মুখে শাকান্ন দাও। আমরা পশুর মত আহার বিহার করি, ধার্ম্মিকের মত করি না। তোমার নিকট বসিয়া তোমাকে স্মরণ করিতে করিতে, হরিনাম করিতে করিতে, শাস্ত্রপাঠ করিতে করিতে, নানারূপ আমোদ করিতে করিতে, সাধুরা আহার করিতেন। এ রকম বন্যপশুর আহার ইষ্টপ্রদ হইতে পারে না। আহারের সঙ্গে আমরাত হরিনাম মাখাইয়া লই না। সকল কার্য্য তোমার নামে করি। কুটীর আমাদের ধর্ম্ম হউক। কুটীর আমাদের ভরণ হউক। সব কাজ ধার্ম্মিকের মত হউক। এ ছোট দলটাকে ধর্ম্মের দল করে দাও। পিতা নিয়ম করে বেঁধে দাও। নীতি স্বাস্থ্য শরীর রক্ষার বিধিতে বাঁধ। কুটীরের দৈন্য ও বিনয়ে বাঁধ। আমাদের যথার্থ বৈরাগী কর। আমাদের মনের গরমি দূর করে দাও। আমাদের সকলকে দুঃখী দীন করে দাও। কুটীরে বসে তোমার নাম করিতে করিতে দুমুটো শাকান্ন খাই, তাই খেয়ে শরীর অমৃতরসে প্লাবিত হবে। হে মঙ্গলময়ী,

দয়াময়ী,দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা দৈন্যব্রত গ্রহণ করে শরীর মন শুদ্ধ করি, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বংশ স্মরণ।

২১শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, হে প্রেমসাগর, তুমি আমাদিগকে আমাদের উচ্চতা বুঝিতে দাও, মাহাত্ম্য জানিতে দাও। অনেক দিন বিদেশে থেকে আমাদের ঘর বাড়ী বংশ কুল ভুলিয়া গিয়াছি। বিদেশে দোকান পসার খুলে নীচ হয়ে গেলাম। বাপ পিতামহের নাম ভুলে গেলাম। পিতা প্রেমস্বরূপ, সংসারে এত নীচতা যে মানুষ এখানে কিছু দিন থাকিলেই নীচ হয়। এই যে উপাসনা কিসের জন্য ? আমাদিগকে কুল স্মরণ করিয়া দিবার জন্য। কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, কাদের সঙ্গে ছিলাম, তাহা মনে করাইয়া দেয়। আমাদের জ্যেষ্ঠ যাঁরা তাদের দ্বারা কুল উজ্জ্বল। আমরা এদেশে আসিয়া নীচ জাতির সঙ্গে মিশে মিশে নীচ হয়ে গেলাম। বড় ভাইদের নাম ভুলে গেলাম, পিতার নাম ভুলে গেলাম। এই উপাসনার সময়, যে দেশে ছিলাম, সেখানকার সুখপ্রদ শান্তিপ্রদ বাতাস এসে

গায়ে লাগে। সেই সকল ছেলেবেলার কথা স্মরণ করায়। আহ্লাদ হয়, বড় বড় লোকের সঙ্গে বেড়াতাম, তাঁরা আদর কত্তেন, কত শাস্ত্র শ্লোক শিখিতাম। এখন সে সব কোথায় গেল। সে বন্ধুবান্ধবেরা কোথায় গেলেন, ঈশা মুষা কোথায় গেলেন। আমরা যে তাঁদের বংশ তা আর বিশ্বাস হয় না। আমাদের প্রকৃতি অবধি কাল হয়ে গেল। ঈশ্বর, আমাদের মহত্ত্ব পুনরায় স্মরণ করিতে দাও। আমরা এখানকার নয়, আমাদের বাড়ী এখানে নয়। অনন্ত যেখানে সেখানে আমাদের ঘর। জন্মিবার পূর্ব্বে সেখানে ছিলাম। সেখানে নীচ ছিলাম না, বিবাদ করিতাম না, পবিত্র অন্ন খাইতাম, পবিত্র জল পান করিতাম, পবিত্র বাড়ীতে বাস করিতাম। সেই স্বর্গের বাস আর এই পৃথিবীতে বাস। কত তফাৎ! সেই লাল টুক্টুকে ছেলে গুলি তোমার বুকের ভিতর কেমন অজ্ঞাত অব্যক্ত ভাবে ছিল। তার পর পৃথিবীতে এলাম। মাতৃগর্ভে যখন ছিলাম, তখনও ভাল ছিলাম, পৃথিবীর বায়ু গায়ে লাগে নাই। তার পর জন্মের পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীচ হয়ে গেলাম। প্রেমময়ী, এই কিছুকাল পৃথিবীতে থেকে এর মধ্যে কত জঞ্জাল পাপ কলুষ হৃদয়ে জড় করিলাম। দূর করে এসব কুচিন্তা, সংসার কামনা পাপচিন্তা কেন ফেলে দি না, উপাসনার সময়, উপরের দিকে নিয়ে একেবারে ব্রহ্মের ঘরে নিয়া যাবি না কেন? সেখানে জ্ঞান

উপার্জ্জন করিব, যোগসাধন করিব, ভক্তদের সঙ্গে ভক্তি শিখিব, যোগীদের সঙ্গে একতারা নিয়ে ধ্যান সাধন করিব, ঈশা মুষার সঙ্গে মিশিব। সেই খানে উপাসনার সময় যেতে দাও। আমাদের মনে করাইয়া দাও কার বংশের লোক আমরা, কোথায় বাড়ী, আমাদের পুরাতন পরিচয় দাও, একটু আশা হউক। কেবল পাপ করে করে শরীর দুর্গন্ধ করেছি। আমরা উচ্চ গোত্রের লোক, দেখি তাই বিশ্বাস করিতে দাও। যত মনে করিব আমরা পশু সন্তান, তত-আরো নীচ প্রকৃতি হব। যোগীদের সন্তান যারা, তারা উপরে উঠিবে। আমরা উপাসনার সময় সেই পুরাতন বাড়ীতে বেড়াতে যাব, তোমার চরণে গিয়া প্রণাম করিয়া আসিব, আর থালা থালা পুণ্য লইয়া পৃথিবীতে আসিব। আর নীচ হব না। হে মঙ্গলময়ী, হে দয়াময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা আমাদের মহত্ত্ব ও উচ্চকুল স্মরণ করে সকল নীচ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে যোগ ভক্তিতে উন্নত হই, মা, অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভয়।

২২শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে প্রেমময়, হে নববিধানের বিধাতা, ভয়ঙ্করা দেবীর পুজা আজ এই বঙ্গদেশকে উৎসাহিত করিতেছে। প্রেমময়,

আজ ভয়ের সহিত শক্তির পূজা। হে পরমেশ্বর, ঘোর কালবর্ণ অনন্ত কালের। সেখানে ভয় হবে নাত কি হবে? যে রং মিশিয়া যায় কালের সঙ্গে, সেই রং কালী। অন্ধকারে দেবদর্শন হয় না। বিশেষতঃ এই কালরূপ, অনন্তরূপ অন্ধকারে মিশাইয়া আছে, কিরূপে হিন্দুরা দেখিবে? তাই তারা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিল। তোমার ইচ্ছা ভঙ্গ হইল। কাল এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া আজ বঙ্গদেশ ভয়ের সহিত সে মূর্ত্তি পূজা করিল। পিতা, আছে বটে এমন এক ধর্ম্ম ভাব, যা প্রেম ভক্তির ভিতর পাওয়া যায় না। সে ভয়। মহাদেবী, মহাশক্তি তুমি যে ভয়ঙ্করা দেবী। পাপ করিয়া মানুষ ভয় করিবে না? রুদ্র মূর্ত্তি কি তোমার নাই? পাপ করিলে কেবল প্রেমের মূর্ত্তি দেখাইয়া তুমি কি প্রশ্রয় দেবে? সময়ে সময়ে মানুষের ভয় পাওয়া উচিত। দেবীর খাঁড়া মানুষকে ভয় দেখাবে। নতুবা কি সে পামর মানুষের শাসন হবে? সকল ধর্ম্মেই এই কথা আছে, ব্রহ্মকে ভয় করিবে, ভাল বাসিবে। যখন অধার্ম্মিক হই, তখন ভয় করিব, যখন ভাল পথে থাকিব, তখন ভাল বাসিব। হরিদাস প্রেমেতে পাপ ছেড়ে ভাল হন, কালিদাস ভয়ে পাপ ছেড়ে ভাল হন। এক খানি অসুরনাশিনী মূর্ত্তি প্রাণের ভিতর রাখিয়া দি, তা হলে পাপ করিতে ভয়ে প্রাণ কাঁপিবে। এই কালীপূজার আগাগোড়া ভয়ের ব্যাপার। ভীত মন বলিতেছে আর পাপ করিব না। অন্ধকারে কেবল তোমার

ঐ খড়্গখানি চক্‌মক্‌ করিতেছে। এটি উপাসকের পক্ষে ভাল। কে অন্ধকারে নাচে? কে খড়্গ হস্তে? কে অন্ধকারে চক্‌মক করিতেছে? তখন বিশ্বাসী ভয় পায়। বলে, মাগো তারা, নিস্তারিণী কোথায়? তোমার রুদ্রমূর্ত্তি কেন? দেবী, শাসনের ভয় দেখাও। অন্ধকার রাত্রি, তোমার সাধকেরা শবসাধন করিবে, শব হবে, জিতেন্দ্রিয় হবে। ভয়কে ভয় দেখাবে। জগদীশ্বর, এ সময় অন্ধকারে স্তম্ভিত হয়ে যোগী যোগাসনে বসে শবসাধন করে ভয় দমন করিতেছে, বলিতেছে মা, এ সময় দেখা দাও, পাপ শমনকে দমন কর। ভয় এই, পাছে পাপ করি, দুষ্কর্ম্ম করি, পাছে প্রেমভক্তি উড়ে যায়, পাছে অসত্যবাদী হই, পাছে শয়তানের রাজ্যে যাই, পাছে তোমাকে ভাল না বাসি, এই ভয়ে তোমার কাছে মিনতি করি। ভয় ভাঙ্গ। ঘোর অন্ধকার, তার ভিতর সূক্ষ্ম কালীমূর্ত্তি। কেবল অন্ধকার, কালী কেবল অন্ধকার। আর কিছুই নয়। আকার নাই। অন্তরের অন্ধকার, যোগের গভীর জলের অন্ধকার। মা, ভয় বিপদ হইতে উদ্ধার কর, কালীযোগ, শক্তিযোগ সাধন করি। অভয়ে, অন্ধকাররূপ তোমার, ভয়েতে আরাধনা করি। হে অন্ধকার, ভীত কর, সংশোধন কর। হে অন্ধকার, তোমাতে ডুবাও। ইন্দ্রিয়সুখবিলাস এখানে আসিতে পারে না। এখানে বড় শক্ত ব্যাপার। সমস্ত পাপগুলি বলি দিতে হবে। একটি পাপকেও ইনি প্রশ্রয় দেন না। অন্ধকার

শ্মশানে তোমার কালীমূর্ত্তি দেখে আমার সব ভ্রূকুটি দূর হয়েছে। আত্মার ভিতর ভয়, মনের ভিতর ভয়, পরস্পরকে ভয়, পরিবারকে ভয়, সমাজকে ভয়, সব ভয়। যত ভয়, তত ধর্ম্ম। তার পর অভয়া এসে সকল ভয় বারণ করেন। হে পিতা, ভীত করে পরিত্রাণ কর। অন্ধকার অনন্ত আদ্যাশক্তির ভিতর মিশে যাই। হে দয়াময়ী, হে মঙ্গলময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, তোমার কালীমূর্ত্তি দেখে তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করে, যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা কালী, এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের পূর্ণতা সাধন।

২৩শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পিতা, হে প্রেমসিন্ধু, প্রথমে লোকে তত বুঝিতে পারে না, ক্রমে লোকে বুঝিতে পারিতেছে, নববিধান কি। এই রূপে ক্রমে ক্রমে এক জন লোক হইতে আর এক জনের চক্ষে নববিধানের আলো প্রকাশ হইতেছে। নববিধান এখন ক্ষুদ্র শিশু, ক্রমে উন্নত হবে। আমরা আগে মনে করি নাই যে ইহা এত বড় প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে। পৃথিবী ইহার রাজধানী হবে, স্বর্গরাজ এর রাজা হবে। বড়

বড় প্রেরিত সাধুরা ধর্ম্ম স্থাপন করেছেন আমরাত:কটি সামান্য লোক। আমাদের ভিতর নববিধানের ধর্ম্ম প্রচার হইল। সকলে মানিতেছে ইহা একটি বৃহৎ ব্যাপার। বালকের হাতের একটি ছোট খেলা ঘর যদি প্রকাণ্ড রাজ-বাটী হয়, তবে তার কি আহ্লাদ হয়। এ তাই হয়েছে। ছেলেখেলা করিতে করিতে প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। আমরা পুতুলখেলা করিতেছিলাম, একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হইল। দেশ বিদেশের পণ্ডিতেরা এ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন। এত বড় প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হবে ভাবিয়া আমরা আরম্ভ করি নাই। প্রথমে আমরা ব্রাহ্ম হইলাম। তার পর ঈশা মুষার প্রতি একটু ভক্তি হলো, তার পর হরিনামের সুধা আরো গড়া-ইল। কতকগুলি সামান্য সামান্য লোক কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া ছেলেখেলায় প্রচার করিতে করিতে হইল প্রচারক, তার পর হইল প্রেরিত। একটু বৈরাগ্য করিতে করিতে হইল গৃহস্থ-বৈরাগী। আমরা পুকুরে স্নান করিতেছিলাম, করিতে করিতে দেখিলাম মহাসমুদ্র। দুইটি চারিটি ফুল লইয়া তোড়া বাঁধিতেছিলাম, তার পর দেখি স্বর্গের পুষ্পোদ্যানে বসিয়া আছি। তুমি আমাদিগকে খেলাঘর করিতে ডাকিয়া আনিয়া শেষে কোথায় ফেলেছ। এখন দেখি শাস্ত্র মন্ত্র তীর্থ, হোম, জলসংস্কার, প্রকাণ্ড একটি ধর্ম্মবিধি। এর ভিতর আপন ইচ্ছায় কিছু করিতে পারি না. লোকে বলুক না বলুক, বুঝিতেছে যে একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্ম। এখন যদি

উপাসনা খারাপ হয়, চরিত্রের মূলে যদি কলঙ্ক থাকে, বিশ্বাস ভক্তির দোষ থাকে, তা হলে সব যাবে। এ সময় সুব্যবস্থা করে দাও যেন আমাদের চরিত্র উপাসনা সব ভাল হয়। কেহ একটা সামান্য পাপ করিলে কুচিন্তা করিলে সে পাপ তাকে যন্ত্রণা দেবে। সে তাহা স্বীকার না করে থাকিতে পারিবে না। পাপ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত মনে আসিতে পারিবে না। আপনার পাপ আপনি ধরা দেবে। আপনি অনুতাপ করিবে, আপনি প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আমার প্রাণ এখনো বশীভূত হইল না ঈশ্বরচরণে। আমি এখনো অভক্ত? আমার মন এখনো শুষ্ক হয়? এ সব পাপ মনে হলে গা কাঁপিবে। বল পরমেশ্বর, আমরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তার উপযুক্ত হইতেছি কি না? দয়াময়, এখন আর ছেলেখেলা নয়। সত্যধর্ম্ম আসিয়াছে। সত্যদৈববাণী হইতেছে যে সকলে পবিত্র হও, খাঁটি হও। এখন পৃথিবীতে ধর্ম্ম চলিল, বাণ এলো। বাণের তলায় এখন ভাঙ্গা নৌকা? বল "বিবেক ভক্তি বিশ্বাস সব খাঁটি কর।" এখন পরস্পরকে খুব শাসন করি, আর দেরি করিলে হইবে না। যখন নববিধান সত্য সত্যই সত্য হইয়া উঠিল, তখন আর দেরি করিলে চইবে না। হে দয়াময়ী, হে কৃপাময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা এই জাগ্রত জীবন্ত সময়ে পবিত্র শাসনে শাসিত হয়ে সকলে নববিধান প্রচার করি, এবং উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার

বিধান পূর্ণ করি, মা, তুমি আমাদিগকে এমন শুভবুদ্ধি দাও। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

২৪শে অক্টোবর ১৮৮১।

হে অধমতারণ, হে স্নেহময় পিতা, এই বিশেষ দিনে বঙ্গদেশ ভ্রাতার মর্য্যাদা রক্ষা করেন। এই বিশেষ দিনে সমস্ত বঙ্গদেশে ভ্রাতার প্রতি ভগ্নির প্রণয় শ্রদ্ধা এবং স্নেহ প্রকাশিত হয়। বৎসরের এই দিন হিন্দু উৎসর্গ করেছেন ভ্রাতৃপ্রেমে। আমরা ব্রাহ্ম। প্রাচীন অপেক্ষা নবীন প্রেম অধিক। এই নবধর্ম্মে কোথায় ভ্রাতার প্রতি আদর মর্য্যাদা অধিক হবে তা না হয়ে ভ্রাতৃপ্রণয় কমিতেছে। যদি কমে গিয়ে থাকে, তবে পিতা তোমার প্রতিও ভক্তি কমিতেছে। যারা তোমাকে মা বাপ বলে ডাকে, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ কখনই সম্ভব নয়। হে মঙ্গলময়, প্রণয়ের ছড়াছড়ি আজ এ দেশে। সেই হিন্দুসমাজকে নমস্কার করি, যাঁর শুভবুদ্ধিতে ভ্রাতৃপ্রণয়ের কীর্ত্তি একটি বিশেষ উৎসবে স্থাপিত হয়েছে। ভ্রাতার গৌরব বঙ্গদেশ বুঝেছিল। শাস্ত্রকার বুঝেছিল, নতুবা এ চমৎকার সুপ্রথাটি আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল কেন? আর কোন দেশেত

নাই। ভগ্নী বসিলেন, আদর, স্নেহ, যত্ন, প্রণয় দিলেন। ভগ্নীর স্নেহ ভক্তি আশীর্ব্বাদে ভাই অমর হইল। আজ গরিব দুঃখী হোক্ বঙ্গদেশে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেবে। ভাইয়ের মর্য্যাদা রাখিল। ভ্রাতৃভাব কি পবিত্র ভাব। স্বর্গের ভাব ভাই বলে ডাকা, এ স্বর্গীয়। দলের ভিতর ভাই, সম্প্রদায়ের ভিতর ভাই, ধর্ম্মে ভাই। সুন্দর ভ্রাতৃ-প্রণয় এ কাল হৃদয়ে নাই। হে কৃপাসিন্ধু, কেমন চমৎকার একটী পত্তনভূমি রয়েছে হিন্দুসমাজে নববিধানের জন্য এই ভাই ফোঁটাতে। হে প্রেমময়ী, এই ব্যাপার আমাদিগকে বুঝিতে দাও। নববিধানবাদীর কি করা উচিত এই ভাব থেকে? ভ্রাতৃপ্রণয় কি? কোনরূপ স্বার্থ থাকিবে না। ভাইকে আদর করিব। আমার হৃদয়ের ভাই, প্রাণের ভাই, আদরের ভাই, ঘরের ভাই, মার পেটের ভাই, আমার অনেক গুলি ভাই। এই বলিতে বলিতে, এই কথা সাধন করিতে করিতে চক্ষে আনন্দধারা বহিবে। ভাই ধন, ভালবাসার ধন; বুঝেছে কেবল ভগ্নীর মন। ভগ্নী ভিন্ন ভাইকে কে চেনে? তুমি দু জনকেই করেছ। ভগ্নী আপন হৃদয়ের পবিত্র অনুরাগ ঐ ফোঁটার সঙ্গে ভাইয়ের কপালে দেন। পৃথিবীতে শঙ্খধ্বনি হইল। ভাইফোঁটা কি? আরম্ভ হইল আপনার ভাইতে, কিন্তু ভগ্নীর হাত পৃথিবীশুদ্ধ লোকের কপালে গেল। পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাঁর ভাই। সমস্ত জগতের কপালে ফোঁটা দিলেন। চারি দিকে শঙ্খধ্বনি হইল।

এর চেয়ে পবিত্র জিনিষ আর কিছু নাই। ভাইয়ের মত জিনিষ ভগ্নীর কাছে নাই। ভগ্নীর মত জিনিষ ভাইয়ের কাছে নাই। ফোঁটা দেওয়ার অর্থ এই যে তোর এত আদর, তুই উপযুক্ত হ। ভাল হয়ে চলিস্। কার সম্পর্কে ফোঁটা দেওয়া হল? জগজ্জননী যে সকলের মা। তিনি কাছে বসে বল্‌চেন ফোঁটা দে। সব মার খেলা। বসে বসে তামাসা দেখিতেছেন। একটাকে ভাই সাজিয়ে আর একটাকে ভগ্নী সাজিয়ে খেলা দেখ্‌চেন। পবিত্র স্বর্গের প্রেমের এক কোণ কেটে পৃথিবীতে ফেলে দিলে সেটা হলো ভাইফোঁটা। পবিত্র স্বর্গীয় জিনিষ যেমন ঘরে ঘরে হইতেছে, তেমনি যদি সমস্ত পৃথিবীতে হয়, তা হলে বেশ হয়। সকলে যদি সকলের ভাই হয় তাহলে পাপ রহিল কৈ? পিতা, আমাদের মধ্যে পবিত্র স্বর্গীয় প্রণয় স্থাপিত কর। কেবল ভগ্নী ভাইকে ফোঁটা দেবে না। ভাইও ভাইকে দেবে। সকলকে ভাই কর। ভাইয়ের মত জিনিষ নাই। হে মঙ্গলময়, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যে সুমিষ্ট পবিত্র ভাব ভ্রাতৃপ্রণয় হৃদয়ে রেখে জগতের সকলকে ভাই বলে, ভগ্নী বলে ডেকে অত্যন্ত বিনয়ী নম্র প্রণত হয়ে ভ্রাতৃসেবা করে শুদ্ধ হই, তুমি অনুগ্রহ করে প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শক্তি।

২৫শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পিতা, হে মুক্তিদাতা, তিন জনের বল পরীক্ষিত হইতেছে। তোমার বল, আমার বল, পাপের বল। কার বল অধিক। কে অপর দুই জনকে পরাজয় করিতে পারে সর্ব্বদা যেন এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতেছে। সৌভাগ্যবান্ সে যে বলিতে পারে আমার বল নয়, পাপের বল নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বল অধিক। তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট যে সে বলিল ঈশ্বরের বল বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমার বলে কোন রকমে পাপ জয় করি। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সে যে বলে আমার বল নাই, ঈশ্বরেরও বল নাই, কিন্তু পাপের বল অধিক, কারণ পাপই জয়ী হয়। হে ঈশ্বর, কখন কখন এ জীবনে পাপ জয় করেছি বটে, কিন্তু এখনও এমন বলিতে পারিতেছি না যে, আমি সামান্য বটে, কিন্তু মহা-প্রভুর বল যখন লাভ করি তখন আমার সম্মুখে কোন পাপ থাকিতে পারে না। হরি, এরূপ যাতে হয় এমন শিক্ষা দাও। কার বল অধিক একি আমরা বলিতে পারিব না? তুমি আছ বলি, অথচ পাপকে বড় বলিব? ভক্তের জীবন কি এই সাক্ষ্য দেবে যে হরিও বড় নয়, হরিসন্তানও বড় নয় কিন্তু পাপ বড়? পাপ যাই সম্মুখে এলো, কোথায় বিবেক গেল, কোথায় বল রহিল। পাপ সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল। হতভাগ্যের জীবন এইরূপ। হরির জয়, বলে

সব পাপ যদি পরাজয় করিতে পারি তা হলেই ভাল, হে পরমেশ্বর, মান ধন সম্পদ সুখ এ সব বড়, ধর্ম্ম বড় কেউ বলে না, তাই পাপের জয় হয়। ধিক্ আমাদের জীবন! এখন পাপ বড়? এখনও সংসার বড়? এখনও খাওয়া বড়? আমাদের তেমন জোর হয় নাই। আমরা কি করে বলিব হরি বড়? মায়ার সঙ্গে হরির যুদ্ধ হইতে লাগিল। মায়া কত খেলা খেলিতেছে, কত প্রলোভন দেখাইতেছে। হরি সর্ব্ববিজয়ী, তাঁর জয় হবেই হবে। কিন্তু মুখে বলি সর্ব্ব-শক্তিমান্ অথচ পাপ জয় হয় না। তুমি এক বার প্রবল হও আমাদের ভিতর। উপাসনা বড় হউক। পিতা, বল দাও, সাহস দাও। দয়া করে আশাবলে বলী কর, উৎসাহবলে বলী কর, ধ্যানবলে বলী কর, ভক্তিবলে বলী কর। আমাদের বল নাই, তুমি প্রবল হয়ে এস। ভগবতী শক্তিরূপা হইয়া আসিবেন। সেইরূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়। তা না হয়ে একে দুর্ব্বল, দৌর্ব্বল্যের পূজা করে আরো দুর্ব্বল হয়ে পড়িলাম। উপাসনার জোরে মানুষ ভবসাগর পার হয়ে যায়। সেই উপাসনার বল আমাদের ঘরে এসে মারা যাচ্ছে। একটা প্রলোভন, মিথ্যা কথা, রাগ, অমনি সব বিশ্বাস গেল। শক্তি নাই যেখানে, সেখানে ভক্তি কি? বল যেখানে নাই সেখানে হরি কৈ? নিরাশা হইতেছে, উপাসনার সময় ঘুম পাইতেছে, রাগ হইতেছে, কিছু ভাল লাগে না, মন শুষ্ক হইতেছে, এ হইল ভক্তির

ভাঁটা। যত জল শুকাইতেছে, হাড় গোড় কাদা বাহির করিতেছে, জগদীশ্বর, তুমি যদি নববিধানবাদীর বাড়ীতে এস, জোয়ার হয়ে এস। এ রকম অশক্তি দুর্ব্বলতা আর সহ্য হয় না। জোর করে এস ব্রহ্ম। জোয়ার হয়ে এস। নববিধানের পূর্ণিমাত? বাণ ডেকে এস। ভক্তিজল খুব বাড়িবে। ভয়ানক তেজ হবে। ঘুম কি সে সময় থাকে? পাপ অসারতা মিথ্যা কথা কি সে সময় থাকে? মহাদেব,এস শাস্ত্র। তেজ হয়ে এস, বল হয়ে এস, মহাশব্দে এস। আমরা দুর্ব্বল ক্ষীণ হইব না। আমরা অসিধারিণীর শিষ্য। আমরা শক্তির উপাসক শাক্ত। রক্ষাকালী হও, তবে আমরা দৌর্ব্বল্য হতে রক্ষা পাই। হে প্রেমময়ী, বয়সে মানুষ ক্ষীণ হয়, নিরাশ হয়। দেখ যেন আমাদের এ রকম না হয়। ব্রহ্মের শিষ্য কালিদাস। কেন দুর্ব্বল হবে? ওঠ। এই বলে আমরা পরস্পরকে টানিয়া তুলিব। শাক্তের ভিতর রক্তের জোয়ার। দেবি, বল শক্তির বড় অভাব হয়েছে। আমরা ভয় যেন না করি। দেবি, যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাড়াও। অসুর বিনাশ কর। হে দয়াময়ি, কালি অসুরবিনাশিনি, আমাদের মনে এই দৃঢ় সংস্কার দাও যে পাপ কখন জয়ী হয় না কিন্তু কালী, হরি, মা, সমরে জয়ী হন, এই বিশ্বাসে আমরা যেন মনে সর্ব্বদা তোমার নামকে জয়ী করিতে পারি, মা, দয়া করে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভ্রাতৃসেবা।

২৬শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পিতা, হে মহাপ্রভু, নীতিসম্বন্ধে নূতন নিয়ম কৈ হইল? আমরা সেই পুরাতন নিয়ম এখনও রক্ষা করিতেছি। আপনাকে উচ্চ করিয়া অন্যকে নীচ আসন দি। কৈ সেই নীতির সময় আসিল না? হে দেবতা, কি নিয়ম করিবে বলিয়াছিলে কৈ করিলে না? আমরা বুঝি তোমার কথাতে সায় দিলাম না, তোমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলাম না, তাই বুঝি অগ্রসর হইলে না? কৈ আমরা পরের জন্য কি করিলাম? মন কৈ খাঁটি হইল? শরীর ত শুদ্ধ হইল না। শরীরের প্রায়শ্চিত্তবিধি কৈ করিলে না ত। হে করুণাসিন্ধু, দয়া কর, অন্ততঃ এ জীবনে কিছু দিনের জন্য ভ্রাতৃসেবার ব্রত লই, পরের জন্য কিছু করি। ধন্য তাঁরা, যাঁরা পরের দুঃখ মোচনের জন্য পরিশ্রম করেন, তাঁদের শরীর শুদ্ধ যাঁরা একটির মুখেও অন্ন দেন। ধন্য তাঁরা, কারণ গরিবকে দিলে ভাইকে দিলে, তোমাকে দেওয়া হয়। আমরা হতভাগ্য আমাদের সে সৌভাগ্য হয় না। ভ্রাতৃসেবা অত্যন্ত প্রয়োজন তাতে মনের গরমি নষ্ট হয়। নীতির কথা আবার বল। ভ্রাতৃসেবার বিধি বলে দাও। একটা সময় নির্দ্ধারণ করে দাও যার ভিতর আমরা খাটি থাকিব। পাপ করিব না, কুচিন্তা আসিবে না

মনে। সেবা করিলে দুজনে ধন্য হয়। যে সেবা করে সে এবং যে উপকৃত হয় সে। দয়াময়, নীতির শাসন এনে দাও। আমাদের পরোপকার এতে নিযুক্ত কর। ভ্রাতৃসেবা আমাদের জীবনের ব্রত কর, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এই ব্রতে ব্রতী করে দাও। আমারা বুঝিতে পারিব, চাকর হইতে এই পৃথিবীতে এসেছি কি না। ঈশ্বর, এই শরীর টাকে দাবিয়ে দাও। খুব নীচু কর। বড় অহঙ্কার আমা- দের। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরাত কত পরের সেবা করে, আমরা কেন করি না। আমাদের দর্প চূর্ণ কর। সক- লের সেবা করি। সকলকে এক একটি কাজ দাও। নীতি- সঙ্গত ব্যবহার পরস্পরের প্রতি করিতে দাও। পরের সেবা করে শরীরকে শুদ্ধ করি, প্রায়শ্চিত্ত করি। আম- রাত যথার্থই গরিব। তবে গরিবের ধর্ম্ম দাও, গরিবের ভাব দাও। পরের প্রতি শ্রদ্ধা বিনয় নম্র ভাব দাও। হে দয়া- ময়, দয়া করে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা পরস্পরের প্রতি নীতিপরায়ণ হয়ে ভ্রাতৃসেবাতে জীবন উৎসর্গ করে শরীরের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করি, আজ আমাদের সকলকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নৈকট্য সম্ভোগ।

২৭শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, সময়ে সময়ে তুমি এই পৃথিবীতে খুব নিকটরূপে দর্শন দিয়া থাক। এখন সেই একটি বিশেষ যুগ যখন তোমাকে অতি নিকট বস্তু বলিয়া ধরিতে হইবে। সময়ে সময়ে তোমার অতি আশ্চর্য্য লীলা হয়। সে কি? তোমার ভক্তদের খুব নিকটে তুমি আসিয়া থাক? তুমি খুব নিকটে, অত্যন্ত নিকটে। এ জন্য মানুষ চুপি চুপি কথা বলিলেও তুমি শুনিতে পাও। পূর্ব্বে মানুষ "হে ঈশ্বর হে ঈশ্বর" বলিয়া চীৎকার করিত, এখন খুব আস্তে আস্তে বলিলেও শুনিতে পাও। তুমি ভারি নিকটে। পরমেশ্বর, চুপি চুপি কথা কবার সময় অতি মহৎ সময়। ভাবুকের পক্ষে কৃপা করে তুমি অতি নিকটে এসেছ। স্বর্গের বাতাস পৃথিবীর বাতাস এক হইতেছে। আমাদের খুব নিকটে যাইতে বলিতেছ। নিকট হইতে নিকটে গিয়া শেষে এক হয়ে যাই। যেখানে এ রকম ব্যাপার, সেখানে আমরা আসিয়াছি। এখন, জগদীশ্বর, তুমি আমাদের খুব নিকটে এসেছ ইহাতে আর কিছু সন্দেহ নাই। কথা না বলিলেও তুমি জানিতে পারিতেছ হৃদয়ে কি হইতেছে। নিকটের হরি, তুমি আদরের হরি। আশীর্ব্বাদ কর যেন এই নৈকট্য চিরকাল থাকে। তীর্থে গিয়ে,

চীৎকার করে তোমাকে ডাকা এ সব দূরের সাধন। কিন্তু এই যে অব্যবস্থিত সাধন ইহাই ভাল। জয় জগদীশ্বর, জগদীশ্বর, প্রেমের জল খুব বেড়েছে। খুব মাতা মাতির সময়। যারা অবিশ্বাসী অভক্ত তারাই এখন চুপ করে থাকে। হে প্রেমসিন্ধু, হে দয়াময়, হে গতিনাথ, কৃপা করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই সময়ের জোয়ারের জলে নৌকা খানা ভাসাইয়া দিয়া, একেবারে তোমার শ্রী চরণের ঘাটে পৌঁছিয়া কৃতার্থ হই, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্মরণ।

২৮ অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পরমপিতা, দীননাথ, বিধানবাদীদের দেবতা, একটী সামান্য মনের বৃত্তি ধর্ম্মের কত কাজ করে। আর সেটী অবসন্ন হলে কত দুর্ঘটনা হয়। মনের বৃত্তির মধ্যে একটি আছে স্মরণ, এই স্মরণে পরিত্রাণ, বিস্মরণে মানুষ বিপথগামী। স্মৃতি যদি না থাকে ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে তবে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম উড়ে যায়। আমাদের স্মৃতি শক্তি অতি দুর্ব্বল। আমরা এর প্রতি মনোযোগী হই না। আমরা মানি না যে ইহার দ্বারা উপকার হয়। ইহা ক্রমে হ্রাস হয়েৎবার।

কত বার তুমি আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করেছ, কত দয়া করেছ, জীবনে কত লীলা দেখাইয়াছ, এসব কি স্মৃতি পথে রহিল না? সব কি বিস্মৃতিসাগরে ডুবে গেল? বেদ বেদান্ত মানিতে গেলে স্মৃতিশক্তি চাই। কেন এমন কুবুদ্ধি ঘটিল যে আপনার জীবনে যে সব লীলা করিয়াছ তাহা ভুলিয়া গেলাম? তোমার দয়ার কথা স্মৃতিপথে থাকিতে দাও। সে সব কথা ভাবিতে গেলে প্রাণ মন মোহিত হয়ে যায়। নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে অস্থির হইয়া কোথায় পলায়ন করিতাম, কিন্তু তোমারি কাছে পড়িয়া আছি। শ্রীহরি, তুমি রাখিলে তাই রহিলাম। তুমি বাঁচালে তাই বাঁচিলাম। ঘোর বিপদের ঝড়ের সময় নৌকা খানা যায় যায়, তখন শ্রীহরির পাদপদ্ম পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। সে সকল কথা স্মরণে থাকিলে যে বেঁচে যাই। সেই যে এক একটা মহাবাক্য বলেছিলে, কত বার মিষ্ট মিষ্ট করে কত সময়, কত ভাবে কত কথা বলেছিলে। হায় রে স্মৃতিশক্তিবিহীন মন, জানিয়া জানিলে না, বুঝিয়া ও বুঝিলে না। দয়াময়, স্মৃতি দাও। আর নূতন করুণার দরকার কি? যে সব বড় বড় প্রেমের কীর্ত্তি করেছ সে সব ভাবিলেই পরিত্রাণ পাব। হে দেবি, আমরা ভুলে যাই। আমাদের মনে খুব মুদ্রিত করে দিলেও ভুলে যাই। তোমার দয়ার উপর সন্দেহ হয়। দীনসখা, তুমি আমাদের পিতা মাতা সর্ব্বস্ব, তুমি

আমাদের অনেক দিনের সোণার ঠাকুর। তোমাকে আমরা কি করিয়া ভুলিব বল দেখি? আমাদের এমন নিষ্ঠুর মন, আমরা সংসারের সামান্য সামান্য বিষয় মনে রাখি, আর তোমার দয়া ভুলে যাই। পাপ মন সব কথা ভুলিয়া যাইতেছে। ওরে মন, দয়াময়ের প্রেমের লীলা ভুলিস্ না। প্রেমময়, তুমি আমাদের মনে স্মরণশক্তি খুব প্রবল করে দাও। তোমার পুরাতন প্রেমের কীর্ত্তি সকল মনে জাজ্বল্যমান করে দাও। হে কৃপাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, দয়া করে এমন আশার্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রেমের কীর্ত্তি সকল আমরা না ভুলি, কিন্তু স্মৃতিশক্তি দ্বারা সে সমুদায় ভাল করে মনে রেখে পুরাতন সত্যঁ সকল হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, মা, সর্ব্বমঙ্গলা তুমি অনুগ্রহ করে এমন অশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চক্ষুদর্শন।

২৯শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পরমেশ্বর, হে দয়াময়, হে সিদ্ধিদাতা, হে পুণ্যদাতা, তুমিত ঘরে ঘরে বেড়াইতেছ, পথে পথে ফিরিতেছ। তোমার দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি স্থির রয়েছে, তবে, ঈশ্বর, এই সত্যটি আমাদের হৃদ্গত সত্য কেন না হয়? বুদ্ধিতে এ

সত্য রাহল, জীবনে কেন স্থাপিত না হয়? এক জন ভয়ানক চক্ষু খুলিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া রয়েছে একটু পাপ করিবার উপক্রম করি, অমনি ধমক দেয়। এ ভাব যদি কেউ হৃদয়ঙ্গম করেছে তবেই তার জীবন ভাল হয়েছে। তুমি সর্ব্বব্যাপী সকলেই বলে। তুমি আমায় দেখিতেছ? তবেত তুমি আমার চরিত্র জান। তবেত আমার ভয়ে কাঁপা উচিত। চোরকে যখন পুলিসে ধরে তখন কি তার পা কাঁপে না? পুত্র অন্যায় কর্ম্ম করিতেছে তখন যদি পিতা দেখিতে পায়, ভয়ে কি তার মুখ শুকাইয়া যায় না? শিষ্য অন্যায় করিতেছে আচার্য্য তাহা দেখিলে শিষ্যের কি ভয় হয় না? প্রকাণ্ড হইতে প্রকাণ্ড তুমি, সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্যামী, তোমার কাছে আমরা যে নিরন্তর এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিতেছি, আমরা কি ভয়ে কাঁপিব না? চক্ষুবিশ্বাস বড় ভয়ানক। তুমি আছ এ বিশ্বাস একরকম, কিন্তু তুমি দেখিতেছ এ বড় ভয়ানক, যে দিকে চাই সে দিকে চক্ষু। মনের ভিতর অবধি চক্ষুর আগুন। চক্ষু চক্ষু চক্ষু, চারিদিকে কেবল চক্ষু, মানুষের সংশোধনের জন্য এই চক্ষুর বন্দোবস্ত। জীবের শুদ্ধির জন্য ভগবানের চক্ষু চারিদিকে রাখা হইয়াছে। ভ্রান্তমন তাহা বুঝিল না। পরমেশ্বর, গম্ভীর তোমার বর্ত্তমানতা, গম্ভীর তোমার আবির্ভাব। কিন্তু চক্ষুবিহীন ঈশ্বর যদি আমরা কল্পনা করি, তবে সে কল্পনাবাদীর কল্পনা। তুমি

আছ বলিলেই বোঝায় তুমি দেখিতেছ। ব্রাহ্মকে তুমি চক্ষু দিয়া ঢেকেছ। পাপ কেমন করে করিবে? কখন করিবে? মানুষ যেমন রোগগ্রস্ত হয়, সে তেমনি চক্ষুগ্রস্ত হয়ে যায়। শ্রীহরি, তোমার চক্ষু যাকে পায় সেই পুণ্য পায়। হে ব্রহ্ম চক্ষু, তোমাকে বিশ্বাস করিতে দাও। চক্ষু বিশ্বাস করিলেই আমার পরিত্রাণ। নাস্তিক হই, অবিশ্বাসী হই, চক্ষু কিছুতে যায় না। একি কম চক্ষু? মজার চক্ষু। চক্ষু নাই অথচ চক্ষু। হায় রে মন তুই পাপ করিস এত চৌকিদারের ভিতর? তোর শরীরময় যে চক্ষু। ব্রহ্ম চক্ষু আকাশময়, চক্ষু তাকিয়ে দেখ না। তাকাতে চায় না। তাকালেই যে শুদ্ধ হতে হবে। হে সর্ব্বব্যাপী চক্ষু, কি মনে করে পৃথিবীতে তোমার আগমন? পাপী উদ্ধার করিতে? তবে তাই কর। চক্ষু চারি দিকে ঘুরিতেছে, ভগবানের চক্ষু জীবদেহ প্রদক্ষিণ করিতেছে কেন? পাপ আসিতে দেবে না। চক্ষু বড় ভয়ানক। আমরা ভাবি না, বিশ্বাস করি না তাই মজা করে থাকি। হৃদয়, খুব বিশ্বাস কর। যেমন স্পষ্টরূপে মানুষের চক্ষু দেখিতেছি, তেমনি ভগবানের লক্ষ লক্ষ চক্ষু চারি দিকে দেখিব। চক্ষে চক্ষে সমস্ত পৃথিবী ভরাট হয়েছে ইহা মনে করাইয়া রাখিতে পার, তাহলে বলি তুমি পাপীকে পরিত্রাণ করিবে। জ্বলন্ত বিশ্বাসীরা এ রকম করে চক্ষু বিশ্বাস করেন, চক্ষু থেকে কি নিস্তার আছে? পাপ করে কি লুকাইতে

পারি? শ্রীহরি, চক্ষু দেবীকে নির্ম্মাণ কর। জয় জয় জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু, জীবের পবিত্রতা তুমি, পাপীকে পরিত্রাণ কর। হে ঈশ্বর, তুমি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত চক্ষু লইয়া এ ঘরে বসিয়া আছ, বলিতেছ শান্ত হও, শুদ্ধ হও, কে কি ভাবিতেছ আমি দেখিতেছি, আমি সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিব। আমি সহজে ছাড়িব না। আমি হরি নাম ধরি। তুমি রয়েছ ভয়ে অঙ্গ অবশ হউক। হে মঙ্গলময়, হে দয়াময়, কৃপা করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার জীবন্ত মুক্তিপ্রদ চক্ষু অন্তরে বাহিরে সকল স্থানে দেখিয়া পবিত্র হই, অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সৌভাগ্য দর্শন। ৬

৩০ অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে দয়াল বিধাতা, আমরা যেন সর্ব্বদা আমাদের সৌভাগ্যের জন্য কৃতজ্ঞ থাকি। মানুষ যত আপনার দুর্ভাগ্য বিপদ ভাবে, যত অসার দিক্ দেখে, ততই অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী নিরাশ হয়। আর আমরা যত সম্পদের সৌভাগ্যের দিক্ দেখি, ততই আশান্বিত হই, কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী হই। পৃথিবীতে কেহ কেহ কেবল মন্দ দিক্ দেখে; কেহ কেবল ভাল দিক্ দেখে। মন্দ দিক্ দেখা

মরিবার সময়। ভাল দিক্‌টা দেখিব, আশা উদ্দীপন করিব। খুব বিপদ, তার ভিতরও আশা করিব, ধৈর্য্য ধরিব। অন্ধকার বিপদের ভিতর নিরাশ অবিশ্বাসের গাছ হয়, আর সৌভাগ্যের উত্তাপে আশা বিশ্বাসের গাছ হয়। আমরা সৌভাগ্যের দিক্ দেখিব। নববিধানবাদীদের বিশেষ এক সৌভাগ্য যে, আমরা এ সময় জন্মিয়াছি। এ সময় জন্ম গ্রহণ করা কি চেষ্টায় হয়, না সাধন ভজনে হয়? শুভ ক্ষণে আমরা হয়েছি। এক শতাব্দী পূর্ব্বেও আমরা জন্মিতে পারিতাম, কি এক শতাব্দী পরেওত জন্মিতে পারিতাম, ইহার কিছুই ত দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু তুমি অত্যন্ত দয়ালু তাই এ জীব গুলিকে বিশেষ সৌভাগ্যরত্নের হার গাঁথিয়া ইহাদের গলায় পরাইয়া দিলে। বলিলে ধন্য ধন্য তারা, যারা বঙ্গদেশে আমার বিশেষ কৃপার সময়, নববিধানের সময় জন্মেছে। আমরা বিশেষ সৌভাগ্যশালী। বিশেষ প্রেমের লীলা দেখাতে লাগিলে ভক্তের হৃদয়ে। বাহিরে বাণ বর্ষণ হইতেছে, লোকে গালাগালি দিতেছে, কিন্তু হরি-নামবাদীরা ভিতরে ভিতরে রত্ন কুড়াইতেছে। শুভ ক্ষণে আমাদের জন্ম। নবধর্ম্মে ধার্ম্মিক যাঁরা, তত্ত্বজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা এমনি বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, এদের জন্মের সময় শুভ তারা ছিল, তাই এত বিপদে, গালাগালিতে, ঝড়ে এরা অবসন্ন হইল না। এরা তবে এদের জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ কিছু একটা কৃপা দেখিবে। আমরা কজন নববি-

ধানবাদী এ সময় কেন জন্মিলাম? তুমি ত অনায়াসে ৫০০ বৎসর পরে আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিতে পারিতে। আসিয়া দেখিতাম, সব চলিয়া গিয়াছে, নববিধানের পূর্ণিমা গিয়াছে, জ্বলন্ত প্রত্যাদেশের সময় গিয়াছে। তখন কাঁদিতাম। আমাদের পরে যারা আসিবে তারা ইতিহাস পড়িয়া সব জানিবে, শুনিবে, কিন্তু দেখিতে ত পাইবে না। কেন আমরা অন্য দেশে জন্মিলাম না? কেন আমরা এ দেশে এ সময় জন্মিলাম? ধন্য মার প্রেম। সকলি মার খেলা। সময়ের মাহাত্ম্য না বুঝিলে শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে পারিব না। এই কলিকাতায় কলিযুগে অবিশ্বাসীরা টাকা সুখ সম্পদ দেখিতেছে, বিশ্বাসীরা ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিতেছেন, স্বর্গের পুণ্যশান্তি দেখিতেছেন। এই যে মহাতীর্থে আমরা কেমন করে আসিলাম কিছু জানি না, কিন্তু প্রেমময়ী, কপালে অনেক সুখ লিখিয়াছিলে, তাই বাঁচাইয়া রাখিলে, বৎসর বৎসর নূতন নূতন সুধা খাওয়াইলে। নববিধানের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কীর্ত্তি দেখেছে, এদের তুমি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর। শ্রীমতী, পৃথিবীতে আমরা স্বর্গ দেখিলাম, এখানে বসে হরির কথা শুনিলাম, হরির শ্রীমুখ দেখিলাম, অবিদ্যার ঘন আঁধার দূর হইল, আর চিত্তাকাশে হরিসূর্য্য উঠিলেন; নবরশ্মি বিস্তার করিলেন। পরকালের বিষয় সন্দেহ ছিল পূর্ব্বে, এখন পরকাল ঘরের ভিতর। নববিধানবাদীদের জন্য পরলোক এখানে

এলো। পাছে অবিশ্বাস বিভ্রম সন্দেহ হয়, তাই পরদাটা খুলে দিলে, ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গকে সাজিয়ে, ডালি সাজিয়ে গুটিকতক হৃদয়ের পুতুল তাতে দিয়া আমাদের হাতে হাতে সঁপে দিলে। জয় জয় শ্রীহরি। তাঁর কাছে প্রার্থনা করিলে এরকমই হয় বটে। নগদ নগদ হাতে দিলে। ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ সকলে এসে বাড়ীর ভিতর বসিলেন। ভাইদের বুকের ভিতর বসাইলাম। এই ঘরের ভিতর বেদ, পুরাণ, ভাগবত, ললিতবিস্তর, বুদ্ধদেব, সব আছে। এই-খানে তুঘণ্টা সাধন করিলে সব দেখিতে পাবে। কাশী বৃন্দাবন, জগন্নাথক্ষেত্র, ঈশা মুষার তীর্থ, সব এখানে। বনবাসীর আশ্রম চাও এখানে বসো। দূরে যেতে হলো না, সব এখানে। প্রেমময়ী, কি আনন্দে আনন্দিত করিলে, কি সুখে সুখী করিলে, কি সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান্ করিলে, বলিতে পারি না। কি দয়া করিলে এই ছেলেদের প্রতি। হরিভক্তদের মধ্যে অধম যারা তাদের তুমি দয়া করিলে, শুভ ক্ষণে আনিলে। মা দয়াময়ী, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আর কি কি করিব, এই যে মাহেন্দ্র ক্ষণে জন্ম দিয়াছ, ইহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেব। আমরা দেখে শুনে ধন্য হলাম। হে দেবী, হে করুণাময়ী, যখন এত কৃপা করিলে, তখন যেন প্রাণের ভিতর এ সব মনে থাকে। এ সব রত্ন যেন হৃদয়ে থাকে। এখন নিজগুণে কিছু হয় না। এখনকার সময় এই, যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া

যায়। পাপভারাক্রান্ত নৌকাখানা বেগে চলিয়া যাইতেছে। ধন্য বঙ্গদেশ, ধন্য বঙ্গবাসী। হে মঙ্গলময়ী, হে কল্যাণ-দায়িনী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, এই যে সময়ের মাহাত্ম্য, আমরা দর্শন, শ্রবণ, ধ্যান, আলোচনা করি, এবং তুমি যে এই শুভ ক্ষণে জন্ম দিয়াছ, এই বিশেষ কৃপা স্মরণ করে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা দিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, মা, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মময়ত্ব।

৩১ অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পিতা, ব্রহ্মবান্ হয়েও হইতে পারিতেছি না। এ সঙ্কটে কিরূপে উদ্ধার পাইব? শুনিয়াছি বিশ্ব ব্রহ্মময়, অগ্নি জল বায়ু সব ব্রহ্মময়। শুনিয়াছি যত জড় আছে, হরি তোমাতে পরিপূর্ণ। আমরা যে তোমাতে পরিপূর্ণ পাত্র, ঘট যেমন জলে পূর্ণ। এরূপে পূর্ণ আছি কি নাই, সে বিষয় সন্দেহ হয়। এই দেহমন পাত্র হরির দ্বারা পূর্ণ আছে কি? ব্রহ্মকে হৃদয়ে রাখি, কিন্তু মনে শত ছিদ্র, ব্রহ্মবারি থাকে না। যাঁরা ব্রহ্মভক্ত, তাঁরা সে সব ছিদ্র বন্ধ করেন, ব্রহ্মবারি পূর্ণ থাকে। তাঁরা ব্রহ্ম ভাবেন, দেখেন। যোগী ঋষিরা জঞ্জাল অপবিত্রতা দূর করে সাধন

যারা পাত্র দুটি খালি করেন, তার পর অনুতাপের জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করেন, এবং নির্ম্মল ব্রহ্মবারিতে পূর্ণ করেন। স্বচ্ছ সাধুর দেহ মনের পাত্রে স্বচ্ছবারি দেখা যায়। আমরা সংসারের আধার হয়ে বসে আছি। সংসারের চিন্তা ভাবনা জঞ্জাল ময়লা জল সব ইহার ভিতর। আমরা যদি ভক্ত হই, খুব করে দেহ মনকে পরিষ্কার করে হরিরসে পূর্ণ করি। দেহ মন হরিতে ডুবে গেল। দেখিলেই বুঝিব আমি হরিময়। আমি এই পাত্রে হরিনামরস রাখিয়াছি, হাজার হাজার লোকের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিব, স্ত্রীপুত্র পরিবার খাবে। আর কিছু নাই দেহে, খালি হরি, হরির ভরাট হইয়া গিয়াছে। প্রাণটা যখন খুব ব্রহ্মপ্রেমরসে পূর্ণ হইয়াছে, যখন উথলিয়া উঠিল, তখন চক্ষু দিয়া জল পড়িল। লোকে বলে অশ্রুজল, তা ত নয়, প্রেমরসের উচ্ছ্বাস বহিল। প্রাণটা ব্রহ্মময় হয়ে চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বহিল। হরিভক্ত বুঝিলেন, এত দিনের পর আমার নদ নদী সাগর সব উথলিয়া উঠিল। হে প্রেমসিন্ধু, ভিতরে ভিতরে নববিধানের ভক্তদের হৃদয়ে কল পাতিয়া দিয়াছ, নল দিয়াছ, সে নলের প্রেমের মহাসমুদ্রের সঙ্গে যোগ রয়েছে। যোগে বসিলে সে জল হু হু করে আসে। প্রাণেশ্বরী, সে আনন্দের সময় খুব শান্তি সুখোদয় হয়। যোগ ধ্যান অর্থ প্রেমের উচ্ছ্বাস। তোমার প্রেমের সমুদ্র থেকে জল আস্‌চে, সে জল উথ্‌লে পড়্‌ছে, আমার

তোমাতে গিয়া মিশ্‌চে। তুমি আপনাতে আপনি মিশ্‌চ। আমি কেবল একটা জলের কল। আমি কেবল একটা নল। ভরাট কর যদি পূর্ণ হই, নতুবা ছিদ্র দিয়া সব পড়ে যাবে। ইচ্ছা হয় আমাদের দলের লোকেরা ব্রহ্মময় হয়। চক্ষে জল দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে মনে, ব্রহ্মজলের জোয়ার হয়েছে। চক্ষু সাদা দেখিলে বুঝিলাম যে প্রাণে ভাঁটা হয়েছে। আমি জলে সাঁতার দিতে চাই, আমার প্রকাণ্ড শরীর মন। এ সমান্য জলে স্নান করে কি হবে? এর চেয়ে বড় বড় সাধন চাই। হরিরসে সর্ব্বদা না ডুবিলে হবে না। শ্রীহরি, তোমাতে যাঁরা স্নান করেন তাঁরা ধন্য। উপাসনায় স্নান না করিলে দেহের পাপ কলুষ যায় না। হরি-নামের সরোবরে ডুবিতে হইবে। সেই অবস্থা চাই। যোগ ভক্তিতে সিদ্ধ হয়ে স্থির হই। দেহটি ভরাট করি। হরিনামরসে পূর্ণ হই, আনন্দে ডুবে থাকি, ভিতরে পূর্ণ, বাহিরে পূর্ণ। শ্রীহরি, ব্রহ্মবান্ না হলে, পরিপূর্ণ না হলে, তৃপ্তি হয় না। আধখানা পাত্র খালি থাকিলেও হইবে না। আমার প্রাণ সর্ব্বদা ব্রহ্মপ্রেমরসে ভিজে থাক্। সংসারের বড় উত্তাপ, সব শুকিয়ে যায়। যদি গঙ্গার মত হই, সর্ব্বদা স্রোত বহিবে। জলে ভেসে আছি, ডুবে আছি, তা হলে দুঃখ পাপ থাকিবে না, পাপ দুঃখ যা আসিবে, জলে ভাসা-ইয়া দিব। স্রোতে সব ভেসে যাবে। তবে যথার্থ ব্রহ্ম-সাধনে সুখ আছে। হরি পূর্ণ করে দাও। পূজা অর্চ্চনা

সাধন সার্থক হবে, যদি ব্রহ্মবান্ হই। হরি, কবে এমন শুভ দিন হবে যে আমরা দেহমনকে তোমাতে পূর্ণ করিয়া রাখিব। চক্ষে হরি, বুকের ভিতর হরির পাদপদ্ম, মাথায় হরি, হরিনামরসে ভিতর পূর্ণ। শ্রীহরি, তোমার চরণামৃতে জীবশরীরকে অভিষিক্ত কর, স্নান করাও, আসল জল-সংস্কার এই। হে দয়াময়, হে মঙ্গলময়, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার নামামৃতরসে পূর্ণ করে, ভরাট করে, তার ভিতর ডুবে থাকি, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

প্রার্থনা।

[কমলকুটীর।]

তিনে এক গুরু।

১লা নবেম্বর, ১৮৮১।

হে পরমপিতা, হে আমাদের আচার্য্য সদ্গুরু উপ-দেষ্টা, আমাদের একটি মত আছে যে আমরা তোমার মতে চলি। এ মত মুখের মত হতে পারে আবার কাজের মত হতে পারে। তুমি একমাত্র আমাদের সদ্গুরু। আমরা কি খাব, কি পরিব, লোকের কাছে কি রকম ব্যবহার করিব, কি পড়িব, কি পড়িব না, পরের উপকার কি রকম করিয়া করিব, কিরূপে তোমার পূজা করিব, হরিনাম সাধন কিরূপে করিব, কি করে হৃদয় পবিত্র করিব—এ সকল কথা, গুরু, তুমি ঠিক করে দেবে। আমরা চাই যে তোমার মতে চলিব। একটি করে দেবে, আর আমরা তোমার মতে চলিব। একটি দল কলিকাতায় প্রস্তুত হচ্চে যারা কাহারও মতে চলে না কিন্তু ঈশ্বরের মতে চলে; আমরা পৃথিবীর কাছে এটা সিদ্ধান্ত করে দিতে চাই। কিন্তু তোমার মতে চলিতে সাধন করা অতি কঠিন। তোমার মত কি করিয়া

জানিব? প্রার্থনাতে, বিবেকের মধ্যে, যে সকল লোক তুমি এনে দেবে তাদের ভিতর, আর যে সকল পুস্তক তুমি দেবে তার ভিতর। গুরু হয়ে তিন জায়গায় তুমি প্রকাশিত। পিতা,পুত্র,পবিত্রাত্মা তিন,কিন্তু এক। গুরুর মত তিন প্রকারে তিন প্রণালীতে আসিতেছে। ইহাঁরা ঈশ্বরতনয়, ইহাঁদের ভিতর দিয়া যা আসে তা তোমার কথা। চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি নক্ষত্র লতা পাতার ভিতর দিয়া যা আসে তাও তোমার কথা। আর আমার অন্তরে পবিত্রাত্মার ভিতরে বিবেক কর্ণে যা শুনি, তাহা ব্রহ্মবাণী। তিন দিক্ দিয়ে শুনি, অথচ গুরু এক। পিতা বেদ, পুত্র বেদ, পবিত্রাত্মা বেদ, ত্রিবেদ। পিতা পুরাণ, সন্তান পুরাণ, পবিত্রাত্ম পুরাণ। তিন দিকে কাণ খাড়া করে রাখিতে হবে। তারে কি খবর এলো বিবেকের ভিতর দিয়া শুনিতে হইবে। তিন মত অথচ এক মত। তিন গুরু অথচ এক গুরু। মানুষ গুরু, পিতা গুরু, জয় গুরুজীর জয়। আমার গুরু চন্দ্র সূর্য্য পবন; মানুষ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক; আমার গুরু বিড়াল, কাক, গাছ লতা পুষ্প। আমার গুরুভক্তি, শক্তিপ্রেম। ছিলেন এক, হইলেন অনেক গুরু, তাঁর নাম ব্রহ্ম। দয়াসিন্ধু, মিনতি করি সকল গুরুর সামঞ্জস্য করে দাও। তোমার মতে কেবল চলিব মানুষের কথা এখানে চলিবে না। যা তুমি করে দেবে তাই হবে। গুরু, কথা কও, যার ভিতর দিয়া কথা বলিতে চাও বল। যার ভিতর দিয়া

বলিবে আমি তার পাদপদ্মে প্রণাম করিব। স্বর্গরাজ্যের কথা যার ভিতর দিয়া প্রেরণ কর আমরা নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিব। হে দয়াময়, কত ঘটনার কত অর্থ কে বলিতে পারে? তোমার কথা শুনিয়া চলিলে সব একমত হবে; বিবাদ থাকিবে না। সব কাজ ভাল করে চল্‌বে, নিখুঁত হইবে। দয়াময়, যখন পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হই, তখন মাচ কথা কয়, গাছ কথা কয়, ইঁদুর ছুঁচো স্বর্গ-রাজ্যের সংবাদ আনে। তাই করযোড়ে প্রার্থনা করি, হে দেবী, হে মঙ্গলময়ী, দয়া করে এ পাপী সন্তানদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন চিরকাল তোমার মতে চলিয়া শুদ্ধ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশার শোণিত পান।

২রা নবেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়াসিন্ধু, হে অনাথনাথ, সাধুদের প্রতি ভক্তি অনেকে করেন; কিন্তু ঠাকুর, সাধুর মত সচ্চরিত্র নির্ম্মল-হৃদয়, নির্ম্মলশরীর হওয়া বড় শক্ত। তোমার প্রেরিত ঈশা এ বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করে দিলেন। তিনি বলি-লেন, আমার মাংস আহার কর, আমার রক্ত পান কর। যখন তিনি এ কথা বলেছেন, তখন অবিশ্বাস করা যায় না।

তবে আমাদের শরীরের ভিতর আমরা তাঁহাকে মাংসের সঙ্গে মাংস রক্তের সঙ্গে রক্ত করিয়া রাখিতে পারি। তিনি বলেছেন, এই অপবিত্র নরকের দেহে সাধুকে রাখিতে হইবে। আমরা মুখে বলি আমরা ঈশার দূত, ঈশার প্রচারক, কিন্তু কাজে দেখাতে হবে তাঁকে আমরা খেয়েছি। সাধুকে খাদ্যরূপে আহার করিতে হইবে, জলরূপে পান করিতে হইবে, নতুবা হইবে না। এমন উচ্চ উপদেশ কে দিয়াছে যে পাপীর ভগ্ন তনু মেরামত হবে সাধুর তনু তার ভিতর এলে, আমাদের রক্ত গরল, তাতে সাধুর নির্ম্মল রক্ত এলে সব পবিত্র হয়ে যাবে। পাপ এলে জোয়ারের জলে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হে পিতা, সাধুর রক্ত যথার্থই আমাদের পান করা উচিত। এটা কথার কথা নয়। আগে লোকে সাধুকে ভক্তি করিত, এখন সে রকম নয়। এখন বড় শক্ত ব্যাপার, সাধুর রক্ত পান করিতে হইবে, সাধুর মাংস আহার করিতে হইবে, আমার অপবিত্র রক্তে সাধুর নির্ম্মল রক্ত ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িবে, সব পবিত্র হয়ে যাবে। দয়াময়ী, সেই রক্ত পান করাও, রক্তে পাপ ব্যাধি সব যাবে। নির্ম্মল রক্ত আসিবে, ঈশা মুষার বুকের সঙ্গে আমাদের বুকের সংযোগ থাকিবে, দিন রাত তাঁদের পবিত্র রক্ত পড়িবে। দয়াময়ী, বল দাও। হে দয়াময়ী, খুব জাগিয়ে তোল। রক্ত দাও, রক্ত না হলে বল হয় না। ঈশাদেহ যদি হতে পারি, এ বৃদ্ধ বয়সে জয়

জয়াময় বলিব, পাপশয়তানকে ভয় করিব না। আমরা রোজ যেন সাধুর রক্ত পান করিতে পারি। বুকের ভিতর ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ মুষার রক্ত রাখিব। বড় বড় লোকের পুষ্টিকর বলকর রক্ত ঢাল। হে মহাদেব, হে কল্যাণময়, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সাধুদের পুষ্টিকর নির্ম্মল রক্ত আমাদের ভিতর সন্নিবিষ্ট করিয়া দিন দিন পাপশূন্য হতে পারি, দেব, কৃপা করে এমন অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেবালয় দর্শন।

৩ রা নবেম্বর, ১৮৮১।

হে পিতা, হে হৃদয়ের রত্ন, তোমার দেবালয় যেন আমরা সকলেই চিনিতে পারি। তুমি নিরাকার হয়েও আপনার নামে পৃথিবীতে এক একটি গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, তন্মধ্যে ভক্তেরা তোমার আবির্ভাব দেখেন এবং তোমাকে পূজা করেন। সকল স্থানে তুমি আছ, কিন্তু বিশেষরূপে এই তিন স্থানে আছ। এই দেহ মন্দিরে আছ, বাসগৃহে আছ, আর সপ্তাহে সপ্তাহে ভক্তেরা যেখানে একত্রিত হইয়া তোমার পূজা করেন সেখানে আছ। দেহমন্দিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলে তোমারই যশ কীর্ত্তন করে। মনে করিব,

দেখ, ইহা তোমার দেবালয়। মনে করিয়া পরিষ্কার রাখিব। আর যে স্থানে বাস করি তাহাও পরিষ্কার রাখিব। কারণ সে স্থানেও তুমি আছ। হিন্দুদের নিকট কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির যেমন পবিত্র, আমাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের বাসগৃহ তেমনি পবিত্র হউক। এই গৃহে তোমার নাম হোক্, তোমার পূজা হোক্, ইহাকে সংসারের বাড়ী, বিলাসের বাড়ী মনে করিব না, ঠাকুরবাড়ী মনে করিব। নববিধানবাদীরা আপন আপন বাসগৃহকে দেবালয় বলিবে। এ তোমারি মন্দির। সকল ঘরে তুমি আছ। ঘরের জিনিষ পত্র টাকা কড়ি, বাগানের গাছ ফুল, পুস্তকালয়ের পুস্তক, বাড়ীর মানুষ গুলি সকলে তোমারি পূজা করিতেছে। বিশ্বাস করিতে দাও এ তোমার ঠাকুর বাড়ী। আর যেখানে সপ্তাহে সপ্তাহে মিলিত হইয়া তোমার পূজা করি তাহাকেত দেবালয় মনে করিবই, সেখানে তোমার পূজা করে অশান্তি অকুশল দূর হবে, হৃদয় মন পবিত্র হবে। সেখানে তোমার পুণ্যের আবির্ভাব দেখে পবিত্র হই। মানুষ সকল স্থান হইতে তোমাকে দূর করিয়া দেয়, কিন্তু আমরা নববিধানবাদীরা বিশ্বাস করিব, এই দেহমন্দির তোমার মন্দির, ইহাতে দিন রাত তোমার আরতি হইতেছে। গৃহমন্দিরে তুমি বিরাজিত, আবার তোমার প্রকাশ্য মন্দিরেও তুমি প্রতিষ্ঠিত। অধিকন্তু বিশ্বময় তুমি বিরাজিত। আকাশ তোমার মন্দির

তোমার দেবালয় গুলির সম্মান করিতে দাও, সকল মন্দিরে হোম পূজা যাগ যজ্ঞের ধূম ধাম হোক্। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সর্ব্বদা পূজা হচ্চেই। দেহ একখানি কাশী, গৃহ এক খানি বৃন্দাবন, সমস্ত বিশ্ব তোমার দেবালয়। দয়াময়, যেখানে যাব তোমার মন্দির গুলিকে সম্মান করিব, বিশ্বাস করিব। হে মঙ্গলময়ী, হে দয়াময়ী, কৃপা করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন সর্ব্বদা বিশ্বাসচক্ষে, ভক্তিচক্ষে তোমার দেবালয় দর্শন করে শুদ্ধ হই, মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার আগমন।

৪ ঠা নবেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমময়, হে অনাথনাথ, তোমার অঙ্গীকার সকল পূর্ণ কর। তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হউক। তোমাতে কিছুমাত্র অসত্য নাই। তুমি এক বার যা বল তা হবেই হবে। তুমি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যা এক বার অঙ্গীকার করেছিলে তৎসমুদয় পূর্ণ কর। তুমি যে বলেছিলে খুব কাতর অন্তরে ডাকিলে তুমি দেখা দাও। দশ জন মিলিয়া কাতর অন্তরে ডাকিলে তুমি সে দেশে আবির্ভূত হইয়া বহুকালের পাপ ক্ষয় কর। তুমি যে বলেছিলে,

মূর্খ জ্ঞান পাবে, দুঃখীরা টাকা পাবে, অন্ধ দেখিবে, বিপদে পড়িলে স্বর্গ হইতে আসিয়া রক্ষা করিবে; বিশ্বাসের নব রাজ্য বিস্তার হইবে। তুমি যে বলেছিলে, বঙ্গদেশে অলৌকিক ঘটনা সকল দেখাবে। কবে দেখাবে? তুমি যখন বলেছ, তখন এক সময় দেখাবেই। কিন্তু সময়ের স্রোত বয়ে যাচ্চে, মা আনন্দময়ী, এস, দেখাও না? তুমি যে বলেছিলে, পৃথিবীতে সকল ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হবে, তা কর না? প্রাচীন সত্য সকল উদ্ধার করিতে যাই-তেছি। যদি করিতে পারি তবে সকলেই তোমার কাছে দৌড়িয়া আসিবে, বলিবে, ভগবান্ বঙ্গদেশে এসেছেন। দোহাই প্রভু, নববিধানের সময় তোমার এক বার আসিবার কথা ছিল এস। দোহাই প্রভু, পৃথিবীতে তুমি চিকিৎসক হয়ে দাঁড়াও, আর দেশের কাণা খোঁড়া যত লোক আছে আসিবে তোমার কাছে। এই দৃশ্য দেখিতে চাই। এই বিশেষ সময়ে নববিধানের রথে চড়ে এস। হে প্রেমময়ী, এক বার এস, ঘর আলো করে বোস। বসে বল, "সেই যে আমি অঙ্গীকার করেছিলাম পাপীদের বন্ধন মুক্ত করিব তাই এসেছি।" এই বলে সকলের পাপ বন্ধন মুক্ত কর। হে প্রেমময়ী, এস, পৃথিবীর দুঃখীরা ডাকিতেছে, অঙ্গীকার পালনের সময় হয়েছে, মা, এস, মার কোলে যেমন ছেলে মাথা রাখে আমরা তেমনি করে থাক্‌ব। ভগবতী দুঃখ বিমোচনের জন্য আসিতেছেন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব।

লক্ষ্মী অন্নপূর্ণা আসিতেছেন সকলে প্রতীক্ষা কর তাঁর জন্য। হে মঙ্গলময়ী, হে কৃপাময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন শুভ সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করি, আর সেই সময়ে তোমার অনুগত হয়ে প্রার্থনা দ্বারা পাপ বন্ধন হইতে মুক্ত হতে পারি, মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মোঃ]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অন্য বাসনা নির্ব্বাণ।

৫ ই নবেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, অনাথবন্ধু, শাস্ত্রে আছে নির্ব্বাণ না হইলে মানুষের সুখ শান্তি হয় না, গতি মুক্তি হয় না। বিকারশূন্য আত্মা সেই, যার সব কামনার নির্ব্বাণ হয়েছে। ধনের কামনা, সুখের কামনা, কোনরূপ ইচ্ছা নাই। জীবনের আশা ভরসা সব শেষ করে, কামনার আগুন নিবাইয়া যোগীরা যোগে বসেন। আমরা অসময়ে পূজার অধিকার গ্রহণ করেছি। যে একেবারে সব শেষ করে বসে তার কামনার আগুনে জ্বলিতে হয় না, তার আর নিবৃত্তি হয় না, মন আর এ দিক্ ওদিক্ যায় না, পাঁচ কাজে যায় না। আমরা অসময়ে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হলাম। দশ রকম কামনা মনে রয়েছে। মন চঞ্চল, যোগ কিরূপে হবে? তাই শাস্ত্রে আছে একেবারে নির্ব্বাণ লাভ করে যোগসাধন

করিতে হয়। নির্ব্বাণ সাধন বড় কঠিন। একেবারে সব ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে হয়। অসার নীচ কামনা এক একটা করে সব চলে যাবে। কেবল ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মের আনন্দ স্পৃহণীয় হবে। তা হলে নিষ্কাম হয়ে তোমার পূজা করিতে পারি; আমরা তোমাকে পাইতে চাই, কিন্তু অন্য কামনাও আছে। হে দীনবন্ধু, যদি দয়া কর, তবে নিষ্কাম হতে পারি। তোমার যথার্থ ভক্তেরা কেবল তোমাকে চান, আর কিছু কি চান? তোমার মুখ দেখিলে তাঁদের সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়, তোমাকে পাইলে তাঁরা সব পান। অন্য বাসনা থাকে না। তাঁদের প্রাণের আমোদ কিছুতে কমে না। আমাদের মনে পাঁচ কামনা আছে তাই আমরা সুখী হতে পারি না। আমাদের মনে গৌরব সম্ভ্রম মান ইত্যাদি পাঁচ রকম কামনা রয়েছে। মনে কোন কামনা থাকিবে না কেবল ঐ চরণপদ্ম লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকিব। হে পরমেশ্বর, ভগবদ্ভক্তদের শ্রেণীতে আমরা প্রবেশ করিতে পারিলাম না। তাঁরা অন্য কোন ইচ্ছা করেন না, কেবল মুখে তোমার নাম। সব জিনিষ দেখিতেছেন ও সম্ভোগ করিতেছেন, কিন্তু প্রাণটি তোমার কাছে। হে হরি, তোমাতে মত্ত কর, যেন আর কোন বাসনা না থাকে। এক হরি ইচ্ছার বস্তু, এক কামনার বিষয় হরি, আর কোন ইচ্ছা থাকিবে না। একটি স্পৃহণীয় বস্তু কেবল ঐ, ইচ্ছাটী থাকিবে হরির চরণে।

মুখে এ সব বলিতেছি, কিন্তু কাজে করা বড় কঠিন। হে দয়াসিন্ধু, হে দীননাথ, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আর সকল বাসনা পরিত্যাগ করে, সকল ইচ্ছা কামনা অভিলাষ তোমাতে সম্বন্ধ করিয়া তোমাকে একমাত্র ইচ্ছার বিষয় করি, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতন মানুষ বাহির করা।

৬ ই নবেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমময়, হে করুণাসিন্ধু, সমুদয় ধর্ম্ম পূর্ন হবে তোমার এই নববিধানে। পৃথিবীর সব আশা ভরসা ইহাতে পূর্ণ হইবে। বেদ বেদান্ত পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে যা কিছু এর আগে বলা হয়েছে তা সিদ্ধান্ত হবে এই নববিধানে। যত ভক্ত যত উপদেশ দিয়াছেন তার পূর্ণতা হবে তোমার এই নববিধানে। রজনীর অন্ধকার চলে যাবে, দিবসের আলো আসিবে। পৃথিবীর এই বহু কালের আশা যে, ধর্ম্ম চিরকালই বিবাদের স্থল ছিল তার শান্তি হবে। আমরা শুভ ক্ষণে জন্মিয়াছি। সেই শান্তির দিন স্বর্গ হইতে আসিবে, সব পাপ তাপ যাবে। আমরা যতই এ ধর্ম্মের কথা ভাবি, বুঝি যে পৃথিবীর জন্য এ ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা যতই এ ধর্ম্মের

মহত্ত্ব দেখি, বুঝি যে আমরা কত অক্ষম। হে ঈশ্বর, এমন কঠিন ধর্ম্ম সামান্য লোকদের হাতে দিলে, স্বর্গের ব্যাপার কেন এমন অযোগ্য পাত্রে আসিল? অসাধুদের হস্তে অতি কঠিন স্বর্গের ধর্ম্ম ন্যস্ত হইল। কেন এরূপ হইল? কে বলিতে পারে? তোমার জ্ঞান লইয়া কে বিবাদ করিতে পারে? পিতা, আমরা তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানি না, ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহা বুঝাইয়া দিবে। হয় ত তোমার অভিপ্রায় এই যে, সামান্য লোক দ্বারা বড় কাজ কিরূপে সম্পন্ন হয় তাই দেখাইবে। বড় বড় থামের উপর বড় বড় এমারৎ হয়। বড় বড় লোকে বড় বড় ধর্ম্মের স্তম্ভ হয়। এবার তাঁদের পদরেণু মাথায় নিতে পারে না এমন সামান্য দুর্ব্বল লোকের উপর বড় স্বর্গের ভবন স্থাপন করিলে এই এক অলৌকিক ব্যাপার। যারা নিজে খেতে পায় না, তারা অন্যকে ভাল সামগ্রী খাওয়াবে। নিজে যারা শাস্ত্র জানে না, অপরের পক্ষে হয় ত তারা শাস্ত্র হবে। হয় ত বিধির নববিধির এই বিধি, যে সামান্য লোক দ্বারা বড় বড় ব্যাপার ঘটাবে। পৃথিবীর লোক বলিবে যোগী কৈ, ভক্ত কৈ, ঋষি কৈ? এত বড় ধর্ম্ম কে আনিল? মহাদেব কি মুটের মাথায় স্বর্গের রত্ন পাঠাইলেন? এ অনিয়ম এবার কেন হইল? পিতা, তোমার লীলা কে বুঝিবে? হরি, তোমার কাছে এই নিবেদন, দয়া করে তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে দাও। যদি অমার বস্তু থেকে

সার বস্তু কেমন করিয়া বাহির হয়, মুটের মাথায় স্বর্গের রত্ন কেমন করে থাকে তা দেখাবার জন্য মানস করে থাক তবে তাই কর। তবে আমাদের ক্ষুদ্রজীবন হইতে এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড সকল বাহির কর যে পৃথিবীর জ্ঞানীরাও আশ্চর্য্য হবেন। দয়াময় মহাপ্রভুর কি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড হয় কে জানে? গোবরের ভিতর হইতে পদ্মফুল হয়। সামান্য বাষ্প আর আগুনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাড়ি লইয়া যায়। সামান্য সামান্য লোকগুলি বুঝি ভারতের কলম টানিবে। হে ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই সকল ক্ষুদ্র দেহ হইতে নূতন মানুষ বাহির হয়। অণ্ডের ভিতর হইতে জীবাত্মা পক্ষী বাহির হইয়া মুক্তির সমাচার মুখে লইয়া দেশে দেশে উড়িয়া যাইবে। তুমি যাদুকর হইয়া নূতন বিধানে নূতন মানুষ আন। হে মঙ্গলময়, পাখী কেন এখনও ঘুমাইতেছে? তোমার সোণার পাখী, স্বর্গের পাখী এই লোহার খাঁচার ভিতর কেন এখনও ঘুমাইতেছে? পাখীকে বাহির কর, সে আপনার কার্য্য করিবে। এই সকল ভাঙ্গা দেহপাত্রে, দেহঘরে ভাল ভাল জিনিষ ভাল ভাল মাল লুক্কায়িত আছে। যাদুকরের ছড়ি আমাদের অসার রিপুপরতন্ত্র দেহ মনে ছোঁয়াও। এ গুলি ভেঙ্গে যাক্ আর ইহার ভিতর হইতে নূতন মানুষ বাহির হউক। হইয়া নব-বিধানের রথ টানিয়া লইয়া যাক্! এ মানুষগুলোকে যদি নববিধানের ধর্ম্ম বিস্তার করিতে দিলে তবে তাই কর। হে

মঙ্গলময়ী, হে কল্যাণময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন এই ভাঙ্গাদেহগুলি হইতে শীঘ্র নূতন মানুষ বাহির হইয়া আপনার কার্য্য করে এবং তোমাকে প্রভু বলে স্বীকার করে, পৃথিবীতে স্বর্গধাম সুখধাম স্থাপন করে, প্রেমময়ী, তুমি অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জাতকর্ম্ম।

৭ই নবেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, ভাবুকেরা তোমাকে মজার লোক বলেছে। আকাশে বসিয়া তুমি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহমণ্ডলী চালাইতেছ, কোন্ দিগে গতি কোন্ দিকে যেতে হবে সব বড় বড় কাজ নির্দ্ধারণ করিতেছ। গৃহস্থের বাড়ীতে কখন কি হবে, তাও তুমি করিতেছ। মনুষ্য জন্ম কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইহাতে নাস্তিকের নাস্তিকতা খণ্ডন করে। গৃহস্থের পর্ণকুটীরে মাতৃগর্ভে যে ছোট শিশু আসে, তাকে কে করে, কে রাখে, কে বাড়ায়, কে রক্ষা করে, এই গুলো যদি মানুষ ভাবে হতভাগা জীব ধার্ম্মিক হতে পারে। আমি ভাবি না, আমি হইলাম কেন, বাঁচিলাম কেন। একটা আস্তিকের বিদ্যালয় করেছ, তাহা নাস্তিকতা দমন করিবার জন্য। সন্তান যদি পৃথিবীতে

না হইত তবে আস্তিকতার যে একটা প্রকাণ্ড বেদ কেহ জানিত না। ছেলে খায় না মাতৃগর্ভে, অথচ বাড়ে, এ হেঁয়ালি কে বুঝিতে পারে। কোন্ যাদুকর কখন পেটে গিয়া তাকে বাড়ায় জানি না। সন্তানজন্ম-বিদ্যা পরা বিদ্যা শ্রেষ্ঠবিদ্যা। ইহাতে ভগবদ্ভক্তদের যথেষ্ট জ্ঞান হয়। যদি নাস্তিকের নাস্তিকতা দূর করিতে হয়, তা হলে একটি ছোট ছেলে তাকে দেখাতে হয়। হরি, এত বড় হলাম তোমার প্রেমের খেলা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। এক একটা ছেলে এনে দিয়ে বুড়োদের জ্ঞান দাও। করুণাসিন্ধু, সব তোমার মজার ব্যাপার। বিরলে বসে তুমি ছেলে গড়িতেছ। প্রাণেশ্বর, তুমি বড় বড় কাজ ছেড়ে পৃথিবীতে এ সামান্য কাজ করিতেছ কেন? না, এত সামান্য কাজ নয়। চন্দ্র সূর্য্য আকাশে স্থাপন অপেক্ষা একটা অমরাত্মার বাড়ী নির্ম্মাণ করা অধিক বড় কাজ। যত ভাল ভাল জিনিষ দিয়া অমরাত্মার বাড়ী করিতেছ। সে তাতে বসে বড় হবে, ভাল হবে, যোগ করিবে। পিতা, তোমার এই কারখানা শুনিলে খুব যেন ভক্তি হয়। সকলের ঘরে ছেলে হয়, ভক্তের ঘরে ছেলে হওয়া বড় সহজ ঘটনা নয়। উপাসনা হইতে হইতে একটি শুভ ঘটনা হইল, এতে মনে কত ভক্তি বাড়ে। পৃথিবীতে ছেলে না হলে বরং একটু নাস্তিক হইতে পারিতাম, কিন্তু ছেলে হলে আর নাস্তিক হওয়া যায় না।

হরি, ভক্ত কর। প্রেমিকের প্রেম কেহ লিখিতে পারে না। যখন ভক্তি একটু অবসন্ন হয়ে আসে অমনি একটা কাণ্ড করে ভক্তি আবার উদ্দীপন করে দাও। হে দয়াময়, হে মঙ্গলময়, আজ এই শুভ জাতকর্ম্মের দিনে তোমার চরণপদ্ম হস্তে ধারণ করি, শুভ দিনে সুসন্তানের জন্ম হইল, পিতা, দয়া করে, এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন গৃহস্থের বাড়ীর সকল অশান্তি দূর হয়, আর এই সন্তানশাস্ত্র যেন কখনও আমাদিগকে নাস্তিকতা অবিশ্বাসের পথে যেতে না দেয়। মা, দয়া করে এই বিনীত প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সংসারধর্ম্ম পালন।

৮ই নবেম্বর, ১৮৮১।

হে পিতা, হে বিশ্বমাতা, তুমি আমাদের সংসার চালাইবে, এই কথা ঠিক। আমরা আমাদের সংসার চালাইব না। কেন না ধর্ম্মসাধন করা যেমন কঠিন, সংসার করা তেমনি কঠিন। ধর্ম্মসাধন যেমন তোমার সাহায্য ভিন্ন হয় না, সংসার করাও হয় না। হে দয়াময়, এত বড় সংসারটা কেবল তুমি স্কন্ধে করিয়া চালাইতে পার, আমরা পারি না। তুমি সংসার সৃষ্টি করিলে।

সংসারী তুমি, সংসারপ্রতিপালক তুমি, রক্ষক তুমি। তুমি সংসারের ভার বহন কর আমরা জানি না। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যেমন বেদবেদান্ত আছে তেমনি সংসারসম্বন্ধেও বেদবেদান্ত আছে। কোথা হইতে পয়সা আসে, কে পয়সা দেয়, কোন্ পয়সা তোমার, কোন্ পয়সা তোমার নয় শয়তানের, কত পয়সা ব্যয় করা উচিত, এ সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। যা করা উচিত ছিল, করি নাই, যা বলা উচিত ছিল না, বলিয়াছি, যে বিষয় কৃপণ হওয়া উচিত ছিল না, হইয়াছি, যে বিষয়ে খরচ করা উচিত ছিল না, করিয়াছি। পিতা, বল কিরূপে আমরা সংসারের ভার বহন করিব। এটা যে বড় গুরু ভার ধর্ম্মভার। এ সংসার যত খারাপ করে চালাব পাপ হবে, যত ভাল করে চালাব পুণ্য হবে। এ কয়টা পরিবারের, এ সকল সংসারের ভার যারা মাথায় করে বহন করিবে, তাদের জন্য স্বর্গে উচ্চ আসন আছে। এ সকল সংসারকে যারা নিগ্রহ করে তাদের অধোগতি। সংসারের যথেষ্ট যত্ন করিতে হইবে। পিতা সংসার কি সহজ? তোমারি সংসার। আমাদেরত নয়। বরং উপাসনা সাধন করা সহজ, কিন্তু সংসার করা বড় কঠিন। কেমন করে সংসার রক্ষা করে পরলোকের সম্বল করিব, উপদেশ দাও। হে দয়াময়ী, হে মঙ্গল-ময়ী, দয়া করে বলে দাও কেমন করে আমাদের সংসার এবং অন্য সকলের সংসার ভাল করে গুচিয়ে এই

পরিবারগুলির মধ্যে সুখ শান্তি স্থাপন হয়। মা, তোমার চরণে এই বিনীত প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঐকমত্য।

৯ই নবেম্বর, ১৮৮১।

হে পিতা, হে দীনবন্ধু, একই মত, একই শাস্ত্র, একই বিধান, একই নিয়ম। আমারা ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে পারি না। যদি আমরা পাঁচ মত মানি, তবে প্রকারান্তরে পাঁচ দেবতা মানি। কারণ এক দেবতার পাঁচ রকম মত হইতে পারে না। আমরা বিবেককে তোমার অংশ বলিয়া মানি, সেই বিবেক যদি বিভিন্ন রকম হইল, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য যদি ভিন্ন প্রকারের মনে হইল, তবে ব্রহ্মখণ্ড ভিন্ন ভিন্ন হইল। তাহা হইলে বিপথগামী হইতে হয়, বড় অন্যায় হয়। একই মত, একই ধর্ম্ম। তুমি একমাত্র অদ্বিতীয়। তোমাকে আমরা মানি। তবেত আমাদের একমত হওয়া চাই। হে পিতা, তোমার ধর্ম্ম বাস্তবিক অখণ্ড। তাহা কেহ খণ্ড খণ্ড করিতে পারে না। আমাদের পাঁচ জনের যদি পাঁচ মত থাকে তা হলেত আমরা পৌত্তলিক। আমরা বলি তোমার আদেশে চলি, অথচ নিজের হুকুমে চলি।

তুমি বোস, আর আমরা তোমার চরণের কাছে কজনে বসি, তুমি এক কথা বল, আমরা সকলে শুনি, আর সেই রকমে চলি। নতুবা যদি পাঁচ জনে পাঁচ রকমে চলি, লোকে বলিবে এরা পাঁচ দেবতার পূজা করে। আমাদের সকলকে এক কর, একখানা কর। এক শরীর, এক মত, এক হৃদয়, এক আত্মা কর। ঐক্য দিনে দিনে বৃদ্ধি কর। এক হবার সময় এখন খুব অনুকূল মনে হয়। মতভেদ দগ্ধ করে ফেল। দয়া করে এক শুভ বুদ্ধি সকলকে দাও। আমরা এক জনের আশ্রিত। এক মত হবে, এক দিকে যাব সকলে, আমাদের মতভেদ হবে না। এক দেবতা তুমি, এক কথা বল, আমাদের সকলের হৃদয়ে তাহা একবারেই পড়িবে। যদি পড়ে তবেই আমরা ব্রাহ্ম নতুবা নয়, বিবেক পাপ পুণ্য লইয়া মতভেদ হইতে পারে না। আমরা এক মার সন্তান, কেন বিভিন্ন মত হবে। প্রেমময়, একপথে লইয়া চল। আমরা সত্য সত্য এক মার সন্তান তা যেন দেখাতে পারি। হে পিতা, বুদ্ধি পরিষ্কার করে দাও। আমরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়াবলম্বী, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষিত, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করি, শ্রীহরি, তুমি বর্ত্তমান থাকিতে আমরা পাঁচটা কল্পিত দেব দেবীর পূজা করিতে লাগিলাম? দোহাই দেব, যেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে খণ্ড খণ্ড করিতে না হয়, অখণ্ড ব্রহ্ম এসে সকলের হৃদয়ে বোস। আমরা যেন বুঝিতে পারি আমরা এক গুরুর শিষ্য, এক মার

সন্তান, এক ব্রহ্মের উপাসক। হে মঙ্গলময়, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন স্বেচ্ছাচার বিভিন্ন মত ত্যাগ করে এক মত, এক পথাবলম্বী, এক দেবতার উপাসক হই, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গৃহে সর্ব্ব ফললাভ।

১১ই নবেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমস্বরূপ তুমিত তোমার নববিধানের ঘর বাড়ী সব প্রস্তুত করিতে লাগিলে, সাজাইতে লাগিলে, দীননাথ, এই সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কীর্ত্তি এইখানেই সব দেখিব। আমাদের আবার কাশী বৃন্দাবন কি? এইখানে মা স্বয়ং সব করিতেছেন। নূতন নূতন ক্রিয়াকলাপ ব্রত উচ্ছ্বাস শত শত প্রেম কীর্ত্তি ভক্তচক্ষে প্রকাশ হইতেছে। আর কি বলিব, তোমার চরণে যেন মতি থাকে। এই ঘরে এক দিকে কাশী, এক দিকে বৃন্দাবন, এই ঘরে দেবালয় শিবালয়, এখানেই সব। হে প্রেমধাম, কি করিতেছ তুমি আমাদের এই বাড়ীতে, পাড়াতে, সহরে। বিশ্বাস খুব দাও তবেত মজা পাব। মা বলে ডেকে সুখী হই, মার ঘরে থেকে সুখী হই। মাকে দেখিতে আর কোথায় কোন্ দূরস্থ তীর্থে যাব? তোমার সহস্র তীর্থ এই বাড়ীতেই।

হে প্রেমময়, খুব দেখাও, তুমি এই দয়া কর যেন আমরা এই ঘরের ভিতর সব মোক্ষ ফল পাই। সব তীর্থের ফল, গঙ্গাস্নানের ফল, কাশী বৃন্দাবন ঈশাস্থান মুষাস্থান সব তীর্থফল এখানে পাই। এই বাড়ী কল্পতরু, যা চাব পাব, এমন বিশ্বাস করিতে দাও। ভক্তিরাজ্যের শোভা ঘরে বসিয়া প্রত্যক্ষ করিব। হে দয়াময়, হে মঙ্গলময়, যেন তোমার এই দেবালয়ের খুব সম্মান করে, কল্পতরু মূলে বসিয়া ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের ফল সম্ভোগ করিয়া ও প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হই, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কর্ম্ম যোগ।

১২ই নবেম্বর, ১৮৮১।

হে পরমপিতা, হে দীনদয়াল, অনেক কার্য্য আমাদের বাকি। একটুখানি ভাবিতে গেলে দেখি, সমুদ্র সমান কার্য্য বাকি। কার্য্যক্ষেত্র যে সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, অতি প্রশস্ত। যে সুখের কার্য্য দিয়াছ, তা যদি সংসাধন করিয়া যাইতে পারি, কত আনন্দ হবে, জীবন সার্থক হবে। এমন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তুমি জগতে বিস্তার করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরুদ্ধ করিয়াছ। আমরা যেন তা করিতে পারি।

তুমি আমাদিগকে সিংহের মত বল দাও। আমরা শুদ্ধ-কর্ম্মে দয়ার কর্ম্মে গৃহরক্ষা করিব, নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিব, দেশীয় বিদেশীয় লোকদের ভিতর তোমার কথা প্রচার করিব। আমাদের হাতে অসামান্য বৃহৎ কাজের ভার। যত এই কার্য্যের বিষয় ভাবিব তোমাতেই ডুবিব। কার্য্য-সাগরে ডোবাও যা, তোমাতে ডোবাও তাই। পৃথিবীর চারিদিক হইতে মধ্যে মধ্যে যে সংবাদ আসিতেছে তাতে বুঝা যায়, ভবিষ্যতে আমাদের জয় নিশ্চয়। হে প্রেমস্বরূপ, যে সকল সংবাদ আসিতেছে তাহা বলিয়া দিতেছে, আমরা কেন মিথ্যা বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টি করি, ভবিষ্যতে তোমারই জয়। নরনারী আনন্দসুধা পান করিবে, ইহা নিশ্চয়। আমাদের হাতে অনেক কার্য্য দিয়াছ। এ সকল কাজ আমরা করিয়া যাইব, ভবিষ্যতে তোমার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে। আনন্দের বাজার খুলিয়াছ। মা তোমার রাজ্য কবে আসিবে? কি কি কাজ আমরা করিব? মা, পরিশ্রমী কর, উৎসাহী কর। এই যে আনন্দের বাজার খুলিয়া ফেলিয়াছ ইহার ভিতর ক্রমাগত কেনা বেচা করিব। কত সৌভাগ্য আমাদের। যে দিকে তাকাইতেছি, দেখিতে পাইতেছি, অন্ধকার দুদিন, তার পর কেবল আলোক, পরীক্ষা দুঃখ অন্ধকার বিপদ, তার পর পৃথিবীর পরিত্রাণ। স্বর্গরাজ্য এস। হে পিতা, তোমার ইচ্ছা হয়েছে ভারতে স্বর্গরাজ্য বিস্তার হয়, এ জন্য এত আয়োজন। বুঝা যাই-

ভেছে এ কাজের ঝড়। কাজ কর্ম্ম কমাইয়া যে মত্ততা তাহা থাকে না। যোগের সঙ্গে গৃহধর্ম্ম, কাজের সঙ্গে আনন্দ মিশেছে। একতারায় যোগ ভক্তি মিশেছে। এ বৎসর বড় ধূমধাম, মা আনন্দময়ী, আমাদিগকে প্রস্তুত হতে বল। তোমার দরজার ফৌজ হয়ে দাঁড়াতে বল। তোমার দাস-দাসীরা খুব আনন্দ করুক যে, মা, তুমি হাত ভরা কাজ দেবে। জয় মা আনন্দময়ী, তোমার চরণে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া দি। হে প্রেমময়ী, হে আনন্দময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন এই উপযুক্ত সময়ের সুবাতাস বুঝিতে পারিয়া আমরা তোমার কার্য্য করিয়া কৃতার্থ হই, মা, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সার রত্ন সাধন।

১৩ই নবেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, হৃদয় মনকে আরো উচ্চ কর, উন্নত কর। যেখানে আমরা বসিয়া আছি, এ আমাদের স্থান নয়। আমরা যে ধর্ম্মকর্ম্ম করি তাহাতে অনেক ছায়া আছে, কল্পনা আছে। ঠিক সত্য রাজ্যে লইয়া যাও। এখনো যদি মন পরীক্ষা করি, অনেক বিষয় অসার দেখিতে পাই। জঞ্জাল পাপ আছে, তা ছাড়া অনেক কল্পনা আছে। আমরা

পাপ কল্পনা করি, রাগ লোভ দুঃখ সব কল্পনা করি। আমাদের রাজ্যের রাজার নাম সত্যবান্, প্রজারা আবার অসত্যবান্। আমরা রাজার নামে কেন পরিচিত হই না? আমরা কেন কল্পনাকে পক্ষ দিয়া আকাশে উড়িতে দি? সে উড়িয়া উড়িয়া নানাপ্রকার পাপ টানিয়া আনিবে। কল্পনাকে দমন কর আর শুদ্ধ কর। যেমন এখন মন্দপথে কল্পনা যায়, তেমনি আশীর্ব্বাদ কর যেন সত্য পথে যায়। আমার বন্ধু বান্ধব, টাকা কড়ী, এ সকলকে সার মনে করি। অসার সাধন করিলাম, হরিজগতে আসিয়া সার সাধন কবে করিব? যোগাসাধন করিতে করিতে কেবল সত্যটুকু রাখিব, আর সব ফেলে দেব। হরি হে, ধোঁয়া কোয়াশা সব দূর করে দাও, আকাশ পরিষ্কার কর। আন্দাজে আর যেন ধর্ম্ম করিতে না হয়। ঠিক জায়গায় বসাইয়া দাও। বুঝিতে পারিব ঠিক জায়গা বটে। হাত দিয়া বুঝিতে পারিব ঠিক ধ্যানভূমি বটে। পিতা তুমি সত্যবান্। তোমার পুত্রেরা সত্যবান্, কন্যারা সত্যবতী হউক। স্বর্গও কল্পনা অনুমান করিব না। পরিষ্কৃত সার সত্য দেখিতে দাও। অসার অভিলষিত স্বর্গ দেখিতে দিও না। সত্য সত্য এই ব্রহ্মধন সারধন বুঝিয়া লইব। ব্রহ্মবস্তু সুন্দরতম তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া সার সৌন্দর্য্য দেখিব। অসার সব বিলীন হবে। সূর্য্য উঠিয়া আলো হইলে যেমন কোয়াশা যায়, তেমনি অসার

গুলো সব যাবে। হে ঈশ্বর, অসার ধর্ম্ম তোমার প্রসাদে দূর করিয়া সার ধর্ম্ম করি। সার বলিতে দাও, করিতে দাও। অসার জিনিষ তাড়াইয়া দাও, আর প্রাণরত্ন, তুমি সার বস্তু হও। বুকে করি তোমায়। তোমার চরণ স্পর্শ করি। সার তুমি। চারিদিক্ সার। আমিও সার হইলাম। সংসার অসার। স্ত্রীপুত্র পরিবার কেবল মায়ার ফাঁকি। সার স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাই ভগিনী পিতা মাতা বাড়ী ঘর দেখাইয়া দাও। মায়া দূর হও। প্রেমময়, তোমার বাড়ীতে যা কিছু অসার আছে ফেলিয়া দাও। সার বাড়ী, সার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সার বন্ধু, সব সার। মন আমার বাঁশী বাজাও। দাউদের সঙ্গে মিশে সারাৎসারের গুণ গান কর। অসার হস্ত পদ বাড়ী পরিবার সব দূর হও। আমার দয়াময়ি মা, তুমি যেমন সারাৎসার তেমনি সকলি সার হউক। মা, তোমার সন্তান যেন আর অসারের দাস হয়ে না থাকে। হে মঙ্গলময়ি, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা অসার বিদায় করিয়া দিয়া সার রত্ন সারাৎসার যে তুমি তোমাকে সার বলিয়া সাধন করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করি, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্য ভিক্ষা।

১৪ ই নবেম্বর, ১৮৮১।

হে ভগবান, তুমি সেই যাঁকে স্মরণ করিলে হৃদয় কম্পিত হয়। এখনো অন্যায় করিব পাপ করিব? হৃদয়ে কলঙ্করাশি রাখিব? সব দিক্ বেশ সুবিধা হইয়াছে, কল্যাণের রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে, কিন্তু আমাদের হৃদয় মধ্যে অসুর বিনাশ, শুদ্ধতার রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, এ সব এখনো হইল না। পুণ্য না হইলে সকলি বৃথা। দয়া ভক্তি জ্ঞান সব থাকিলেও পুণ্য না থাকিলে সব মিথ্যা। খোল বাজাইলে কি হইবে? নৃত্য করিলে কি হইবে? পরিব্রাজক হইয়া দেশে দেশে বেড়াইলে কি হইবে, পুণ্য যদি না হয়। আমরা তোমার কৃপায় বাহ্যিক পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত হইয়াছি, কিন্তু ভিতর অবধি শুদ্ধ কি? তোমার অভিপ্রায় এই যে, যাদের তুমি ছুঁয়েছ, যে দেখিবে বলিবে সে নিশ্চয় খাঁটি। অপবিত্রতাকে তুমি অত্যন্ত ঘৃণা কর। তোমার সাধুদের হৃদয়ে স্বর্গ নৃত্য করে। তাঁদের হৃদয়ে স্বর্গের দেবদেবী সভা সাজাইয়া বসিয়া আছেন। তাঁদের কি পাপ থাকিতে পারে? পাপে সুখ আছে বলিয়া মানুষ পাপ করে। শুদ্ধতার সুখ যে অনেক উচ্চদরের সুখ। তোমার ভারি তেজ। সেই তেজটা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দাও, হৃদয় খাঁটি করিয়া

দাও। হে পিতা, তোমার স্বর্গীয় বাতাস প্রেরণ কর। তোমার পবিত্র নিশ্বাস আমাদের ভিতর প্রবেশ করাও। হৃদয়ে সেই নিশ্বাস সঞ্চালিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হউক। পবিত্রতাকে আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিতে দাও। সাধুতা অধিক যাঁদের তাঁরা আমাদের মধ্যে উচ্চ আসন পাবেন, আমাদের নমস্কারের পাত্র হবেন। সকলের চেয়ে বড় যিনি তিনি পবিত্র। আমাদের ভিতর পবিত্র জীবনের আদর্শ প্রস্তুত করে দাও। আসল পবিত্রতা আমাদের ভিতর হইতে পারিতেছে না। অসার জিনিষের জন্য মানুষ সুখ্যাতি পাইয়া শুদ্ধতার আদর করে না। জ্ঞান ভক্তি দয়া এ সব কিছুতে হবে না, পুণ্য চাই। মনুষ্যত্বের ভিতর দেবত্ব দেখাও। হে দয়াময়ি, হে মঙ্গলময়ি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা হৃদয়কে শুদ্ধ ও খাঁটি করিয়া কৃতার্থ হই, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্যে সাহস।

১৫ ই নবেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, অধমতারণ, তোমা হইতে হৃদয় যে বিচ্যুত হইবে, সে সম্ভাবনা কেন একেবারে বন্ধ করিয়া

দাও না। তোমা হইতে অন্য সুখ চাব, ইহা তুমি কৃপা করিয়া বন্ধ করিয়া দাও। এখনও যদি অধর্ম্মের দ্বার খোলা রহিল তবে এখনও পাপের সম্ভাবনা রহিল। যোগ ভক্তি এখনও কমিয়া যাইতে পারে, এখনও পাপ করিতে পারি। এই "পারি" কেন রহিল? কেন বলিতে পারি না যে "পারি না"? হে ঈশ্বর, তোমার রাস্তা ছেড়ে এক চুল এ দিক ও দিক হইলে শমন আসিয়া ধরিবে। তোমার সাধুদের সঙ্গে তোমার প্রেমের যোগ খুব হয়। তারাও তোমায় ছাড়ে না তুমিও তাদের ছাড় না। হে দীনবন্ধু, সকলকে লইয়া তোমার রাজ্যে যাইতে হইবে, পৃথিবীতে নববিধান স্থাপন করিতে হইবে, এত কাজ রয়েছে তবুও আমরা বলি, একটু একটু পাপ করিতে পারি। এখনও ভয় হয় যদি পাপ করি, যদি রাগ করি, যদি লোভ হয়, যদি যোগ ভক্তি কমে যায়, যদি আশা উদ্যম যায়। হে হরি, তোমার সন্তানদের এখনও এসব ভয় রয়েছে। এখনও রিপুপরতন্ত্র, অবিশ্বাসী, নাস্তিক, স্বার্থপর হবার ভয়, তোমাকে ছেড়ে যাবার ভয়? হে জননী, নির্ভয় কর। তুমি ভয়ের রাজ্য দূর কর। আত্মাকে খুব সাহসী কর। কি ভয় পাপ ভয়ে? দয়াময়ি, আর যেন ভয়ের রাস্তা না রাখি। আর যেন পাপ সংসার ভয়ে, যম ভয়ে ভীত না হই। সাহসী হই। সাহস করিয়া যেন বলিতে পারি আর কোন পাপ করিতে "পারি না।" এমনি সাহস দাও যে কিছুতে

টলিব না, পড়িব না। কোন ভয় যেন আমাদের বাড়ীতে না থাকে। এ সকল পাপ আমোদ জীবনে বাড়ীতে পরিবারে সংসারে পাড়াতে থাকিবে না। হে কৃপাময়ি, হে আনন্দময়ি, আমরা যেন তোমার চরণে শরণাগত হইয়া সকল প্রকার পাপ দমন করিয়া নির্ভয়ে পুণ্যশান্তির পথে বিচরণ করিতে পারি, মা, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরির সংসার চিরকল্যাণপ্রদ।

১৬ই নবেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়াসিন্ধু, তোমার সংসারে আছি ঠিক যেন দুর্গের মধ্যে আছি। তোমার বাসস্থান ভক্তের পক্ষে নিরাপদ দুর্গ। সেখানে বাস করিলে কোন প্রকার অকল্যাণ হয় না। সেখানে থাকিলে সাহস হয়, বীরত্ব হয়। তোমার বিশ্বাসী কিছুতে অবসন্ন হয় না। কিন্তু কর্ত্তব্য সাধন করে। সংসারের খাওয়া দাওয়া এক দিক, তোমার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন এক দিক। যদি সংসারের দিক অন্ধকার হয়, তা হলেও কি আমরা স্বর্গরাজ্য স্থাপনের দিকে উদাসীন হইব? তুমি বাহিরের সুখ সম্পদ দিলেই কি কেবল তোমাকে বিশ্বাস করিব? যদি খাঁড়া দিয়া কাটিতে এস সে খাঁড়া

চুম্বন করিব। যদিও তুমি আমাকে বিনাশ কর, তথাপি তোমাকে বিশ্বাস করিব। সংসারে যদি নানা প্রকার গোল-মাল হয়, একটুও যেন তোমার প্রতি অবিশ্বাস না হয়। আনন্দে সকল অবস্থায় তোমার পূজা করিব। আহার সম্বন্ধে, সংসার সম্বন্ধে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক এ কথা বলিতে হইবে। মানুষের ইচ্ছাত—সুখ পায়, ভাল করে সংসার চালায়, কিন্তু মানুষের ইচ্ছামত সুখ কি পায়? এই পরিবার কয়টির ভার তুমি লও, তুমি চালাও। এত দিন যে বন্দোবস্ত ছিল তাহাও থাকিবে না, যা কিছু সংসার সম্বন্ধে উপায় ছিল, তা বন্ধ হইল। কিন্তু যা যাবে যাক্, তুমিত যাবে না, তুমি ত ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি; অর্থের হানি, পরিবারের কষ্ট এ সকলে কি মনের চৈতন্য হারাতে পারি? আমাদের পৃথিবীতে থাকা পরের সেবা করিবার জন্য। নিজের সেবার জন্য নয়। সব যদি যায়, হরি-নাম সম্বল ঠিক রহিল। সংসার পরিবার কে জানে? হরি-নাম সম্বল, সার, এ বিশ্বাস কিছুতে যাবে না। তুমি যখন ভার লইয়াছ উপায় করিয়া দেবে। অন্ধকার পরীক্ষা আসে উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিবার জন্য। হে দীনবন্ধু, এই বিশেষ প্রার্থনা, এই পরিবারের কয়টি লোকের উপর তোমার মঙ্গল বর্ষিত হউক। পরিবার দেখিতে তত্ত্ব লইতে তুমি আসিবে। এ জন্য এই বিশেষ সময়ে এই নিবেদন, হে হরি; যদি আস্তে আস্তে সকল উপায় গুলি গেল তবে

তোমার মুখ দেখিয়া যেন সকল ক্ষতি পূরণ হয়, মা তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিপ্রেম পরীক্ষায় অটল।

১৭ ই নবেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, হে আশ্চর্য্য করুণা, তোমার কাছে আমরা আর কি ভিক্ষা করিব? যেমন রেখেছ চির দিন তোমার আশ্রয়ে, তেমনি রাখ চির দিন তোমার আশ্রয়ে। আমরা অনেক অবস্থায় তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বুঝিলাম, যে তুমি দয়াময় বটে। এমন পিতা, মাতা, বন্ধু, দৈনিক সহায়, শাস্ত্র, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি পাইলাম তবে যেন আর পাপ না করি, অন্য দিকে না যাই। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা বলিতে পারিব আমরা তোমাকে পাইয়াছি, জানিয়াছি। দেহ মধ্যে বার বার প্রমাণ পাইয়াছি যে তুমি কল্যাণ সাধন করিতেছ, দেহমন্দিরে তুমি জাগ্রত দেবতা হইয়া আছ। পরিবারের মধ্যে সংসারের অনেক বিপদ দুঃখ কষ্ট জানি। তুমি এই গৃহের গৃহলক্ষ্মী, তুমি আছ বলে সব অকল্যাণ বিপদ কেটে যায়। অন্ধকার, অকল্যাণ, শোক, দুঃখে তুমি মা হয়ে কল্যাণ

সাধন করিতেছ। যখন যা দরকার দিয়াছ, ও পাদপদ্মে অকল্যাণ থাকে না। যে জন তোমার আশ্রয় লয়, তার কি অকল্যাণ হয়? অন্তরালে মা হইয়া বসিয়া যা যখন করিবার দরকার করিতেছ, অপরূপ প্রণালীতে সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ। ঘরের ভিতরে বাহিরে সামাজিক বিষয়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক বিপদ এলো বটে, কিন্তু তুমি রক্ষা করিতেছ। পাখী যেমন পক্ষপুটের নীচে আপন ছানাকে বাচায়, তেমনি আমাদের ধর্ম্মমন্দির রক্ষা করিয়াছ। তোমার সুকোমল শিশুবিধানকে তুমি পৃথিবীর দুর্দান্ত রিপুকুল মধ্যে জননী হইয়া রক্ষা করিতেছ। তুমি পরীক্ষিত হয়েছ অনেকবার। আরো দয়ার পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছ। তোমার প্রেম অচল অটল, তোমার পরীক্ষা দিবার ভয় কি? দেহে সংসারে সমাজে তিন স্থানে তোমার দয়ার পরীক্ষা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। তুমি মা হয়ে পরীক্ষা দিতেছ তবে আর কেন অবিশ্বাসী হই, আমরা তোমার ঘরে বড় সুখে আছি। তুমি আমাদের ধর্ম্মের সংসারের বন্দোবস্ত বেশ করিয়া দিয়াছ, কোন দিকে অভাব থাকিতে দিলে না। এখন যদি আমরা পাপে মরি, সে আমাদের দোষে। তোমার চরণতলে পড়িয়া সুখে স্বচ্ছন্দে এত দিন কাটাইলাম তেমনি যেন তোমার চরণে চিরকাল থাকিতে পারি। হে দয়াময়ি, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার শ্রীচরণতলে চিরকাল থাকিয়া

সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাই। মা, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

জন্ম দিনে বৈরাগ্য ভিক্ষা।

১৯শে নবেম্বর, ১৮৮১।

হে পিতা, হে দয়াসিন্ধু হরি, জীবনে যেমন বয়স বাড়িয়া জীবন ক্ষয় হইবে, অনন্ত কাল মধ্যে সেইরূপ আমাদের বয়স বাড়িবে। এক এক বৎসর যাইতেছে কালের ঘণ্টা বাজিতেছে। কেউ বলে বয়স বাড়িতেছে, কেউ বলে কমিতেছে। প্রথম দিক দিয়া ধরিলে কমিতেছে; শেষ দিক দিয়া ধরিলে বাড়িতেছে। মানুষ বলে বয়স বাড়িতেছে, বালক যুবা হইতেছে, যুবা বৃদ্ধ হইতেছে; মানুষ আক্ষেপ করে যে এত শীঘ্র আয়ু ফুরাইতেছে, শেষের দিন এত শীঘ্র নিকটে আসিতেছে। কিন্তু বৃদ্ধি হ্রাস তোমার সম্বন্ধে কিছুই না। তুমি বৃদ্ধি ও মান না, হ্রাস ও মান না। সাধুতার বৃদ্ধিই তুমি চাও। আমাদের জীবন যেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে গণনা না করি। মৃত্যুর দিকে যাইতেছি কিনা আমরা ভাবিব না। স্বর্গের দিকে যাইতেছি কিনা তাহাই আমাদিগকে ভাবিতে দাও। ছিলাম মাতৃগর্ভে যাইতেছি সেই অনন্তকাল সমুদ্রের দিকে। যেখানে

সংসার নাই কিছু নাই সেই বৈরাগ্য সমুদ্রের দিকে যাই-তেছি। অতএব শরীরকে বৈরাগী কর। জীবনের নৌকায় চড়িয়া আনন্দ সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতেছি। এক বৎসর গেল, এক ঘাট ছাড়িলাম। আর এক বৎসর গেল, আর এক ঘাট ছাড়িলাম। যাইতেছি সেই স্থানে যেখানে অশরীরি আত্মা তোমার সঙ্গে মিশিবে। অতএব বৈরাগী কর। বৈরাগ্যের জীবন দাও। বয়সের ঘড়ি বেজে গেল, জন্মোৎসব স্মরণ করিয়া দিতেছে যে—"তোমার শরীর আছে থাকিবে না, তুমি যোগী ঋষি। ঋষি আশ্রম যেখানে সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। আয়ু বৃদ্ধিকে স্বর্গীয় পরমান্ন ভোজনের জন্য প্রস্তুত হবার দিন মনে কর।" আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে এক ঘাট ছাড়িয়া আর এক ঘাটে চলিলাম, বর্ষ হইতে বর্ষান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে চলিলাম, এক জন্ম শেষ হইল, আর এক জন্মে চলিলাম। এক লোক হইতে লোকান্তর প্রাপ্ত হইল। আজ ভিন্ন বৎসর, ভিন্ন জন্ম, ভিন্ন জীবন। এ সকল কথা শরীর সম্বন্ধে নয়, আমরা নববিধানের রথে চড়িয়া সুখের রাজ্যের দিকে অনন্ত পুণ্য ধামের দিকে স্বর্গের দিকে চলিয়া যাইতেছি। অতএব যিনি পরমান্ন ভোজন করিবেন, মনে করিবেন যোগ বৈরাগ্য পুণ্যের পরমান্ন ভোজন করিবেন, ইহা তার নিদর্শন। এই বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে শরীর বিহীন হইয়া যাই।

এক এক জন্মদিনে শরীর ভস্ম হইয়া যাক। সেই বৈরাগ্যের ভস্মে আত্মাকে ভূষিত করিয়া অনন্ত পুণ্যধামের দিকে চলিয়া যাইব। এমন আশীর্ব্বাদ কর। আমরা শরীরের বৃদ্ধি ভাবিব না। আমরা সেই সুখের রাজ্যের কথা ভাবিব। আমরা এই জীবন থাকিতে থাকিতে এমন জীবন সঞ্চয় করি যে জীবনের ক্ষয় নাই। হে আত্মন্, তোমার জীবন বৃদ্ধি হউক। তুমি অশরীরি হও। তোমার ঈশ্বর তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে তুমি শরীর বিহীন হও। যারা অমর তারা আর মৃত্যুর দিন গননা করে না। স্বর্গ তাদের চক্ষে, স্বর্গ তাদের বক্ষে, স্বর্গ তাদের হৃদয়ে। হরি, তুমি আমার বয়স, তুমি আমার বাল্য, তুমি আমার যৌবন, তুমি আমার বার্দ্ধক্য। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল, অতএব তুমি আমার বয়সের সাগর। আমার মৃত্যু নাই। জীবনের ক্ষয় নাই। ইহা মনে করিব। হে মাতঃ, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অশরীরি আত্মা হয়ে তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গৃহ লক্ষ্মী।

২০ শে নবেম্বর, ১৮৮১।

[ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা]

হে পরমপিতা, হে মঙ্গলনিধান, তুমি কোথায় থাক? তোমার বাসস্থান কোথায়? তোমাকে যখন য়িহুদীরাজ মূষা জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু তোমার নাম কি? তুমি বলিলে "আমি আছি" এই আমার নাম। যখন হিন্দু তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিলে আমি গৃহলক্ষ্মী, সন্তানের গৃহে আমি থাকি। তোমার নাম ধাম নাই, তুমি আছ, এই তোমার নাম। ঠাকুর আছেন; ঠাকুর, পুত্রের বাড়ী দেবালয় বা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কি হইবে, তোমার যথার্থ ঘর মনুষ্যের ঘর। তোমার সন্তানকে তুমি ঘর প্রস্তুত করিবার টাকা কড়ি দাও, প্রস্তুত হইলে সেখানে আসিয়া বাস কর। আত্মা জিজ্ঞাসা করে, "হে পরমাত্মা, তোমার সংসার কৈ?" পরমাত্মা বলেন, "সন্তান, তোমার সংসার আমার সংসার।" ঘরের লক্ষ্মীর জন্য বাহিরে গিয়া কে মন্দির নির্ম্মাণ করিবে? তোমার মন্দির গৃহে, যেখানে সংসারের কার্য্য হয়। যে খানে স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া সংসারের রীতি নীতি শৃঙ্খলা স্থাপিত করে। হে দয়াময়ি, আমাদের ঘর তোমার ঘর। কত নিকট হইলে তুমি। আকাশ ছাড়িলে কেন তুমি, বড় বড় মন্দির ছাড়িলে

কেন? সেই যে গরিব দুঃখী গৃহস্থ তার সঙ্গে থাকিবে বলিয়া। পুত্রবৎসল কন্যাবৎসলা তুমি। তুমি আকাশ লইয়া কি করিবে? ছেলে কাঁদিলে যার স্তনে ঝর্ ঝর্ করিয়া দুগ্ধ আসে তাঁর কি আকাশ লইয়া খেলা পোষায়? সেজন্য তুমি বলিলে, লক্ষ্মীর প্রেম প্রকাশ হবার মন্দির হউক মানুষের গৃহ। মানুষ বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইল, অমনি লক্ষ্মী আসিলেন। মানুষের সন্তান হইল, অমনি লক্ষ্মী আসিলেন। মানুষ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল, অমনি লক্ষ্মী আসিলেন। লক্ষ্মী আসিয়া শিশু পালন করেন। মা, তোমার স্বতন্ত্র ঘর হইল না। সন্তানের ঘরই তোমার ঘর হইল। তুমি বলিলে ছেলেকে ছাড়িয়া আমি আকাশে বসিয়া থাকিব তা হবে না। ছেলে মেয়েকে কে দেখিবে? কে তাদের কথা ভাবিবে? মার বাড়ী কোথায়? সব ছেলেদের গৃহদ্বার খুলিয়া গেল, অমনি দেখা গেল মা লক্ষ্মী বসে আছেন। জয় জয় মা লক্ষ্মীর জয়, লক্ষ লক্ষ শঙ্খধ্বনি হইয়া পৃথিবীতে লক্ষ্মীর আগমন ঘোষণা হইল। লক্ষ্মীকে আর কোথাও পাওয়া যায় না। কেবল সংসারের ভিতর। তুমি ছেলের সেবা করিতে লাগিলে। তুমি ঘরের লক্ষ্মী, স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিতে পারিলে না। ছেলের ঘরে আসিয়া বসিলে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত আজ বলিলেন তীর্থ হইতে আসিয়া মা লক্ষ্মী গৃহস্থের সংসারে বসিয়াছেন। যেখানে গৃহের কার্য্য হই-

তেছে, মা, সেখানে তুমি। আশ্চর্য্য প্রেম তোমার। ভোর না হইতে হইতে লক্ষ্মী ছেলের সংসার গুছাইয়া দিতে আসিতেছেন। তুমি চারিদিকে ঘুরিতেছ, কার সাধ্য অকল্যাণ করে। তুমি ছুঁইয়া সব শুদ্ধ কর, মানুষ সেগুলোকে অপবিত্র করে। * * *

মাকে ভালবাসিব।

২১ এ নবেম্বর, ১৮৮১।

হে নিত্যানন্দ, ভক্তিবিহীন মনে বড় কষ্ট। তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিব এমন উপায় কি নাই? তোমাকে ভালবাসিতে শিখিলাম না। মা বলে যে তোমাকে অন্তরের প্রেম দিতে পারিলাম না। পৃথিবীর সুখ এত বড় হল যে তোমার চেয়ে তাদের অধিক ভাল-বাসি। জঘন্য কুটিল মনের প্রেম, অপবিত্র পৃথিবীর অপ-বিত্র আমোদ মনের অনুরাগ আকর্ষণ করিল। হে প্রিয় পরমেশ্বর, ভালবাসিবার ক্ষমতা দাও। তুমি হও ফুলের মধু। শ্রীবৃন্দাবনের মত হও। তুমি পিতা হও, মাতা হও, বন্ধু হও, স্বামী হও, খুব প্রিয় হও, আত্মীয় হও। আমরা এক বার মনের সহিত তোমাকে ভালবাসিয়া সুখী হই। এ রকম শুষ্ক অবস্থা ভাল নয়। তুমি অত্যন্ত প্রেমের বস্তু।

ঘরের লক্ষ্মী কাছে এসে বস। মন প্রেমে উথলিয়া উঠুক। পৃথিবীর সকলের চেয়ে তোমাকে ভালবাসিব। প্রাণটা প্রেমে ডুবাও। তোমার ছেলেগুলিকে তোমার প্রেমে মত্ত কর। তোমাকে যদি তাহারা না ভালবাসে, তা হলে তাদের সব যাবে। তোমার ছেলেরা তোমাকে একটু একটু ডেকে সমস্ত দিন কাজে ব্যস্ত থাকে। সে রকম মত্ততা দেখি না। প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পড়ে আছে, এমন দুই পাঁচটা ভক্ত দেখাও। বৃন্দাবনে তোমাকে লইয়া খেলা করিব। তুমি কৃপা করিয়া কমলকুটীরে তোমার প্রেমের লীলা দেখাও। এই বাড়ীতে তোমার আশ্চর্য্য স্নেহের লীলা দেখে শ্রীবৃন্দাবন হবে। হে দয়াময়ি, মার রাজ্য স্থাপন কর আমাদের ভিতর। আমরা সব ছেড়ে তোমাকে নিয়ে থাকিব, হে মাতঃ বিশ্বজননি, একবার দয়া করে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শুদ্ধ দল।

২২ এ নবেম্বর, ১৮৮১।

হে দীনজনপ্রতিপালক, উত্তম উত্তম সাধু মহর্ষি জিতেন্দ্রিয় সচ্চরিত্র ব্রহ্মভক্ত আমাদের মধ্যে প্রস্তুত কর। চরিত্রের নির্ম্মল জ্যোতি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট কর। হে

পরমেশ্বর, মত হইতে চরিত্র বড়। বিদ্যা বুদ্ধি হইতে চরিত্র বড়; সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চরিত্র। ইহা তুমি আমাদিগকে জানিতে দাও। আমরা অনেক সময় তোমাকে লইয়া আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু মনে ভয় হয় যে পাপ-কলুষিত অঙ্গ লইয়া আনন্দিত হইয়াছি। পাপ করে লোকে সুখের জন্য। আমরা কেন পাপ করিব? আমরা কি বিলক্ষণ সুখ তোমার কাছে পাই নাই? তুমি পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছ, জীবন শুদ্ধ করিতে এখনও আমাদের অনেক বিলম্ব। যত দিন না শুদ্ধ চরিত্র সাধু আমাদের মধ্যে প্রস্তুত হইবেন, তত দিন আমাদের দলের গৌরব হইবে না। আমাদের ভিতর কয়েকটি সাধু সাধ্বী প্রস্তুত কর যাঁদের দেখিলে আমাদের মনে পাপ থাকিবে না। তুমি দল প্রস্তুত করিলে যখন, তখন তোমার অভিপ্রায় আছে যে চরিত্রের নির্ম্মলতা নিজের নাই অন্যের জীবন দেখিয়া তাহা লাভ করিব। পরস্পরের সঙ্গ পাইয়া ভাল হইব। তোমার রাজ্যে পরস্পরকে দর্শন করিয়া আমরা শুদ্ধ হইব। ভক্তের মন্দ দিক থাকিলই বা, সে দিক আমরা দেখিব না। কেবল ভাল দিক দেখিয়া ভাল হইব। দয়াময়, তোমার দল করিবার অভিপ্রায় পূর্ণ কর। শুদ্ধ দল প্রস্তুত কর। তোমার অভিপ্রায় ছিল যোগী দল, যোগিনী দল প্রস্তুত করিবে যারা ধর্ম্মেতে জীবন শেষ করিবে। পাড়ার স্ত্রী পুরুষেরা বেদ পাঠ করিবে, শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবে,

ধ্যান করিবে, সাধন করিবে। সাধু কর, দয়াময়। এদের মনে কুচিন্তা, রাগ, লোভ, পাপ আসিবে না; আমরা যেন পরস্পরের শাসনে শাসিত হই। একটা কুভাব এই পাড়ার লোকের ভিতর কোন মতে আসিতে পারিবে না। এই পাড়ার লোকদের এমন কর, যে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে ব্রহ্মসন্তান। পুণ্যের মত, ধর্ম্মের মত জিনিষ কিছু নাই, অতএব পুণ্য দাও, শুদ্ধ কর, খুব দণ্ড দাও। অনুতাপ করিয়া খাঁটি হই। সকলের ভিতর পুণ্য লুকায়িত আছে। দয়াময়, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সাধন বলে, তোমার নামের বলে হৃদয়ের ভিতর হইতে সেই পুণ্যধন বাহির করিয়া সাধন ও সম্ভোগ করি। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরোপকারের দায়িত্ব।

২৪ এ নবেম্বর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, হে অপার প্রেমসিন্ধু, আমরা প্রত্যেকে সহ্য করিব যতদূর সহ্য করা যায়, যত পরীক্ষা প্রেরণ করিবে। ধর্ম্মসাধন করিতে গেলে 'কল্যকার জন্য ভাবিব না' এই ব্রত পালন করিতে যত দূর কষ্ট সহ্য করিতে হয় আমরা করিব, কিন্তু পরের দোষের প্রতি আমরা উদা-

সীন হইব না। আপনি ঘরে বসিয়া দুঃখ বহন করিলে কি হইবে, আমাদের দুঃখে যদি অন্যের পাপ হয় তাহা হইলে কি হইবে। যাহারা দুঃখ পাইয়া বৈরাগ্য সাধন করে তাহারা ধন্য হইল, কিন্তু যাহারা দুঃখের কারণ হইল, তাদের যে পাপ হইল, কে তাদের বাঁচাইবে? এ জন্য এই প্রার্থনা যে, পরীক্ষায় পড়িয়া সমাহিত শান্ত থাকি, আর একটি প্রার্থনা এই, যে না জানিয়া দায়ী হইল, দুঃখের কারণ হইল, জীবের প্রতি দয়া করিল তার প্রতি ক্ষমা বিস্তার কর। পিতা, আমরা পরস্পরকে যে কষ্ট দিতেছি, পরস্পরের সুখের দিকে যে দৃষ্টি করি না, পরস্পরের রোগ শোক সম্বন্ধে যে যথোচিত কর্ত্তব্য সাধন করি না ইহার জন্যে তোমার কাছে দায়ী। যে যত পরিমাণে অন্যের কষ্ট রোগ শোক পাপের কারণ হইল তার সেই পরিমাণে ভোগ ভুগিতে হইবে। কিন্তু পরীক্ষিত ব্যক্তি যদি অন্যের দোষের প্রতি উদাসীন হইল তার নিষ্ঠুরতা দোষ হইল। যদি আমরা অন্যে আমাদের সর্ব্বনাশ করিলে ঈশার মত ক্ষমা না করি, আমাদের অপরাধ হইল। হে ঈশ্বর, সকলের যেন ভাল হয়, যারা অনেক দুঃখ দিতেছে তাদের মঙ্গল হউক। যে নিজের জন্য দোষী, পরের জন্য দোষী, ভাই ভগ্নিদের জন্য দোষী, তার নিমিত্ত শাস্তি তোলা আছে। পরের প্রতি যা কিছু অন্যায় করিতেছি তাহা তোমার পুস্তকে লেখা আছে। বিশেষতঃ যাহারা আমাদের আপ-

মার লোক, যাহারা আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাদের যত ভাসাইব তত নরকের নিকট হইব। আপনার লোককে, পরিবারকে, দেশকে, পৃথিবীকে যত কষ্ট দিয়াছি তাহার জন্য শাস্তি হইবে। তাই মহর্ষি ঈশা ক্ষমার ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন। আমাকে কষ্ট দিলে বলিয়া পরে কেন কষ্ট পাইবে। দীনদয়াল, নিষ্ঠুর প্রকৃতি দয়ালু হউক। জীবের প্রতি যারা উদাসীন, তারা খুব দয়ার্দ্র হউক. সকলেই যেন দুই মুষ্টি অন্ন আনিয়া ভাই বন্ধুদের মুখে দেয়। যারা কষ্ট আনিয়া দেয়, তাহাদের ভাল হউক। তাদের মন ভাল হউক, স্বার্থপরতা যাক, মন নরম হউক, পরের কষ্ট দেখিয়া আমরা যে মোচন করি নাই, সেই পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। যে প্রচারক দল পরের মঙ্গলের দায়িত্ব লইয়াছেন, তাঁহাদের পরের মঙ্গলের প্রতি উদাসীন হইতে দিও না। হে প্রেমময়ি, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলেই পরস্পরের প্রতি দায়ীত্ব লঙ্ঘনের পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরের মঙ্গলের জন্য যত্নবান্ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমের বন্ধন।

২৫ এ নবেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে নিকটস্থ সহায়, বন্ধন অনুভব করা যায় না, যতক্ষণ না বন্ধনে টান পড়ে। তোমার সঙ্গে বাঁধা আছি কিরূপে বুঝিব? যখন তোমার কাছে বসিয়া আছি প্রেমের বন্ধন বুঝিতে পারি না; কিন্তু যাই একটু দূরে যাই, টান পড়িলে বুঝিতে পারি বন্ধন আছে। আর যখন বন্ধন ছিঁড়িয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিতে যাই, বুঝিতে পারি, দয়াল হরি, প্রেমের বন্ধন কত দৃঢ়। আমি হরির কাছে বাঁধা, সহজে যাইতে পারি না। প্রেমের ঈশ্বর, হে শ্রীহরি, দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছ তুমি। আর খুলিয়া যাইবার যো নাই। পরীক্ষার অর্থ, বন্ধন লইয়া টানাটানি। ইহাতে ভক্তগণ বন্ধন বুঝিতে পারেন। আমি মনে করিতে পারি আমি বন্ধনবিহীন নির্লিপ্ত। তাই, পরীক্ষার ঝড় আসিয়া থাকে। তুমি আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছ। মা, তোমার সঙ্গে চিরকালের যোগ, এই বিশ্বাস করিয়া ধন্য হইতে দাও। হে করুণাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সঙ্গে যে আমাদের চিরকালের প্রেমের যোগ তাহা যেন আরো দৃঢ়ীভূত হয়, মা, এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিধন সর্ব্বস্ব।

২৬এ নবেম্বর, ১৮৮১।

হে করুণাসিন্ধু, হে দয়াময়, তুমি আমাদের ধন, তোমার নাম সাধকের ধন। মানুষের যত ক্ষতি হয়, তোমাকে পাইলে সব ক্ষতি পূরণ হয়। তোমাকে গাছ করিয়া হৃদয়ে পুতিলে সকল ফল ফলে। কেন না, তোমা হইতে টাকা কড়ি, ঘর বাড়ী সব। অর্থাৎ তুমি যদি আমাদের হও, আমরা সব পাই। এমন বিপদসাগর নাই, হরি নাম করিলে যা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। এমন দৈন্য নাই, যা থেকে উদ্ধার হওয়া যায় না। তবে কি সকল সময় মানুষের শুভবুদ্ধির দ্বার খোলা থাকে না? পাপ যখন শুভবুদ্ধির উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে, তখন আর উপায় থাকে না। তাই লোকে গরিব হয়। গরিব হলে কি আর উঠিবার উপায় থাকে না? তবে তোমার নাম ব্রহ্মধন কেন হইল? যেখানে তোমাকে পাইলে সকল বিষয় শুভবুদ্ধি খোলে, সেখানে ভয় কি? আমার দুষ্ট বুদ্ধি বিপদ দেখিলে, পরিবারের দুঃখ কষ্ট দেখিলে অবিশ্বাস করে। বলি, যে এত করিলাম তবু কষ্ট যায় না, তবে নিরীশ্বর পৃথিবী। আমরা যদি খেতে না পাই, বলব আমাদের পাপে। এত পাপ যে জ্ঞানচন্দ্র গ্রহণ হয়েছে। দুষ্ট বুদ্ধিকে কেবল ভয়। নতুবা কত উপায় পড়ে রয়েছে। নাস্তিক বুদ্ধি

বলে ঈশ্বর কিছু করেন না। কষ্ট কখন যাবে না, প্রচারক জীবনে সুখ সুবিধা কখন হবে না—নাস্তিক রসনা এই বলে। হে পিতা, চক্ষু থেকে চক্ষু নাই। প্রার্থনাতে কি না হতে পারে? হরি, তুমি আমার ধন, আমার মাণিক, রত্ন, জহর, পান্না, তুমি কি সত্য সত্য ধন নও, ধন বৈকি। এই যে বিশ বৎসর কি লইয়া রহিয়াছি? হরি, দুষ্ট বুদ্ধি আমাদের সর্ব্বনাশ করে। শুভ বুদ্ধি দাও আমাদিগকে। তোমার ভিতর আমার ধন সম্পদ সব আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে দাও। বিশ্বাস করি, যে বাড়ীতে প্রার্থনাধন আছে সে বাড়ীতে কিছুরই অভাব নাই। হে মঙ্গলময়ি, হে কৃপাময়ি, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাতে সকল ধন পাইয়া আমরা চিরকাল দুঃখ দারিদ্র্যকে তুচ্ছ করি, মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধান শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

২৭ এ নবেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়ালু ঈশ্বর, হে বর্ত্তমান বিধানের সুন্দর দেবতা, তুমি না আমাদের রাজা? আমরা না তোমার প্রজা? তবে ত এ রাজ্যের কার্য্য সকল তুমিই করিবে। এ দরবারের ব্যাপারে মানুষ হস্তক্ষেপ করিবে কিরূপে?

করুণাসিন্ধু, দলপতি, তোমার কর্ম্মচারী সংখ্যা তুমি বৃদ্ধি কর। কোন নরনারী যদি তোমার নিকট হইতে তোমার কার্য্যের ভার না লয়, তার জীবন শুষ্ক মৃত বৃক্ষের ন্যায় অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। তুমি কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত কর, তাহারা তোমার অনুগত হইয়া তোমার কার্য্য করিবে। হে পিতা, মিনতি করি যে, যদি তোমার নববিধানে রহিলেন, ইহাঁরা সকলেই যেন তোমার রাজ্যের কার্য্যে কিয়ৎপরিমাণে নিযুক্ত থাকেন। নির্জ্জন প্রেমিক, স্বতন্ত্র বৈরাগী, বিচ্ছিন্ন সাধক, ইহারা মৃত্যুর পথে দাঁড়াইয়াছে। হস্ত যদি শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, সুন্দর হস্ত পচিবে, নষ্ট হইবে, দুর্গন্ধ হইবে। যতক্ষণ হস্ত পদ শরীরে আছে, ততক্ষণ ভাল সুগন্ধ কর্ম্ম করিতে সক্ষম। হে ঈশ্বর, এ জন্য আমরা তুলনা করিয়া দেখিতেছি যে তোমার সমাজ, তোমার বিধান, একটি শরীর, ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানুষ। মানুষ যদি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ধর্ম্মসাধন করে, নববিধানের পরিত্যক্ত বস্তু হয়। হে ঈশ্বর, যোগই প্রাণ। যতক্ষণ অঙ্গ শরীরে আছে, ততক্ষণ প্রাণ। বিয়োগেই মরণ। তোমার বিধানের লোকেরা সাবধান হউক। যাহারা বিধানের কার্য্য করে, তাহারাই বিধানের লোক। আমরা যতক্ষণ ইহার কার্য্য করি, ততক্ষণ বাঁচি। কাজের যোগ গেলে বিধানবাদীর বিধানবাদীত্ব ঘুচিল। নির্ব্বোধ মনুষ্য বিধানের

কার্য্য ছাড়িয়া ধর্ম্ম করিতে, কাজ করিতে বাহিরে যায়। ওই প্রার্থনা করি, তোমার বিধানের এই বিশেষ অবস্থায় তোমার যতগুলি লোক আছে, কুড়াইয়া লইয়া বিধানশরীরের যথাস্থানে সংযুক্ত কর। যাঁর যে কাজ তিনি করুন। বিধানের সেবক হইব। বিধান ছাড়া চলিলে তিনি নির্জীব। বিধানের রক্ত আমাদের দেহ মনে আসিলে তবে আমরা জীবিত। আমি যদি বাহিরে গিয়া বৌদ্ধ মতে, কি হিন্দু মতে, কি মুসলমান মতে উপাসনা করি, তবে আমি মৃত নিষ্ফল শুষ্ক তরুর ন্যায়। পিতা, এ জন্য তোমায় ডাকিতেছি, তোমার কর্ম্মচারী তুমি স্থির করিয়া নিযুক্ত কর। প্রত্যেকের কার্য্য স্থির করিয়া দাও, বিধানের জিনিষ যিনি যা আদর করে দেবেন তোমার আশীর্ব্বাদ পাবেন। মা দয়াময়ি, যিনি যেখানে আছেন, তোমার বিধানের শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত কর। হে করুণাময় হরি, আমাদিগকে ডাকিয়া লও।

হিমাচল—নৈনীতাল।

সাধুনামও মিষ্ট।

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক।

হে দয়াময়, হে মুক্তিদাতা, হরিনাম মিষ্ট নাম, সাধুনামকেও তুমি কৃপা করিয়া মিষ্ট কর। সর্ব্বাগ্রে তুমি স্তবনীয়, পূজনীয়। তোমাকে পূজা নমস্কার সর্ব্বাগ্রে করিব। সর্ব্বস্রষ্টা তুমি, তোমার নিকট সর্ব্বাগ্রে পাপীর মস্তক নত হইবে, কেবল নত হইবেনা কিন্তু আমাদের আত্মার পক্ষে মিষ্ট আস্বাদন তুমি হইবে, যার আস্বাদনে আর সব তিক্ত বোধ হইবে। যখন তোমার কাছে বসিব মনে হইবে যেন সুধাপান করিতেছি, চক্ষু তোমার রূপরস পান করিবে, কর্ণ তোমার বাণীরস পান করিবে, হৃদয় তোমার সহবাসে অমৃত সাগর মধ্যে ডুবিবে; আত্মার মুখ নাই কিন্তু ঠিক বুঝিব আত্মা তোমার রূপরস পান করিয়া মুগ্ধ হইতেছে, তাহা হইলেই, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের প্রিয় হইলে, নতুবা প্রিয় হইতে পারিলে না। তুমি যদি প্রেমের বস্তু, আনন্দময় হরি হইলে তবে জগজ্জনের কর্ত্তব্য তোমাকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে। ঠিক যেমন মিষ্ট সমীরণ আসিতেছে, সুন্দর নদী সম্মুখে, সুমিষ্ট স্বরে পাখীগান করিতেছে এসব ভাবুকের নিকট প্রিয়, সেইরূপ তুমি

হবে। এ যদি না হইলে তবে তুমি প্রিয় হইলে না। আমরা পূজা করিলাম, তোমাকে ডাকিলাম কিন্তু একটি বাকি রহিল, তোমাকে মিষ্ট ভেবে সুখী হইলাম না। তোমার পূজা করিলাম কিন্তু সংসারে গিয়া দেখি তোমার চেয়ে অনেক মিষ্ট সামগ্রী আছে, স্ত্রী পুত্র পরিবার, টাকা কড়ি সব বেশ মিষ্ট, কিন্তু হরি আমার মিষ্ট হইলেন না। আমার হরির রূপ দূর থেকে দেখে কৈ মোহিত হইলাম? হরির কাছ থেকে সংবাদ এয়েচে শুনে কৈ প্রাণ গলে গেল? হরির নিকট হইতে সাধুরা এয়েচেন, তাঁদের দেখে কৈ প্রাণ মিষ্ট রসে অভিষিক্ত হইল? সে ব্রাহ্ম মূর্খ, যে কেবল উপাসনা করে, কঠোর বৈরাগ্য করে কিন্তু হরিকে নিয়ে তার প্রাণ সুখী হইল না। তবে কি তুমি আকাশের ন্যায় শূন্য পদার্থ, না পাথর? হরি নাম মিষ্ট জিনিস। কিন্তু তুমি মিষ্ট কৈ হইলে? সুধা কৈ হইলে? যত মিষ্ট সমুদয় ঘনীভূত হরির নামেতে, যে দিন ইহা বুঝিব সেদিন যথার্থ তোমায় পাইব। আর এটা যখন বুঝিব তখন তার সঙ্গে আরও একটা ভাব আসিবে। ঈশা আসিবেন, মুশা আসিবেন, যোগী ভক্ত সকলে আসিবেন। প্রথমে ছিল ঈশ্বর সাধন, তার পর হ'ল হরিনাম সাধন; তেমনি এখন আছে সাধু সাধন, ইহার পরে হবে সাধুনাম সাধন। একটি একটি সাধু, বীণার একটি একটি তারের মত মিষ্ট হবে, চিনির মত মিষ্ট হবে। তোমার ছেলেদের নাম

পিতার নামের জন্য প্রিয় হবে। কিন্তু হরি, আমরা যখন তোমাকেই মিষ্ট বলি ন', তখন তোমার সাধু-দের নাম আমাদের নিকট কিরূপে মিষ্ট হবে? আমাদের নিকট সাধু আর সুধা, সুধা আর সাধু এক কেন হইল না? আমার প্রাণ তৃষিত মৃগের ন্যায় কেবল স্বর্গের সুধা ও মিষ্ট রস পৃথিবীতে অন্বেষণ করিতেছে। হরি, আমার নিকট স্ত্রী পুত্র পরিবার, সংসারের বন্ধু এ সব মিষ্ট হইল, কেবল হরি, তুমি আর তোমার সাধুরা মিষ্ট হইতে বাকি রহিলে? আমরা তোমার ও তোমার ভক্তগণের সমাদর করি বটে, খাতির করি বটে, কিন্তু যখন তুমি অসীম সুধার্ণব হইবে ও তাঁহারা ছোট ছোট সুধার সরোবর হইবেন তখনই স্বর্গ পাইব। জীবন এমনি মত্ত হইবে যে নামেতে সুধা পাইব। যত যোগী ঋষি ও ভক্তগণ আমাদের প্রিয় হইবেন। আমার মধু তুমি হও হরি। তোমার পাদপদ্ম আমার নিকট মধুর ভাণ্ডার হউক আর তোমার সাধুগণ মধুর বিন্দু হউন। আমরা সুধামাখা হরিনাম করি আর তোমার ভক্তদের নামও বলি, আর মত্ত হই। অনেক মধু আছে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না। দেব, আমরা যেন কেবল উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত না হই, কিন্তু হরিনাম এবং সমুদয় সাধুগণের নামকে মধুর ন্যায় করিয়া পরিতৃপ্ত হই। হরি, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভ্যাস শত্রু, অভ্যাস মিত্র।

২৯ এ মে, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে কৃপাময়, অভ্যাস মানুষের শত্রু, আবার অভ্যাসই মানুষের মিত্র হয়। মনে করি যে—ঈশ্বর কোথায়, কেমন করে যোগী হইব। "কেমনে হইব যোগী আমি হে পাপে মলিন" ভাবিবার কথা অনেক আছে। কলিকাতা সহরে বাস, ধন সম্পদের মধ্যে থাকি, বড় লোকের সঙ্গে আলাপ রাখি, অনেক ভিড়ের ভিতর বাস। হে জগদীশ্বর, ইহাদের সঙ্গে অনেক দিনের পাপ, অন্ধকার, চিত্তবিকার; ইহার ভিতর যোগী হইব কিরূপে? যদি ভাবি, বিষয় ভাবি; যদি দেখি, বিষয় দেখি; সে অবস্থায়, হে হরি, ঐ গান করি "কেমনে হব যোগী আমি হে পাপে মলিন।" বিষয়ী মানুষ, বর্ত্তমান শতাব্দীর লোক, কেবল জড় জড় করে, তোমার সঙ্গে অধ্যাত্ম যোগ কিরূপে হইবে? যে জড়ের উপাসনা করিতে পারে, পৃথিবী ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া সে একেবারে সমাধিযোগে কিরূপে মগ্ন হইবে? অভ্যাস আমাদিগকে সংসারের দাস করিয়াছে। চক্ষু আর কর্ণকে বিষয়ের কারাগারে বন্দী করিয়াছে কে? অভ্যাস। আর যদি ইহার বিপরীত দিকে অভ্যাসকে লইয়া যাই, বার বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যোগে মগ্ন হইব, অন্য শব্দ না শুনিয়া চিদাকাশে দৈববাণী শুনিব, যদি বার বার এই ভাবি,

অভ্যাসবলে যোগী হইব। কেন হইব না? অভ্যাসে পাপী হইলাম, অভ্যাসে যোগী হইব। অভ্যাসে জড়দাস হইলাম, অভ্যাসে হরিদাস হইব। অভ্যাসে মায়ার দাস হইয়াছি, এবার অভ্যাসে সত্যের দাস হইব। দাও হরি, নৌকার পাল ফিরাইয়া দাও। অভ্যাস বিপরীত দিকে লইয়া যাও। আমরা কেবল সংসার ভাবি, তাতে কি আর যোগী হওয়া যায়? আর যদি কেবল তোমাকে ভাবি, তা হলে কি আর সংসারী হতে পারি? হে হরি, ঘোরতর ব্রহ্মের ঘনজ্যোতির মধ্যে যেন পড়ি। একটু যোগের নেশা হয়েছে যেন বুঝিতে পারি, জ্ঞান দিয়ে জ্ঞান পাইতেছি, ভক্তি দিয়ে প্রেম পাইতেছি ইহা যেন বুঝি। জ্ঞান দিয়া মনের মন, জ্ঞানের জ্ঞানকে টানিয়া আনিব, যোগী সন্ন্যাসী ইন্দ্রিয়াতীত হইব। জগদীশ্বর, তুমি যদি কৃপা করিয়া যোগী কর, তবেই হইতে পারি। যত শিখিয়াছি লেখা পড়া বিজ্ঞান, সব এ দিকে চালাব। সুশিক্ষা সহকারে আমি যোগের মধ্যে যাইব। কুসংস্কারের যোগ চাই না, কল্পনা নিয়ে খেলা করিব না, সত্য সত্য পরমেশ্বর তোমাকে অবধারণ করিব। একেবারে ডুবিতে চাই। জলে জল মিশিয়াছে এটা যেন বুঝিতে পারি। একেবারে ডুবে যাব, এমন করিয়া সাধন করিতে চাই যে শেষে অভ্যাসবলে আর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে চাহিব না। হরির দেশে গিয়া তাঁর বুকের ভিতর প্রবেশ করিব,

আর বাহিরে আসিব না। দয়াসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যে তোমার ভিতর গিয়া চির দিনের মত ডুবিয়া থাকিব, আর বাহিরে আসিব না, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরি শ্রেষ্ঠ চিত্রকর।

১৭ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২।

হে দয়াসিন্ধু, হে প্রেমস্বরূপ, তোমার হাত অত্যন্ত সুন্দর এবং সুনিপুণ। কত লোক পৃথিবীতে ছবি আঁকিয়াছে এবং আঁকিবে তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর তোমাকে বলি ; সহজ ভাষায় বলিতে গেলে তুমি একজন ছবিওয়ালা লোক। ঢের ছবি আঁকিয়াছ, ঢের ছবি আঁকিবে, সে সকল ছবির শোভা ভক্তজন মনোলোভা। আবার যিনি আঁকেন তিনি সমুদয় সৌন্দর্য্যের ঘনীভূত আধার। মনে যদি ভাব না থাকে, তুলিতে কেহ আঁকিতে পারে না। ভাবের ভাবুক তুমি, যখনি তুলি ধর আপনি ভাবের তরঙ্গ উঠে। এক চন্দ্রে কত লাবণ্যের প্রকাশ করিয়াছ, একটি একটি ফুলে কত শোভা করিয়াছ, সমুদ্রের তরঙ্গের উপর সূর্য্যের কিরণ ঢেলে দিয়ে কি সৌন্দর্য্য দেখাও, পাহাড়ের মাথার উপর গাছগুলি দিয়ে কি শোভা প্রকাশ করিলে, আকাশের উপর অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে কত শোভা করিলে,

পাখীর শরীরে কত রঙ্ ফলালে, এসব তুমি না করিলে চিত্রকর বলে কেউ তোমাকে মানিত না, ভাল বাসিত না। ভাবের ভাবুক তুমি, তোমার ভাবরস তুলি দিয়ে নির্গত হয়। সবই তোমার ভাবের খেলা, ঐ হাত দিয়ে যা করিতেছ সবই ছবি। যারা ছবি আঁকে, আঁকিবে বলিয়া আঁকে, কত চেষ্টা করে, কত পরিশ্রম করে; কিন্তু হরি আমার যা আঁকিতেছ সবই ছবি। আকাশ, জীব, জন্তু, গাছ সব ছবি, তার পর সব ছবি দেখে মানুষের ছবি দেখ্‌তে যাই একেবারে মোহিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাই। মুখ যেমন তাতে অবার তেমনি ভাব দিলে; কেমন যোগীর ছবি ঐ খানি, কেমন তেজস্বী ঐ খানি, কেমন ভক্ত প্রেমিকের ছবি ঐ খানি। আবার যাঁদের ছবিতে বৈকুণ্ঠধাম সাজান রয়েছে ঐ সব ছবিতে যত সুখের রঙ্ সুধারঙ্, পুণ্যের রঙ্ সব কেমন ফলিয়াছে। এক এক খানি আত্মা কত সুন্দর। এসব ছবি যে দেখেছে সে কি কথায় বলিতে পারে? তোমার মূর্ত্তি, তোমার সৌন্দর্য্য এই ছবি গুলিতে ঢেলেছ। যিনি জড়েতে, জীবেতে, মানুষেতে, দেবতাতে এত সুন্দর ছবি করিলেন না জানি তিনি কত সুন্দর। চিত্রকর পরমেশ্বর, ভাবের ভাবুক মহাদেব, তোমাকে কেন ভাবি না? তুমি আমার প্রাণকে সুন্দর কেন কর, আমার ভ্রাতার প্রাণকে সুন্দর কেন কর, আর ঐ বড় বড় মহাত্মাদের ছবি অত সুন্দর কেন কর? তুমি যা কর তাই সুন্দর, তোমার

সৌন্দর্য্যময় হাতে যা আঁক তাই সুন্দর। রোজই আঁকছ একটাও খারাপ হইল না। পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে শিল্প প্রদর্শন হয়, যারা ভাল ভাল ছবি আঁকে পারিতোষিক পায়, হরি, তোমাকে কেউ পারিতোষিক দেয় না। কে বোঝে তোমার ছবি, কে তোমার মহিমা বাড়াতে পারে? এক খানা ঈশার এক বিন্দু ক্ষমার মূল্য কে দিতে পারে? তোমার সুনীল আকাশের চন্দ্রের দাম কে দিতে পারে? ও রঙ্ ফলালে কে? লোকে বলে মহাত্মারা জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তা তো নয়, তুমি বিরলে বসে এক খানি ছবি আঁকিলে, আঁকিয়া পৃথিবীতে ফেলিয়া দিলে, আর ঈশার জন্ম হইল। গোপনে বসিয়া শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তি আঁকিলে, আঁকিয়া ফেলিয়া দিলে, ছবি খানা বাতাসে উড়াইয়া নবদ্বীপে ফেলিল। লোকে বলিল, মহাত্মা জন্মিলেন। তুমি কেবলই ছবি আঁকিতেছ, রোজ সকালে বাগানে বাগানে, পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া ফুল, ফল, গাছ এ সমুদায় রঙ্ ফলাইয়া বেড়াও। তোমার ঈশা, মুশা, চৈতন্য, সক্রেটিস্, গৌতম ইঁহাদের মুখে প্রেম পুণ্যের তুধে আল্‌তা রঙ্ তুমি দাও না? এ সব ছবি তুমিই কর ওহে কবি। তোমার হাতের ছবি অতি সুন্দর হয়। যদি প্রাণ ভাবুক হয়, তোমার বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অনেক নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। হে প্রাণেশ্বর, আঁক আঁক, আরও ছবি আঁক।

একটি কথা রাখিবে কি? আমাকে আর আমার বন্ধুদিগকে আঁক, নূতন করে আঁক। যোগের, ভক্তির, পুণ্যের রঙ্ দিয়ে আঁক। যেন সকলেই দেখিলে বলিতে পারে যে, এ শতাব্দীতেও পরমেশ্বর নূতন নূতন সুন্দর ছবি আঁকিতেছেন, জননী দয়া করিয়া তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমরা মহৎ হইব।

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২।

হে দয়ার সাগর, সর্ব্বাধিপতি, পরাৎপর, মহাদেব, গম্ভীর এই সকল পর্ব্বত, আরও গম্ভীর প্রকাণ্ড আকাশ, আরও গম্ভীর তুমি মহাদেব। ছোটকে বড় কর, ক্ষুদ্রকে মহৎ কর, চিরকাল করেছ। হে পিতা, এবারও কর। পৃথিবীর কতগুলি ছোট কীট আস্তে আস্তে পর্ব্বতের উপর এসেছে। ছোট ভাব এখানে নাই, নীচ হওয়া হীন হওয়া এখানে নাই। এ মহত্ত্বের স্থান। বড় বড় অভিপ্রায়, প্রশস্ত আশা, সুদীর্ঘ রুচি কামনা এই সকল এখানে থাকিতে পারে। নীচতা ক্ষুদ্রতা সেখানে, যেখানে আমরা ছিলাম। উচ্চতা ও মহত্ত্ব এখানে। হে দেবদেব, তোমার সিংহাসনের একদিকে মহত্ত্ব, আর একদিকে পরাক্রম, সম্মুখে অনন্ততা, পশ্চাতে অনন্ততা। তোমার মাথার উপর লেখা অনাদি

অনন্ত। আমরা চিরকাল ছোট ছোট বিষয় লইয়া আছি। মনে কেবল ক্ষুদ্র চিন্তা; আমি যে সংসারের কীট এখানে আসিয়াছি। আমি কি জানিনা যে আমি ভূমা পরমেশ্বরের দাস হইয়াছি, মহত্তের, অনন্তের আশ্রয় লইয়াছি, আমাকে কি ক্ষুদ্র সময় অধিকার করিবে? আমি এই ক্ষুদ্র জীবনে সুখ হইল কি দুঃখ হইল তাই ভাবিব? অনন্তের রক্ত আমার বুকের ভিতর, আমি ভাবিব অনন্তের রাজ্য কবে বিস্তৃত হইবে? মহাদেবের ধ্যানে সকলে কবে মগ্ন হইবে? কীটের মত ভাবনা এখনও কি আমার থাকিবে? কেবল এর মন্দ করিব ওর মন্দ করিব, কি খাব, কি পরিব এ সব নীচ ভাবনা চলে যাক্। মহাদেবের পদতলে মন বসুক। হৃদয় খুব প্রশস্ত হউক। মস্তক উন্নত হউক। ধর্ম্ম রাজ্য আসিল কি না, পৃথিবীর গতি হইল কি না এ সব ভাবিব। নতুবা আমার কাপড় খানি ভাল হইল কি না, আমার একটু অপবিত্র মুখ চটল কি না, এ সব কি হরির জনয়ের ভাবনা? হিমালয় আমাদিগকে বলিতেছে "নীচগণ, তোদের মন বড় হউক, নতু। মহাদেবের কাছে যাইতে দিব না। যদি পার্থিব বিষয় চিন্তা করিতে হয় নীচে যাও।" হে পরমেশ্বর, তোমাকে উপনিষদ্ আকাশ নাম দিয়াছে, ঠিক বৃহৎ আকাশ হাত নাই, পা নাই শরীর নাই এজন্য তোমাকে আকাশ বলে। হে আকাশ, আমাদিগকে আকাশের মত কর, ডোবাকে সমুদ্র কর; মহৎ, আমাদিগকে

মহৎ কর, একটি ছোট বাটিতে একটু খানি জল আছে তাকে নদীর ন্যায় কর তাহা হইলে সমুদ্রের দিকে যাইবই যাইব। হিমালয় এই করে যে মানুষের যোগ ভক্তির নদী নামাইয়া দেয়; শত সহস্র বৎসর চলুক সমুদ্র খুঁজিয়া লইবেই। মিশেছে গঙ্গা সাগরে, পড়েছে নদী সমুদ্রে — এই হইল যোগ। হিমালয়ে মন যোগী হয়ে শেষে নদী হয়ে চলে চলে ব্রহ্মেতে মিশে গেল। আর নীচ চিন্তা ভাল লাগে না, মহৎ হইব, ফকীর হইব, তোমার সেবা করিব, চক্ষের জলে চরণ ধৌত করিব। তোমার কাছে চিরবন্দী হইব। হে আকাশ, সন্তানকে গ্রাস কর, আমাদের বাস নিম্ন-ভূমি নয়। আকাশের সৃষ্টি যোগী ঋষির জন্য। আকাশে যোগী যোগ, এবং ভক্ত ভক্তি সাধন করিতেছেন। হরি, মনকে আকাশের মত করে তোমার ভিতরে যাইব। যে বিশ্বাসী হয় তোমাকে আকাশ মনে করিয়াও বস্তু বোধ করে, আর যে অল্প বিশ্বাসী হয় সে আকাশ মনে করে ভাবে শূন্য। আকাশে ব্যাপ্ত মহাদেব তাই দেখিব। মন সংসারের লোভ মোহ চিত্ত বিকার চিরকাল কি ভাল লাগিবে? সব ফেলে দাও, আকাশে উঠ। জীবন আকাশের ভিতর আকাশ হইয়া গেল, শরীর মন চক্ষু সব পবিত্র সূক্ষ্ম হয়ে গেল, পরস্পরকে দেখিব স্বচ্ছ কাচের মত হইয়া গিয়াছি, আকাশের মত হইয়া গিয়াছি, পাপের মোটা শরীর আর নাই। জ্ঞানের ভিতর জ্ঞান, আনন্দের ভিতর

আনন্দ, সত্যের ভিতর সত্য, পুণ্যের ভিতর পুণ্য হইয়া গিয়াছি। এ বড় শক্ত সাধন। জগদীশ্বর, আমি বড় নীচ, সংসারের সহস্র শৃঙ্খলে বদ্ধ, মায়ার রজ্জুতে বদ্ধ আমি কি এ সাধন করিতে পারিব? কিন্তু মহাদেব, তবু তুমি ডাকিতেছ, বলিতেছ, ওঠ্ এবার শূণ্যে নিরবলম্বন হয়ে বসিতে হইবে, আমার হাত ধর্ এই আকাশে বোস্। তখন স্থির হয়ে বসে গম্ভীর জমাট্ দেখিলাম, পূর্ণানন্দ পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ শক্তি আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিলাম। হে আকাশ স্বরূপ, আশীর্ব্বাদ কর তোমার ভিতর বসি; বিজ্ঞান এই শিক্ষা দিয়াছে যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ সকলকে আকাশ ধরিয়া রহিয়াছে। যে হরির হস্ত জড় রাশীকে ধরিয়া আছে সেই হরি আমাদিগকে ধরিয়া আকাশে রাখিলেন— কি শোভা। আমাদের আত্মাকে তুলিবে, কোথায় চলে যাব সপ্ত লোকের অতীত হয়ে চলে যাব। হে হরি, তোমার এই সন্তান গুলির হৃদয় যেন দিন দিন উচ্চতর হয় এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রকৃতিপুস্তক বন্ধু।

১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২।

হে জ্যোতির্ম্ময়, হে দয়াময়, সাধকের পুস্তক না লইলে চলে না। ধর্ম্মগ্রন্থ বিনা বিশ্বাসীর কিরূপে চলিবে? কি

পড়িবে কি ভাবিবে যাই মানুষ জিজ্ঞাসা করে অমনি তুমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে একখানি পুস্তক করিয়া তাহার সম্মুখে ধর। হে জগদীশ্বর, বই আছে, প্রকৃতি পুস্তক সাধকের খুব পাঠ করা উচিত, যে প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ রাখে সে আপনাকে বিকৃতিতে ফেলে, সুতরাং প্রকৃতির প্রাণ যে তুমি তোমাকে জানিতে পারে না ; যার প্রাণের সুর প্রকৃতির সঙ্গে মিলে না ব্রহ্মের সঙ্গেও তার মিলে না। বীর রস, করুণা রস যাহা কিছু আছে তোমার প্রকৃতি তাহার পরিচয় দেয়। প্রকৃতি পুস্তকের এক অংশে তোমার গৌরব, এক অংশে দয়া এবং এক অংশে সৌন্দর্য্য লেখা আছে। সেই পুস্তক যোগীরা পড়িতেছেন, পড়িতে পড়িতে ভাবে মত্ত হইয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন ; প্রকৃতি তুমি আর যোগী তিন জনে মিলে গেলে। আহা, ঈশ্বর, যোগীর মনোবাঞ্ছা যুগে যুগে পূর্ণ করিলে, কাঙ্গালের মনোবাঞ্ছা কবে পূর্ণ করিবে ? প্রকাণ্ড ধর্ম্ম পুস্তক পড়িয়া রহিয়াছে, কবে পড়িব ? যোগী যখন প্রকৃতির কাছে যান প্রকৃতি বলেন " যোগী, আগে আমার সঙ্গে সুর মেলাও তা না হলে ব্রহ্মকে পাইবে না। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ, সমুদ্র, বাগান, পশু, পক্ষী, এ সমুদয় লইয়া আমি বসিয়া আছি, একখানি সুর মিলাইয়া বসিয়া আছি, তুমি আমার নিকট বসিয়া এই সুরে লয় হইয়া যাও, তবে ব্রহ্ম দর্শন পাইবে। এ মধ্যবর্ত্তী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের

নিকট যাইতে পাইবে না।" আদি মহাপুরুষ বসিয়া আছ, মধ্যে এই সৃষ্টি, ইহাকে অতিক্রম করিয়া তোমার নিকট কেহ যাইতে পারে না। কুবাসনা এসে আমার একটা তার ছিঁড়িয়া দিল, রাগ এসে একটা তার টানিয়াদিল, লোভ একটা তার আলগা করিল, তাই বাজাতে গেলাম, প্রকৃতি নারদের বীণার সঙ্গে মিলিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলাম। এই যে মধ্যবর্ত্তী প্রকৃতি ইহার সহিত মিল না করিলে, মহেশ্বর, তোমাকে কেহ জানিতে পারে না। আমার মন, প্রকৃতি আর তুমি তিনখানি সুর এক করিয়া দাও। আমার জ্ঞান প্রেম প্রকৃতির জ্ঞান প্রেম, এবং তোমার জ্ঞান প্রেম মিলিয়া যাইবে। তুমি প্রকৃতিতে বোসো, প্রকৃতিতে তোমার প্রকাশ দেখি। অপ্রকাশ ঈশ্বর স্বপ্রকাশ প্রকৃতি আর আমার মন, তিনে এক হবে। মেঘে তোমার মহিমার ধ্বনি করিতেছে, আর আমার মন সংসার সংসার করিতেছে, ভাঙ্গা শব্দ হইতেছে। যে প্রকৃতির সঙ্গে সুর না মেলায় সে বিকৃত হয়ে যায়। টাকা কড়ির দৌরাত্ম্যে গোলমালে আমি রাগ করিতেছি আর প্রকৃতি শান্ত এজন্য মানুষ পারে না, এখন বুঝিতে পারিতেছি যোগীরা কেন যোগ পর্ব্বতে আরোহণ করিতেন। প্রকাণ্ড আকাশে, সূর্য্য, চন্দ্র, সুশীতল বায়ু এ সমুদয় যোগীর মনকে প্রকৃতির ভিতরে লইয়া যায়, তিনি ডুবিয়া যান। এজন্যে বুঝি যোগীরা ঊষা, নদ, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদির মহিমা গান

করিতেন। এখনকার লোকে ঐ সুরে শিক্ষা পায় না, সভ্যতার সঙ্গে সুর মিলাইতে যায়, প্রকৃতি রাগ করে ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। হে পিতা, ক্ষমতা দাও তোমার প্রকৃতিকে তুষ্ট করি, বিকৃতিতে মানুষ তোমাকে পায় না। হে পিতা, দয়া কর প্রকৃতির বিরোধী হইতে দিও না, প্রকৃতিকে বন্ধু করিতে দাও. চক্ষু মুদিয়া প্রকৃতিকে দেখি, দেখিতে দেখিতে মন উদাসীন হবে, ভাবের উপর ভাব আসিয়া শেষে ব্রহ্মসমুদ্রে লয় হইয়া যাইব। হে প্রকৃতির নাথ, তোমার প্রকৃতিকে তুষ্ট করিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া যেন তোমার ঘরে গিয়া কৃতার্থ হইতে পারি এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বর জ্ঞানবান্ বুদ্ধিমান্।

২১ জ্যৈষ্ঠ।

হে পরম পিতা, হে সন্তান বৎসল, প্রেম আমার, পুণ্য তোমার, ইহা আমরা অনেকে মানি, কিন্তু বুদ্ধি তোমার জ্ঞান তোমার, ইহা আমরা মানি না। তুমি খুব দয়াময়, আশ্চর্য্য প্রেমের আকর, মনুষ্যকে খুব ভালবাস, যদি কেউ ভারি পাপ করে, তাহাকেও তুমি ক্রোড়ে লও, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। তুমি দয়াতে মত্ত হইয়াছ, পুণ্যেতে উজ্জ্বল হইয়াছ, ইহা কে না মানে? কিন্তু একটি কথা মনে লাগে;

সাধারণ সাধকেরা একটি কথা মানে না। লোকের মনে হয় যেন তোমার জ্ঞান বুদ্ধিতে ত্রুটি আছে। মুখে এ কথা বলে না বটে, কিন্তু মনে এ রকম সংস্কার আছে। যদি বিশ্বাস করিতাম তোমার এমন বুদ্ধি আছে, যাহাতে তুমি আমাদের সংসার খুব ভালরূপে চালাইতে পার, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বস্ব দিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিতাম। আমরা জানি যে তোমার দয়া আছে বটে, কিন্তু মানুষ নিজের বুদ্ধিতে তোমার চেয়ে ভাল করে সংসার চালাতে পারে। তুমি যদি ভার লও, হয় ত অনেক বিষয় সুবিধা হবে না, হয় ত জ্ঞান উপার্জ্জনের পক্ষে বাধা পড়িবে, স্ত্রী পরিবারের অসুখ হইল, কত রকম বিশৃঙ্খলা হইল। সকলকে হয় ত একটু একটু দুঃখ দেবে, এই সব ভাবনা আছে এ জন্য মানুষ সমস্ত ভার তোমাকে দিতে কুণ্ঠিত হয়; ভয় হইল, বলিল যে "তাঁহার দয়া আছে বটে, কিন্ত বুদ্ধি নাই, তিনি সংসারের সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে মিশাইয়া চালাইতে পারেন না।" এ জন্য তাহারা সংসারের ভার আপনারা লয়, কেবল ধর্ম্মের ভার তোমাকে দেয়। পিতা, এইখানটা নব বিধানের সঙ্গে একটু গোল বাধে। আমরা পৃথিবীর নিকট এই বলি যে সব ভার হরিকে দিয়াছি, কিন্তু সংসারের ভার আপনারা লইয়াছি। এ মতে যে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হবে। কেন পিতা, আমি স্বীকার করিব না তুমি বুদ্ধিমান্? আমাকে মূর্খ জানিয়া

তোমাকে সুপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান জানাই ঠিক। আমার চেয়ে কি তুমি সংসারের ভার ভাল করে চালাতে জান না? আমার উচিত তোমাকে প্রেমে অনন্ত, জ্ঞানে অনন্ত. বুদ্ধিতে অনন্ত বলিয়া জানি। যুগে যুগে তুমি কি ভক্ত-দিগকে কখনও কাহাকে মজাইয়াছ? হরি, মনে হয় তোমার হাতে বড় বড় রাজ্যের ভার দিলেও সুচারুরূপে চলিত। তোমার মত রাজনীতিজ্ঞ কে আছে? আমরা যদি সমস্ত ভার তোমাকে দিতে পারি, তুমি বিশ লক্ষ লোকের ভার অনায়াসে চালাইতে পার। কিন্তু তোমার ইচ্ছায় চলিতে হইবে। তুমি যদি অন্ধকার কণ্টক বনের ভিতর দিয়া যাইতে বল, তাও যাইতে হইবে। পিতা, তোমার বুদ্ধির উপর যদি একান্ত মনে নির্ভর করিতে পারি, মঙ্গল ভিন্ন আর কিছু হইবে না। কিন্তু রাত্রিকে দিন মনে করিতে হইবে, যখন তুমি বলিবে, কষ্ট পেয়ে গেলে তার পর সুধা পাব। হরি, আমি কেমন করে তোমার চেয়ে আমাকে পণ্ডিত মনে করি? এই বিশ্বাসেই আমরা সকলে গেলাম। হে দর্পহারী, দর্প চূর্ণ কর। তুমি যেখান দিয়ে নিয়ে যাবে, সেখান দিয়ে যাব। হে কৃপাসিন্ধু, জ্ঞান বুদ্ধি সব তোমার হাতে ছাড়িয়া দি, দিয়া তোমার হাত ধরিয়া মঙ্গল ও কল্যাণের পথে চলিয়া যাই, এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রকৃতিই সামঞ্জস্য।

২২ জ্যৈষ্ঠ।

হে দয়াসিন্ধু, হে প্রেমস্বরূপ, হে স্বর্গীয় পিতা মাতা, আমাকে প্রকৃতির অনুগত কর। তোমার প্রকৃতি প্রেম, প্রকৃতি বিরোধ নয়। প্রকৃতি মিলাইয়া দেয়, অমিলন করে না। প্রকৃতির নাম সামঞ্জস্য, বিবাদ নয়। হে প্রেমস্বরূপ, ধার্ম্মিকেরা তোমার অনেক গুণের কথা বলিয়াছেন, এবং প্রশংসা করিয়াছেন; আমি তোমার এই একটি গুণ দেখি যে বিরোধ যেখানে, সেখানে তুমি মিলন। তুমি আপাততঃ বিরুদ্ধ বস্তুর মিলন কর। তুমি শান্তিসংস্থাপক, মিলনের প্রতিষ্ঠাকারী। পরব্রহ্ম, বাঘ এবং মেষকে তুমিই এক ঘাটে জল খাওয়াইতে পার। কাল সাদা, দুই রং লইয়াই ছবি করিতে পার। তোমাকে মিলনের প্রতিষ্ঠাকারী বলি কেন? প্রকৃতিতে কি কেবল সাদা রং, না সবুজ রং? সমাজে কি কেবল পুরুষ? প্রকৃতিতে কি কেবল নারী? যাঁর রাজ্যে সমুদ্র, তাঁর রাজ্যেই দাবানল; যাঁর রাজ্যে পর্ব্বত, তাঁর রাজ্যেই নদী। যাঁর রাজ্যে পুরুষ, তাঁর রাজ্যেই স্ত্রী। তোমার রাজ্যে প্রকৃতিই শান্তির ব্যাপার। আমরা যদি সংসার কি মন প্রস্তুত করি, হয়ত সব গোলমাল করি। হয়ত কেবল জ্ঞান, না হয়ত কেবল প্রেম করি। হয়ত গরম, না হয়ত ঠাণ্ডা করিব। প্রকৃতি বলি-

তেছে, "খালি প্রেম খালি জ্ঞান? পুরুষ কেবল পুরুষেরই মত। মেয়ে কেবল মেয়েরই মত? আমার স্বামী যিনি ব্রহ্মাণ্ডপতি, রাজাধিরাজ তিনি কি করেন, তাঁর রাজ্যে সকল বস্তু আছে, কিন্তু ঐ দেখ, বাঘ আর মেষ এক ঘাটে জল পান করিতেছে। তাঁর রাজ্য মিলনের রাজ্য।" দেখিতে পাই মুসলমান, হিন্দু, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানের ধর্ম্ম, মেয়ে পুরুষ, বালকের ভাব সব এক দিকেই চলে। জননী, আমি কি প্রার্থনা করিতেছি প্রকৃতি চাই, বিকৃতি চাই না, মিলন চাই, সন্ধি চাই। আমি চাই, যে কয়জন লোক নব বিধানের আশ্রয়ে আছেন, তাঁরা যোগী প্রেমিক, পুরুষ নারী বালক সব হইবেন। সূর্য্য, চন্দ্র, পাখী, জলের মাছ, বজ্রধ্বনি, সুমিষ্ট কণ্ঠ পাখীর গান, সমুদ্র আস্ফালনের তর্জ্জন গর্জ্জন, ছোট ছোট পাতার মৃদু শব্দ, এ কিছুরই সঙ্গে বিরোধ থাকিবে না। বৃদ্ধ প্রাচীন যোগী, এবং যে'ব সংসারের ভিতর থাকিয়া যে কাজ করিতেছে, পরিবারের সেবা করিতেছে, দুই জনের সঙ্গেই বন্ধুতা থাকিবে। লক্ষ লক্ষ পুস্তক পাঠ করিতেছে, প্রত্যহ বিদ্যা ও জ্ঞানের সাধন করিতেছে, তাহার সঙ্গেও বিরোধ হইবে না, আবার যে সব বই ছেড়ে দিয়ে কেবলই ভাবের ভাবুক হইয়া থাকে, উন্মত্ত হইয়া থাকে তাহার সঙ্গেও বন্ধুতা রাখিতে হইবে। এ সমুদয়ই প্রকৃতির মধ্যে জানিয়া কাহারও সঙ্গে বিরোধ রাখিব না। কিন্তু সকলকেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিব।

জ্ঞানী, প্রেমিক, কর্ম্মী যোগী চারি জনই আমার ভাই। আমার সঙ্গে কাহারও বিবাদ থাকিবে না। পাহাড়ের উপর যোগী, আর সংসারের সওদাগর দুই আমার বন্ধু। গ্রীসের পুরাতন পণ্ডিত আর আজ যিনি বিজ্ঞানবিদ্ জন্মাইলেন, এ দুই আমার বন্ধু। আমি প্রবল ঝড়কেও ভাই বলিব, আর শান্ত স্থির সময়কেও বন্ধু বলিব। কেন না প্রিয় পরমেশ্বর, আমি ত তোমারই। আমি যদি তোমার হইলাম, তাহা হইলে তোমার প্রকৃতির ভিতর আমার শত্রু কেহ নহে। সব আমার পিতার হস্তের কাজ। আমি এক অসাধারণ উদার প্রেমের ভিতর গিয়া পড়িয়াছি। ভূলোক, দ্যুলোক, শক্তি, কোমলতা জ্ঞান, যোগ কর্ম্ম, প্রেম, সব আমার বুকের ভিতর। ইহা যদি না হইল, তবে আমি নব বিধানের ভিতর নহি। তুমি সেনাপতি, আমরা তোমার অধীন সেনা, আমরা কি তোমার কথা শুনিব না? তোমার এই হুকুম, "সকলকে ভালবাস, দৃষ্টান্ত দেখাও শান্তি কুশল, উদার প্রেম কাকে বলে।" পিতা, আমি কেবল বুদ্ধির উদারতা চাই না, চরিত্রের উদারতা চাই, আর পরীক্ষিত হইতে চাই। যোগী, ভক্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী যাহাকে ভালবাসিতে বলিবে, তাহাকেই মস্তকে রাখিয়া নৃত্য করিব। সব তোমার রত্ন। তোমার প্রকৃতি উহাদের ভিতর অংশ অংশ হইয়া আছে, কিন্তু আমরা যেন প্রকৃতিকে অংশ না করি। যদি তাই করিব, তবে নব

বিধানের ভিতর কেন এলাম? তুমি আমাদিগকে বলি- তেছ, "কি আমার সেনা হয়ে শত্রুর শিবিরে প্রবেশ করিস্? আমার আজ্ঞা এই, তোরা পৃথিবীতে শান্তি মিলনের রাজ্য স্থাপন করিবি।" জয় জগদীশ জয়। তোমার প্রকৃতি- রাজ্যের সব গ্রহণ করিব। দেখিয়াছি প্রকৃতি যখন বীণা বাজান, সব সুর মিলাইয়া থাকেন। বিধানের ভক্তের প্রাণ মোহিত করেন। হায়, কবে এমন ভাগ্য হইবে যে, সকল সুর লইয়া একখানি সুর করিব, সকল ধর্ম্ম লইয়া এক খানি ধর্ম্ম করিব। পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে, বুড়ো সব হইব। আমাদের বেদ বেদান্ত শাস্ত্র এই যে সামঞ্জস্য হইবে। প্রকৃতির নিকট মনের দ্বার খুলে দেব। বাহিরের আকাশ, ভিতরের আকাশ এক হইল। চীন, আমেরিকা, প্রাচীন কাল, আধুনিক কাল, আমার প্রাণের ভিতর সকলের মিল। হে মনোহর ঈশ্বর, তোমাকে বড় সুন্দর মনে হয়, যখন তোমার ঐ শান্তি সংস্থাপক গুণটি মনে হয়। তুমি সব সুর মিলাইয়া এক কর। তাই নব বিধানের লোকেরা তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছে। এস মা, আমরা কাতর অন্তরে ভিক্ষা চাহিতেছি। পৃথিবী সাম্প্রদায়িকতাতে গেল। সব সামঞ্জস্য করে দাও। বুকের ভিতর জগৎ আন। প্রকৃতির সুর আর আমাদের সুর এক কর। হে দয়াময়, দয়া কর প্রাণ যেন প্রকৃতির সঙ্গে খুব মিলে যায় এবং তোমার সৃষ্টির সকলকে খুব ভালবেসে যেন

জীবন শেষ করিতে পারি, তুমি দয়া করে এমন আশী-র্ব্বাদ কর। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বৈরাগ্যে বাসনা বিনাশ।

৮ই জুন।

হে দীনজনপরিত্রাতা, হে মুক্তিদাতা, সেই রজ্জু রাখিতে হইবে, সেই বন্ধন রাখিতে হইবে, কিন্তু নূতন রজ্জু, নূতন বন্ধন চাই। তুমি আমাদিগকে যে দিন হইতে ব্রাহ্ম-সমাজে আনিয়াছ বলিয়াছ, সংসার ছাড়িও না, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম পালন কর। কিন্তু তোমার আদেশ এই, সেই পার্থিব অপবিত্র মায়ার রজ্জু থাকিতে দিব না। তুমি এই চাও প্রত্যেক মানুষ ফকির হবে। ফকির কি, ঠাকুর? তুমি ঐ বন্ধন রজ্জু বদলাইতে বলিতেছ। বলিতেছ, মায়ার রজ্জু ছিঁড়িয়া স্বর্গীয় সত্যের সোনার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধ। কথাটা শুনিতে সহজ, কিন্তু ইহার ভিতর শক্ত আছে কোন্ জায়গায়। বিবেকের অস্ত্র দিয়া যখন কাটি ভিতরে বড় লাগে। বাসনার রজ্জুগুলি আমাদের প্রাণের সঙ্গে যোড়া লাগিয়া গিয়াছে। সে গুলি কাটিতে হইলে বুক অবধি ছিঁড়িয়া আসে। তুমি বলিলে, বন্ধন থাক্. কিন্তু পুরাতন দড়ি গুলি কাটিয়া ফেলিয়া নূতন বন্ধন দ্বারা বাঁধ। পিতা, পুরা-

তন বাসনা কাটা বড় কষ্ট। নূতন মায়া হইত যদি সহজ হইত। ধন মান স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সকলের সঙ্গে মায়া রজ্জু দ্বারা কত কালের বন্ধন রহিয়াছে। যত টানি মনে হয় বুক ছিঁড়ে গেল। যদি বাসনার শিরগুলি এমনি করে প্রাণের সঙ্গে বাঁধা যে একটু হাত দিলেই প্রাণটা টন্ টন্ করে উঠে, কি হবে হরি? কিন্তু তুমি যে বলে দিয়েছ স্ত্রী পুত্র ধন সম্পদ সকলের বন্ধন একবার কাটিতেই হবে। তুমি মায়া বাসনা কখনই থাকিতে দেবে না। তোমার সুক্ষ্ম আজ্ঞা এই। এ যে ফকির হওয়া বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু কি করি। একবার মায়া ছাড়িতেই হবে। আত্মীয় বন্ধু, মা, বাপ, পুত্র, ভাই ভগিনী, সঞ্চিত ধন, যিনি হউন সকলকে একবার বলিতে হইবে যাও বেরিয়ে যাও। বাসনার শরীর তুই বাহির হইয়া যা। সংসারের পোকা, পৃথিবীর দাস, নীচ পামর বেরিয়ে যা। যত নষ্টের গোড়া এই শরীর। তাই ইহার উপর তোমার এত চোট্। বলিতেছ, "ওর উপর মায়া রাখিতে পারিবি না"। আপনার লোক বাড়ী, এই শরীর ইহা কি ছাড়িতে পারি, কিন্তু তুমি বজ্রধনিতে বলিতেছ সব কেটে ফেল। মেরে ফেল। বড় নিষ্ঠুর আজ্ঞা। হে ঠাকুর, ভয় করে; পারবো না বুঝি। কিন্তু প্রেমের রাজ্যে যাইবার ঐ এক উপায় আছে। নরবলি না হলে তুমি সন্তুষ্ট হবে না। এই মায়ার শরীরে স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী ধন সম্পদ একবার সব গুলি কাটিতে

হইবে। তার পর আবার সব নূতন হইয়া আসিবে। স্ত্রী আসিয়াই বলিবেন হরিনাম করিয়াছ ত? ধ্যানে মগ্ন হইতে পার ত? ছেলেরা আসিয়া বলিবে, এখনও তুমি অভক্ত রয়েছ? এখনও তোমার ভক্তি হয় না? জগদীশ্বর, চমৎকার সংসার হইল। সকলের চোকে মুখে নাকে কেবল হরি। সেই সংসার বজায় রহিল কিন্তু সে বাড়ী, সে স্ত্রী সে পরিবার নাই। এক মিনিটে সব বদ্‌লাইয়া গেল। আগে সকলে শত্রু হয়ে ছিল, এখন মিত্র হয়ে গেল। তারা আমাকে হরিনাম শেখাবে, বৈরাগ্য শেখাবে। আপনার লোকে জোর করে ধার্ম্মিক করিবে। হরি যার সংসার শুদ্ধ করেন, তার সংসার বিষের সংসার নহে। কিন্তু যেখানে হাড়কাঠ খানা বসান আছে নরবলি হয় ঐ জায়গাটা ভয়ানক। বড় ভয় করে, হরি, ঐ জায়গাটা পার করে দাও। একবারত কষ্ট নিতেই হবে। তার পর সব ভাল হবে। ঐ জায়গাটায় সকলে কাঁদচে, ভাই ভগ্নি মাতা পিতা, ভিতরের বাসনা সব কাঁদচে। তার পর যাই কান্না থামিল স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাই ভগ্নি ভিতরের রক্ত সকলে হাসে। হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদের ভিতরের বাসনাগুলি বৈরাগ্য অস্ত্রে কেটে ফেল এবং নববিধানের ভিতর সকলের সহিত নূতন পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপন কর এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিরাকারই সত্য।

২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২।

হে পিতা, হে দীনজনপালক, তুমি যখন কৃপা করিয়া আমাদিগকে এদেশের লোক করিয়াছ তখন ইহার ভিতরেও আমাদিগকে তোমার নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। অন্য দেশে জন্ম দিলে না কেন? এ সময়ে জন্ম দিলে কেন? ভাবুক যে, সে ইহার ভিতর হইতেও নিগূঢ়ভাব লইবে। অন্য দেশে পাহাড়ের এত আদর নাই। এ দেশেই আর্য্য জাতির মধ্যে ঐ ভাবটি বিশেষরূপে ছিল। কত ঋষিরা প্রাচীনকালে পর্ব্বতে তোমার আরাধনা করিতেন। হে পিতা, যদি আর্য্যকুলে আমাদিগের জন্মদিলে তবে সে কুলের গৌরব রাখিতে দাও। তুমি কিছুই অকারণ কর না। যখন আর্য্যকুলে আমাদের জন্ম দিলে তখন ইহার ভিতর তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। আমরা এ ঘটনাকে অগ্রাহ্য করিব না, আমরা আর্য্য জাতীয় লোক, অতএব আমাদের কার্য্য ভাব তাঁহাদের মত হইবে। এ দেশের লোক ভাবুক ও আধ্যাত্মিক। চিরকাল এ দেশে ঐ ভাব প্রবল হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশের লোকদিগের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা জড় ছাড়িয়া চৈতন্য গ্রহণ করেন। তবে কেন আমরা বলিব নিরাকার বুঝিতে পারি না। এ দেশের ঋষিরা এক হুঙ্কারে সংসার তাড়াই-

তেন। তখন ভিতরে সত্যের রাজ্য, পুণ্যের রাজ্য, ভক্তির রাজ্য, যোগের রাজ্য খুলিয়া যাইত। মাকড়সা যেমন শূন্যে জাল করে সেইরূপ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যজাতি আকাশে বাড়ী করিতেন, এবং সেখানে বিশ্বাসনির্ম্মিত অতি সূক্ষ্ম জালে বসিয়া থাকিতেন। এখনকার লোকেরা বিদেশীয় ভাব পাইয়া জড়াসক্ত হইয়া কেন বলে যে আমরা কেবল জড়ই দেখি, নিরাকার দেখিতে পাই না। কেন এদেশে একথা উঠিল? বড় দুঃখ হয়। পরম পিতার সিংহাসন, সাধুগণ, ধর্ম্ম, প্রেম, বিশ্বাস এ সমুদয় আধ্যাত্মিক। আমরা খুব জড়িয়ে এগুলোকে ধরে থাকিব। বুঝিতে পারিব যে ব্রহ্মপদার্থ খুব জাপ্‌টে ধরা যায়। আর জড় পৃথিবীকে ধরিলে ধোঁয়ার মত, কর্পূরের মত উড়ে যায়। সাধুদের শরীর বা বাহ্যিক লক্ষণ ধরা যায় না, কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র ও সদ্গুণ ধরা যাইবে। পিতা এজন্য তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি। দেশের গৌরব কেন চলিয়া যাইতেছে? আমরা কেবল জড় দেখি, জড় ধরি এ রকম কেন হইল? কাঙ্গাল হয়ে ভিক্ষা চাই, পূর্ব্বের গৌরব এনে দাও। "আধ্যাত্মিক রাজ্যই যথার্থ, জড় কিছু নয়।" একথা সকলে বলিতেছে আবার যেন শুনিতে পাই। আর আমরা যে কজন লোক নববিধানের মন্ত্রে প্রথমে দীক্ষিত হইয়াছি আমাদের আগে ও কথা বলিতে দাও। আমরা যেন বলি যে বুকের ভিতর ব্রহ্মপদার্থের গুরুত্ব অনু-

ভব করিতেছি, হরিকে যখন ভজনা করি মনে হয় সত্য সাধনা করিতেছি, কিন্তু জড় ধোঁয়ার তুল্য। হে পিতা, আমাদিগের নিকট জড় অপেক্ষা আধ্যাত্মিক রাজ্য বড় হউক। পুণ্য দাও প্রেম দাও, তাই নিয়ে বসে থাকি। প্রাণ জমাট হউক। সব চেয়ে সত্য তুমি হও। তারপর তোমার ভিতর যে রাজ্য আছে তাহা সত্য হউক। হে পিতা, আমরা যেন জাতীয় ধর্ম্ম রাখি। যাহা দেখা যায় না তাই দেখিব যা শুনা যায় না তাই শুনিব। অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী সন্তানগণ পিতার শ্রীচরণ ধরিয়া এই মিনতি করিতেছে, হে পিতা, হে করুণাসিন্ধু, তুমি যেমন জড় রাজ্য হইতে তুলিয়া পাহাড়ের উপর আনিলে, যেখানে চারিদিকে অনন্ত আকাশ বিস্তৃত, তবে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আকাশের উপর পূর্ণব্রহ্মকে খুব সৎরূপে দেখিয়া সত্য সাধন করিয়া খুব শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গিরিশিখরে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

(আয়ার পাটা)

২৬ জৈষ্ঠ, ১৮০২।

হে পূর্ণদয়া, অদ্য তোমার হিমালয় মনকে কেমন অপূর্ব্ব ভাবে আচ্ছন্ন করিতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র তুমি আজ বলিতেছ এত নিকটে যে, আসিয়াছ! ঠাকুর, তোমারই প্রসাদে তোমার এত কাছে আসিয়া বসিয়াছি। হৃদয়ের প্রভু, তব প্রেমের অতুল প্রভাব দেখিয়া ইচ্ছা হইতেছে একান্ত মনে তোমার পাদপদ্ম জড়াইয়া ধরি। অদ্য হিমা-লয় আমার পরম বন্ধু হইল, খুব উপকার করিল। হে হরি, তোমার হিমালয় কত যোগীকে ব্রহ্মদর্শন রূপ সুখ দিয়াছে। আজ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকদিগকেও ব্রহ্মজ্যোতি দেখাইতেছে। তোমার এত দয়া, তবে কেন মানুষ কাঁদে? তব সুন্দর শ্রীচরণ বুকের উপর রাখিয়াছ, তবে কেন মানুষ দুঃখ পায়? হে হরি, ফকীর হইয়া তোমার চরণে প্রাণ উৎ-সর্গ না করিলে আর চলে না। হিমালয়, তোমার মনে কি এই ছিল? এই কাঙ্গাল পথিক তোমাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছিল, আর তুমি কি না তাহার প্রাণটী চুরী করিয়া গিরিরাজের চরণে রাখিতেছ! হে সুন্দর হরি, তোমার শিক্ষা না পাইলে হিমালয় কখনই এরূপ করিতে পারে না। গত রাত্রিতে চুপী চুপী আসিয়া তুমি তোমার

হিমালয়কে বলিয়াছিলে,—"প্রিয় হিমালয়, প্রেমের জাল পাতিয়া রাখিও। কয়েক জন জন্মদুঃখী কাল এখানে আসিবে। আমি তাহাদের জন্য কি করিয়াছি তারা কিছুই জানে না। আসিয়া উপাসনা করিবে। তাহারা যেমন উপাসনায় বসিবে, হিমালয়, তুমি সেই সময় চারি দিকে মধুরস্বরে আমার নাম গাইও, তাহারা মুগ্ধ হইয়া পড়িবে। যখন চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যান করিবে, সেই অবসরে চারি দিক হইতে প্রেমের জালে তাহাদিগকে জড়াইবে। তাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদের মন ফকীর না করিয়া ছাড়িও না। তাহারা এখানে সহজে আসিতে চায় না, কাল তাহাদের একেবারে মাথা খাইয়া দিবে। আমিও তেমন সুযোগ সর্ব্বদা পাই না। যে সকল স্থানে ফাঁদ পাতি সেখানে তাহারা আসে না, ধরা ছোঁয়া দেয় না, কেবলই পালাইয়া বেড়ায়। এই বার এখানে ধরা পড়িতেই হইবে। হিমালয়, তুমি এবার কিছুতেই ছাড়িও না, খুব দৃঢ় রূপে ধরিবে। আমার ঘরের ভিতরে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া দিবে। প্রেমামৃত পানে যখন মোহিত হইয়া যাইবে সেই সময় প্রেমশৃঙ্খলে সকলকে বাঁধিয়া ফেলিবে।" এই কথা বলিয়া তুমি হিমালয়কে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। হে হরি, তুমি কেমন সুচতুর। তোমার কি সুন্দর কৌশল! প্রাণেশ্বর, এইরূপে তুমি পাপীকে বাঁচাও। আমাদিগকে পূর্ব্বে কেন খবর দিলে না? পাছে আমরা

সাবধান হই, এবং ধরা না দি, এই জন্য তুমি আমাদিগকে বুঝি আগে জানিতে দেও নাই। বিরলে বসিয়া তুমি সমুদায় রাত্রি গিরিতরু সাজাইয়া ভক্ত মনকে ধরিবার জন্য চমৎকার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ। হে হরি, অতি চমৎকার ফাঁদ পাতিয়াছ। সুন্দর হরি যথার্থই কি ফকীর না করিয়া সর্ব্বস্বান্ত না করিয়া ছাড়িবে না? আজ সপরিবারে কেন এখানে আসিলাম? এরূপ মতি কেন হইল? এই বৈরাগ্য-পর্ব্বতে স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া আসিয়াছি কেন? সংসার এখানে কেন? সমুদয় সংসারটি হস্তগত করিবে এই বুঝি তোমার অভিপ্রায়? একটুও আমার হাতে থাকিতে দিবে না। আমার সমুদায় তুমি চাও? একেবারে বৈরাগী পরিবার করিতে চাও না কি? হরি হে, মন কেমন উদাস হইতেছে, প্রেমে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। হে ঈশ্বর, তোমার বাড়ী এত কাছে? গাছের উপরে ঝুলিতেছে ও কি? বৈরাগ্য বস্ত্র পরিতে হইবে না কি? স্বর্ণ শৃঙ্খল কেন? উপরে আবার লেখা 'প্রেম'। বাঁধিবে না কি? আর ও সোণার কলসীতে কি? সুধা? খাওয়াইবে? পরিবেশন করিতেছেন উঁহারা কে? ওগো তোমরা কে? দাঁড়াও দাঁড়াও। উচ্চ পাহাড় হইতে কলসী করিয়া সুধা আনিতেছ, তোমরা কে? দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর উঁহারা কে? এক জন বীণা বাজাইয়া বেড়াইতেছেন। এক জন গম্ভীর প্রকৃতি, ধ্যানে নিমগ্ন। এক দল ভক্ত গাছের তলায় বসিয়া

হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। আর কতক গুলি কেবল সুধা বহন করিয়া আনিতেছেন। ও ভাই তোমরা কে? বল। আমাদের সঙ্গে কথা কবে না? কোথা থেকে এলে? কলসী রাখ। কাছে বসিয়া একটু আলাপ কর। দেখ্‌তে তো বেশ। মন মোহিত হইয়া যায়। কোন দেশ হইতে আসিলে বল। নাম ধাম বলিবে না? ঈশ্বর কি তোমাদিগকে বারণ করিয়াছেন? সকলে ভাল আছ তো? আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছ? আমাদের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক? ভাই ভগিনী হও, দাদা দিদী হও? আমাদের আগে তোমরা বৈকুণ্ঠে গিয়াছ? আমাদের ন্যায় এই পৃথিবীতে তোমরা এক সময়ে ছিলে? চক্‌চক্‌ করিতেছে ও কি পরিয়াছ? দেখ্‌তে বেশ হয়েছে। পুণ্যের বসন বুঝি? তোমরা ভাই অত্যন্ত সুন্দর ও প্রিয়দর্শন। আমরা কি রকম? তোমরা সকলে জ্যোতির্ম্ময়। এ পৃথিবীর নর নারীদিগকে কিরূপ মনে হয়? তোমাদের তো শরীর নাই। তোমাদের তো মানুষের ন্যায় আকৃতি নহে। কেবল চিন্ময় পদার্থ দেখিতেছি। তোমাদের হাত পা চক্ষু কর্ণ কিছুই নাই। প্রেম বৈরাগ্য শান্তি তোমাদের অঙ্গ। কত রকম ধর্ম্ম ভাব। কি সুন্দর প্রেম নয়ন! কত রঙ্গের বৈরাগ্য বস্ত্র! বা! ভাগ্যে আজ এখানে আসিয়াছিলাম, তাই তো এই চমৎকার মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। তোমরা সকলে ঘুরে আস্‌ছ কেন? বা একেবারে ঘিরে

ফেল্লে! উঃ কত লোক, কত আত্মা! এত নিকটে কেন? হাতে কি? নূতন কাপড়। কাপড় দিবে? দাও দাও। তোমার আজ্ঞাতে, হে হরি, তোমার সাধকগণ আমাদিগকে নূতন কাপড় দিতেছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম। দয়াসিন্ধু, ইঁহাদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দাও। সেই ঈশা মুশা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সমুদায় সিদ্ধপুরুষ এসেছেন। আর বুঝি বাকী নাই। গিরীশ, তোমার এই কাল কাল ছেলেদের সঙ্গে অদ্য হিমালয়ের উপর ঐ গৌরাঙ্গ সিদ্ধপুরুষগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন কর। হে জগদীশ্বর, তুমি জান আমরা সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করি। মন চায় না যে এখানে আসি। ভাবি কি হবে এসে? আজ কেমন মন হইল এখানে সকলে মিলিয়া বেড়াইতে আসিলাম। হে মহাদেব, একেবারে তোমার কৈলাসে তোমার শৈলসিংহাসনের সমক্ষে আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে সকলেই তোমার পূজা করিতেছে। দলবদ্ধ হইয়া ঐ গাছগুলি ঝঙ্কার করিতেছে। আমরা তবে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। ওহে গাছ, তবে তোমরাই পূজা কর। ভাল মজা পেয়েছ। এখানে লোকালয় নাই, নির্জ্জনে খুব ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেছ। তোমরা আগে মহাদেবের নাম গান করিবে বলিতেছ? আচ্ছা তাই কর। তোমরা আমাদের বড় ভাই। গান ধর, খুব চড়া সুরে গাও। "জয় ব্রহ্ম জয়" "জয় ব্রহ্ম জয়" গাও। এই জন্য লোকে বলে পাহাড়ে

উঠিলে মন পাগল হইয়া যায়। গাছ, বাতাস, সূর্য্যকিরণ সকল বস্তুই মানুষের প্রাণকে একেবারে পাগল করিয়া দেয়। কেহ এখানে শুনতেও আসে না, বিরক্তও করে না, সুতরাং দিন রাত এরা এই রকম আমোদ করে। হিমালয় কেমন গম্ভীর ভাবে ধ্যান করিতেছে! হে হিমালয়, কথা কও, একটী কথা কও, দশ পনের হাজার বৎসর ধ্যান করিতেছ। এখনো ধ্যান শেষ হইল না? যদি ধ্যান শিখিতে হয় তোমার কাছে শিক্ষা করা উচিত। হে গিরীন্দ্র, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ, তুমি চিরকাল হিন্দুজাতিতে ধ্যানের উচ্চতম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ। আজ আমাদিগকে ব্রহ্মধ্যান শিখাও। বাতাস এমনি প্রবল ধ্বনিতে ব্রহ্মযশ ঘোষণা করিতেছে যে, আমাদের কর্ণ স্তব্ধ হইতেছে। এই লম্বা লম্বা গাছ ঠিক যেন একতারা। সোজা হইয়া সব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর বাতাস ঝঙ্কার করিয়া ঐ একতারা বাজাইতেছে। কত রকম সুর খেলাচ্চে! পবন বাজাও তবে, ক্ষণ কাল শুনি। হে হরি, আমাদিগকে কি বাজনা শুনাইয়া ফকীর করিবে? এত দিন যা হয়েছে সে সমুদায় কি তোমার মনোনীত হইল না? চাও কি ঠাকুর? বৈরাগ্যের কাপড় কি এখনি পরিতে হইবে? কমণ্ডলু নিয়ে কি এখনি দাঁড়াতে হবে? কি চাও ঠাকুর? প্রাণ চাও? একেবারে উন্মত্ত সন্ন্যাসী করিবে? এত বাড়াবাড়ি! জয় হিমালয়, বর্ত্তমান শতাব্দীতে সভ্যতা-লেখা পড়ার ভিতরে যোগী হওয়া। জয়

মহাদেব! জয় জয়! আজ আমাদের ভাব হরির খুব পছন্দ হইয়াছে। আর কেন মন বিলম্ব কর? উদাসী ফকীর হও। শুষ্ক ফকীর চাই না, কোন কালে চাই নাই। হে হৃদয়বিহারী, মনের ভিতরে আনন্দের ফকীরি দাও। হিমালয় সাক্ষী হইবে। এ সকল শোভা দেখিয়া মন কি সংসারে ফিরিতে পারে? কে যেতে চায়? ওহে হিমালয়, মানুষের সর্ব্বনাশ কর কেন? গরিবের সন্তান বেড়াইতে আসিল। খবর নাই, বলা নাই, অমনি তাহার প্রাণটী চুরী করিয়া লইলে। সমস্ত আসক্তি গুলি কচ্ কচ্ করিয়া কাটিলে। কর্ম্মটাকে মন্দও বলিতে পারি না। হিমালয় প্রভুর কার্য্য করিতেছে। তোমার নাম মন ভোলান হিমালয়। প্রাচীন বলিয়া তোমাকে শ্রদ্ধা করি। পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য ঋষিদের পরিচিত বলিয়া ভালবাসি। দেশস্থ সকলকে ভালবাসিতে বলিব। তাহাদের এখানে আসিতে বলিব। কিন্তু এ আবার সকলের ভাগ্যে হইয়া উঠে না। কেমন লগ্ন বুঝে ফাঁদে পা পড়ে যায়। হে সুন্দর হরি, আত্মা তোমার চরণ আলিঙ্গন করিতে চায়। যদি ফকীর করিলে, ভাল করে তবে আলাপ করা যাউক। নব বিধানের ফকীরি বড় সুন্দর ফকীরি। পরিবার ভাই বন্ধু সকলে মিলিয়া হীরার গহনা পরিলাম। সাজালে ভাল দয়াময়, দুঃখ যন্ত্রণার ফকীরি ভাল লাগে না। সেটা কাঁদছে কেবল। তার, ছিন্ন বস্ত্র উপবাসই সার। সে বড় দুঃখী। এসেছি

তোমার কাছে। তোমাকে ধরিয়াছি। তুমি আমাকে ফাঁদে ধর্‌লে। আর আমি? যাই তুমি আমাকে ধরেছ আর ধাঁ করে গিয়ে আমিও তোমাকে ধরে ফেলেছি। হরি ধরেন ভক্ত, আর ভক্ত ধরেন হরি। হরি, তুমি কি লুকাচুরী খেল্‌ছ? ঐ ও পাহাড় থেকে তুমি উঁকি মারিতেছ। যাই গেলাম ধর্‌তে আর অমনি পালিয়ে গেলে। লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে শেষে ধাঁ করে তোমার শ্রীচরণ ধরিয়া ফেলিলাম। হে হিন্দুস্থান বাসিগণ! দেখ দেখ আমরা আজ কোথায় উঠিয়াছি। ভাই ভগ্নীগণ, দেখ তোমাদের ভাই ভগ্নী এখন কোথায় রহিয়াছে। নব বিধানের নিশান দেখ্‌ছ? আমাদের কথা শুন্‌তে পাচ্চ? মহাদেব এখানে বসে আছেন, দেখ্‌তে পাচ্চ? সংসারে আর অত মাতিস্‌ না ভাই। শীঘ্র চলে আয়। কর্ম্ম আরম্ভ হয়েছে। নামকীর্ত্তন হচ্চে। হিন্দুস্থান আর বসে কেন? আয়। দুঃখী দীন ভাই বন্ধু আর কাঁদিস্‌ না, আর হাহাকার করিস্‌ না, শীঘ্র চলে আয়। বসে রহিলি যে? হে হরি, ওরা শুন্‌ছে না, কি করিব? দলে দলে মিলিয়া বিষ খাচ্চে। স্বামী স্ত্রীকে, পিতা ছেলেদের বিষ খাওয়াচ্চে। মা, তোমার প্রিয় মুখ ওরা দেখ্‌ছে না। তোমার সত্য ধর্ম্ম ওরা নিচ্চে না। তোমার মিষ্ট নাম সুধা এত বল্‌চি তবু খাচ্চে না। কেবল কষ্ট পাচ্চে। ওদের দুঃখ দেখে জন্মভূমি ভারত কেবল কাঁদ্‌চে। ওদের হাত ধরে টেনে তোল। জননী এই হিমালয়ের উপর আন।

এখানে আসিয়া কৈলাসের শোভা দেখিয়া সকলে কৃতার্থ হউক। এখন আর ইহা বলিয়া আমাদের ক্রন্দন করিতে হয় না,—প্রাণের হরি কৈ? আমাদের পরিত্রাতা কৈ? তুমি তখনি বল এই যে আমি এত কাছে। বাস্তবিক তুমি এত কাছে যে দেখিবার জন্য আর চেষ্টা করিতে হয় না, কেবল চরণতলে গড়াগড়ি দিলেই হইল। হরি হে, যেখানেই থাকি না কেন তোমার পাদপদ্ম যেন সর্ব্বদা হৃদয়মাঝে এইরূপে দেখিতে পাই। দেখ হরি, আর এক কথা। তোমার যোগেশ্বররূপ বড় গম্ভীর। কিন্তু গম্ভীরের ভিতর আবার কোমল ভাব আছে। তাই বুঝি লোকে কল্পনা করিয়া বলে, আধখানা পুরুষ আধখানা স্ত্রী? চারি বেদ তোমার গুণ বর্ণনা করিতেছে হে ভূমা মহান্, জয় ব্রহ্ম পরাৎপর, জয় ব্রহ্ম সারাৎসার, এই বলিয়া হিমালয় তোমার মহিমা প্রচার করিতেছে। অটল ও অচল, অনাদি ও অনন্ত, তেজোময় পুরুষ তুমি। ঋষি মুনিদিগের স্তবনীয় যোগেশ্বর তুমি, নিস্তব্ধ এবং গম্ভীর যোগমূর্ত্তি, হে দেব দেব মহাদেব, তোমাতে আবার স্ত্রী প্রকৃতি আছে। কোমল তোমার হৃদয়, সহাস্য তোমার বদন। তুমি সর্ব্বদাই হাসিতেছ। ভক্তগণকে প্রেমমূর্ত্তি দেখাইয়া বিমোহিত করিতেছ। মা, তুমি গহনা পরিতে ভালবাস। তোমার ঐশ্বর্য্যই তোমার গহনা। সেই অলঙ্কারে সদা ভূষিতা তুমি। তুমি পর্ব্বতদেবী পার্ব্বতী। তুমি হাস্যবদনা ভুবন-

মোহিনী। তোমার মুখে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ন্যায় সুমিষ্ট হাসি সদা বিকশিত। সুন্দর সুকোমল তোমার চরণ। তোমার প্রেমরঞ্জিত বস্ত্র অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। যখন জননীরূপে কাছে বসো, তখন ভক্ত সন্তানের প্রাণ তোমার রূপগুণ ধারণ করিতে পারে না। ভক্ত তখন বলেন, গেলাম গো মা। এ স্বর্গীয় রূপ প্রাণের ভিতরে আর ধরিতে পারি না। মা, তোমার একটী গহনার সৌন্দর্য্য দেখে প্রাণ যে কেঁদে উঠে। তোমার মুখের হাসি দেখিলে আর যে চক্ষে জল ধরে না। অনন্তকাল দেখিলেও তোমার সৌন্দর্য্য দেখা শেষ হয় না। তুমি পর্ব্বতের রাজা, তুমি পর্ব্বতের রাণী; তুমি মহাতেজ, তুমি ভক্তহৃদয়বিলাসিনী। কাছে বসে ভক্তের সঙ্গে যখন সুমধুর স্বরে কথা কও তখন ভক্তের প্রাণে দুঃখের লেশ-মাত্রও থাকে না, এবং প্রেমানন্দে হৃদয় ভাসিতে থাকে। তিনি তখন দুঃখ বিপদ ভুলিয়া যান। জয় যোগধর্ম্মের জয়। জয় যোগী ঋষিদের জয়। জয় হর পার্ব্বতীর জয়। হে প্রেমময় পিতা, হে স্নেহময়ী জননি, তোমার এই যুগল ভাবে আমাদিগকে চিরমুগ্ধ কর, তোমার নিকটে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিস্তৃত ব্রহ্ম।

হে পরম পিতা, হে দীনবন্ধু, তুমি সঞ্চিত ধন কি বিস্তৃত ধন তা মানুষের জানা নিতান্ত আবশ্যক। এক জায়গায় তুমি সঞ্চিত ধন হইয়া রহিয়াছ। ব্রহ্ম, তুমি কি ঘনীভূত হয়ে রয়েছ? যুগে যুগে সকলে বৈকুণ্ঠে তোমাকে অন্বেষণ করিল। হে পিতা, এক স্থানে তুমি আছ আকাশে, মেঘের উপর খুব উচ্চ স্থানে তুমি থাক, এই ত দেখি মানুষ কল্পনা করে। পৃথিবীতে তুমি থাক না, তোমার একটি সূক্ষ্ম মন্দির আছে সেই পর্ব্বতের উপর। কিন্তু আমাদের তুমি অন্য রকম শিখাইয়াছ। তুমি এক জায়গায় নাই। তুমি কোম্পানির কাগজের মত সিন্দুকে তোলা নয়। কিন্তু তুমি বিস্তৃত ধন। ঘরের ভিতর, মনের ভিতর, বইএর ভিতর, মানুষের জীবনে, আকাশে, পাতালে, জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে তুমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, হরি। এই ত তুমি ছড়ান রয়েছ। তবে অল্পবিশ্বাসী যে সেই কেবল তোমাকে এক জায়গায় মুটো করে রাখে। বিশ্বাসী যে সে বলে আমার ঠাকুর চারি দিকে ছড়ান। ইহাই ঠিক। প্রাচীন কালের লোকের বিশ্বাস, তুমি কোথায় সেই উপরে পাহাড়ের উপর আছ। কিন্তু বর্ত্তমান বিধানের বিশ্বাস তা নয়। হে ঠাকুর, তুমি অমূল্য রত্ন; কিন্তু কেমন? কোন রাজা যেমন রাস্তায় মোহর ছড়ায়, আর যেমন নদী উথলিয়া উঠিলে জল সকলের

বাড়ীর নিকটে যায়, আর যেমন আকাশের সূর্য্যের কিরণ দুঃখী ধনী সকল লোকের বাড়ীতে যায়, যেমন ঝুপ্ ঝাপ করিয়া রাস্তায় বৃষ্টি পড়িলে সকল জায়গায় পড়ে, সেরূপ তুমি। তুমি যে এক স্থানে বদ্ধ তা নয়। আমাদের উচিত এই রকম ঈশ্বরকে মানা। এই ঘরে বসেছি, ঘরময় ব্রহ্মরত্ন, পাহাড়ময় ব্রহ্মরত্ন ছাপাছাপি। আমরা জানিতাম দেব-দুর্লভ ব্রহ্মরত্ন এক স্থানে বদ্ধ। এখন দেখিতেছি তুমি দুঃখীদের জন্য সকল স্থানে ছড়ান আছ। মোহর রাস্তায় ছড়ান। কাঙ্গাল আর থাক্‌বে না। পথের পথিক যেখান দিয়ে যাক, কোঁচড় ভরে মোহর অনায়াসে নিতে পারে। এ বড় সুখের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস পাপ যে, তুমি একটা বাড়ীতে বদ্ধ রয়েছ। সকল স্থানে মোহর। গঙ্গার উপর, সমুদ্রের জলে মাণিক মুক্তা ভাস্‌ছে। তুমি ছড়ান মুক্তা; তুমি মুক্তার মালা হয়ে এক জায়গায় রইলে না কেন? সেটা প্রাচীন মত, দুঃখীর মত। সুখী বিশ্বাসীর মত তা নয়। এখন যেখানে আকাশ ধরিতে যাই, মুটোভরা মুক্তা। প্রাণেশ্বর, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর; নতুবা দেবালয়ের ভিতর, একটা মতের ভিতর, কি বইএর ভিতর তুমি থাকিলে হবে কেন? তুমি মুক্ত হয়ে তবে জীবনকে মুক্ত করিবে। তুমি, বিশ্বরাজ, ছড়ান রয়েছ। বিস্তৃত বিশ্বপতি। হে আমার হৃদয়ের হীরক মুক্তা, তুমি সকল স্থানে ছড়ান, বিস্তৃত হয়ে রয়েছ, করুণাসিন্ধু, এই ভাবে সকল স্থানে যেন

তোমাকে উপলব্ধি করিতে পারি, এই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা. [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দায়িত্ব।

হে দয়াসিন্ধু, হে পতিতপাবন, কি ভয়ানক দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে! আমরা গোপনে যা শুনিয়াছিলাম, এখন ভেরী বাজাইয়া তা রাস্তায় বলিতেছি। অন্ধকারে যা দেখেছি, বজ্রধ্বনিতে তা পথে পথে, ঘরের ছাদে চীৎকার করিয়া বলিতেছি। লজ্জা ভয় গেল, বলে ফেলিলাম. কেন বলে ফেলিলাম তা জানি না। ছেড়ে দিয়াছি মনের কথা, আর ফিরাইতে পারি না। বিধানের ঘোড়া দৌড়ে গিয়েছে, আর রাশ মান্‌চে না। আর আমাদের কথা শুনে ফিরিবে না। দৌড়িল কথা, দৌড়িল বিধান। এখন ভারি দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে। তখন চাপাচাপী দিয়ে অল্প বলিতাম, এখন সব বলিতেছি। এখন সমুদয় প্রাণ নববিধানের চরণে বিক্রীত হইল। এখন আর চাপাচাপী চলে না। হে প্রেম-সিন্ধু, বলিয়াও ফেলিলাম, শুনিয়াও মানুষ ছাড়িল। দল দল লোক ফিরিয়া গেল। লোক ত আর সঙ্গে আসিতে পারিল না। যে সব কথা তোমার অনুরোধে প্রচার হইল, তাতে অনেকে ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। হরি, কি

করিলে তুমি হিন্দুস্থানে? এ সব ভয়ানক কথা বাহির করিয়া তুমি কি করিলে? আমাদের দল সূক্ষ্ম হইল। হে পরম পিতা, মতের মহত্ত্ব ও উচ্চতা দেখিয়া পৃথিবীর লোক একে একে সরিতে লাগিল। ক জনই বা থাকিবে? কিছু বলিতে পারি না। এ অবস্থায় আমরা কি করিব? লোক যে চলে গেল, ইহার জন্য কি আমরা দায়ী? না। যদি চলে না যাইত, তার জন্য দায়ী হইতাম। যদি ফাঁকি দিয়ে, যদি যদি বলে চেপে কথা বলিতাম, অনুমানের সুরে কথা বলিতাম, তোমার ধর্ম্ম বাদসাদ দিয়ে চালাইতাম, ঢের লোক রাখিতে পারিতাম। কিন্তু তা করিব না। ও বিষ পান করিতে চাই না। লোকের মন যুগিয়ে কথা বলা যেন কখনও আমাদের ব্রত না হয়। চিরকাল ঐ বিষ খেয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। উপাসনার সময় কেঁদে অনুমানে দুই একটি প্রার্থনা করে ঢের লোক রেখেছিলাম। অনুমানের সময় তোমার দল ভারি ছিল, বিশ্বাসের সময় পাতলা হইল। অনেকে সরে গেল, কেবল এ দেশে নয়, অন্য দেশেও। ক্ষতি নাই, তোমার ও ক্ষতি নাই আমাদেরও ক্ষতি নাই। তবু মত্ত হস্তীর ন্যায় চলিব, সিংহের ন্যায় চলিব। পিতা, আমাদিগকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দাও। দায়িত্ব কি? নরম সুরে বলিব না, অনুমান করে বলিব না। যেন লোকে শোনে যে চীৎকার করে বলচি, যাতে থাকে থাক্, যায় যাক্ লোক। তোমার কথা বলে বলে ঢের লোক

সরে পড়েছে। এখন ছাঁকা পড়েছে, বাছা পড়েছে। হরি, এখন এই কর, যে কটা মেয়ে ছেলে রয়েছে তাদের মন যেন যথার্থ যোগ ধর্ম্ম শিক্ষা করে। তাদের নিকট ব্রহ্মদর্শন যেন সত্য হয়। তারা যেন বিবেকের আদেশ শুনিতে পায়; বিশ্বাস যেন স্থির হয়। এদের দায়িত্ব ঢের। অন্য লোকে যারা ছেড়ে গিয়াছে, যখন বলিবে, "দেখ। চরিত্রের শুদ্ধতা, প্রেমের উদারতা, বিনয়ের কোমলতা, বিশ্বাসের তেজ, ক্ষমার মধুরতা, আশা, উৎসাহ কৈ।" পিতা, ব্রাহ্মসমাজ এখন ঘনীভূত হয়ে এই ছোট পরিবারের মত হয়েছে। ইহারা যাতে যোগী, বিশ্বাসী, বৈরাগী হয়, হে, পিতা, তোমার কুপুত্রদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেম মেঘ।

হে দয়াসিন্ধু, হে উদ্ধার কর্ত্তা, নিম্নভূমি বঙ্গদেশে বসিয়া আকাশের উপর মেঘ চলিত, দেখিতাম। বিজ্ঞান জানে না ক্ষুদ্র মন মনে করিত কোথায় মেঘ আর কোথায় আমি। পরমেশ্বর কুসংস্কার ঘুচাইলে, বিজ্ঞানের আলোক দেখাইলে মেঘের ভিতর আনিলে। এই আমাদের পূজার ঘরে ঘন মেঘ ক্রমাগত আসিতেছে, ঐ মেঘ নীচের লোক কত উচ্চে দেখিতেছে। পরমেশ্বর এমন আমাদের সৌভাগ্য

যে, মেঘ এসে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে। নিম্নভূমিতে যারা বাস করে তারা কি কখনও মনে করিতে পারে যে, মেঘের নিকট বসিবে? মেঘ আসিয়া সমুদয় ঢাকিল। মেঘ সাগরে, মেঘ রাজ্যে বসে আছি। পরমেশ্বর, তোমার প্রেম ঘনীভূত হইয়া মেঘ হইল। আবার আরও ঘন হয়ে বৃষ্টি হয়ে পৃথিবী শীতল করিবে। তপ্ত নিম্নভূমি তৃষ্ণায় কাতর হয়ে চীৎকার করিতেছে। সন্তপ্ত পৃথিবী, তোমার পরমবন্ধু এই মেঘ। হে পরমবন্ধু তোমার মেঘ পৃথিবীর উপকারী, সন্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল করে, এমন বন্ধু। যে জলে পৃথিবী শীতল হবে সেই জল মেঘ বুকে করে রেখেছে। অতি উচ্চ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ এই না সেই মেঘ যা বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর ক্ষেত্রকে উর্ব্বরা করে, যা আমাদের অন্নের কারণ? আহা! আমাদের বন্ধু ইনি আমাদের মাথার উপর আকাশে ছিলেন। ইনি আমাদের বন্ধু। ওহে অন্নদাতা মেঘ, বৃষ্টির কারণ মেঘ, খুব শীতল কর, উর্ব্বরা কর। ঈশ্বরের করুণায় অসম্ভব সম্ভব হইল। আগে উপরের দিকে তাকাইতাম, একটি মেঘ উড়িয়া যাইত, সেখানে আসিব ইহা কি মনে হইত? কিন্তু আমরা ছয় সাত হাজার ফীট উচ্চে উঠিলাম, যেখানে মেঘ বাস করে সেখানে এলাম। ধর্ম্মের রাজ্যে অসম্ভব সম্ভব হইবে না কেন? কলিকাতার মানুষ আজ মেঘ ধরিল, বুকে রাখিল, চুম্বন করিল। তবে আমরা এক দিন এমনি করে স্বর্গে

গিয়ে ত হাত দিতে পারিব। ধর্ম্মজগতের সে মেঘ, সে জল কোথায়? আমাদের মন প্রেম ভক্তি বিনা ছট্‌ফট্‌ করে। কবে সে জল আসিবে? সে বৃষ্টি পড়িবে? চিত্তাকাশে ঘন মেঘ বেড়াইতেছে। মন, তোমার শরীর যেমন মেঘ ধরিল, তুমি কেন ধর্ম্মাকাশের মেঘ ধর না? নিরাশ আর হইব না। হে জগতজননি, বিশ্বাস থাকিলে সব হয়। বিশ্বাস করিয়া বিশ্বাসের পর্ব্বতে যখন চড়িব। এমন উচ্চে উঠিব যে, প্রেমের বলে যোগের বলে দেখিব যে তোমার প্রেমের মেঘ প্রাণটাকে ঘিরে ফেলেছে। প্রাণেশ্বরের প্রেম বারিদ ঘন, ঘোরাল, ঘোর; ঘেরিল; প্রাণ স্নিগ্ধ হয়ে গেল। এই প্রেম মেঘ যখন ভক্তহৃদয়ে পড়িবে, ঘন হয়ে বৃষ্টি হবে। যাই বৃষ্টি হবে, নীচে পড়িবে, আবার আমি যদি ভাল হই, আমার ভিতর দিয়ে সেই মেঘ গড়িয়ে পড়িবে। অমৃতধারা নীচে পড়ে কত ভাই ভাল হবে। হরি, আশ্চর্য্য দেখালে পাহাড়ে এনে। চিরদুঃখী মানুষ, কাঙ্গাল, তার মনে কি এত আশা হয়? হাতে মেঘ পেয়েও এমন সন্দেহ হয়। তোমার প্রেমের মেঘ যখন ঘিরে দাঁড়ায় তখন পাপী মানুষ বলে, হায়! হায়! আমি হতভাগ্য, আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে? আমাকে কি জননী এত দয়া করিবেন? অল্পবিশ্বাসে এই মনে হয়। হাত বাড়িয়ে মেঘ ধরেছি, এখন হাত বাড়িয়ে নববিধান স্বর্গ ধরিব। জলপোরা মেঘ, অমৃত পোরা মেঘ;

প্রাণ শীতল হবে। পৃথিবী অভিষিক্ত হবে, শীতল হবে। হরি, ভৌতিক জগতে যার দৃষ্টান্ত দেখালে, ধর্ম্মরাজ্যে তা ঠিক করে দাও। তোমার ঘন প্রেমের মধ্যে বসিব। তোমার ঘন প্রেমের মধ্যে নির্লিপ্ত বৈরাগী, তোমার যোগী বসিল। আর কিছু চাই না দেব, কেবল চাই তোমার ঘন প্রেমের মেঘের ভিতর বসিতে। উত্তপ্ত প্রাণ শীতল কর। বারিবর্ষণ কর, সেই বারিতে প্রাণের মরুভূমি উর্ব্বরা হয়ে কত ফুল ফুটিবে। প্রেমের মেঘ ঘনীভূত করে দাও, তার ভিতর তোমার সন্তানকে বসাইয়া শীতল কর। হে প্রেমসিন্ধু, তব শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রকৃত আস্তিকতা।

১৩ই জুন, ১৮৮০।

হে দীনশরণ, হে পরিত্রাণকর্ত্তা, তুমি বল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি কি না। তোমার মুখে শুনিতে চাই যে, আমি তোমার বিশ্বাসী পুত্রদের মধ্যে এক জন কি না। পরমেশ্বর বিধানের অভিধানে দুই শব্দ আছে। নাস্তিক এবং আস্তিক। এই দুই কথার মধ্যে আর কোন শব্দ দ্বারা নির্ণয় হয় না। হয় আস্তিক, না হয় নাস্তিক

মানুষ হইবেই হইবে। হে পিতা, আমরা আস্তিক কি নাস্তিকদলে, বলে দেবে কি? যদি বল এখন এ কথা কেন? বহু দিন গত হইয়াছে, আজ কেন নাস্তিক আস্তিকের কথা? ভাবিয়া দেখিলাম আস্তিক হইবার ঢের অর্থ। তুমি যদি আছ তবে পরিত্রাণ তুমি করিবে, দুঃখ মোচন তুমি করিবে, উন্নতির পথে তুমি লইয়া যাইবে। হে পিতা, বিধানের মতে তোমাকে বিশ্বাস করা, তোমাকে সর্ব্বস্ব মনে করা। এ পথে সদ্‌গুরু তুমি, আমরা তোমার শিষ্য, মধ্যে আর কিছু নাই। সুতরাং সত্য শিখিতে, দুঃখ দূর করিতে আর কাহারও কাছে যাইতে পারি না। তুমি গুরু হইলে মনে সন্দেহ হইলে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিবে। আর তুমি যদি কথা না কহিবে, হাজার বার জিজ্ঞাসা করিলেও যদি উত্তর না দিবে, তবে তুমি গুরু নয়। আমি যদি তোমাকে বার বার বলি যে, জগদীশ্বর, আমার মনে এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; হে গুরু, উত্তর দাও, বুঝিয়ে দাও, মুক্তির পথ দেখাও; দুই বৎসর যদি এমনি করে বলি, আর তুমি উত্তর না দাও, কিরূপে তোমায় গুরু বলিব? আমি বুঝিতে পারি না, তোমার কথা না শুনিয়া লোকে কিরূপে তোমাকে গুরু বলে, এবং বিশ্বাস করে? আমাদের কি পৃথিবীতে গুরু আছে? একটা কি অভ্রান্ত বেদ আছে যে, মত ঠিক করিয়া লইব? অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের এ সব আছে। আমাদের বাহ্যিক লক্ষণে কিছুই নাই; অবতার নাই,

মধ্যবর্ত্তী নাই, গুরু অবধি নাই। অন্ধকার অকূল সাগরে ভাসিতেছি, কি ধরিব জানি না। অন্য লোকে বিপদের সময় গুরুকে ধরিল, প্রেরিত মহাপুরুষকে ধরিল। কিন্তু আমরা যখন ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছি, মনে ভারি সংশয় হইয়াছে, কে সৎপরামর্শ দিবে? এ অবস্থায় ভারি আস্তিক হইতে হইবে। কেবল আছ তাহা নহে, কি আছ? মাটি না পাথর? সর্ব্বস্ব হইয়া আছ। আমরা তোমার কাছে যথার্থই পরামর্শ চাব আর পাব। যদি না পায়, ব্রাহ্ম দুই চারি দিন বই কখনই তোমার কাছে থাকিতে পারিবে না। হয় বাপ, নয় মা, নয় রক্ষক, নয় বন্ধু, নয় ভক্তবৎসল অধম-তারণ হয়ে দেখা দেবেই দেবে। যাই বলিব "ঠাকুর আছ," অমনি গায়ে, ঠাকুর, কাঁটা দিয়া উঠিবে। পিতা, আমরা নাস্তিকের আস্তিকতা চাই না। তুমি আছ আমাদের বাড়ীতে, তবে অনেক কথা বলা হলো, অনেক কথা শুনা হলো, অনেক দেখা হলো। আমার দুঃখ হলে তুমি চক্ষের জল মুছাইয়া দাও, ভুল হইলে বুঝাইয়া দাও, বন্ধু হইয়া আমার সহিত একত্র শয়ন কর, আমার খাওয়া হইল কি না দেখ, এ সব "তুমি আছ" ইহার সঙ্গে বাঁধিতে হইবে। কেবল শীতল ভাবে "তুমি আছ" বলিলে হইবে না। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যেমন একটা একটা ঠিক করিয়াছে, তেমনি আমরা বাহিরের কিছুতে ঠিক করিব না; কিন্তু আমাদেরও এক খানি অভ্রান্ত পুস্তক চাই, এক

জন আত্মীয় চাই, এক জন গুরু চাই; এই ভাবে এস, এই ভাবে আমরা তোমাকে বরণ করি। আমরা যেন বলিতে পারি এক জন আমাদিগকে সৎপরামর্শ দিয়া থাকেন। আমরা যখন কিছু বুঝিতে পারিব না তখন ডাকিব, "হরি হে, নিজ হস্তের নিদর্শন দিয়া বুঝাইয়া দাও।" যখন তোমার শিষ্য যোড়হাত করিয়া ডাকিবে, বলিবে, "ঠাকুর, তোমার শিষ্যের কথায় কি প্রমাণিত হবে না; তুমি কি জানিয়ে দিতে পার না যে তোমার শিষ্য ঠিক বলিতেছে?" বলিবামাত্র লোকের চিত্তাকাশে বিদ্যুৎ বজ্রধ্বনি হইবে, আর অমনি লোকে বলিবে, "হঁা, হরি আছেন।" বল না তুমি আছ, নতুবা ঘুমাইয়া থাকিলে হইবে না। লোকে বলে, "একটা ঈশ্বর আছে, কথা কয় না, উত্তর দেয় না, আপনারা বুদ্ধি করে কাজ করিতে হয়, ঠাকুর কিছুই বলেন না।" তাই কি তুমি? তুমি জগদ্বিখ্যাত "জিহোবা" তোমার কি শক্তি নাই, পরাক্রম নাই? তুমি যে আছ প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে হইবে। প্রাণের হরি দয়া করিয়া বিশ্বাস দাও। বিশ্বাস কি ধন বুঝিলাম না। স্পষ্ট, অভ্রান্ত, নিশ্চিত সত্য আমরা তোমার কাছে পাইয়া তবে জগৎকে বুঝাইতে পারিব; নতুবা হরি নিদ্রিত, আমরা নিদ্রিত, হিন্দুস্থান নিদ্রিত। নববিধানের ভেরী বাজাও, সকলে ধড়মড় করিয়া উঠিবে। আগে আমরা উঠিব, পরে দশ হাজার বিশ হাজার লোক উঠিবে, অতএব হরি, কথা কও।

অনুগ্রহ করিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে প্রাণ বাঁচাও, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবনের হিসাব।

হে দীনবন্ধু, হে দয়ার সাগর, ঘরে ফিরিবার সময় পরীক্ষার সময়, আপনাদের সঞ্চিত ধন গণনা করিবার সময়। হে পিতঃ, দেখিতে দাও যে আমরা কিছু সঞ্চয় করিয়াছি, কি কি লইয়া যাইতেছি, অভাব পূরণ হইল, সদ্‌গুণ বৃদ্ধি হইল, দোষ কমিল, নূতন ব্রত গ্রহণ করিলাম। উড়িতেছিল, ভাসিতেছিল যে জীবন তাহা স্থির হইল। হে পিতা, দয়া করে এ সময় হিসাব দেখাইয়া দাও, ভাল করে বিবেক আলো ধরে মনের ভিতর গিয়া হিসাব দেখি। কি প্রাপ্য ছিল, কি দেয় ছিল, যা প্রাপ্য ছিল নিলাম, দেয় ছিল দিলাম, সমুদয়ে কত জমা রহিল। যোগের হিসাব কিরূপ, ভক্তির হিসাব কিরূপ, চিত্তশুদ্ধির হিসাব কিরূপ, জ্ঞান উপার্জ্জনের হিসাব কিরূপ। কত শিখিলাম, কত ধার্ম্মিক হইলাম, ঠাকুর, দেখিয়ে দাও। ফিরিয়া যাইবার সময় যদি দেখি কিছু হয় নাই, যেমন আসিয়াছিলাম, তেমনি ফিরিলাম, তাহা হইলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে? এ দুদিনে কিছু আদায় করে লই, হিসাব ঠিক করে লই,

জীবন যাপন করে লই। আত্মাতে যোগ, হৃদয়ে প্রেম এবং ইচ্ছাতে পবিত্রতা দাও। ব্রহ্মের দূত হইলাম, ঈশ্বরের প্রেরিত প্রচারক হইলাম। এমন নীতি শিখিব যে প্রলোভনের মধ্যে ঠিক থাকিব। কপট সাধক গোলেমালে দিন কাটায়, যথার্থ সাধক তা পারে না। আমাদের দয়া করে এতদিন যা দেখালে তাহাতে কিছু স্থায়ী ফল হওয়া কর্ত্তব্য। কি আমরা পেলাম? বৈরাগ্য অধিক হইয়াছে কি না, পরিবারের প্রতি যথার্থ খাটি ধর্ম্মভাব হইয়াছে কি না, বিবেক কি অধিক নির্ম্মল হইয়াছে, এবং তাহার আদেশ পালন করি কি? যোগ ঋষিভাব অধিক কি হইয়াছে? হে পরমেশ্বর আর কি বলিব এ কয় দিনে যেন খুব ফল হয় তাহাই কর। কল্পতরু হইতে অনেক ফল লইয়া নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে ঘরে ফিরিয়া যাইব। ভাই ভগিনীরা প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি যাহাকে দাও সেই পায়। "তুমি যারে কর হে সুখী সেই সুখী হয়।" হে দয়াসিন্ধু কৃপাকরে মনের মধ্যে সঞ্চিত ধনগুলি দেখিতে দাও তাহা লইয়া খুব কৃতজ্ঞ হই। হে পিতা, সাধনের ফল হৃদয় ভরিয়া দিয়া তোমার কুসন্তান গুলিকে সুসন্তান কর, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হিমালয়ের সৌন্দর্য্য।

১৫ই জুন ১৮৮০।

হে পরম পিতা, তুমি আমাদের বন্ধু হইলে তোমার সৃষ্টি আমাদের বন্ধু হউক। দয়াসিন্ধু তুমি আমাদের প্রিয় হইলে, তোমার হাতে গড়ান সমস্ত বস্তু আমাদের প্রিয় হউক। অধার্ম্মিক মলিন পৃথিবীতে থাকি, দেখি মন্দ ধরি মন্দ শুনি মন্দ চারি দিকে কেবল মন্দই দেখি। তাই বলি পৃথিবী কেবল প্রলোভনের স্থান। ইহাকে কখন অসুর কখন দানব বলি, পৃথিবীকে ভাল বলি না, ঘৃণা করি। আর না হয়ত কল্পনার রাজ্য উপরে রাখিয়া দিয়া থাকি। এতে ভাল হওয়া যায় না। আমার যে টুকু মন্দ মানিলাম, তোমার যে টুকু কেন মন্দ বলিব? আমার জীবন মন্দ আমি খারাপ বলে তোমাকেও মন্দ বলিব? কেন তোমার পৃথিবীকে মন্দ বলিব যে পৃথিবীতে পাহাড় আছে। যাহার মাথা এত উপরে স্বর্গের দিকে চলিয়া গিয়াছে, যোগের ভাব গাম্ভীর্য্য যাহাতে আছে, তাহা কি কখন মন্দ হইতে পারে? মাকে যদি ভালবাসি তাঁর হাতের সমস্ত জিনিস ভালবাসিব, আর যে যে বস্তু খুব মহৎ তাহাদের খুব শ্রদ্ধা ভক্তি দেব। পরমেশ্বর, আমি যদি হিমালয়কে ভাল না বাসি তাহা হইলে তোমার মর্য্যাদা রাখি-লাম না। আস্তিকের মত চলা হলো না। সেই যে

প্রলোভনের কথা ছেলে বেলা হইতে জপ করিয়াছি, তাই পৃথিবীকে খারাপ মনে করি। তুমি যখন নানা রঙ্ দিয়ে চিত্র বিচিত্র করে পৃথিবীকে করিয়াছ, তখন আমি কি খারাপ বলিতে পারি? এই হিমালয় রঞ্জিত জগতের মস্তক হিমালয় তুমি তাহার শিরোভূষণ, তাহা হইলে জগতের মাথার মুকুট হইলে। পৃথিবী কেমন সুন্দর হইল, যখন সুবর্ণ তুমি পৃথিবীর মুকুট হইলে। কবিগণ তোমার বর্ণনা করুক, ভাবুকগণ তোমার ভাবে মগ্ন হউক। বাড়ী যাবার সময় তোমার কাছে বিনীত নম্রভাবে এই বলি তোমার সৃষ্টিকে প্রিয় কর, আর পৃথিবীতে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট ও মহৎ হিমালয় যার গম্ভীর অটল মূর্ত্তি যুগে যুগে প্রশংসিত হইয়াছে, তাহাকে যেন খুব শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, এতে কুফল হবে না। হিমালয় স্মরণে কৈলাস ভবন স্মরণ, কৈলাস ভবন স্মরণে তোমাকে স্মরণ, হিমালয় স্মরণে যোগী ঋষিভাব স্মরণ। এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় হিমালয়ের সহিত শরীরের বিচ্ছেদ হউক। কিন্তু যেন প্রেমের বিচ্ছেদ না হয়, ইঁহাকে ভক্তি ভালবাসা দিব, ইঁহার ভিতরে যত যোগী ঋষি তপস্বী আছেন সকলকে প্রাণের ভিতরে রাখিব। হে পিতা, তোমার হিমালয়কে প্রাণের ভিতরে অনুরাগে প্রতিষ্ঠিত কর, এই তোমার শ্রীচরণ ধরে প্রার্থনা করিতেছি।

হিমালয়ের চিরগৌরব।

১৬ই জুন ১৮৮০।

(নৈনিতালের শেষ প্রার্থনা।)

হে পিতা, হে প্রেমময়, মানুষের নিয়ম সে এক স্থানে থাকে না। আজ এখানে কাল ওখানে তার পর দিবস আর এক জায়গায়। কিন্তু প্রথা আছে যে, লোকে তীর্থ যাত্রা করে ফিরে যাওয়া সময় তীর্থ স্থানের চিহ্ন যত্ন করে লয়ে যায়। এ সামান্য তীর্থ নয়। ভগবদ্ভক্ত জনের বহু কালের আদরের তীর্থ। এখানে বসে মহর্ষি যোগিগণ তোমার গুণগান করিতেন। এস্থানে হরিভক্তদের পদচিহ্ন আজও জল জল কচ্চে। হিমালয় কাঁদে, বলে “কোথায় গেল আমার সেই শুদ্ধ চরিত্র সাধুযোগী ঋষিগণ, কে আর এখন আমাকে তেমন করে আদর করে? বঙ্গ ভূমিতে কত বিদ্যা সভ্যতা বাড়িয়াছে, কিন্তু আমার আদর কেউ করে না, সুশিক্ষিত হিন্দু আর আমার কাছে আসে না। আমার গৌরব কেন গেল? আমার মাথার মুকুট কেন খসে গেল” হিমালয় এই বলিয়া কাঁদিতেছে। হরি, এখানে কেউ আসে না এ বড় দুঃখের বিষয়। এমন পবিত্র স্থান। পিতা, আমরা এয়েছি বলে হিমালয়ের গৌরব কি হইল? যেখানে এসেছি কাল পায়ের দাগ পড়েছে। শোকার্ত্ত তাপিত ক জন পথিক এয়েছিল, দুঃখী কলঙ্কিত কটী পরিবার এখানে

এসে বসেছিল, তার কি চিহ্ন থাকিবে? হে পার্ব্বতী, বড় আশা আছে যদি একদিনও তোমাকে ডেকে থাকি সে কীর্ত্তি থাকিবে? যদি একদিন যথার্থ ভক্তির সহিত নববিধানের নিশান লয়ে হরিনাম গান করে থাকি সে কীর্ত্তি পার্ব্বতীর পদতলে থাকিবে। যদি আমরা একদিনও তোমার পদতলে পড়ে যোগধ্যান করে থাকি সে কীর্ত্তি রহিল। কি কীর্ত্তি? না, সংসারে থাকিয়াও যোগধ্যান করা যায়। যদি এক দিন, হে জ্যোতির্ম্ময় আদি অনাদি পুরুষ, তোমাকে ডেকে থাকি, যদি একদিন তোমার স্বর্গবাসী সাধুগণের আত্মার সহবাস করিয়া থাকি সে কীর্ত্তি রহিল। কি কীর্ত্তি? যে উপস্থিত শতাব্দীর লোক এরাও একদিন হিমালয়ে এসে যোগ করিতে পারিয়াছে। হিমালয় যোগ সাধনের স্থান। এখনও কিছুমাত্র জ্যোতিহীন হয় নাই। এখনও তেজস্বী রহিয়াছে। হে হরি, ইহা সাক্ষাৎ দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি, গল্পের কথা নয়। ফিরিয়া গিয়া বলিব হিমালয় মরে নাই। যদিও পুরাতন কালে যেমন মর্য্যাদা পাইতেন এখন তেমন পাইতেছেন না, যদিও ভারতের যুবকদল ইহার খুব অপমান করিয়াছে, তবুও ইহার তেজ কমে নাই। তুমি যে মুকুট হিমালয়কে পরাইয়াছ তা কখনও খুলে পড়িবে না। এ যে প্রকৃতির মুকুট। মানুষ নাই বা আসিল। তাই এ হিমালয়কে বলি তীর্থ স্থান। অপমানিত অথচ তেজস্বী। আহা হরি, নির্জ্জনে

পাহাড়ের উপর বসিয়া আছ দেখিতে আসিলাম, দেখিলাম আমার হরি পাহাড়ের উপর নাচিতে ভাল বাসেন, ঋষি কন্যা, ঋষি পুত্রদের লইয়া পাহাড়ের উপর রহিয়াছেন। এ যথার্থ কথা। আমরা কয়টী গরিব পরিবার কিছু কি পাইলাম না? তীর্থ হইতে যাইবার সময় কিছু চিহ্ন লয়ে যেতে চাই। তুমি পার্ব্বতী হিমালয়ের দেবতা, দয়া করে আমাদের হৃদয়ে যোগভক্তি ঢালিয়া দাও। তোমার হিমালয়ের উপর হইতে যেমন জল পড়ে, হিমালয়কে আদেশ কর তেমনি করে আমাদের হৃদয়ে যোগ ভক্তি ঢেলে দিতে। যোগেশ্বরের বসিবার উচ্চ আসন এ মনে করে হিমালয়কে যেন বুকে করে রাখিতে পারি। নির্ম্মল হইয়া, প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া, ঋষি ভাব লইয়া সংসারে ফিরিলাম, এ যেন সকলে দেখিতে পায়। আমরা হিমালয়কে বিস্মৃত হইব না, যে হিমালয় দয়া করে আমাদিগকে স্থান দিলেন, তাড়াইয়া দিলেন না, বলিলেন, এস বাছা, যদিও তোমরা অধার্ম্মিক তবু আমাকে আদর করিবার ইচ্ছা আছে, এস। তিনি খাদ্য ফল সুস্নিগ্ধ বায়ু দিয়া আমাদিগকে সুস্থ করিলেন, আমরা তাঁহাকে মনে রাখিব, মনের মধ্যে সেই যোগরাজ্যের ভিতর পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াই। পাহাড়ের শোভা নয়ন দেখিল, কেবলই হর পার্ব্বতীর শোভা দেখিলাম, এখন হে গিরিরাজ, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই প্রার্থনা যে খুব বিনয়ী শুদ্ধ চরিত্র

হয়ে সেই কার্য্যক্ষেত্রে ফিরে যাই, যেখানে সকলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হে দীনবন্ধু, হে করুণাসিন্ধু, এখানে যে উপকার হয়েছে তা যেন স্থায়ী হয়, মা তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

—:—

শুভ ক্ষণ।

১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক।

হে দীনবন্ধু, দয়ার সাগর, স্বর্গের রথ আসিবে, ইহাই আমরা ভাবি, কখনও আসিয়াছিল কি না ইহা ভাবি না, স্বর্গ হইতে রথ আসিবে, আমরা তাহাতে যাইব, ইহাই ভাবি, কিন্তু পিতা, যেমন নিরপেক্ষ ও কুসংস্কার শূন্য হইয়া মনে করি তাহা এক দিন নিশ্চিত আসিবে, আমরা কি ভাবি যে, কোন দিন ইহা আসিয়াছিল কি না? যদি মনকে জিজ্ঞাসা করি মন উত্তর দিবে যে ভগবান্ অনেক বার তাঁহার স্বর্গের পবিত্র রথ পাঠাইয়াছিলেন, যখন আমরা মনে করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম, ফকীরি লইয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিতাম, এমন শুভক্ষণ আসিয়াছিল, যখন মনে করিলে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইতাম। কিন্তু অনুকূল বায়ু চলিয়া গেল, তখন পাপের নেশা ছাড়িতে পারিলাম না, সেয়ানা যাত্রীরা পাইল ভরে নৌকায় চড়িয়া চলিয়া গেল, আর কুড়েরা পড়িয়া রহিল,

আমরা শুভক্ষণ ছাড়িয়া দিলাম। যদি প্রথম হইতে তোমার উপর বিশ্বাস থাকিত, তুমি যা বলিতে করিতাম, কখনও এখানে পড়িয়া থাকিতাম না, কিন্তু সুধাসাগরে ডুবিতাম। এমন অনুকূল বায়ু উঠিয়াছিল, নৌকা কোথায় চলিয়া যাইত। তখন আমরা কেবল ভাবিয়াছি কেমন করে রাগ একেবারে ছাড়িব, কেমন করে টাকার ভাবনা ছাড়িব, যদি ঈশ্বর বলেন রাতারাতি স্বর্গে যেতে, তা কেমন করে পারিব? হে হরি, আমরা তোমার মতের উপর মত চালাইলাম, আপনার মতে চলিতে গেলাম, তাই হতভাগারা হতভাগিনীরা পড়িয়া রহিলাম। অনুকূল বাতাস আর হয় না, যাত্রীরা একে একে ঘাটে ঘুমাইয়া পড়িল। তুমি যখন বলিলে "আয় লইয়া যাই," আমরা তখন মুখ ফিরাইলাম। তখন ভক্তি স্রোত উঠিয়াছিল, যোগ ও চরিত্র শুদ্ধির বায়ু বহিয়াছিল, তখন নৌকা ছাড়িয়া দিলে কত দূর চলিয়া যাইত। তখন কোলে করিতে আসিয়াছিলে, আদর করে ডাকিতে আসিয়াছিলে, তখন যদি মা বলে কোলে যেতাম, কত সুধা খেতাম। শুভক্ষণ চলে গেল, ব্রাহ্মগুল নির্ব্বোধ, সে সময় কিছু করিল না, এখন কাঁদ্‌চে, "কেন বা ভক্তির সময় মাতি নাই, বৈরাগ্যের সময় মাতি নাই।" পিতা, শুভ ক্ষণ ছিল, লই নাই, এখন তোমার চরণ ধরিয়া নিবেদন করি আবার শুভক্ষণ আসুক। এবার পর্ব্বতে আসা কি একটা শুভ ক্ষণ নহে? পার্থিব

জীবন সম্বন্ধে যেমন আমরা বিশ্বাস করি তেমনি মনের বিষয়েও কি করিব না? এখন হয়ত পর সেবা নাই, বিশ্বাস নাই, কেউ কাহাকে দয়া করিবে না, কেবল অপ্রেম, এখন আর মন ভাল হইবার যো নাই, এখন কাল শনি উপস্থিত। কিন্তু এর ভিতরেও মঙ্গল আছে। একটা খারাপ দশা পড়েছে, কিন্তু কে হৃদয়ের পাঁজি ভাল করে দেখে? আমরা বেশ করে দেখি শুভ ক্ষণ কি? ঠিক করে দেখি না আজ স্বর্গারোহণের পক্ষে শুভক্ষণ না অশুভক্ষণ। যদি অবিশ্বাসী হই, এ ভয়ানক অশুভক্ষণ। এমন হইতে ও পারে হিংসা, লোভ, রাগ, স্বার্থপরতা বাড়িবে, মন খারাপ হইয়া যাইবে, তবে এখানে না আসা ভাল ছিল, কিন্তু যদি শুভক্ষণ হয় তবে এ যোগী ঋষির স্থান ঠিক মিলে গেল, এ স্থানে যোগেশ্বর প্রাণেশ্বরের সহিত প্রাণ মিলিয়া যাইবে। হরি, যদি শুভক্ষণ হয় তুমি বলে দাও। আমরা জানি না কবে শুভক্ষণ, কবে পূর্ণিমা, কবে সুপ্রভাত। কোন্ দিন অকাল তাহাও জানিতে দাও। যদি অশুভক্ষণ হয় তবে যদি কেবলই তোমাকে বলি, "ঠাকুর নিয়ে চল, ঠাকুর দরজা খোল, দয়া কর" তাক্তে কিছুই হয় না, আবার যদি শুভক্ষণ হয় এক দিন তোমার পায়ে পড়িলে, অমনি যোগেশ্বর, তুমি দেখা দাও। পিতা, আমরা কি অশুভক্ষণে বাড়ী ছাড়িয়াছি! ঈশা মুষাকে দেখিলাম না, যোগী হইলাম না, বরং আরও বিষয়ী হয়ে

যাব। আমরা কি অশুভক্ষণে বাড়ী ছাড়িয়াছি? না, ঠিক শুভক্ষণে ছাড়িয়াছি। দেব লোক নর লোকের সহিত মিলিল, প্রাণের সঙ্গে ব্রহ্ম মিলিলেন, সর্ব্বাঙ্গ হইতে আসক্তি পাপ সব গেল। জানিতে দাও যে শুভক্ষণে সব মিলিয়া গিয়াছে, আর পিতা, যাদের শুভক্ষণ হয় নাই তাদের বুঝিতে দাও, এব র যখন শুভক্ষণ আসিবে নৌকা ছাড়িতে হইবে। পিতা, মুক্তিদাতা, দয়া করিয়া এই শুভক্ষণে একেবারে যোগ ভক্তির ভিতর গিয়া মিলিতে দাও। [মো]

কুবেরের ধন।

১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২।

হে দয়াময়, হে মুক্তিদাতা, পৃথিবীতে দুঃখীর আশা যেমন ধনী, সংসারীর আশা তেমনি সাধক। এ সংসারে ধনী যদি না থাকিত দুঃখী কিরূপে বাঁচিত, কে তাদের টাকা দিত, কে বস্ত্র দিত, কে অন্ন দিত? দয়ালু ধনী যদি না থাকিত কে দুঃখীর সেবা করিত? কাঙ্গাল কি কাহাকেও সুখী করিতে পারে? যত গরিব কাঙ্গাল তারা ধনীর নিকট চীৎকার করিয়া বলে, "রোগ বড় ঔষধ নাই, ক্ষুধা বড় অন্ন নাই, শীত বড় বস্ত্র নাই" ধনীর নিকট খবর যায়, কাঙ্গালকে জল অন্ন বস্ত্র ঔষধ দেয়। পিতা, তুমি ভৌতিক জগতে কত কি সৃজন করিয়াছ যাহার উপমা

আমরা ধর্ম্মজগতে ঠিক পাই। পাপী অবিশ্বাসী সব কাঁদিতেছে, "সাধক, পুণ্য দাও, জ্ঞান দাও, ধর্ম্ম দাও।" পৃথিবীর অল্প বিশ্বাসী পাপীরা যারা কিছুতেই বাঁচিতেছে না, সংসারের পাপরৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, বলিতেছে 'সাধক, যোগী, ভক্ত, কোথায় আছ, পথ দেখাও জ্ঞান দিয়া সাধুতা দিয় বাঁচাও।' হে ঈশ্বর, আমরা হাজার কেন আমাদিগকে প্রচারক নামের গৌরবের অনুপযুক্ত মনে করি না, তবু আমরা ইহা মনে করি যে হাজার হাজার লোক আমাদের নিকট জ্ঞান ভক্তি পুণ্য চাহিতেছে। আমরা সিদ্ধ নই বটে, কিন্তু তারা আমাদিগকে সাধক মনে করে। তারা জানে যাহাতে রাগ, লোভ, অধর্ম্ম দমন হয় এক জন লোক ক্রমাগত কুড়ি বৎসর এই চেষ্টা করিতেছে, এ জন্য পৃথিবীর লোকেরা আমাদের উপর আশা করে আছে, বলিতেছে, "তোমরা ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ খেলে, কাঙ্গালেরা দরজায় বসে কিছু দাও, সংসারের শীত রৌদ্রে ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে, সাধকেরা দাও, হিন্দুস্থানের কাঙ্গালদের দাও।" তারা পথে পথে বেড়াচ্চে, 'হে পিতা, আমরা পাষাণ দিয়া ত হৃদয় বাঁধি নাই। ইহা শুনিয়া আমরা কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি? কিন্তু যদি আমাদের চরিত্র তেজস্বী হয়, পুণ্যবান্ হয়, উপাসনা সরস হয়, মনে ফকীরি হয় তবে ত দিতে পারি। আমরা কি পাষাণ হইব? এই যে লক্ষ লক্ষ লোক কষ্ট পাইতেছে, একবারও

তোমাকে দেখিতে পাইল না, ক্রোধ, লোভ, কাম, নানা বিকারে তাদের আচ্ছন্ন করিয়াছে। অধর্ম্মে, বিষয়ে, কুসংস্কারে হিন্দুস্থান কাঙ্গাল হয়েছে, এখন পরমেশ্বর, আমরা কি করিব? তুমি ভার দিয়াছ আমাদিগকে খুব সাধন করিতে, কেন না এই সময়ে ঢের কাঙ্গাল আমাদের নিকট আসিবে, কিন্তু আমরা তার উপযুক্ত নই, সে জন্য বুঝি আমাদিগকে পাহাড়ে পাঠাইলে? বলিলে তোদের কিছু নাই, কুবেরের কাছে যা, মণি মুক্তা ধন রত্ন লইয়া আয়, তার পর কাঙ্গালদের দে। খুব পুণ্যবান্ হব, জোরের সহিত বলিতে পারিব, এখনও পাপ নিকটে আসিতে পারে? এখনও সংসারের দাস হইব? যদি কুবেরের অংশীদার হই তা হলে বলিতে পারিব। কাঙ্গালদের কি বলিব যে, কুড়ি বৎসর সাধন করিলাম, একটু একটু বৈরাগ্য, একটু একটু ভক্তি হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও রিপু দমন হইল না, পাপ গেল না, কুঅভ্যাস দূর হইল না, স্বভাব দোষ একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলাম না? এ যদি বলি সব পাপী কাঙ্গাল যারা হরিনাম জানে না, যোগ জানে না, কাঁদিয়া উঠিবে। তারা আমাদের উপর আশা করে আছে, হিমালয় হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সব কাঙ্গালীরা বসে আছে বলিতেছে, "ব্রাহ্মেরা, তোমরা বড় ধনী, আমাদিগকে খাওয়াও; তোমরা নববিধান পেয়েছ, কত ধন রত্ন পেয়েছ, অনেক হরিনাম সাধন করেছ, আমা-

দের ধন রত্ন দাও। অনাথ আমরা, আমাদিগকে খাও-য়াও। পর্ব্বত থেকে কি নিয়ে এসে আমাদিগকে দাও। ঈশার বাড়ী থেকে, মুষার কাছে থেকে, সক্রেটিস্ ও গৌত-মের নিকট হইতে কি এনেছ দাও।" হে পরমেশ্বর, তুমিই কি এ রকম করে কাঙ্গালীদের দিয়ে রাস্তা সাজিয়েছ, এ কাল লোকটাকে জব্দ করিবে বলিয়া? আমাদের মনে খুব উৎসাহ হবে বলিয়া বুঝি এ রকম করিয়াছ? মন, উঠ; কুবেরের বাড়ী চল, আমাদের এত কাঙ্গালী বিদায় করিতে হইবে, কি করিব, অনেক ধন রত্ন আনিতে হইবে। দেখ মা, আমরা যদি এখন সংসারী পাপী হয়ে বসে থাকি, তা হলে আমরাও গেলাম, এই কাঙ্গালীরাও গেল। মা, তুমি যে একটা লোককে সাধক শ্রেণীভুক্ত করেছ, এবা কি করে? কাঙ্গালদের কি দেবে? তুমি বলিতেছ, "তোদের কুড়ি বৎসর খাওয়ালাম, তোদের কাঙ্গালীদের অনেক দিতে হবে। তোদের ঈশার মত পবিত্র চরিত্র হতে হবে, তোরা এখন রাগ করিতে পারবি না, লোভ করিতে পারবি না, তোদের লক্ষ বার ক্ষমা করিতে হইবে, তোরা যা, কাঙ্গালী-দিগকে এই সব দেখাগে; পুণ্যবস্ত্র, শুদ্ধ চরিত্র, মিষ্ট উপাসনা, গভীর যোগ এ সব ওদের দেখাতে যা। এতদূর এলি, এখন যোগী ঋষিদের নিকট হইতে যা পেয়েছিস্ নিয়ে যা।" দয়াময়, আজ আমাদের বড় দায়িত্ব। তুমি দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন কুবেরের বাড়ী

থেকে অনেক ধন রত্ন সঞ্চয় করিয়া আপনারা ধনী হইয়া ঐ কাঙ্গালদের খাওয়াতে পারি। দীননাথ, তোমার শ্রীচরণে পড়িয়া এই নিবেদন করি, তুমি আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পর্ব্বতে মহাদেব দর্শন।

২৫শে মে, ১৮৮০।

হে দীনবন্ধু, বাড়ীর দেবতা, তুমি এখানে পর্ব্বতের দেবতা; সেই কমল কুটীরের ঈশ্বর, এখানে তুমি হিমাচলের ঈশ্বর। তোমার খেলা সংসারে কিয়ৎ পরিমাণে দেখিলাম, ইচ্ছা আছে হিমাচলের মাথার উপর তুমি কেমন করিয়া খেলা করিয়া বেড়াও দেখি। দেব দেব মহাদেব মূর্ত্তি এখানে কিরূপ আছে, হরি তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিও না, তোমার যোগাভিলাষী সন্তানের নিকট তাহা প্রকাশ কর। পর্ব্বত কেন আমাদিগকে শিক্ষা দিবে না? আমরা ফুলের কাছে শিক্ষা পাই, বৃক্ষের কাছে শিক্ষা পাইয়া থাকি। পর্ব্বতের নিকট কেন শিক্ষা পাইব না? এখানে যে আমরা কেবল বেড়াইতে আসিয়াছি তাহা নহে, কেবল যে উপাসনা করিতে আসিয়াছি তাহাও নহে, কিন্তু গিরিপতি প্রকাণ্ড মহান্ দেবতা কেমন করিয়া এখানে বসিয়া আছেন

দেখিতে হইবে। হে হরি, আমাদিগকে এ পাহাড়ের ভাবের ভিতর প্রবেশ করিতে দাও। পাহাড়ের সঙ্গে প্রকৃতি যেমন মিলিত হইয়াছে, জলের সঙ্গে আকাশের সঙ্গে যেমন পাহাড় মিশে, সেইরূপ আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে পাহাড়ের মিল করিয়া দাও। এই সকল পর্ব্বতের মত আমরা হইয়া যাই। ইঁহারা যেমন হাজার হাজার বৎসর বসিয়া আছে সেইরূপ হই। অসারতা জড় জীবন দূর করিয়া দাও। আমরা কি জন্য এখানে আসিলাম? কেন এখানে আসিলাম? তখনই আসা সফল হইবে যখন দেখিব নরনারীগণ পাহাড়ের কাছে বসিয়া প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিতেছেন। ছোট বড় যিনি যেমন তেমনি প্রত্যাদেশ গ্রহণ করুন। এখানে কেবলি বজ্রধ্বনি, পর্ব্বতের উপর তোমার খেলা বড় রকম, এখানে ছোট খাট কিছু নাই, সমস্ত বড় ব্যাপার, সমুদয় ভূমার ব্যাপার। এ ত আর বাঙ্গালীর রাজ্য নহে, যেখানে সব ছোট ছোট। এ পাহাড়ী দেশ। এখানে তুমি হাতে করে ব্রহ্মাণ্ড লুফ্‌ছ। বৃষ্টি নিয়ে খেলা করিতেছ, পর্ব্বত নিয়ে খেলা করিতেছ। হে প্রভু, পর্ব্বতকে খুলিয়া দাও, উহার ভিতরে তুমি বসিয়া আছ দেখি। হে গিরিরাজ, হে পর্ব্বতের রাজা, এখানকার খেলা কিছু কিছু দেখাও। এখানে একটু সন্ন্যাসী হইতে হয়। বিশেষ জিতেন্দ্রিয় হইতে হয়, মহাদেবের মত, ভোলা-না থের মত হইতে হয়। এখানে কেবল যোগী ঋষি বেড়া-

ছেন। এদিক হইতে ওদিক কত তার সংখ্যা নাই। আমরা সব মুচি হাড়ি, ঐ সব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিলে কেমন হয়। তুমি আমাদিগকে এই উচ্চ স্থানে উচ্চ ভাব দাও। কি করিলাম, ভবে আসিয়া পাহাড়ে আসিয়া কি করিলাম, কেবল এলাম আর গেলাম। কাণ মলে দাও, খুব শাস্তি দাও, কেন তোমার রাজ্যে দুষ্কর্ম্ম করিলাম। এখানে প্রকাণ্ড পাহাড় তোমার বসিবার আসন। একি আমরা কলিকাতা পাইয়াছি? এখানে পাহাড়ের মত মন হইতে হইবে। তোমার ভিতরে যেন বাতাস হইয়া মিশিয়া যাই, বৈরাগ্যের ভিতর বৈরাগ্য হউক। গাম্ভীর্য্যের ভিতর গাম্ভীর্য্য হউক। নীচে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু মন উপরে উঠিতেছে। এখানকার গতি উর্দ্ধে। দাও, প্রভু উর্দ্ধে গতি করিয়া দাও। দিন কতক মহাদেবের কাছে বসি, গিরিরাজের কাছে থাকি। হাট বাজার দোকান আর মনে আসে না। আত্মা উড়িয়া যাও, শরীর পড়িয়া থাক, তুমি ঐ পর্ব্বতরাজের কাছে উড়িয়া যাও, যাও উহাঁর সঙ্গে চলে যাও, আমিও যেন তোমাকে আর দেখিতে না পাই, হলেই বা তুমি আমার মন। মনপাখি যাও উড়ে, ঢের উর্দ্ধে যেতে হবে। ধ্রুবলোক, প্রহ্লাদলোক, শিবলোক সমস্ত লোকে যাও। আর পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিও না, বেড়াও তুমি। আমিও বাঁচি, তুমিও বাঁচ। চলে যাও পাখি, আরও উড়িয়া যাও, আমার প্রিয় মন পাখি, মহাদেব তোমাকে

ভো নিন্। ব্রহ্মলোকে গিয়ে দীক্ষিত হও। এখানে ত এক বার দীক্ষিত হয়েছ। নূতন রাজ্যে ভাই ভগিনী পাইয়া সেখানে গিয়া বাস কর। খুব মেতে যাও। এখানে এসে কি হইবে? ঢোল কাঁশি বাজিতেছে, হাট বাজার ধূলো খেলা এ সব দেখিয়া কি হইবে? চলে যাও পাহাড় হইতে পাহাড়ে, উচ্চ হইতে উচ্চে চলে যাও। যেন দেখি ব্রহ্মের বুকের ভিতর ব্রাহ্ম, ব্রহ্ম আকাশে ব্রাহ্ম পাখী উড়িতেছে। মন নীচে থাকিস্ না, পারিস্ত পরিবার নিয়ে উড়ে যা। যোগ বলে ছোট বড় সব নিয়ে উড়িয়া যা। মন চিড়িয়া চল, এ দিকে আর আসিস্ না। শিকারী বাহির হইয়াছে, ব্যাধ ফিরিতেছে, মেরে ফেলিবে, গুলি করিবে, চল মন চিদাকাশে উড়ে যা। না হইলে এখানে আসা মিথ্যা। জগদীশ, যদি মনুষ্য শ্রেণীমধ্যে আমাদের নাম লিখাইয়া থাক তবে এই কর শেষ জীবন মনের ভিতর ক্রমাগত উড়িতে থাকিব। যেখানে ইন্দ্রিয় নাই, হাট বাজার নাই, কাল্‌কের ভাবনা নাই, যেখানে ঋষির রাজ্য, বৈরাগ্যের রাজ্য, সন্ন্যাসীর রাজ্য তাহার ভিতর অর্দ্ধ হস্ত স্থান এই কাঙ্গাল দুঃখী সন্তানকে দাও। তোমার সন্ন্যাসী যোগী ভৃত্য হইয়া থাকি, দীনবন্ধু দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দৈনিক প্রার্থনা।

[কমলকুটীর।]

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

[তৃতীয় ভাগ।]

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮০৯ শক।

মূল্য ॥০ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

দৈনিক প্রার্থনা।

[কমলকুটীর।]

অভিনয়।

২১ এ আগষ্ট, ১৮৮২।

হে কৃপাসিন্ধু, ভগবদ্ভক্তদিগের রত্নমালা, যেখানে লোকে অদৃষ্ট মানে, সেখানে এই কয় জন লোক অদৃষ্ট মানে না; যেখানে লোকে অদৃষ্ট মানে না, সেখানে এই কয় জন অদৃষ্ট মানে। নববিধানবাদী অদৃষ্ট মানেন, অথচ সে অদৃষ্ট তা নয় যা লোকে মানে। অদৃষ্টক্রমে ছেলে গেল, ধন গেল, রোগ হইল—এই সকল অদৃষ্ট! যেমন সংসার ছাই, তার অদৃষ্টও ছাই। যেমন পৌত্তলিকদের অবস্থা ছাই, তেমনি তাদের অদৃষ্টও ছাই। এ অদৃষ্ট দূর হউক, বিদায় হউক। শুভাদৃষ্ট, তুমি এস; নববিধান এস, তোমায় আলিঙ্গন করি। কি অদৃষ্ট? শুভাদৃষ্ট। সকলের মঙ্গল হইবে। আমরা হরিপাদপদ্মে মতি রাখিয়া স্বর্গে যাইব। আমরা সুখী পরিবার হইব, পাপ ছাড়িয়া সাধু হইব, হরির মন্দির স্থাপন করিব। এই সকল, মা জননী, তুমি সূতিকাঘরে

কপালে লিখে দিয়াছিলে। আমাদের অদৃষ্টে অনেক লেখা আছে। বাড়ী আছে, ঘর আছে, সুখ সম্পত্তি আছে। হরির যা আছে আমরা পাব। কি ছিলাম, আর আমরা কি হলাম! আমাদের নাটক, ইটি কখন অদৃষ্টবিরুদ্ধ নয়। তুমি আমাদের কপালে লিখিলে, অভিনয়। নববিধান অভিনয়; প্রকাণ্ড সংসার আমাদের নাট্যশালা। তুমি ছেলেগুলিকে, সকলকে, ঘরে নিয়ে বলে দিলে, "এই রকম করে সকলের কাছে নরম হোস্, এই রকম করে ভাইয়ের সেবা করিস্, এই রকম করে হুঙ্কার করিস্"; তার পরে স্বর্গের সাজ আনিয়া সকলকে পরাইলে। ভারতেব প্রকাণ্ড নাট্যশালা খুলিল। যাই অভিনয়ের নিমন্ত্রণপত্র গেল, ইউরোপ বলিল, মা জগদীশ্বরি, আমি যেন এই অভিনয় দর্শন করিতে পারি, এমন অভিনয় কখন হয় নাই। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে, ভক্ত নারদ ঋষি সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। নববিধানের অভিনয় কেহ করে নাই; এবারে সকলের শুভ অদৃষ্ট। যারা দেখিবে তাদের, যারা সাজিবে তাদের, যারা শুনিবে তাদের, শুভাদৃষ্ট। বঙ্গদেশ স্বয়ং গৃহস্থ, তারই বাড়ীতে এই প্রকাণ্ড অভিনয়। আকাশে দেবগণ দেখিতে আসিলেন; আকাশের দেবতা আকাশেই রহিলেন, পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীতেই রহিল। চারি দিক দেখিতে লাগিল। তাহার মধ্যে যথাযোগ্য সরস্বতী বন্দনা করিয়া নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ অগ্রসর হইলেন। হে বঙ্গদেশের মাতঃ, তুমি

যখন পৃথিবীকে অভিনয় দেখাইবে এই কয় জনকে সাজাইয়া, তখন পৃথিবী বুঝিবে নববিধান কি! ইহার ভিতর কি অভিনয় নিহিত! আমরা আর কিছু করিতে আদিষ্ট হই নাই, আর কিছু করিতে জন্মগ্রহণ করি নাই, কেবল নাটক করিতে; এই কুড়ি বৎসর অভিনয় করিতেছি। নাটক অভিনয় করা আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের ভিতর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভিনয় সর্ব্বদা হইতেছে। যার কপালে তুমি যা লিখেছ, তা তার করিতেই হইবে। যার কপালে তুমি পরীক্ষা লিখেছ, তা তার বহন করিতেই হবে। যাকে তুমি বড় মানুষ সাজিয়েছ, তার তা হতেই হইবে। যে যেখানে থাকে, তার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অভিনয় করিতেই হইবে। মা, এ ত তুমি ঠিক করেছিলে পৃথিবীর সকাল বেলা যে, যাদের অদৃষ্টে ছিল এক সঙ্গে এসে দাঁড়াবে; যেমন দাঁড়াবে, ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠিবে। নাটক অভিনয়ে পাপী উদ্ধারের সহজ উপায় হবে; সকল ধর্ম্মের সমন্বয় হবে; দুঃখের রজনী শেষ হবে। তুমি এত দিন একটি দলকে বুকের ভিতর রেখেছিলে, যাই উনবিংশ শতাব্দী আসিল, উপযুক্ত সময় আসিল, তুমি নিদ্রিত দলকে উত্থিত করিলে, তাহারা একটি ঘরে আসিল। বিধাননাটকের অভিনয় করিবে। মা, এই নববিধানের অভিনয় করে রেখে, আমরা যেন যেতে পারি। আমরা যেন গম্ভীর হয়ে এই কার্য্যে ব্রতী হই।

হে মুক্তিদায়িনি, এ সমুদায় তোমার প্রেমের অপূর্ব্ব

ব্যাপার। কাকে রাজা সাজাও, কাকে গরিব সাজাও, কাকে হুঙ্কার করাও, কাকে হাতে দড়ি বেঁধে ফেলে কি বল, আমি জানি না, তুমি জান; আমি জানি এই যে, রোজ একটা একটা নাটক অভিনয় হচ্চে। মা, আনন্দের সহিত তোমার হাত ধরে নাচিব, তুমি যা সাজাবে সাজিব, তুমি যা বলাবে বলিব। আমি যে তোমাকে ভালবাসিব; আমি যে তোমার হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি, তুমি যা বলিবে করিব। মা, পুণ্যভূমি প্রস্তুত হচ্চে, যেমন রঙ্গভূমি প্রস্তুত হচ্চে। নাটকে যে পরিত্রাণ হবে, মা; এ যে বিশ্বনাট্যশালা, এ যে ধ্রুবলোক। মা আপনি দাঁড়িয়ে থেকে সমুদায় করিতেছেন। মা, তামাসা দেখিবার জন্য, আমোদ করিবার জন্য যারা আসচে তাদের মনে যদি ভক্তি বিশ্বাস থাকে, কোটি কোটি বক্তৃতায় যা না হবে এক রাত্রিতে তাই হবে। তুমি বল্‌চ, তোদের যা সাজিতে বলি তাই সাজিস্, আমাকে প্রণাম করে, আমার সহায় লইয়া, নাট্যশালায় প্রবেশ করিস্; তা হলে আবার নবদ্বীপ টলিবে; সকল পাপী 'অবিনাশের' মত স্বর্গে যাবে; হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সব এক হবে। মা, তুমি যদি বল, তবে অভিনয় করিতেই হইবে, এবার ঐ রঙ্গভূমিতে থাক্‌ব, ঐখানে সেজে বসে থাক্‌ব। কেন? মা যে বলে দিয়াছেন এতে পৃথিবীর গতি হবে। মা, তুমি যা বলিবে তাই হবে। তোমার বিধি পালন করিতে হবে। হে করুণাময়ি, হে জননী, তুমি

কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যদি অদৃষ্টক্রমে তোমার নাট্যশালায় আসিয়াছি, তবে যেন অভিনয় শেষ করিয়া আপনারা তরে যাই, আর তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্নান।

৩০ এ আগষ্ট, ১৮৮২।

হে ভক্তদিগের প্রাণারাম, তুমি যে কৃপা করিয়া এবার আমাদিগকে নূতন মন্ত্র দিলে তাহার সাধন কে করিল? কে তোমার মন্ত্র নেবে? কে শুনিল তোমার মন্ত্র? কে বা সাধন করিবে? সহজে দুটো কথা বলিয়া উৎসবের দিন চলিয়া গেল, কে বা সেই কথা আলোচনা করে, কেইবা তার গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করে? হে দেবি, মোক্ষমন্ত্র ত সময়ে সময়ে খুব দিতেছ, কিন্তু শোনে কে তোমার কথা? গ্রাহ্য করে কে? হে বিধি, যদি প্রচার করিলে তোমার নূতন বিধি, তবে সে বিধি যেন বিফল না হয়, তোমার নিকট কাঙ্গালের এই প্রার্থনা। যে আহার স্নানে শরীর মন শুদ্ধ হয়, যে চরিত্র আহারে ঈশা মুষার মত চরিত্র হয়, বলিতে গা কাঁপে, আমি চণ্ডাল পাপী, আমার তাতে ব্রাহ্মণত্ব হইবে, ভিতরে সহস্র দ্বিজ ভাব ধারণ করিব! হরি, ঢের মন্ত্র

দিয়াছ। এবার নাওয়া খাওয়ার মন্ত্র দিলে। এক কর্ণে প্রবেশ করিল অপর কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। সেই রাজ্যে আমাদের নিয়ে চল যেখানে স্নান আহার ধর্ম্মের ব্যাপার। যেখানে ভক্তগণ 'হরি হরি' বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া তোমার পুণ্যসরোবরে, পুণ্যগঙ্গায় স্নান করিয়া আরো শুদ্ধ হইতেছেন। মা, আমার 'আত্মাকে' স্নান করাবার ভাব মনে হয় না, আমি যে মলিন শরীর লইয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করি, সেই মলিন শরীর লইয়া বাহির হই। হে ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, স্নানের দৃষ্টান্ত আমাকে দেখাও। গৌরাঙ্গ, তুমি স্নান করিয়া আরো গৌর হইতেছ। আমি স্নান করিয়া আরো কালই হইতেছি। আমরা যখন স্নান করি পাপমলা দূর ত হয় না; শরীরের কালি ত যায় না। আমাদের শরীরে এত কালির দাগ! কবে স্নান করিব তোমার ঘাটে? একটা ডুব দিলেই দেখিব শরীর জ্যোতি-র্ম্ময়, ব্যাধিবিহীন, নির্ম্মল হয়েছে। প্রেমিকের ঈশ্বর, যদি দয়া করিয়া উৎসবে এই নূতন এবারকার মন্ত্র দিলে, তবে তা সাধন করিতে শেখাও। আমাদের সকল জলের ভিতর তুমি এসে বস। আমাদের শরীরের সমুদায় দাগ মলিনতা পরিষ্কার করে দাও। যত স্বার্থপরতা, অশুদ্ধি, যা কিছু আছে আমাদের ভিতর, একেবারে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে। 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ' বলি, আর সোণার কলসী করে ব্রহ্মজল মাথায় ঢালি। ঢালিতে

ঢালিতে শুদ্ধ হই, পরমেশ্বর, এই করে দাও। স্নান করিব, আর যত পাপ কুপ্রবৃত্তি মলা দূর করে দেব। কাল চামড়া আর থাকিবে না। শরীর উজ্জ্বল নির্ম্মল হবে। নর নারীর পানে তাকালেই বুঝ্‌তে পার্‌ব এক একটা জ্যোতি চলে যাচ্চে। কারণ এরা যে নেয়ে এলো। হরি-নাম করে নেয়ে এলো। যে নেয়ে আস্‌বে, দেখিব শরীরে জ্যোতি, মাথায় তারা জ্বল্‌চে। যেমন ঈশার রূপান্তর হইল তেমনি ভক্তের স্নান করে রূপান্তর হয়। হে দীন-বন্ধু, হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন স্নানের সঙ্গে এই মন্ত্র সাধন করিতে করিতে লোহার শরীরকে সোণার শরীর করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুচরিত্র গ্রহণ।

৩১ এ আগষ্ট, ১৮৮২।

হে দীন দয়াল, হে অসীম প্রেম, চিরকাল মানুষ সাধু-দিগকে নমস্কার ও প্রণাম করিয়া আসিতেছে। আমরাও কি সাধুদিগকে সেইরূপ বাহ্যিক সম্মান দিয়া বিদায় করিয়া দিব? এই জন্য কি যুগে যুগে স্বর্গ হইতে সাধুদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলে যে আমরা মুখে কেবল বলিব "তোমরা বড়, তোমরা বড়?" সাধু মানে তাই, যা লোকে বলে হয় না, তা হয়।

ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থির বিশ্বাসী হইয়া থাকা, ইহা লোকে এক রকম অসাধ্য মনে করিয়া রাখিয়াছে। সাধু অর্থ আর কিছু নয়, তাহার অর্থ অসম্ভব সাধন, অসাধ্য সাধন। সাধুরা দেখাইয়া গেলেন, যা মানুষ পারে না, তা হয়। স্বর্গীয় সাধুগণের এই মূল্য। এই জন্য তাঁরা পৃথিবীতে আসেন। আমরা বলি 'যার রাগ আছে একেবারে কথন যায় না, যার মন শুষ্ক সে কখন ভক্তি প্রেমরসে মত্ত হতে পারে না' বড় বড় সাধুগণ দাঁড়িয়ে বল্‌চেন, তা হবে, 'নিশ্চয় হবে। যা হয় না মানুষ বলে, তা নিশ্চয় হয়। আমরা বুকের ভিতর সাধুদের জীবন প্রবিষ্ট করে রাখ্‌ব। এই রকম করে সাধুদের সম্মান করিতে হইবে। দয়াল হরি, আমরা সাধুদিগকে বড় অশ্রদ্ধা করেছি। তাঁরা বাড়ীতে এলেন যে ভাবে, সে ভাবে তাঁদের নিলাম না। আমি যে জিতেন্দ্রিয় সাধু শুদ্ধ হয়ে ওঁদের মত হব, সে আশা কি বেড়েছে? আমরা যে সাধুদের দেখিবার জন্য স্বর্গে গেলাম, তাঁদের হাত ধরে নাচিলাম, আমরা কি বলিতে পারি, 'এই আমার ভিতরে ঈশা; যত সাধু ঋষি আমার অন্তরে বসে আছেন।' হরি চিরকাল আমি সাধুদের বাহিরে বসাইয়া রাখিয়াছি, অন্তঃপুরে লইয়া গেলাম না। সাধুগণ, আমাদের রক্তের ভিতর এস। আমরা বুকের ভিতর সাধুতা রাখিব। দেখাব বুক চিরে যে, তাঁরা ভিতরে আছেন। বুক চিরে যেন দেখাতে পারি সেখানে

সাধু সাধ্বী। এ না হলে পৃথিবীতে থাকা মিথ্যা। আমরা সাধুদের বলি, তোমাদের সুখ্যাতি সম্মান দেব, মস্তেকে মানিব, কিন্তু ভিতরে স্থান দেব কেন? এই বলিয়া দেউড়ী থেকে তাঁদের বিদায় দিই। মা, এত ঈশার সুখ্যাতি করে ঈশাপ্রকৃতি হলো না, হলো না। হরি, কি রকম করে হাত যোড় করে ঈশাকে বলিব, এস ঈশা, ব্রহ্মতনয়, তোমাকে বুকের ভিতর রাখি? ঠিক যেন সাধু সচ্চরিত্র জীবনকে আহার করিব। যেন কিয়দংশে ঈশার মত হব। আচ্ছন্ন করে দাও। সাধুতা ভিতর পরিষ্কার করে দিক্। সাধুরা আমাদের আত্মীয়, এঁদের যেন বাহিরে রেখে অপমান না করি। বাহিরে আর রাখিব না, রক্তের ভিতর, হাড়ের ভিতর, মাংসের ভিতর তোমাদের রাখব্। এমনি ঈশার ন্যায় বিবেক হয়েছে মনে যে, আর পাপের দিকে মন কিছুতে যায় না। আমি যেন ঈশা হয়ে যাচ্চি, ঈশা যেন আমি হয়ে এক হয়ে যাচ্চেন। যে ঈশা হতে পারবে না সে যেন ও নাম লয় না। যে ক্ষমাশীল হতে পারবে না, যে চির কালই রাগ করিবে, যে শত্রুকে বধ করিবে, সে যেন ওনাম লইতে না পারে। মুখে পঞ্চাশ বার 'শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ' বলিতেছি অথচ ভক্তি নাই, কীর্ত্তনে মত্ততা নাই। মুখে 'বুদ্ধ বুদ্ধ' বল্‌চি, অথচ জীবে দয়া নাই, বৈরাগ্য নাই, পরের সেবা নাই। এতে কিছু হবে না; তাঁদের মত হয়ে যেতে হবে। তাঁরাই আমি হয়ে যাব। সাধুদের খেয়ে

ফেলিব। বিবেক বৈরাগ্য নিষ্ঠা ভক্তি সর্ব্বত্যাগীর উৎসাহ, এ সমুদয় আমাদের হবে, সাধুর মাংস আহার করিলে ভিতরে কত তেজ হবে। যে জাতির যে ভক্ত থাকেন, সমুদয়ের ভাব লইয়া আহার করিব। 'হে ঈশা' 'হে মুষা' বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? আমায় খেতে হবে। এই আহারে যে রক্ত টুকু হবে, সাফ্ পরিষ্কার একেবারে। বৈরাগীর রক্ত হৃদয়ে বহিবে। আর কিছু বাহিরে রাখিব না, সব খাব, যা পাব। মা জননি, সমস্ত সাধু গুলিকে এমনি করে সাজাইয়া রাখিবেন যে আমরা সব সাধুদের আহার করিব। দীনবন্ধু, পাপীর সহায়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সাধুদিগকে বাহিরে না রাখি, কিন্তু তাঁদের ভাল করে আহার করিয়া অন্তরে অন্তরে সাধুচরিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া দিন দিন পবিত্র ও শুদ্ধ হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভিনয়ে নববৃন্দাবন।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনজনের গতি, হে কাঙ্গাল মনুষ্যের গতি, শুষ্ক জীবন ধরিয়া আমোদ প্রমোদ করিলে কি হয়? জীবন পবিত্র রহিল; অথচ তুমি যা বলিলে করিলাম, নানাবিধ

উল্লাসের কার্য্য করিলাম, এ জীবন বড় উৎকৃষ্ট। কিন্তু মনে যদি পাপ রহিল, অপবিত্র আমোদের ইচ্ছা রহিল, তা হলে এ সকল বিষ আমাদেব পক্ষে। আমরা দেবতা-দের ধরে সংসারের বাগানে আনিব। সে খুব মহত্ব ভারি সুখ। এই যে আমার সাজ হয়েছে, লোহার মত শক্ত হয়েছি, কাদার ভিতরে নিয়েই যাও আব মার আর ধর, কিছুতেই কিছু হবে না। সৎপথে থেকে তার পর আমোদ প্রমোদ অভিনয় এ ভারি ব্যাপার। তবে যদি দুষ্ট লোকেরাও এই সকল করিল, আর আমরাও তাই করিলাম, তা হলে তাদের সঙ্গে আমাদের ভেদাভেদ রহিল কি? শ্রেষ্ঠ আমরা কিসে? এতে শ্রেষ্ঠ হতে পারি, যদি আমরা মজা করে আগে খাস দরবারে শুদ্ধ হয়ে বসে আছি তার পরে আমোদ। শ্রীগৌ-রাঙ্গ ভাবে ভাবুক রসে রসিক, তোমার ভাবের মর্ম্ম বুঝে-ছিল তাই অভিনয় করেছিল! কিন্তু মা, ও যে সন্ন্যাসী হয়েছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের আয় ভয় কি? তার অঙ্গ যে গৌর হয়েছিল। গৌরাঙ্গ না হলে কেহ যেন অভিনয় না করে, কাল অঙ্গ নিয়ে কেহ যেন নাট্যশালায় প্রবেশ না করে। যুবা দলের পক্ষে ইহা আরো কঠিন। গৌরাঙ্গ বলেন, এমন আমোদ কি কেবল সংসারীদের দেব? নাচ্তে দেখেছি যাকে; তাঁকে রঙ্গভূমিতে নাচাব, নাচিব। এই বলে তিনি তোমার কাছে নাচ্লেন। মা, এ অভিনয়ের ছলেও কি গৌরাঙ্গের পথাবলম্বী হওয়া যায়? গৌরের বাড়ীর অনেক

পথ; সন্ন্যাসের একটা পথ, বৈরাগ্যের একটা পথ, ভক্তির একটা পথ, নাটক ও ওত গৌরের বাড়ীর পথ! তবেত এ গৌরের নাটক, সাদা ধপ্‌ধপে গৌর না হলে কেউত অভিনয় করিতে পারিবে না। আগে শুদ্ধ হবে তবে অভিনয় করিবে। সকলে গৌর হয়ে যাব। গৌরের মা, সকলকে গৌর করে দাও, গৌর করে দাও। মা, এমন আশীর্ব্বাদ কর, এই রঙ্গভূমি যেন গৌরের নামে পবিত্র হয়। আমার শ্রীগৌরাঙ্গ দাদার নামে যেন এ নাটক বিকাইয়া যায়। এই অভিনয় থেকে আমার দেশের লোক যেন পুণ্যশান্তি সঞ্চয় করে। মা, এই যে সব ছবি, ও সব নরকের ছবি নয়, স্বর্গের ছবি। ওখানে বাঘ ছাগল একত্র খেলা কচ্চে, পাহাড় সমুদ্র জঙ্গল তৈয়ার হচ্চে। আমরাত বাহিরে পাহাড় পর্ব্বত দেখ্‌তে যাই। এতে কেন তার ছবি দেখি না। আমাদের নাটকের ছবির ভিতরও হরি। নাটক কখন মিথ্যা নয়, নাটক সত্য। ও ছবি না হয় হরি নিজ হাতে এঁকেছেন, এ ছবি না হয় পোটোর হাত দিয়া আঁকিয়েছেন। এ যদি রঙ্গভূমি হয়, সংসারও কি রঙ্গভূমি নয়? মা, যদি তেমন মনে দেখে, এই অভিনয় থেকে লোকে কি পরিত্রাণ রত্ন কুড়িয়ে নিতে পার্‌বে না? পার্‌বে, পার্‌বে। আমরা মনে করি না কেন আমরা সকলেইত 'অবিনাশ'; সংসারের মদ খেয়ে খেয়ে পাপে দগ্ধ হয়ে হয়ে, শেষে অনুতপ্ত হয়ে 'নীলগিরিতে গিয়ে গুরু অন্বেষণ' করি, এবং গুরু লাভ করে, দৈববাণী শ্রবণ করে, শেষে ভাল

হব; পাপ পুরুষের উপর জয়ী হব। মা একি কম কথা তা হলে যে নববৃন্দাবন হবে। মা জননীগো, দয়া কর; সকল অবিনাশেরই যে দ্বীপান্তর হয়েছে। তুমি দয়া করে এখন অনুতপ্ত করে ফিরিয়ে এনে যাতে শ্রীবৃন্দাবনে যেতে পারি তাই কর। বাপ মা ছেলে মেয়ে সকলকে একটি সুখী পরিবার কর। আমোদ প্রমোদেও হরি এসে উপস্থিত! এ আমাদের বড় সৌভাগ্য। সকলে প্রাণভরে শুনি, প্রাণভরে দেখি। মা, এই গরিবের ভবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার কৃপাতে এখানে নববৃন্দাবন প্রতিষ্ঠিত হউক। মা সরস্বতী, তুমি অবিদ্যা নাশ করিবার জন্য একেবারে সাক্ষাৎ এসে রঙ্গভূমিতে দাঁড়িয়েছ। ঐ রঙ্গভূমির মাটি নিয়ে কপালে দিয়া শুদ্ধ হই। ওখানে নবনৃত্য করিয়া গড়াগড়ি দিয়া লই। হরিভক্তের প্রতি তুমি এমনি সদয় বটে। এখানে নববৃন্দাবন স্থাপন করিলে মা! নরনারী সকলেই যেন গৌর হয়েছেন। পাপবিহীন হয়ে, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী হয়েছেন। মা, নববৃন্দাবনের দিক্‌টা এই। আহা বঙ্গদেশ কৃতার্থ হইল। মা, এ ত সহজে স্বর্গলাভ হইল? মা, আমি দুপয়সা খরচ করে এত পেলাম? আমার বাড়ীকে শ্রীবৃন্দাবন করে, এইখানটাতেই যেন বুড়ো বয়সে বসে থাকি; আর কোথায় যাব? এই খানেই স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সুখে বাস করি, কারণ এ যে শ্রীবৃন্দাবন। হে দীনবন্ধু, হে কাতরশরণ, তুমি কৃপা করিয়া এই

আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই অভিনয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে নববৃন্দাবন দর্শন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবজন্ম।

২ রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে প্রসবিনী, হে দেবজননী, সংসারের বৃদ্ধি আশ্চর্য্য বস্তু। বৃদ্ধি তোমার প্রেম, তোমার করুণা, তোমার জ্ঞান-কৌশল, বৃদ্ধি তোমার নাটকের উৎপত্তি। রঙ্গভূমিতে এক বার আসা, প্রথম দর্শন দেওয়া ইহা কি সামান্য ব্যাপার? আবার এক জন আসিল, আবার এক জন বাড়িল, আবার জীবের আকাশে একটা নূতন তারা দেখা দিল, সংসারবাগানে ফুল আবার একটি বাড়িল, জীবনসমুদ্রে আবার একটা ঢেউ দেখা দিল, সংসারে তোমার আর একটি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল; সেনাপতি, তোমার সৈন্য-দলের আবার একটি সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। বৃদ্ধি তোমার জ্ঞান বুদ্ধি প্রেমের বৃদ্ধি প্রকাশ করিল। মনে হয়, সৃষ্টির প্রথমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তার পরে গড়াতে গড়াতে পৃথিবীতে আসিল। সে কোথায় ছিল কেহ জানে না। বৃদ্ধি লোকের মন সতেজ রাখে, পাছে ভগবান্‌কে লোকে ভুলে; তাই সন্তান হয়। পাছে ভগবান্‌কে লোকে মৃত মনে

করে, তাই বৃদ্ধি হয়। জগতকে জানায় যে সৃষ্টি চল্‌চে, ভগবান্ মৃত নয়। রঙ্গভূমিতে নূতন নূতন লোক আসে। এই যে সকল ব্যাপার তুমি ঘটাইতেছ, এই যে নূতন নূতন লোক আসিতেছে, ইহারা পরে কি করিবে কে জানে? জননী, দয়াময়ী, তুমিই প্রসব কর। জগন্মাতা, তুমিই জীবকে প্রসব কর। আমরা সকলেই তোমার সন্তান। আর যখনি একটি একটি সন্তান পৃথিবীতে প্রেরণ কর, রত্নগর্ভা, তারা তোমার জ্ঞানগর্ভ, পুণ্যগর্ভ, প্রেমগর্ভের সন্তান। হে ভগবতী, রত্নগর্ভা, সুবর্ণগর্ভা তুমি; তবে তোমার ভিতর হইতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয় তারা ত দেব অংশ! আমরা ভাবি, বংশ বৃদ্ধি মানে দুঃখ অবিশ্বাস ভাবনা মায়ার রজ্জু বৃদ্ধি। এই রকম করে পৃথিবীতে বংশ যত বাড়্‌বে, কি বাড়্‌বে?—মায়া। বাস্তবিক পৃথিবীতে এই হয়—যত বংশ বাড়্‌চে, মানুষ রাগচে, সংসারে ডুব্‌চে; ভগবান্‌কে ভুলে। কিন্তু হে ভগবান্, আমি বলি যে, মানুষ জন্ম দেয় না। পৃথিবীতে পিতামাতা কেহ নাই। মনুষ্যসন্তান যে, ঈশ্বরসন্তান সে। মনুষ্যপুত্রের যে মা বাপ, শ্রীহরি, সকলি তুমি। এটা মানুষে বুঝিতে পারে না। মা সচ্চিদানন্দময়ী, গভীর অর্থ জানিলে বড় আনন্দ হয়। এ বৃদ্ধি গুলি কি? ভগবানের খণ্ড বাড়্‌চে। ভগবানের বংশ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হচ্চে। এইটি মনে মনে যেন বিশ্বাস করি। ভগবতীর সন্তান হয়ে জন্ম হইল শিশুর। সুসন্তান ঋষিপুত্র, নারায়ণের বংশ, প্রত্যেক

মনুষ্য, প্রত্যেক ক্ষুদ্র শিশু তোমা হইতে সাক্ষাৎ বিনি-র্গত হয়। অতএব মহর্ষি ঈশার জন্মের কথা আমরা যাহা শুনেছি সকল শিশুর জন্মে আমরা যেন তাহা সংলগ্ন রাখি। তোমাকে পূজা করি, আর সকল শিশুর ভিতর তোমাকে পূজা করি। তা না হলে, কতকগুলি পুত্র বাড়চে আর মায়ায় ডুবুচি, তা হলে হবে না। বৃদ্ধি সংবাদ পাবামাত্র যেন; ঠাকুর, এ বিশ্বাস করি যে, এ বড় সামান্য ব্যাপার নয়। ঠিক যেন তুমি ডাক্‌চ, অন্ধকার হইতে নবকুমার আয়, হরিসন্তান আয়। আর দেবপ্রসূতি হইতে দেবজন্ম হইল, সকলে প্রণাম করি। যে নারী গর্ভে শিশু ধারণ করিল তাকে লোকে ধন্য ধন্য করে, কারণ তাহার ভিতর দেবখণ্ড সংস্থাপিত হইল। ভগবানের দেব অংশ, পুণ্য অংশ, শক্তি অংশ তাহার ভিতর অবতীর্ণ হইল। মা, এই জীবসৃষ্টি সাক্ষাৎ তোমার ব্যাপার। অতএব সহস্র শঙ্খ বাজান উচিত যখন কোন একটি নূতন শিশুর জন্ম হয়। যখন রঙ্গভূমিতে কোন একটি নূতন লোক আসিল। ভগবৎখণ্ড যিনি তিনি আরো পুণ্যবান্ হইবেন, হরি যথাসময়ে তাকে উপযুক্ত করিবেন। হরিময় সব, হরি গৃহে, হরি সূতিকাঘরে, হরি সংসারে। নরনারীকে শিখিয়ে দাও, যেখানে ছেলে দেখিবেন, মাথা অবনত করিয়া প্রণাম করিবেন। ছেলেকে দেখে মনে হবে কে নাক্‌টি টিকল করিল, কে চোক্‌টি সুন্দর করিল, সে জ্ঞানী শিল্পী কে?

অভিনয়ের পর অভিনয়, গর্ভাঙ্ক আর ফুরাবে না। গর্ভাঙ্কের পর গর্ভাঙ্ক, ছেলের পর ছেলে, বংশবৃদ্ধির পর বংশ বৃদ্ধি, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই রকম চলিবে। মা চিদানন্দময়ী, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই জীবজন্মে অদ্ভুত পুণ্য ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া চিরানন্দে মগ্ন হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মুহূর্ত্তে পাপজয়।

৩ রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে নূতন বৃন্দাবনের রাজাধিরাজ, তোমার যে ধর্ম্মের অভিনয় তাহাতে শিখিবার অনেক আছে। হে পিতা, এক রাত্রিতে এত হয় কেন? এই মরিল, এই বাঁচিল, এই বিচ্ছেদ, এই মিলন; এই গুরূপদেশে ভাল হইল, এই রোগ প্রতীকার। মানুষে বলে এত শীঘ্র শীঘ্র হয় কেন? এই পাপ করিল, এই দ্বীপান্তর হইল, এই অনুতাপ করিল, ভাল হয়ে গেল, সকলের মিলন হয়ে সুখী পরিবার হয়ে স্বর্গ লাভ হইল। এত শীঘ্র কি হয়? শ্রীহরি জবাব দাও। এই এত পাপী ছিল এই এত ভাল হয়ে গেল, সেই লোক যার হাড়ের ভিতর দুর্গন্ধ সে একেবারে এত ভাল হয়ে সস্ত্রীক নববৃন্দাবনে গেল কি করে? মা, এক দিকে পাপ ভারি কাল, আবার পুণ্য ভারি জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু এই

মদ খাচ্চে, ব্যভিচার কচ্চে, যা খুসি তাই কচ্চে, যত দূর মানুষের পশুত্ব হবার হইল, আবার সেই রাত্রির মধ্যে কোথা থেকে অনুতাপ এলো। এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু লোকে বলে বড় শীঘ্র হলো। ক্রমে ক্রমে যদি একটু ভাল হতো তা হলে আমরা ভাব্তাম ইহা স্বাভাবিক। মা, লোকে যে এই দোষ দেখাবে ইহা কি খণ্ডন করা যায় না? রাতারাতি ধার্ম্মিক হওয়া লোকে গল্প মনে করে এই জন্য যে আমরা রাতারাতি ধার্ম্মিক হতে পারি না। মা, রাতারাতি যে পাপ দূর করিব, সুখী পরিবার হইব, ইহা বড় আশ্চর্য্য। মা, পাপের বড় যন্ত্রণা, পাপী যখন সেই সমুদ্র-তীরে একাকী বসে অনুতাপ কচ্চে তখন আর কি বলিব কোথায় বা তার পিতা মাতা, কোথায় তার প্রিয়দর্শন বালক বালিকা। এই নাটকের দুঃখ দেখ্‌চি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখি অবিনাশ এসে গেলেন, সঙ্গে মিলিত হইলেন। এতে সকলের কত আশা হয়, আমরা যদি রঙ্গভূমির মত জীবনে এ রকম করি তা হলে চিন্তা কি। আমরা যদি ৮ টার সময় পাপ আরম্ভ করে ১২ টার সময় পাপ ছাড়ি তা হলে বাঁচি। শ্রীহরি, আমরা ঠিক অবিনাশের মত পাপী। অবিনাশ যেমন পাপী ছিল, তেমনি সে শীঘ্র ভাল হলো। আশ্চর্য্য তোমার খেলা। যাকে ভালবাস তাকে শীঘ্র ভাল করিবে বলে এমনি একটু নাকাল কর যে একেবারে ভাল হয়ে যায়। মা, এ

পুরাতন অবিনাশ গুলোর গতি কর। আমাদের কাছে পাপপুরুষ যে বার বার আস্‌চে, মা, কেন? এক বার নয় বার বার এসে ভয় দেখায়। মা, আমরা পাপপুরুষকে যেন জয় করি। সে যে প্রলোভনে ফেলিবার জন্য কতবার আসে। মা, আমাদের নির্লিপ্ত কর। অবিনাশ অত পাপী লোক, একেবারে বেঁচে গেল। নিরাশার মহাসমুদ্র তটে আমরা কি পাপের জন্য অত ব্যাকুল হয়ে অনুতাপ করি? মা কমলা, দয়া করে এ দুর্জনকে আশীর্ব্বাদ কর, এইরূপ আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র পাপ থেকে মুক্ত হই, আর আমরা বিলম্ব যেন না করি। মা, আমাদের কপট সাধন কুটিল প্রার্থনা, তাই আমাদের ভাল হতে এত বিলম্ব হয়। দয়াময়ী, এক বার বিবেক বৈরাগ্যকে আমাদের কাছে সাজিয়ে আন। আগে তাঁদের সম্মান করি, ঈশাদত্ত অস্ত্র নিয়ে পাপকে খণ্ড খণ্ড করি। মা আনন্দময়ী, বাহাদুরি এই নাটকের ভিতর যে এই পাপী এই পুণ্যবান্, এই নারকী এই ধার্ম্মিক। সহস্র প্রণাম এই কল্পনাকে মানুষ কেমন এক রাত্রিতে ভাল হতে পারে, মা। মা, অভিনয়-রাত্রির মতন যেন সত্য সত্য স্বর্গারোহণ করিতে পারি। দয়াময় পতিতপাবন, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা ঐ রঙ্গভূমির মাটী ছুঁয়ে শুদ্ধ হয়ে আনন্দে নাচিতে নাচিতে স্বর্গারোহণ করি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মত্ততা।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে আনন্দময় হরি, তোমার জন্য আমরা কি না করি। যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলাম শেষে তোমার জন্য। তুমি যদি বানর নাচাইতে ইচ্ছা কর, আমরা বানর সাজিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না. পৃথিবীতে এ কথা থাকিবে যে আমরা হরির জন্য যাত্রা অবধি করিলাম। আমরা বৃদ্ধাবস্থায় নির্লজ্জ হয়ে কোমর বেঁধে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলাম। হরিকে আমরা ভালবেসেছি, যখন ভালবেসেছি তখন নাকাল হতে হবে, এই আমাদের অদৃষ্টে ছিল। ওরে হরি, যাকে মজাস্ তাকে এমনি করে নাকাল করিস্। নাথ, একটু ভালব স্লে কি শেষ্‌টা এই রকম করিতে হয়? কিই বা ভালবেসেছি, অতি সামান্য। আমরা বার্দ্ধক্য শোক রোগ এই সব নিয়ে যে বেহায়া হয়ে ভাঁড় সাজ্‌তে লাগ্‌লাম, এ কার জন্য? নিশ্চয় তোমার জন্য। হৃদয়েশ্বর, যা কিছু হচ্চে তোমার প্রেমেব জন্য। ভগবান্ পাপীদের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে ইয়ার্কি করেন, এ সব রঙ্গের কথা কেবল ভাবগ্রাহী লোক বুঝ্‌তে পারেন। বৃদ্ধবয়সে কি এত দরকার হয়েছিল যে এ কথা নাটক না করিলেই নয়। তুমি বল্‌চ মন্দির করা যেমন আবশ্যক, তেমনি নাট্যশালা করা আবশ্যক। মন্দিরে সে মন্দিরের রাজার মত, আর নাট্যশালায় বসিলে ইয়ারের

মত। সেই ব্রাহ্মদের গুরু মন্দিরে এক রকম, আর নাট্য-শালায় ব্রাহ্মেরা যেখানে মাতাল হয়ে মদ খাচ্চে তাদেরও সাজের ঘরে সাজালে। আমাদের তোমার সঙ্গে আমোদ করিবার অধিকার দিলে, কি উচ্চ অধিকার দিলে? রাজার রাজা ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি। দেবতা, বলিহারি যাই। তোমার গুণে বশীভূত না হলে, আর চলে না। মা আমার, এত তোমার ভাব। যাদের তুমি ভালবাস তাদের এত আদর কর। তুমি আমাদের মত অধমদের সঙ্গে রঙ্গ-ভূমিতে এসে নাচলে। সকলকে সাজিয়ে রঙ্গভূমিতে পাঠিয়ে দিলে, কেন না লোকে দেখুক আর ভাল হোক্। এই সদ্য মুক্তি সব চেয়ে ভাল। কে আমাদের সাজ্‌তে বল্লে, কে সাজিয়ে দিলে, কে নাটক লিখ্‌তে বল্লে, সকলি তুমি হরি। কেবল কি শিক্ষক হয়ে নেবে এলে তা নয়, ইয়ার হয়ে নেবে এলে তুমি। হে দীনবন্ধু, ভক্তদের সাজিয়ে নাট্যশালায় পাঠিয়ে দিলে এত ভালবাসা তোমার। আমা-দের দেখ্‌তে তুমি এত ভালবাস? ভগবান্ ইয়ার্কি দিলেন ভক্তদের সঙ্গে এটা কি কম কথা? এটা বোঝে কে, আর মজে কে। আমরাও বেহায়া হয়ে গেলাম বুড়ো-বয়সে কোথায় ধ্যান পূজা করে কাটাব, তা না হয়ে লোকের কাছে বেহায়া হয়ে নাটক কচ্চি। যে ভক্তেরা গম্ভীরভাবে তোমার চরণসাধন কর্ত্তেন এখন কি না ইয়ার্কি দিতে আরম্ভ করলেন। ভগবতী পাগ্‌লির জালায় অস্থির।

তুমি গম্ভীর গুরু সে মূর্ত্তিও যেমন আর ইয়ার্কির মূর্ত্তি সেও তেমনি মিষ্ট! সেই মাই তুমি, তবে এবার তোমার মূর্ত্তি কিছু পাগলিনীর ন্যায়। মা, আমাদেরই মজাতে এলে? আর কি লোক পাও নাই? পৃথিবীতে তুমি আমাদের সকলকে নিজের মত পাগল কত্তে চাও? অভিনয়ের প্রেমে সকলে চারুশীলার মত এলোকেশী পাগলিনী হয়ে থাক। চারুশীলার দশা সকলেরই হোক্। পাগল পাগ্‌লিনী না হলে পাগ্‌লীর অভিনয়ে কেউ যোগ দিতে পার্‌বে না। আমাদেরও মন্দিরের পূজা মন্দিরে, এ মন্দির নাট্যমন্দির, এ দুই এক। পরমেশ্বর আমাদের মা ক্ষেপী যে দিন ক্ষেপেছে সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্চে। আমাদের জিনিস ভাঙ্গচে, ভদ্রতা ভাঙ্গচে, সব যাচ্চে। আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা আর রহিল না। বুড়োবয়সে কি হলো। আপনার হাতে রেঁধে খেতে হলো, সুদু পায়ে থাক্‌তে হলো, নাট্যমন্দিরে সাজ্‌তে হলো। মা, এই তবে বলি যদি পাগ্‌লি হয়ে আমার মাথা খেলি তবে এই দল শুদ্ধ সকলকে পাগল করে দে। সকলের মাথা খা আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলের মাথা খা। পাড়া শুদ্ধ সকলকে পাগল কর। মা, বড় সুখে আছি। আর বাকি রইল কি? এত আমোদ তোমার বাড়ীতে। মাতাল কর্ত্তা বসে আছে আর মদ যোগাচ্চ, প্রেম সুরা যোগাচ্চ। ব্রহ্মাণ্ডপতি কত সাজই সাজচেন।

এক বার সাজ্‌চ মা, এক বার সাজ্‌চ বাপ্‌। কোন্‌ নাটক তোমার বাকি আছে বল। সেই সৃষ্টির দিন থেকে সাজ্‌চেন আর কত লীলা খেলা কল্লেন। লীলা আর কি, কেবল নাটক। ওগো অধিকারী, তোমার অভিনয় চূড়ান্ত। হেরে গিয়াছে সকলে তোমার কাছে। কত রকমই সাজ্‌চ। বল্লে আমি মানুষ সাজ্‌ব বলে মানুষের ভিতর থেকে অভিনয় কচ্চি। এক বার মা এক বার বাপ সাজ্‌চ। হৃদয়ের বন্ধু, পাগল করে দাও না। এই নাটকের পথ ধরে স্বর্গে উঠে যেতে পারিব। মা মা মা মা—মা, তোমাকে আরো ভালবাসিতে দাও। তোমার জন্য সব দি, লজ্জা ভয় সব দি। আমরা মার স্বর্গরাজ্যের জন্য কিছুতে লজ্জিত হব না, কোন কাজ করিতে লজ্জিত হব না। আর ভদ্রতায় কাজ নাই। বলুক লোকে অত্যন্ত বেহায়া নির্লজ্জ অভদ্র। মজিব আর মজাব। সখ্যভাব না হলে সুখ হবে না। এ যেন কেমন বেশ বিশুদ্ধ আমোদ। পাগলের ভাব পেয়ে তোমার সঙ্গে মজে গেলে আর কোন ভয় থাকে না। মা, আমরা বা কি থিয়েটর করেছি, এ অতি ছাই তুমি যে থিয়েটর কর তার কাছে। মা আনন্দময়ী, সেখানে নিজে ভক্তদের সাজান। আহা কি চমৎকার সাজ, প্রেমের সাজ, পুণ্যের সাজ। আমরা আবার তা দেখিব। হে কৃপাসিন্ধু হে দয়াময়, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন

পাগল পাগলিনী হয়ে তোমার অভিনয়ে শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

অভিনয়ে প্রচার।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে মঙ্গলময় হে দীনশরণ, এ তোমার একটি নূতন রাজ্য, যাহাতে আমরা এখন প্রবেশ করিয়াছি। জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় তোমার ভক্ত দল আবার একটি নূতন গ্রামে প্রবেশ করিল। বক্তৃতা করিয়া দেশে দেশে তোমার নাম প্রচার করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য উপায়ে তোমার রাজ্য যাহাতে জগতে প্রচার হয় তাহা করিয়াছি। এবার রঙ্গভূমিতে প্রচার। আমোদ আর ধর্ম্ম মিশিল। এবার-কার এই বিধি। এ বড় চমৎকার বিধি। এ খেতেও ভাল, দিতেও ভাল। রঙ্গভূমিতে যদি ধর্ম্ম প্রচার হয়, তা হলে মন্দ কি? আমোদ আহ্লাদ করে যদি স্বর্গে যাওয়া যায় মন্দ কি? হরি, দেশে যথার্থ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কি তুমি এই বিধি করিলে? ইহা কি যথার্থ ধর্ম্মপ্রচারের উপায় হইয়া আমাদের হাতে আসিয়াছে? অভিনেতা যাঁরা তাঁরা তবে ধর্ম্মপ্রচারক। নাট্যভূমির সকল লোক ছোট হইতে বড় সকলেই তবে ধর্ম্মপ্রচারক। এতে যাতে পাপী তরে

তাই কর দয়াময়। নববিধানসম্বন্ধে পাপী যারা তাদের এই উপায়ে এ দিকে আন ভবে। পাপীর অনুতাপ হইল, পাপী পরিত্রাণ পাইল। দল বল সব লইয়া সশরীরে স্বর্গে চলিয়া গেল। নববিধানে সকল ধর্ম্ম এক হইল। এ সব কথা যেমন বেদী হইতে বলি, তেমনি এই মনোহর নাট্য-ভূমিতে অভিনয় হইবে। আমরা কি আর আমোদের জন্য বৃদ্ধ বয়সে নাটক করিতেছি? রঙ্গভূমিতে আমোদের সঙ্গে অনেক সত্য মিশ্রিত হইয়া অনেক লোককে এই দিকে আনিবে। হে পরমেশ্বর, হে বিশ্বাসীদের রাজা, আমাদের ভয় হয় পাছে অভিনয়ের আমোদ করিতে করিতে আসল লক্ষ্য ভুলে যাই। সকলে বলিল বেশ অভিনয় হয়েছে, ইহাতেই অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সকলকে তোমার দিকে আনিতে পারিলাম কি না, এ দিকে দৃষ্টি যদি না করি! মা, সেই রূপ উপদেশ দাও, সেই মন্ত্র দাও যাতে এরূপ না হয়। পাপীর হৃদয়ে একটা অগ্নি জ্বলে উঠুক, তাতে যত শুক্‌নো পাপ পুড়ে যাক্। মা, যদি এই রূপে নববিধানের অভিনয় হতে হতে সমস্ত ভক্ত সংখ্যা বাড়ে, ভারতে তবে ভারি মজা হয়। লোকগুলো আমোদ করিতে আসিয়া শেষে ভাল হয়ে যাক্। মা, আমরা আমোদ করি বটে, কিন্তু ইহা নববিধান প্রচারের একটা প্রবল উপায়স্বরূপ। এই নববৃন্দাবন নাটক নববিধান প্রচারের একটা উপায় স্বরূপ হোক। লোকে যদি কেবল "এ

বেশ সেজেছিল, ও বেশ কেঁদেছিল” এই সুখ্যাতি টুকু করে যায়, তবে আমাদের অত্যন্ত লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি দেখে গিয়ে নববিধানকে ভালবাসে, হরিনাম করিতে ইচ্ছা বাড়ে, তবে নববিধানের উদ্দেশ্য সফল হয়। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই পবিত্র অভিনয় করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে দেশের লোকগুলিকে, ভাইগুলিকে সেই নববৃন্দাবনে লইয়া যাইতে পারি। মা, তুমি এই কৃপা কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কার্য্যেতে বিধানের জয়।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে কৃপাসিন্ধু, হে ভক্তদের রাজা; তোমার বিধানকে তুমি আরো তেজোময় কর। নিদ্রিত কেন, জাগ্রত ক্ষীণ কেন, সবল হউক। আস্তে আস্তে বলে কেন; খুব জোর করিয়া বলুক। হে দয়াল হরি, তোমার ধর্ম্মকে দিগ্বিজয়ী করিয়া সকল ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে এই নবধর্ম্মকে স্থাপিত করিলে। কিন্তু হে দয়াময়, আমরা কার্য্যে কি করিলাম? অত বড় অভিপ্রায় তোমার, তার পক্ষে অতি সামান্য সাধন করিলাম। আমরা ক্ষুদ্র, তা জানি, কিন্তু কাঠবিড়ালী

যদি অত প্রকাণ্ড সেতু বন্ধের সাহায্য করেছিল, তবে ক্ষুদ্র আমরা, নববিধানসেতু নির্ম্মাণের সাহায্য কি করিতে পারিব না? তুমি বল কিছুই যে কাজে হইল না। এরা কিছুই যে করিতে পারিল না। কোথায় আমেরিকা চীনে আমার রাজ্য স্থাপিত হইবে, তা না হয়ে বাড়ীর কাছেই ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছে। চারি দিকে কেহ ত এখন গেল না। মা, যেখানে আমরা কাজে করিতে পারিলাম না সেখানে অভিনয়ে কাজ করিতে লাগিলাম। যেখানে সত্য দ্বারা পারিলাম না, সেখানে কল্পনায় করিতেছি। প্রচারকেরা যা করিতে পারিল না, অভিনেতারা তা করিতেছে। কিন্তু মা, এ তোমার কাছে গ্রাহ্য ত হইবে না। তোমার দাবি দাওয়া যে আরো বেশী। এ রকম করে আস্তে আস্তে চলিলে ত হইবে না। এ বৃদ্ধ বয়সে আর একটু উন্মাদের অবস্থা দাও। ঢের কাজ যে এখনও বাকি। এত দূর পরিবর্ত্তন এখনো হয় নাই আমাদের মধ্যে, যে আমরা সকল ধর্ম্ম সকল জাতির মিলন করে এই নববিধানে এক করিতে পারিয়াছি। দেশদেশান্তরের সকল লোক এক হরিনাম করিয়া শান্তিতে মিলিত হইল, তা কৈ হইল? নববৃন্দাবনে মিলন কৈ হইল? নাটকে সকল জাতিকে এক স্থানে দাঁড় করাইলে কি হইবে? সকলে বলে দেখাও না? মা, অবিনাশেরা বসে রয়েছে, সকল জাতি নববিধানে আসিল কৈ? মা, যদি নববিধানের অভিনয় হইল, তবে বিধান জয়ী হোক্

পৃথিবীতে। শক্ত ধর্ম্ম. অদ্ভুত বিধান। কিন্তু এটা করিতে হইবে। অভিনয়ের শেষটা যা অপূর্ণ আছে তা পূর্ণ করিতে হইবে। বিধানের আসল মর্ম্ম পূর্ণ হইবে। শ্রীহরি, এই নিবেদন করি, নববিধানের শেষটা অপূর্ণ থাকে না যেন। এটা আমাদের নাটকের দোষ নয়, কেবল জীবনের দোষ। আমরা শেষটা মিলাইতে পারি না। মা, আমাদের দলের ভিতর এটা পূর্ণ করে দাও। নাটকেও তাই করি। শেষটা বিধান জয়ী হোক্। পিতা, অভিনয় শিখিয়ে দিয়ে গেল, যত ভাল অভিনয় কর, কিন্তু শেষটা রক্ষা করিতে পার না। মা, নববিধান যদি ধরেছি, তবে যেন এর শেষটা পূর্ণ করিতে পারি। হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর; আমরা যেন তোমার প্রসাদে নববিধান সুসম্পন্ন করিয়া পূর্ণ করিয়া জন্ম সফল করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তচরিত্রে চরিত্রবান্।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দীননাথ, ভক্তপ্রদর্শনের ভাব তুমি আমাদিগকে দিয়াছ। জগদীশ, পৃথিবীর ভক্তেরা অপদস্থ হয়েছেন, যুগে যুগে কার্য্য করে এখন যেন তাঁরা নিদ্রায় অচেতন হয়ে-

ছেন। ভক্তেরা পৃথিবীতে এলে যে পৃথিবীতে থাকিতে হয় এটা কেউ জানে না। যদি তাঁরা এলেন তোমার হুকুমে, তবে এসে আবার চলে যাবেন কেন? তাঁরা হলেন ব্রহ্ম-খণ্ড। সেই সকল খণ্ড পৃথিবীতে পাঠান প্রয়োজন হয়ে-ছিল। আবার কি সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল তাই তাঁদের নিয়ে গেলে? তা নয়। এ জন্য নববিধান-বিশ্বাসীদের তুমি বলে দিলে, যখন তোমরা পৃথিবীতে যাইবে, ভক্তদের ডেকে নিও;—জাগিয়ে তুলো। মা, আমরা কি ভক্তদের বুকের ভিতর জাগিয়ে রেখেছি? আমাদের উপর বিশেষ ভার, প্রত্যেকের জীবনে ভক্তদের জীবন্ত ভাব বিচরণ করিবে, আমরা সাধুদের রোজ রোজ দেখাব। তুমি যেমন আছ, তেমনি সাধুরাও জন্মিলেন, কিন্তু তাঁদের মরণ হলো না। তাঁরা আছেন। আমাদের কেবল এই কাজ, সক-লকে দেখাব যে, তাঁরা আছেন, মরেন নাই। আমাদের উপর এই ভার দিয়াছ। তবে নাথ, আমরা আমাদের চরিত্র শুদ্ধির জন্য কত দায়ী। এই চক্ষু, হস্ত, শরীর সাধু-দের আকৃতি হয়ে যাবে। আমাদের প্রকৃতি সাধুদের প্রকৃতি হয়ে যাবে। মা জননী, ভক্তেরা গেলেন চিরদিনের জন্য যেন। আর কি পৃথিবী তাঁদের ডেকে আন্‌বে? ইতি-হাসের ভিতর যদি একটু আদর হয় হবে। কিন্তু জীবন্ত ভাবে তাঁদের কেউ গ্রহণ করে না। প্রেমময় হরি, যে আমা-দিগকে দেখিবে, দেখিবে আমরা এ যুগে ঈশা মুষা শ্রীগৌ-

রাঙ্গ শাক্য যোগী ঋষি সব। আমাদের ভিতর সকলে নবভাবে বিকসিত। আমাদের বিনয় পবিত্রতা শান্ত ভাব দেখিবে সকলে। গাছে যেমন ফল ঝোলে, তেমনি আমাদের জীবনবৃক্ষে সাধু ঝুলুন। এমন সুখের দিন কি হবে মা, যে এই পৃথিবীতে থেকে এই সাধন করিব? দয়াময়, কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন ভক্তদিগকে জীবনে চরিত্রে প্রবিষ্ট করিয়া তাঁদের আলোকে আলোকিত হইয়া শুদ্ধ ও সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

আধ্যাত্মিক নাট্যাভিনয়।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দয়ালু ভগবান্, হে পাপীর গতি, যখনি আমোদের খুব তরঙ্গ উঠে, তখনি তুমি সন্তানদিগকে আপনার বিশেষ পক্ষপুটে আচ্ছাদন কর। যখনি বাহিরের আমোদ জেয়াদা হয়, তুমি ভিতরের মনের চক্ষু উন্মীলন কর। এ সময় ঠাকুর তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই, এই যে আমোদ আহ্লাদের সময়, এখন তোমার ভক্তেরা খুব আধ্যাত্মিক এবং গম্ভীর হউন। এ সময় মনের জমাট এমনি হউক যে বাহিরের আমোদ আহ্লাদ চিত্তকে আরো পবিত্র করুক।

ঠাকুর, যদি তোমার প্রসাদ আমাদের মস্তকে অবতীর্ণ হয়, আমরা নাট্যরঙ্গভূমিতে থাকিয়া খুব আধ্যাত্মিক ও শুদ্ধ হইতে পারি। নাটকে স্বর্গের ব্যাপার সকল কল্পনা করিয়া হয় ত যথার্থই আমরা স্বর্গীয় সাধুদের সহবাস লাভ করিতে পারি। আমোদে কাহারো মন যেন শিথিল না হয়। মন যেন আরো গম্ভীর হয়। দৈববাণী শ্রবণ করিবার আরো যেন ইচ্ছা হয়। পাপের জন্য আরো যেন অনুতাপ হয়। নববৃন্দাবনে যাইবার জন্য যেন আরো প্রয়াস হয়। বাহিরের অভিনয় দ্বারা ভিতরের অভিনয়ের দিকে লইয়া যাও। মনের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি কর। যথার্থ ভক্ত যাঁরা, বাহিরের ব্যাপাব দেখে তাঁরা দৌড়ে ভিতরে যান। হরি হে, মনের ভিতর যেতে দাও। বাহিরে থাকিতে দিও না। নতুবা বাহিরের আমোদ প্রমোদে মন এমনি শিথিল হয়ে যাবে, শুষ্ক হয়ে যাবে, আর কিছুই জমাট থাকিবে না। হরি, ভিতরের চক্ষু উন্মীলন কর, মনের ভিতর যেতে দাও। বাহিরের এ সকল যেন উপলক্ষ হয়, অবলম্বন হয় ভিতরের নাটক করিবার জন্য। নাটক ত অনেকে করে, আমরাও কি অসার আমোদের জন্য নাটক করিব? আমরা নাটক করিব ধর্ম্মের জন্য। গম্ভীর কর, জমাট ভাব দাও। খুব যোগী হই আমরা অভিনয় করিতে করিতে। দীননাথ, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই সকল বাহিরের দৃশ্য অতিক্রম করিয়া

ভিতরে ভিতরে তোমার দিব্য নাট্যমন্দির সংস্থাপন করিয়া সেখানে তোমার প্রেমলীলা সাধন করিতে করিতে কৃতার্থ হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের মহত্ত্ব।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২।

অভয়দাতা হরি, স্বর্গরাজ্যের রাজা, তোমার নববিধানের জন্যই আমরা পৃথিবী ভাবিলাম; নতুবা কেবল কলিকাতা বা বঙ্গদেশ ভাবিতাম। বিধান আসিয়া আমাদের চক্ষুকে প্রশস্ত ক্ষেত্র দেখাইয়া দিয়াছে, হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়াছে। আমরা চাই যে যত দেশে যত পাপী আছে পরিত্রাণ পায়, যত দেশে যত মূর্খ আছে জ্ঞান পায়, যত দেশে যত উপধর্ম্মী আছে এই নববিধানের আশ্রয় লয়, যত অবিশ্বাসী নাস্তিক আছে তোমার চরণে মস্তক অবনত করে। সকলের ঘরে ঘরে নববিধানের ছবি থাকিবে। সাহিত্য বিজ্ঞানবিদ্ সকলে এই বিধানের তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিবে। এই সেই ধর্ম্ম হরি, ভাবিলে কি হয়! যে দুটি পাঁচটি লোক গালাগালি দিবে তারা কোথায় পড়ে থাক্‌বে! তাদের নামও থাক্‌বে না। সার যা তাই থাক্‌বে। আমরা সার কথা কচ্চি। তোমার পদ-

সেবা কচ্চি। জননীর কর্ম্ম করি, আমরা নববিধা-নের কার্য্য করি। আমাদের নাম থাক্‌বে। আমরা হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপাব। আমরা একটু তুফানে ঝড়ে কেন ভয় পাই? আমরা ভারি ধর্ম্ম হাতে পেয়েছি। বড় কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। মা, এই দলকে যদি কিছু দিন রাখ, আর তোমার আশীর্ব্বাদ যদি এদের মাথায় থাকে, তবে ইহাদের কে পায়? মার এত বড় বাড়ী, এত বড় থাম তোয়ের হচ্চে, দুটো ছোট লোক এসে ফুঁ দিয়ে কি তা উড়িয়ে দিতে পারে? যারা এর বিরুদ্ধে লিখ্‌চে, গালা-গালি দিচ্চে, তারা কি করিতে পারে? তিন চারটে মাছি বল্লেন, আমরা পাখা বিস্তার করে সূর্য্যকে আড়াল করি, তা হলে এদের কাঁচা বাড়ী শক্ত হবে না, শুকাইবে না। ছি ছি ছি! অত্যন্ত সামান্য ক্ষুদ্র এরা, যারা তোমার বিধা-নের বিরুদ্ধে কিছু বলে। হরি, আমাদের পুণ্যসম্বল অল্প, মহত্ত্ব কম; আমরা যদি এদের সঙ্গে কথা চালাচালি করি, এদের কথায় কাণ দি, তবে যে টুকু পুণ্য আছে মহত্ব আছে এদের সহবাসে যাবে। মা, ভাইরাও দেখ্‌চি ভয় পান। মা, কেমন করে এঁরা লড়াই করিবেন যদি সামান্য ইঁদুর ছুঁচো দেখে এত ভয় পান? মা, তুমি দয়া করে এঁদের বলে দাও এই যে চারিদিকে কাগজে বিলাতে এখানে এত লোক লিখ্‌চে, বিরুদ্ধে বল্‌চে, এরা সব সোলার সিপাই। একটা বাতাস উঠিলে উড়ে যাবে। এদের কি সাধ্য

মার পাথরের বাড়ী ভাঙ্গিবে? ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ? ঈশা, মুষা, গৌরাঙ্গ ইত্যাদি সাধুদের দিয়ে যে বাড়ী গাঁথা হচ্চে! মা, আমরা পাথরের উপর কাজ কচ্চি। আমরা বেঁচে গেলাম, ধন্য হলাম। যে বাড়ীতে ভবিষ্যতে মানবকুল বাস কর্বে সে বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পাইতেছি। আমরা যে নাটক করে যাচ্চি এ কি অন্য থিয়েটরের মত? ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এই নববিধানের অর্থ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে। কোথায় আমেরিকা, কোথায় এসিয়া, কোথায় আফ্রিকা সকল দেশের লোককে এই নববিধানের কথা তুমি বলিবে। দয়াময় হরি, আমরা তোমার কাছে এই চাকরি চাচ্চি, অন্য বেতন চাই না; এই পুরস্কার চাই যে আমরা যেন পৃথিবীর ভাল করে যেতে পারি। মা, আমরা যেন লোকের কথা না শুনি। তা হলে কাজ করিতে পারিব না। হরি হে, কীর্ত্তি স্থাপনের ক্ষমতা আমাদিগকে দাও। যারা পৃথিবীর জন্য কাজ কচ্চে, নিত্য কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য তারাই থাক্‌বে, আর কেউ নয়। মাগো, বিশ্বাস করি তোমাকে, আর কাহাকেও না। আমাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দাও। যা ভাল বুঝিব করিব। কারো কথায় কাণ দিব না। তুমি যা বারণ করিবে তা করিব না। তোমার কাজে নিযুক্ত কর। তোমার বাড়ীর মিস্ত্রী হইয়া থাকি। আর ওদের কথা শুনিব না। করুণাসিন্ধু, গতিনাথ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন

ব্রহ্মতেজে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া তোমার নববিধান প্রচার করি, তোমার কাজ করি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিসুখে সুখী

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

পরম পিতা, দীনবন্ধু, ভক্তের সুখ হরিতে, অভক্তের সুখ পৃথিবীতে। হরিতে সুখ বোধ করি কি না, হরিতে এত আহ্লাদ পেয়েছি কি না, যে অন্য সুখকে তুচ্ছ করি। প্রেমময়, আমরা তোমার কাজ করিলাম, তোমার নাটক করিলাম, এখন এই জানিতে ইচ্ছা করি, ঠাকুর, যথার্থই কি তোমাতে সুখ পাইয়াছি? যিনি তোমার ভক্ত হন এ সব সুখ চান না। আর এক সুখের অন্বেষণ করেন। আমি সমস্ত দিন কি কথা কই ইহাতে বোঝা যাবে তোমাকে ভালবাসি কি না। আমি তোমার কথা বন্ধুদের কাছে বলি কি না এতেই বুঝিব, সুখ তোমাতে আছে কি না। একমাত্র সুখ তুমি কি না। হে প্রেমময়, যত রকম সুখ সমস্ত দিন সম্ভোগ করি, এর মধ্যে কটা সুখ তোমার? খেয়ে ঘুমাইয়ে পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে বন্ধুদের সঙ্গে কথা কয়ে সুখী হই, কবার হরি তোমাকে নিয়ে সুখী হই? সুখের বস্তু যে একমাত্র ভবসংসারে তুমি, তা এখনো বুঝিতে পারি নাই। তা হলে তোমাতেই কেবল

সুখ অন্বেষণ করিতাম। তত দিন আমাদের দলকে নিকৃষ্ট বলিব, যত দিন ভগবৎপ্রসঙ্গ কেবল আমাদের সুখের কারণ না হবে। যখন দেখিব আত্মা কেবল ব্রহ্মরস পান করিতে চায়, তোমার সঙ্গই আমার আহার পান হবে, তখন জানিব আমার সুখ তোমার কাছে। আমাদের ভিতর ব্রহ্মকে না আনিলে হইবে না। সুখ হবে দৌড়ে গিয়ে মার কোলে বসে, মার কোলে শুয়ে। তোমার প্রেমসুধা পানে তেমন সুখ কৈ হয় যেমন তৃষ্ণার সময় এক ঘটী জল পান করে হয়? হরি, তুমি যেখানে প্রাণের আরাম, গভীর আনন্দ সেই শান্তিসমুদ্রে ডুবিয়া যাইব। জননী, খাবার তুমি, জল তুমি, বন্ধু তুমি, পিতা মাতা তুমি। মা, তুমি আমাদের চিরসুখ হও, শান্তি হও। মাতে সুখী হলাম কি না এটা আপনি বুঝিব। হরি, সুখের রস পান করাইয়া খুব মত্ত করে টেনে লও। পৃথিবীর এ সব সুখ অসার বুঝিয়ে দাও। আমরা যখন তোমাকে ধ্যান করিব, তোমার কথা বলিব তখনই আমাদের সুখ হবে। হে দীন-বন্ধু, হে আনন্দসিন্ধু, কৃপা করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা আর সকল অসার তুচ্ছ সুখ ত্যাগ করিয়া ভগবানের যে গভীর সুখ, ব্রহ্মরস পানের যে যথার্থ সুখ তাহাতে সুখী হইয়া ভক্ত জীবনের শ্রেষ্ঠতা পৃথিবীকে বুঝাইতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভিনয় দ্বারা জয় ভিক্ষা।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে পরম পিতা, তোমার রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়া আমরা নিন্দিত হইতেছি। গ লাগালি খাইতেছি। আমরা তোমার কার্য্য করিতে গিয়া অকারণ কেন অপমানিত হইব? হরি, তোমার সাক্ষী আমরা হইব, আমাদের সাক্ষী তুমি হও। আমরা তোমার কার্যাই করিতেছি। তোমার একটি একটি নূতন বিধান যখনই পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে, পৃথিবী কাঁপিয়াছে। এবারও কাঁপুক। হরি, হাজার অলৌকিক ক্রিয়া করিলেও সকলে যে এই নববিধান মানিবে সে আশা নাই। মহর্ষি ঈশা অত শুদ্ধ ছিলেন, তোমার জন্য প্রাণ দিয়ে গেলেন, তবু তাঁর ধর্ম্ম লোকে লইল না। তাঁকে বিশ্বাস করিল না। এখনও তাঁর কত শত্রু! বড় বড় বিদ্বান্ জ্ঞানীরা তাঁকে কি না বলচে! হরি, এমন একটা ব্যাপার কর, যাতে পৃথিবীর লোক বুঝ্তে পারে এদের সঙ্গে ঝগড়া করা অন্যায়। তোমার দল ক্রমে দুর্জ্জয় হউক। কোন যুদ্ধে যেন আমরা না হারি। প্রত্যেক বার সংগ্রামজয়ী হইব। দিগ্বিজয়ী সেনাদল, তোমার প্রসাদে এবারও আমরা নাট্যভূমিতে শত্রু জয় করিব। মা, যখন তোমার পা যত বার ছুঁয়েছি, তত বারই জিঁতেছি, তখন এবারও জয়ী হইব। মা, যাদের তুমি তোমার অভেদ্য কবচে আবৃত

করিয়া দিগ্বিজয়ী করিয়াছ, তখন এবারও তাদের সংগ্রাম-বিজয়ী কর। অলৌকিক ব্যাপার সকল দেখাও। জয় রঙ্গভূমির জয়, দুহাজার লোক সমস্বরে বলিবে। মা, তোমার সম্বন্ধে লোকে এসে গালাগালি দেবে? এত বার আগুন খেলাম, আবার আগুন খেতে হবে? মা, তুমি বাহির হও। যখন নাট্যশালা করেছ, তখন বাহির হইতেই হইবে। ভগবতী, এবার নামিয়া আসিতে হইবে। মা দুর্গতিহারিণী, কৃপা করে এবার ভারতে এস, এসে শত্রু দমন কর। দাও দয়াময়ী বিবেক বৈরাগ্যের হস্তে খড়্গ। সেই খড়্গ লইয়া যুদ্ধে মাতিব। মা, এক বার এস। পৃথিবীর লোকগুলিকে দেখাও, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তুমি ঘুমিয়ে নেই। মা, এখন প্রমাণের সময় এয়েছে। ভগবান্, তোমার রূপ গুণ পৃথিবীকে দেখাও। তোমার গৌরব আর তেজ এক বার পৃথিবীকে দেখাব। যেমন দেখাব, অমনি সকলে মানিবে। মা, রণসজ্জা ধরে এস। দেখি শত্রুদের কেমন বীরত্ব! হে দীননাথ, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর ভয় না করিয়া, সময় এয়েছে জানিয়া সকল শত্রু নিপাত করিয়া তোমার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নাটক দ্বারা ভক্তিবৃদ্ধি।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, হে পতিতপাবন, আমাদের ব্যবসায় এই হইল, যাতে কিছু পাই তাতেই আছি। যদি কিছু পাওয়া যায় রঙ্গভূমিতে আমরা ছাড়িব কেন? যদি দেবতাদের সঙ্গে দেখা হয় এই উপলক্ষে, তবে ছাড়িব কেন? কি হইতে পারে, কি হইতে পারে না, সে বিষয়ে মানুষ কেন আগে থাকিতে স্থির করে? ছবির ঘরের ভিতর হইতে জগদীশ্বর বাহির হইতে পারেন। আর মিথ্যা রথ হইতে সত্য সত্য বিবেক বৈরাগ্য রথে করিয়া নামিতে পারেন। আমাদিগকে আশা বিশ্বাস দাও। আমরা যাতে কিছু পাওয়া যায় তার জন্য আছি। অভিনয়ের পর সকলে দেখ্‌বেন চরিত্র ভাল হয়েছে কি না। যোগ ভক্তি বৃদ্ধি হয়েছে কি না দেখিবেন। নতুবা যদি কেবল আমোদ করিবার জন্য, ভাঁড়ামি করিবার জন্য, মজার জন্য যদি অভিনয় হয়ে থাকে, তবে নাট্যশালা এখনি পুড়িয়ে দাও। আমোদ প্রমোদ কেবল কি আমোদ প্রমোদেই পর্য্যবসিত হবে? অভিনয় যারা একত্রে করিবে তাদের পরস্পর খুব গলাগলি ভাব হবে। শরীর পুণ্যে জ্যোতিষ্মান্ হবে। চরিত্র পবিত্র হবে। জীবন দ্বারা প্রমাণ হবে, আগে যা ছিল না, তা এই অভিনয়ে লাভ হয়েছে কি না দেখিতে

হইবে। পরস্পর পরস্পরের নিকটতর হইব বন্ধু আরো প্রগাঢ় বন্ধু হইবেন। অভিনয় করিলে যে উপাসনা ভক্তি যোগ বাড়ে তার দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। নতুবা নাটকের ঘরে আগুন লাগিবে। যদি লোকে বলে যে, কৈ এদের যেমন বিদ্বেষ অপ্রণয় শুষ্কতা ছিল, তেমনি রয়েছে; তবে ভস্ম হয়ে যাক নাট্যশালা এখনি। এক দিন নাটকের ঘরে পদার্পণ করে কত ভাল হয়েছি এ যেন দেখাতে পারি। মা, এবার যে অনুতাপ দ্বারা শুদ্ধ হতে পারে, এবার মাতালও পরিবর্ত্তিত হতে পারে, এবার শিশুরা স্বর্গে থেকে নেবে এসে বিবেক বৈরাগ্য শিখাতে পারে, এবার যে সে ঋত্বিক সেজে হরিনাম গান করিতে পারে, এবার যে সে আচার্য্য হয়ে উপদেশ দিতে পারে, নাটকে এই হইল। কারো উচ্চ পদ শ্রেষ্ঠতা রহিল না। এবার বড় ছোট হইল, ছোট বড় হইল। এবার পরিত্রাণের সময় এয়েচে, এবার ঐ বৈরাগ্য বিবেকের রথে চড়ে আমরা স্বর্গে যাই। মা, নাটক থেকে শুভ ফল দাও। এবার প্রেমেতে পরিবর্ত্তিত হইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে যেন আস্তে আস্তে নববৃন্দাবনে চলিয়া যাইতে পারি। মা, রঙ্গভূমির বাতাস শরীরে লাগিয়া শরীর শুদ্ধ হউক। আবার বলি, অভিনয়ে আমাদের চরিত্র ভাল করে দাও। হে প্রেমময়, হে দয়াময়, আমাদিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন কেবল মুখে

নাটকের মহিমা কীর্ত্তন না করি, কিন্তু নাটকের দ্বারা যথার্থ শুদ্ধ এবং সুখী হইয়া যাই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মোবিলীন।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে প্রেমময়, ভক্তের সুলভ, অভক্তের দুর্লভ রত্ন, তুমি যে কি বস্তু তাহা ত নির্ণয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির অতীত দুর্জ্ঞেয় পদার্থ তুমি, এ কথা বিজ্ঞানবিদেরা বলেন। কে তুমি, কি তুমি, কেহই জানে না,—কিছুই বুঝা যায় না। আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। অচিন্ত্য পরব্রহ্ম। অকূল চিনির পানা, অনন্ত মিশ্রী, অনন্ত গোলাব জলের সাগর তুমি, এ বলিলে কিছু বেশী বলা হয় না। আমি বুঝ্‌তে পারি না, তুমি কে, তুমি কি; ছোট, কি বড়, কি পদার্থ তুমি; অথচ তোমাকে জানি। যত সুগন্ধ তারই ঘনীভূত তুমি, অতি সুশীতল সুমিষ্ট সরবত, সুশীতল জলধারা হয়ে আমার মাথায় পড়্‌চ চিরকাল তুমি। তুমি পুরুষও নও, স্ত্রীও নও, অরূপ অপরূপ তুমি। যা বলে তোমাকে ডাকি, তাই তুমি। বাপ বলে ডাকিলেও তুমি বেজার হও না। অথচ যদি বলি তুমি বাপও নও, মাও নও, বন্ধুও নও, তুমি আকাশ, তাও বলা যায়। যেমন ফুলের সৌরভ

দেখা যায় না, অথচ নাকে গন্ধ যায়, আচ্ছন্ন করে ফেলে, তেমনি তুমি। কোথায় তুমি আছ, কি রকম তুমি, কেউ জানে না; অথচ কর্ণের ছিদ্র ব্রহ্মবাণীতে পূর্ণ, চক্ষু দুইটি ব্রহ্ম-রূপে পূর্ণ, নাসিকা ব্রহ্মের সুগন্ধে পূর্ণ, মুখ ব্রহ্মসুধায় পূর্ণ, ব্রহ্ম অভিষেকে সমুদায় শরীর ইন্দ্রিয় পূর্ণ হইতে লাগিল; শেষে হইলাম ব্রহ্মঅঙ্গ। সমুদায় দেহ তোমার ভিতর গেল, গিয়া পুণ্য হয়ে গেল, শান্তি হয়ে গেল; আর আমার অসার জমাট অংশ পড়ে রহিল। যা সারাংশ, ঠাকুরে মিশে গেল। আমার যা ভাল, যেটা আসল মানুষ, ঠাকুর নিয়ে গেলেন। আমি যাব হরিতে, না হরি আস্‌বেন আমাতে? আমি ডুবিব হরিতে, না হরি ডুবিবেন আমাতে? আমি যাব হরির বাড়ীতে, না হরি আস্‌বেন আমার বাড়ীতে? একই কথা। প্রবিষ্ট আর প্রবেশ। নির্ব্বাণ হয়ে গেল। আমি আনন্দ হয়ে গেলাম, পুণ্য হয়ে গেলাম, ব্রহ্মেতে মিশে গেলাম। এক হয়ে গিয়ে পাপ অসম্ভব হয়ে গেল। আর বুঝ্‌তে হলো না, জান্‌তে হলো না, ভাব্‌তে হলো না। সাধন করিতে করিতে যেটা স্থূল ছিল সূক্ষ্ম হয়ে গেল; ভাবের উত্তাপে লঘু হয়ে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু হয়ে ব্রহ্মেতে মিশে গেল। জল হয়ে বৃহৎ সমুদ্রে মিশিয়ে গেল। এই চিন্তা বড় আনন্দপ্রদ। হরি, তুমি যে হও সে হও, আমি সত্য বলিলাম। সত্যেতে বিলীন হয়ে গেলাম। দ্বৈতবাদ নয়, অদ্বৈতবাদ নয়। তবে বিলীন থাকিতে পারি না। এই

খানিক পরে ভিন্ন হয়ে যাব। ভ্রম পাপেতে তোমা হইতে স্বতন্ত্র হয়ে যাব। হরি, আমাকে তোমাতে চিরবিলীন কর। যেন আমরা সকলে এক হয়ে যাই। আর ভেদ স্বতন্ত্রতা থাকিবে না। সুগন্ধির বাগান, সুরভীর উদ্যান। ব্রহ্মকে খাও, ব্রহ্মের ঘ্রাণ লও, এই যোগ। হরি হে, বুকের ভিতর হইতে জীবাত্মাকে টানিয়া লইয়া তোমার ভিতরে শীঘ্র ডুবাও। সুখ, প্রেম, জ্ঞান, আনন্দ হয়ে যাব। এখন উড়িলাম ব্রহ্মের সঙ্গে। এই শুদ্ধতা, এই পরিত্রাণ। হরি, প্রসন্ন হও। তোমার ভিতরে আমাদিগকে সূক্ষ্ম পরমাণু করিয়া শীঘ্র বিলীন কর, এই তব চরণে প্রার্থনা। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মুক্তিফৌজের বৈরাগ্য।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দয়াল হরি, সাধকবন্ধু, পাপীর সহায়, নির্ধনের পালক, আমাদের দলটিকে কৃপা করিয়া আর একটু ভাল কর। দলটি, ঠাকুর এখনও বিধানের উপযুক্ত হয় নাই। নিজমুখে যে সকল কথা বলিতে পারিলাম না, তা হইল না; যা বলিতে পারিলাম, তাও হইল না। মা, আর এক দল হয়েছে আমাদের লজ্জা দিবার জন্য। তাদের মধ্যেও আদিষ্ট প্রত্যাদিষ্ট সেনাপতি আছে। এক সময় দুই দল

প্রস্তুত হইল। তারা বিলাতে বসে বসে খুব জোরের সহিত বল্‌চে। আমরা নির্জীব হয়ে বল্‌চি। নববিধানের দলকে তারা লজ্জা দিতেছে। বলিতেছে "ধিক্! স্বর্গীয় রাজার সেনা হয়ে কোথায় তোরা ভারত জয় করিবি, না আমাদের শেষে ভারতে গিয়া যুদ্ধ করিতে হইল! আমরা নিশান খাঁড়া নিয়ে উপস্থিত। আমাদের নাম মুক্তির সৈন্য।" মা, এইবার অপমানিত হইলাম, হারিয়া গেলাম। এত দিন বড় হারি নাই, আমাদের দলের চেয়ে মহাত্মা বুথের দল বড় হইল। তাঁর সৈন্যদল সমুদ্র টলমল করিয়া আসিতেছে। তারা বলেছে, লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে প্রস্তুত করিবে। মা, তবে তাই হোক্। তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। দয়াময়ী, এরা কি করিল? আমাদের খুব আক্কেল দিক্। এক সময়ে কি দুটো এক রমক দল হয়? তারা আস্‌ছে, বেশ হইল, তোমার ইচ্ছা যদি ইহা হয়, পূর্ণ হউক। আমাদের ওঁদের চিহ্নিত বলে, প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত বলে মানিতে হইবে। মা, ওদের দলের যদি খুব আগুনের মত বৈরাগ্য হয়, আমাদেরও তাদের চেয়ে উচ্চতর বৈরাগ্য দেখাতে হবে। এবার আমাদের গুরু শিক্ষক আস্‌বে। ওরা ত বিধান মানে না, কিন্তু ওদের কত জীবন্ত ভাব! কত তেজ! আমাদের সকল বিষয়ে লজ্জা দিল ওরা। ওরা গরিব হয়ে বৈরাগী হয়ে আস্‌চে। আবার ওদের মধ্যে মেয়েরা সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে নিশান ধরেছে। আমাদের মধ্যে তা ত নাই।

হবার সম্ভাবনাও নাই। ওঁদের দ্বারা যদি দেশের মঙ্গল হয় হউক, আমাদের মুখে চূণ কালী পড়িল। আমরা এত দিনে কিছু করিতে পারিলাম না, আর ওঁরা তোমার আদেশ পেয়ে এই এত দূরে সন্ন্যাসীর মত হয়ে, দীন হয়ে আস্‌বেন? এ এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত নূতন সংবাদ। এ তোমার বিচিত্র লীলা তুমি আমাদিগকে খুব শিক্ষা দিলে, আমাদের খুব লজ্জা দিলে। প্রাণেশ্বরী, তবে কি ওরা ভারত নেবে? তবে কি ওরা ভারত জয় করিয়া লইবে? এই দল পড়িয়া থাকিবে? তাইত। আমরা গুণে বড় না হলে তাই হইবে। বৈরাগী ফৌজ আস্‌ছে। আমরা যে পারিলাম না। মা, ওরা যেমন বৈরাগ্য দেখাচ্চে আমরা যদি তদপেক্ষা অধিক বৈরাগ্য দেখাতে পারি, ওরা যেমন পিতা পিতা বল্‌চে, আমরা যদি তেমনি মা মা মা মা আদ্যা শক্তি ভগবতী বলিতে বলিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারি, তবে হয়। মা, তোমার এই গরিব দল যেন মায়া না হয়। ঐ দল যেন একখানি প্রকাণ্ড পাথরের মত নাইনীতাল থেকে গড়াতে গড়াতে আস্‌চে আমাদের মাথার উপর। ওরা জমাট বেঁধেছে ভক্তিতে, বাধ্যতায়, বিনয়, শাসন, বৈরাগ্যে। আর আমাদের দল দার্জ্জিলিংএর মত মাটির পাহাড় ঝুর্‌ঝুর করে মাটী খসে পড়্‌চে। জমাট বাঁধে নাই আমাদের মধ্যে। এই দলের স্বেচ্ছাচারী লোকগুলিকে শিক্ষা দাও। মা, যদি

আমরা উচ্চতর বৈরাগ্য দেখাইয়া জিতিতে পারি, তবেই হয়, নতুবা গেলাম। লড়াইয়ের ফৌজ হইল না। এমন তেজ জমাট আমাদের হোক্। দীনবন্ধু, কৃপাময়, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন উহাদের উদাহরণ দেখিয়া সাধন দ্বারা উচ্চতর জীবনের উচ্চতর বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

প্রেমের পীড়ন।

২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দয়াল হরি, হে বর্ত্তমান বিধানের বিধাতা, অনেক ঘটনা ঘটিতেছে। নানা প্রক র ব্যাপার এই বিধানের মধ্যে আসিতেছে। কত অদ্ভুত ঘটনা দেখিতেছি। বিস্ময়াপন্ন হইবার কত বিষয় তুমি প্রদর্শন করিতেছ। কত নূতন নূতন সত্য দেখিলাম শুনিলাম সঞ্চয় করিলাম। কিন্তু সময়ে সময়ে মনে এই প্রশ্নটি উদয় হয়, মহাপ্রভু, তুমি কেন এত ভালবাস? তোমার নববৃন্দাবন নববিধান সব বুঝিলাম। কিন্তু বুঝিলাম না এই, যে তোমার প্রেম কেন এত হয়! এ নিগূঢ় কথার অর্থ বুঝিলাম না। প্রেমময় হরি, কেন ভালবাস, তার উত্তর দিবে না? যদি তোমার

সুন্দর ছেলে হইতাম, গুণী হইতাম, যদি ক্রাইষ্টের মত গৌরাঙ্গের মত হইতাম, তবে বলিতাম মা কেন ভালবাস। তবে বুঝিতে পারিতাম কেন ভালবাস। কিন্তু যখন বিবেকদর্পণে মুখ দেখি, পাপে কলঙ্কে কাল, গাময় ক্ষত, তখন মাথা হেঁট করিয়া ভাবি, কেন মা এত প্রেম করেন কাল কুৎসিত ছেলেকে? এ কথার অর্থ কিছুতে বুঝিতে পারি না। হরি, বল পাপাসক্ত নারকীকে কেন তুমি এত ভালবাস? এত সহজ দয়া নয়! এমন কাল ছেলেকে তুমি কেন কোলে কর, আর এই পাপী সন্তানকে নিকটে আসিতে দাও? এই কাল গায়ে গয়না দিয়ে সাজাও? লক্ষ লক্ষ টাকা আমায় দাও? মা, তোমার প্রাণ কি রকম, তোমার কি রকম স্নেহ আদর কিছুই বুঝিতে পারি না। অবাক্ হয়ে থাকি, হাজার বার জিজ্ঞাসা করি, কিছুতে উত্তর দাও না। এ জীবনে পরিত্যক্ত অবস্থা কখনও বুঝিতে দিলে না। মা, তুমি সরে যাও, তোমার সুন্দর স্তনে আমার কাল বিষাক্ত মুখ দেব না। আমার বাড়ীর আস্তাকুঁড়ে তোমার প্রেমের হীরা থাকিতে দেব না। তোমার পবিত্র জরির আঁচল আমার গায়ে ঠেকিতে দেব না। আমি তোমার প্রেমের সম্মান রাখিব। মা, তোমার দয়া মায়া সব যাবে এবার এই পাষণ্ডকে দয়া করিয়া। ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, ও কোল তোমাদেরই, আমার মত কাল ছেলের নয়। তোমরাই বোস মার কোলে। কি বুকে আমাকে মা

কোলে করেন বুঝিতে পারি না। ছেলেকে কোলে করে এত আদর কেন? মা, তুমি আমাকেও সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারিতে। তা না দিয়ে এখন এত আদর? ঠাকুর, তোমায় আমাদিগকে ভালবাসিতে দিব না। এত বাড়াবাড়ি সহ্য হয় না। সকাল বেলা থেকে চাল ডাল খাবার, আবার টাকা কেবলই আনচ। আমি কি ভালবাসি তাই খুঁজে খুঁজে আনচ? মা, তুই গেলিনে আমার কাছ থেকে? তাড়িয়ে দিলাম তবু গেলিনে? তবে তোকে খুব ভালবাস্‌ব। মা জননী আমার, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার প্রেমের সমুদ্রে ডুবে যাই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দরবারের গৌরব।

২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে অধমতারণ, এই ঘর পৃথিবীকে শাসন করিতেছে ইহা তুমি দেখাইয়া দাও। তোমার দরবারের ঘর, স্বর্গ থেকে প্রথমে আলো আসিবার ঘর, এই তোমার সঙ্গে আমাদের কথা কহিবার ঘর, এই স্বর্গ থেকে চিঠি আসিবার প্রথম ডাকঘর। স্বর্গের রাজকুমারেরা এই ঘরে আগে বেড়াইতে আসেন। দেবতাদের আড্ডা, এই চিহ্নিত

প্রেরিতদের বসিবার জায়গা বাড়ী, স্বর্গ ও পৃথিবীর মিলন এই ঘরে। হে পিতা, এই ঘর তোমার ঘর, ইহা যেন বিশ্বাস করিতে পারি। এই ঘর সমস্ত পৃথিবীকে যেন শাসন করে, সংযত করে। দয়াময় হরি, তুমি কৃপা করিয়া এই ঘরের মহিমা খুব বুঝাইয়া দাও। নববিধান এই ঘর দিয়া বাহির হইতেছে। বিধাতা, তুমি এই ঘরের ভিতর পবিত্র স্থানে নববিধানবাদীদিগকে বিধি নিয়ম আদেশ দিতেছ। এই ঘরের যে দরবার, সেই দরবারের যে আইন তাহা সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিবে। তোমার আদালত এখানে। তুমি আদালত করিতেছ, আর দেবতারা আইন লিখিতেছেন, ভক্তদের মিলনের স্থান এইটী। আর অন্য জায়গায় এঁদের ত দেখা হবার যো নাই। তোমার ঈশার গির্জ্জায় গেলে সেখানে ত গৌরাঙ্গের সহিত দেখা হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরে ঈশা ত যাইতে পারেন না। এ দলের লোকেব সঙ্গে ও দলের যে ঝগড়া মারামারি। তাই সাধুরা এই ঘর বড় ভালবাসেন। এ ঘর যে সন্ধির রাজ্য। অমূল্য এই ঘর। ইহার মূল্য নাই। একটা প্রকাণ্ড বিধানের দরবার এই ঘরে হইতেছে। এ ঘরে সকলই হচ্চে। কাণা আর কালা যারা তারা কেবল দেখ্‌তে শুন্‌তে পাচ্চে না। যত শাস্ত্রের মিলন এই ঘরে। যত মতের মিল এখানে হচ্চে। যত সেক্‌রা বসে এই ঘরে সব রকম ধাতু গলিয়ে এক করিতেছে। তোমার এজলাস্‌ আদা-

লত এই ঘরে। দয়াময়, যত আইন জারি কর, আমরা শুনি। বৌদ্ধ খৃষ্টান মুসলমান বৈষ্ণব সকলেই এই ঘরে বসেছেন, বেড়াচ্চেন। বর্ত্তমান সময়ে এই ঘরই তোমার প্রধান কীর্ত্তি। ধন্য সে, যে এই ঘরের মহিমা গান করিয়া ইহাকে মহীয়ান্ করিবে। দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, আমাদিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যে ঘরে বসিয়া তোমাকে ডাকি সেই ঘরের মহিমা বিশ্বাস করি এবং সেই ঘরে যে সমুদয় কাণ্ড হইতেছে তাহা ভক্তিনয়নে আরো ভাল করিয়া দেখিয়া কৃতার্থ হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অপরিশোধ্য প্রেমঋণ।

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে প্রেমের মহাজন, হে ধন ঐশ্বর্য্যশালী, মহাজনের কিছু হয় না, গরিবের কিন্তু সর্ব্বনাশ হয়। মহাজনের অগাধ টাকা, ধার দিলে কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু গরিবের সব যায়। দয়ালু ঈশ্বর, তুমি ত দয়া করে যাও, ক্রমাগত দিয়ে যাচ্চ। যারা তোমার কাছে নিচ্চে, যারা তোমার ঋণে ডুবে থাকচে তাদের দশা কি হবে। শত শত লোক এই ধারের ভিতর ডুবে গেল। ঘড়ি ঘড়ি আমাদের ঋণ বাড়তে লাগল, শিকল দিয়ে জড়াচ্চ ক্রমাগত। হরি

হে, কত আর ধার লইব, শুধিতে ত পারিব না। অনন্ত কাল এইরূপে তোমার প্রেমে প্রতিপালিত হইব। কেন এ প্রেমের ঋণে বদ্ধ করিতেছ? কোথা থেকে শুধিব এর পর, মারা যাব যে; রোজই যে ধার কচ্চি। এবার গেলাম, এই ধারেতেই মরিলাম। এত প্রেম, এ ঋণের অন্ত কোথায়। প্রেমময়, তুমি গরিবগুলিকে সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্চ। ক্রমাগত যে ঋণের পর ঋণে ডুবাইতেছ, এর পরে কি হবে বল দেখি। কাঙ্গালনাথ, এ গরিবদের পক্ষে কি তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব? এরা জেলে যাবেই যাবে নিশ্চয়। এরা নিশ্চয় চিরকাল তোমার প্রেমের জেলে বদ্ধ থাকিবেই। এত ধার অন্য লোকের হয় নাই। আমাদের যে তুমি অনেক দয়া করেছ। চিরঋণী হয়ে থাকিতে হইল। শেষে কি না খোল করতাল লয়ে বাড়ী বাড়ী বেড়াতে হলো, নাচিতে হইল! বাড়ী বাড়ী নাটক করিয়া বেড়াইতে হইল! গরিব হয়ে ধার করিলে শেষে এই হয়। ছোট লোকের মত, যাত্রাওয়ালার মত হোতেত হলো, আরো কপালে যে কি লেখা আছে জানি না। ভবিষ্যৎ জান তুমি, তুমিই জান। নাকাল আরো হইতে হইবে। মান সম্ভ্রম ভদ্রতা সব গেল, শেষে কাঙ্গাল হয়ে, গরিব হয়ে বেড়াতে হইল। আর কি বাকি আছে? তুমি বলচ, আরো আছে কপালে। যখন তোমার ক্রীতদাস হয়েছি, যখন তোমার কাছে চিরঋণী হয়েছি, তখন যা ইচ্ছা হয় কর। চিরঋণী হয়ে থাকি

তোমার প্রেমে। মার ধার আর কিছুতে শুধিতে পারিব না। প্রেমের ঋণের উপর প্রেমের ঋণ। মা, এখনো নাকাল কচ্চেন। পৃথিবীর লোক বল্‌চে, এই কটা লোককে ভগবান্ কি করিলেন, গরিব ফকির করে দিলেন। লও, তবে সর্ব্বস্ব লও। কাঙ্গালের ছেঁড়া নেকড়া লও, তাতে ত আর ধার শোধ হবে না। হে মাতঃ, হে মুক্তিদায়িনী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ঋণে চিরঋণী হইয়া আর ধার শুধিতে পারিব না ইহা জানিয়া চিরকাল তোমার প্রেমে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি! [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হাস্যময়ীর পূজা।

২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে শান্তিদাতা, তুমি পুরুষ কি পুরুষত্ব, তুমি সুশীল কি তুমি স্ব, তুমি কর্ত্তা কি তুমি কর্ম্ম, তুমি বৈকুণ্ঠ-পতি কি বৈকুণ্ঠ, তুমি মুক্তিদাতা কি স্বয়ং মুক্তি, শাস্ত্র-কারেরা ইহার বিচার করিয়াছেন, করিবেন। এ কথাতে আমাদেরও অনুরাগ আছে। হে পিতা, তোমাকে পিতা মাতা বলিয়া ডাকিলে সুখ হয়, আর তোমাকে ধন মান শান্তি সুখ বলিয়া ডাকিলেও এক রকম সুখ হয়। আমরা

ছুইয়েতেই আছি। মা বলে তোমার অঞ্চল ধরিলেও সুখ আছে, আবার একটা চিদাকাশ, একটা সুখ, এ ভাবিলেও সুখ আছে। তোমাকে হাসি বলে পূজা করিলে, যেমন তোমাকে ডাকিব, অমনি আমি হাসিব; আমার শরীর, আমার বাড়ী, আমার বাগানের গাছ পালা, আমার দাস দাসী সকলে হাসিবে। আমি তোমাকে পূর্ণ হাসি, অনন্ত হাসি বলিয়া পূজা করিব, এই বর দাও। একখানা হাসি-বিজ্ঞান, তাঁকে বলে আদ্যাশক্তি, ব্রাহ্মেরা বলে ব্রহ্ম, বৈষ্ণবেরা বলে হরি, জ্ঞানীরা বলেন চিন্ময়। হাসি বলিয়া যদি তোমাকে পূজা করি, মুখে আপনাপনি চিন্ময় হাসি আসিয়া পড়িবে। মন প্রেমানন্দে মগ্ন হইবে। বুকজোড়া হাসি তুমি। গঙ্গা যেমন উথলে পড়ে, এমন তোমার হাসি। বসন্তের ফুলের মত সাজান তোমার হাসি। তোমাকে আর কেন পুরুষ বলি? তুমি ঠিক যেন বসন্তকাল, ঠিক যেন পদ্ম। তোমাকে আর বাবা মা বলে পুরোণো রকম ডাকি কেন? তুমি একখানা অখণ্ড হাসি। তুমি একটা অবস্থা। আমি তোর পূজা করে যে দুঃখী হব, তার সম্ভাবনা নাই, আর আমি যে তোর সাধন ভজন করে কখন অবসন্ন কাঙ্গাল হব, তারও সম্ভাবনা নাই। আমার ঘরে যে ঘরপোরা হাসি রহিল। আমাদের হৃদয়ে যে অনন্ত হাসির জ্যোৎস্না রহিল! হাসি যে আমার স্বর্গ,—শরীরের সুস্থতা, তাতে মনের আনন্দ হবে। হে পূর্ণ হাসি, হে আনন্দনাথ, তোমার ভক্ত যে

দুঃখ পাবে না, এই নববিধানের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। বার বার পরীক্ষিত হয়ে হাসি জিনিস টুকু টেঁকে যাবে। পূর্ণ হাসিতে যে হেসেছে, তারই জীবন সফল। যে হেসেছে, সেই টেঁকিবে। সুখ কি পেয়েছি? তোমার সিঁদুরের মত ঠোঁট দেখে আমার কাল ঠোঁট কি সিঁদুর হয়ে গেল, হাসিতে কেঁপে উঠ্‌ল, এ কি হয়েছে? আমি তোমার হাসিতে মিশিয়ে যাব। তুমি হাস, আর আমি হাসি। তোমার হাসি দেখি, আর আমি হাসি হয়ে যাই; এই ন্যায়শাস্ত্র, এই বেদ বেদান্ত, এই ষড়-দর্শন, এই ব্রহ্মজ্ঞান। আমরা পূজার ঘরে যাই, হাসি সম্মুখে রাখি, হাসি শুনে আমরা হেসে ফেলি। মা, বিবেক ভিন্ন পবিত্র হাসি কে হাসিতে পারে? পাপকল্পনা কচ্চি, পাপ ভাব্‌চি, তখন কি হাসিতে পারি? ধার্ম্মিকের মুখ ভিন্ন হাসে না কেউ। কাল মুখে শয়তানী হাসি, তোমার হাসি নয়। এ কেমন, শান্ত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত স্বর্গ থেকে একটা স্রোত ঢেলে দিচ্চে যেন। মা, মনটা হোক্ শুদ্ধ। আমি চিরদিন হেসে যাই। হে পূর্ণ আনন্দ, আমাদের দল সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকেরা যেন চিরকাল এই কথা বলে যে, এরা চিরকাল হেসে খেলে গিয়েছে। ছেলেমানুষের হাসি, কোলের খোকার হাসি, স্বর্গের পরীর হাসি, নববিধা-নের দলের লোকদের মুখে ছিল। ও ছাঁচের হাসি ত পৃথিবীর লোকের নয়। মা, তোমার হাসি, মজার হাসি। মা, ঐ তুলক্ষ টাকার এক ভরি যে হাসি, তা যদি একটু

পাই, এইখানেই বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। মা, অন্য কিছু চাই না, তুমি হাস, আর আমি হাসি। তুমি আমার চাঁদ হও, আর আমি তোমার ভাবের ভাবুক হয়ে তোর একটু জ্যোৎস্না হয়ে যাই। তা হলে তুইও হয়ে গেলি অবস্থা, আমিও তাই হলাম। তুইও হলি জড়, আমিও জড় হলাম। হায় হরি, সুখের হরি, প্রাণের হরি, হাসির হরি, হাসাও হরি। আর দুঃখ দিও না, ঢের দুঃখ শোক পেয়েছি। আর না। পূর্ণ হাসি হয়ে কাছে এস। ধন আমার, শ্রী আমার, সুখ আমার, হাসি হয়ে এস। আমি আর সাধন করিব না, কেবল ঐ হাসি দেখিব। হাসি সত্য, আর সব মিথ্যা। হে আনন্দময়ী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এত কাল যে দুঃখ কষ্টে কাঁদিলাম, তা ত্যাগ করিয়া শেষ কয়টা দিন বিবেকের হাসির পবিত্র রং ঠোঁটে লাগিয়ে হাসির প্রশংসা সঙ্গীতে বিস্তার করি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নারীপ্রকৃতিপূজা।

১৩ই অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, মোক্ষদাতা, তুমি আমাদের নিকট এই সপ্তাহ দেবী হও। দেবীভজন, দেবীসাধন, দেবীগুণ গান এই আমাদের এই সপ্তাহের খোরাক হউক। নারীপ্রেম,

নারীভক্তি, নারীবিনয়, নারীক্ষমা, নারীচরিত্র আমাদের মধ্যে স্থান লাভ করুক। দেবী হও হে ভাই, প্রকৃতি হও হে পুরুষ, নারী হও হে মানুষ, গৌরী হও হে মহাদেব, শক্তি হও হে শক্তিরূপিণী। কঠোর পুরুষপ্রকৃতি এখন ছাড়। আমরা হিন্দু হই এই ক দিন। অপৌত্তলিক, আধ্যাত্মিক হিন্দু হই। দুর্গোৎসবের সময় ব্রহ্মোৎসব কেন হরি ফাঁক যাবে? হরি, তুমি এই বার দুর্গতিহারিণী মূর্ত্তি ধর। তোমার এক দিকে ধন, এক দিকে বিদ্যা লইয়া বোস। হে প্রেমস্বরূপ, প্রেমরূপিণী হও। শক্তিমান্ শক্তিমতী হও। পুণ্যবান্ পুণ্যবতী হও। সুন্দর সুন্দরী হও। শ্রীমান্ শ্রীমতী হও। আমরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করি,—শ্রীমতী, শ্রীমতী, কোথায় রহিলে এস। ইচ্ছাময়ী, জ্ঞানময়ী, আকাশরূপিণী, চিদাকাশরূপিণী, জ্ঞানাকাশ-রূপিণী, তুমি এস আমাদের নিকট। দুই কারণে;—এক হিন্দুদের উৎসবের সময় বৎসরকার দিনে আমরা দেবীপূজা করিব। আর এক, কতকগুলি নূতন গুণ স্বভাব পাইব। দেবীপূজা করিতে করিতে দেবী হইব। দেবী আরাধনা করিতে করিতে মনের ভাব চেহারা স্ত্রীলোকের মত হয়ে যায়। রাগ নিষ্ঠুরতা চলে যায়, ক্ষমা প্রবল হয়। নারীপ্রকৃতি হয়ে যায়। দেবী, আমাদিগকে কোমল সরল শ্রীমতী সত্যবতী ভক্তিমতী কর। পুরুষ তুমি চলে যাও, একটা দিন তোমাকে বিদায় দি।

পুরুষ দেবতা, তুমি যাও। দুর্গা এস, বঙ্গদেশ মা চায়। বঙ্গদেশ মা বলে কাঁদে। বঙ্গদেশ বলে, আমার পিতা আছে, আমার মা কৈ? আমাদের কাঠের মা নয়, মাটীর নয়, খড়ের নয়, পাথরের নয়; আমাদের বাড়ীতে সোণার মা এয়েচেন। এমন আনন্দময়ী শক্তিরূপিণী প্রেমময়ী মা। সমস্ত বঙ্গদেশে, সকলের হৃদয়ে, মা রূপ প্রতিষ্ঠা কর। বাপের পূজা করে বাপের গুণ পাব, বিবেক বৈরাগ্য পাব, তেমনি মার পূজা করে মার গুণ পাব। মার দৃষ্টান্ত পাইব। মা যেমন অধীর হন না কখন, মার মত নরম হইব। যেখানে সকলি জলের মত, সকলি নরম, সেইখানেই মা। অতএব মাতঃ, যদি পিতৃসভাব দিয়ে কৃতার্থ করেছ, তেমনি মাতৃস্বভাব দিয়ে রাগ অহঙ্কার অসম্ভব কর। হিন্দুরা যেমন সাকার মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখেন, আমরা যেন নিরাকার পূজা করিয়া তোমাকে দেখিতে না পাইয়া অসুখী না হই। মাকে দেখিব, মার মত শান্ত হব, ধৈর্য্য ধরিব, মার মত সকলকে ভালবাসিব, মার মত একেবারে উদ্ধত স্বভাব দূর করিব। মা যেমন তেমনি উপযুক্ত ছেলে হব। মা দয়াময়ী, এক বার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর। পুরুষপ্রকৃতি দূর করে মার প্রকৃতি করে দাও। যেমন হিন্দু দুর্গাপূজার সময় মনে করে যে, পুরুষ ঠাকুর পূজা করিবে না, কিন্তু তার সাম্‌নে এক খানি মার মূর্ত্তি, এক খানি রূপের ডালি মার মূর্ত্তি, এই ভাবিতে ভাবিতে যেমন শুদ্ধ

হয়, তেমনি আমরাও মার মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইব। দেবীপূজা করিতে দাও আমাদিগকে। হে করুণাসিন্ধু, তোমাকে দয়াময় দয়াময় বলে ত বরাবর ডাকি. এক এক দিন যেন মা বলে ডাকি। শরৎকালের বাদ্য বাজিয়া উঠুক। হস্ত নয়ন সব কোমল হউক, দেবী কণ্ঠে, দেবী চক্ষে, দেবী বক্ষে, দেবী মাথায়। দুর্গা দুর্গতিহারিণী, এই শরীরের ভিতর এস, আর আমি পাপী অধম. দগ্ধ আমি. চিরকালের মত ভস্ম হয়ে যাই। তোমাকে, হে দুর্গা, তোমার লক্ষ্মী সরস্বতী তিন খানিকে এক খানি করিয়া হৃদয়ে রাখি। আমরা এই দুর্গাকে চিনি. লক্ষ্মীকে জানি. আর এই সরস্বতীকে মানি, এই জানি, এই আমরা মানি। যত আমোদ আহ্লাদ বুঝি, কেবল ও পাড়ায়। আমরা বুঝি তোমাকে মানি না মা, আমরা বুঝি আমোদ করিব না ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া? আমাদের ত আরো বেশী আহ্লাদ। দেবী, এখনো হাসিতে হাসিতে এলে না কেন? আমরা কাপড় কিনিব, কাপড় দেব, খাবার খাওয়াব, খাবার খাব, আমরা ত আসল সত্য যুগের হিন্দু। আমাদের বাড়ীর ঠাকুর দালান অনেক ভক্তি গঙ্গাজল দিয়ে ধুই। মা এলেন, লক্ষ্মী এলেন, সরস্বতী এলেন। এস মা, এস। ভক্তির সহস্র শঙ্খ বাজিল। আমরা খড়ের দেবতা মানি না। এ যে সত্য সত্য। খুব সত্য, আগাগোড়া সত্য। এ যে সত্যই মা। মা এস। আমরা এক বার দেখি, দেখে

পূজা করিব। থাক, এ বাড়ীতে চিরকাল থাক মা। দেবী কৃপা করিয়া তোমার রুগ্ন জীর্ণ কঠোর সন্তানকে দেবীপূজা, দেবীগান করাইয়া কৃতার্থ কর, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিত্য ব্রহ্মের পূজা।

১৭ই অক্টোবর, ১৮৮২।

হে জগতের মাতা, হে মুক্তিদাতা, তোমার অবতরণ পৃথিবীতে এক প্রকার, অবতারের অবতরণ পৃথিবীতে অন্য প্রকার। পুরাণ বলে, ব্রহ্ম যিনি তিনিই ভক্ত হৃদয়ে অবতরণ করিয়া থাকেন। হে দয়াময়, যুগে যুগে ভক্তাবতার হইয়া পৃথিবীতে সুপথ দেখাইয়া দেবভাবে কখন, দেবী ভাবে কখন, নারীতে কখন, নরেতে কখন তোমার প্রেম পুণ্য প্রকাশ করিয়া জীব উদ্ধার কর। কিন্তু, মা, দুর্গোৎসবে তোমার অবতরণ অন্য প্রকার। এ যে স্বয়ং তুমি আসিবে, রূপান্তর ভাবান্তর হইলে না, অবতার হইলে না, নিজে নামিয়া আসিলে। যেরূপ হিন্দু এই বলে, আমি তার কাছে শিক্ষা লই। হিন্দু আমার পিতা, আমি তার পদতলে পড়িয়া কত জ্ঞান শিক্ষা লই। আমি এই শিখিলাম, যে মা তুমি কখন কখন ভক্ত হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশ হও, অবতরণ কর,

আবার কখন কখন সাক্ষাৎ তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও। জীবের পাপনাশের জন্য স্বয়ং বঙ্গদেশে আগমন কর। তুমি অনন্তদেব, তুমি না কি ভক্তেরা ডাকিলে শুভক্ষণে এস, তাই হিন্দুরা সকলে তোমার ছোট মহাদেবের পার্শ্বে ছোট দেবী বসাইয়া পঞ্জিকার শুভ দিনে শারদীয় উৎসবে তোমাকে ডাকেন। একটি একটি সময় জীব চায়, যখন সন্তানকে পূজা করিবে না, সাক্ষাৎ তোমাকে পূজা করিবে। ইচ্ছা কি হয় না মূলাধার যে তুমি তোমাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখি? মা, ছেলেদের কি ইচ্ছা হয় না যে মা যিনি আপনার ভাল ভাল ছেলেদের পাঠাইয়া দিবেন, কিন্তু তিনি এক বার স্বয়ং বাড়ীতে আসুন। শঙ্খধ্বনি করি, উলু উলু দি, দিয়া সুখী হই। সাক্ষাৎ মহাদেবী মহাদেব যখন আসেন তখন জীবের বড় আহ্লাদ হয়। এটা কি না সাক্ষাৎ খাস দরবার। রাজকুমার ঈশা, নির্ব্বাণপ্রিয় শাক্য চির দিন আদৃত হউন, চিরজীবি হউন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের ভক্তি যেন কখন কমে না। প্রতাপশালী রাজকুমারকে দেখে সুখী হলাম, আবার ছেঁড়া কাপড় পরে সাক্ষাৎ মহারাজ মহারাণীকে যখন দেখিব, পিতা মাতাকে যখন দেখিব, তখন আরো কত আহ্লাদ হবে। নিরাকারা মহাদেবী, এয়েছ কি তুমি পাপীর বাড়ীতে? এই বৎসরকার দিনে ভক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কি এয়েছ? মা, বৎসরকার দিনে এস, দান ধ্যান করিব, ছেলেদের কাপড় দেব,

আত্মীয়দের খাওয়াব, আমোদ আহ্লাদ করিব। আমার মা কি কৈলাস থেকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছেন না? আস্‌বেন বৈ কি। এ গরিবের বাড়ীতে কত ধুমধাম, কত আমোদ আহ্লাদ হবে। আমি কত ঘটা করে পূজা করিব। মা তবে এস। দয়াময়ী এস। আমি যেন ঠিক পৌত্তলিকদের মত উৎসাহের সহিত তোমাকে পূজা করি। ওরা ত মাটীর দেবীকে পূজা করে, আমি মাকে পূজা করিব। আমার মা যথার্থ মা। ওদের মা মাটীর মা। দয়াময়ী, করুণাময়ী, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই সুখদ শারদীয় উৎসবে তোমাকে মা বলে পূজা করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

আধ্যাত্মিক দুর্গাপূজা।

১৮ ই অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দেবী, মূর্ত্তিবিহীন নিরাকারা দেবী, যেমন পৌত্তলিকের ঘরে মাটীর দেবতার আগমনে পুরবাসী হর্ষোৎফুল্ল হইল, তোমার ভক্তেরা, নিরাকারবাদীরা ভক্তিচক্ষু খুলিয়া যদি দেখেন তাঁরাও দেখিতে পান, তাঁদের ঠাকুরদালানে চমৎকার শোভা হইয়াছে, তাঁদের ঘরেও নিরাকারা জননী আসিয়াছেন। যদি বলি যে আমরা দুর্গোৎসবের কোন

ধার ধারি না, আমাদের ইহার সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, তবে এই সাম্প্রতিক মতে ভয়ানক অনিষ্ট হইবে। মা, আমরা বাহিরের নকল দুর্গাপূজা করিব না। হৃদয়ে নিরাকারা জননীর পূজা করিব। মা আনন্দময়ী, দেবী আসিয়াছেন ইহা মনে করিলেই আনন্দ, মনে না করিলে আনন্দ নাই। বাহিরে কিছু করিতেছি না, কিন্তু ভিতরে মার পূজার উদ্যোগ হইতেছে। মা, তোমাকে কিরূপে প্রত্যক্ষ করিব? কল্পনার দুর্গা চাই না। অন্তরের অন্তরে যে সুন্দর প্রকৃত ঠাকুর দালান আছে সেখানে মা দুর্গা এস। কিরূপে আসিবে? সেই অরূপ রূপে। অসুরনাশিনী, দুর্গতিহারিণী রূপে। যিনি দুর্গাকে ভাবেন তিনি অসুরনাশিনী, তাঁর কাছে কল্পনার দুর্গা হইল মনগড়া দুর্গা। যে তোমাকে দেখে মা দুর্গে, সে কি দেখে? সে স্বর্গের প্রতিমা খানি আগাগোড়া দেখে। অসুরনাশিনী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি, অসুর সাপ সিংহ, ও সব কি কুসংস্কার? অমন সুন্দরী হয়ে অসুরনাশিনী হইলে, এ কি কুসংস্কার? দুর্গোৎসবের সময় বলিদান চাই, কাটাকুটি চাই, রক্তারক্তি চাই, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভাব চাই। দুর্গা, মা না কি অসুরনাশিনী, পাপনাশিনী? দুর্গা যদি আমার পাপপ্রবৃত্তি নাশ না করিলেন, তবে দুর্গাপূজাই হইল না। যে ব্রাহ্ম দুর্গোৎসব করে অসুর না সাজিয়ে, সে ভয়ানক কুসংস্কারী। হে দুর্গে, তুমি যদি আমার হৃদয়ে আসিবে, তবে অসুর নাশ করিবেই

করিবে। আমি যেমন পাপী, মিথ্যাবাদী, শঠ ছিলাম, তোমার দুর্গোৎসবের পর তেমনি যদি রহিলাম, তবে আমাকে ধিক্! আমি যদি তোমার পূজা করে যেমন পাপী তেমনি রহিলাম, তবে কি হইল? এই যে বৎসরে বৎসরে পূজার সময় বাড়ীতে উৎসব হয়, আমোদ হয় তা মানি; কিন্তু রক্ত এক ফোঁটা দেখ্‌তে পাইলাম না। অসুর পাপের রক্ত ত দেখিতে পাই না। বড় পরিতাপ হয়। দয়াময়, এই পূজার সময় অসুর বধ হইতেছে দেখাও। প্রাণের ভিতর যাই, গিয়া দেখি যে, রক্তারক্তি হইতেছে। কাম, ক্রোধ, আসক্তি সব বিনাশ হইতেছে, আর জয় মা দুর্গা বলিয়া ভিতরের সদ্ভাবগুলি নৃত্য করিতেছে, এই ত দুর্গোৎ-সব। দাঁড়াও দুর্গা সম্মুখে। তোমার শত হস্ত বাহির কর। কারণ কোটী কোটী অসুর আমাদের সঙ্গে। কাট মা কাট। বলিদানের বাদ্য বাজুক্। দুর্গা, যদি দুর্গতিহারিণী হয়ে কাঙ্গালের ঘরে ঢুকেছ, তবে যেও না বাড়ী নিষ্কণ্টক না করে। নর নারী নানা রকমে অসুরদের দ্বারা আক্রান্ত উৎপীড়িত হয়েছে। কেবল যদি আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য মাকে এনেছ তবে দুর্গোৎসব হবে না। অসুর মার। অসুর কাট। মা, বুকের ভিতর রক্তারক্তি হোক। রক্ষা কর, হে অসুরনাশিনী, পতিতপাবনী। এবার তোমার দুর্গোৎ-সব করে স্বর্গারোহণ করিব। মনের অসুর ধরা দে। যিনি দুর্গাপূজা করেন তাঁর অসুরবধ হবেই হবে। দুর্গাকে যিনি

ডাকেন, তিনি অমনি তার নিকট এসে মনের অসুরগুলিকে কেটে ফেলেন। ষড়রিপুর কাটামাথা চারি দিকে পড়ে থাক্‌বে। আহা! এমন দুর্গার পদাশ্রিত কে না হবে? এমন দুর্গার পদকমলে কে না শরণ লইবে? দুর্গা তুমি বড়। মহাদেবী, তোমাকে ডাকি। তোমাকে পূজা করি। আয় অসুর আয়! বৎসরকার দিনে তোদের কাটিব। মার সিংহ এসে অসুরদের নাশ করিবে? দুর্গার বিজয় নিশান উড়িল। ভক্তের হৃদয়মন্দির-মধ্যে দুর্গাপূজা অতি সুচারুরূপে হইল। কেন না, যত পাপ কুচিন্তা, যত রকম কাজে মনের পাপ আছে, সব মার সিংহ এসে নাশ করিবে। মা হাসি-লেন ভক্তের পরিবারে, ভক্তের প্রাণে মার জয় হইল। ষড় রিপু বিনষ্ট, মন পরিষ্কার, হৃদয় প্রশস্ত, মার জয় হইল। এমন ভগবতীকে পূজা করি। মাটীর দেবতাকে অসার দেবতাকে পূজা করিব না। আমাদের ঘরে আজ প্রকাণ্ড পূজা, আমরা অন্য পূজা গ্রাহ্য করিব না। মহাদেবী, যেমন করে সিংহবাহিনী অসুরনাশিনী হয়ে মাটীর ভিতর দেখা দাও, তার চেয়ে আরো উজ্জলরূপে ব্রাহ্মের ঘরে দেখা দাও। এস দুর্গা, অকল্যাণ দুর্গতি দূর কর। এস দুর্গা, দুঃখের সংসারে সুখ এনে দাও। ছেলেদের আশীর্ব্বাদ কর। বৎসরকার দিনে সুখের পাত্র হাতে দাও। শত্রু সংহার কর। তোমার রাজ্য নিষ্কণ্টক কর। এস দেবী এক বার এস, তোমার চরণ চুম্বন করি। আমরা বৎসরকার

দিনে তোমার দুর্গোৎসব করিয়া কৃতার্থ হই, শুদ্ধ হই, দেবী, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মহাবিদ্যার পূজা।

১৯ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দীন দরিদ্রদের দেবী, হে পরমারাধ্যা মহাদেবী, তুমি তবে হিন্দুস্থানের মাতা। কেবল সিংহবাহিনী অসুর-নাশিনী হইয়া আমাদের দেশের লোককে দেখা দাও, না আর কোন রূপ আছে? সম্মুখস্থ দেবীর যা কিছু উপকরণ ঠিক হইল। পার্শ্বস্থ দেব দেবীদের ভাব আমরা এখনো গ্রহণ করি নাই। মা, তুমি যেন বলিতেছ, "আমার আশে পাশে যে দেবতারা, তাঁদের প্রবল প্রধান করিতে হইবে না, দুর্গাকেই প্রধান করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সে বড় অপরাধী যে দুর্গাপূজা করিতে গিয়া কেবল গণেশ কিংবা সরস্বতীকে বন্দনা করিয়া পূজা করিয়া শেষ করে। যদি কোন মূঢ় আশে পাশের মায়ায় বদ্ধ হইয়া দুর্গাকে ভোলে, সে কি হিন্দু? হে মহাদেবী, সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করি তোমাকে, অসুরনাশিনী তুমি। তুমি বলিতেছ "আমি সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বাগ্রে আমি দেবী মহাদেবী, আমার চরণে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিতে হইবে। নৈবেদ্য দিতে হইবে।"

অর্থাৎ কি, না মনের দুষ্প্রবৃত্তি পাপাসুর নাশ করিবার জন্য দুর্গোৎসব করিতে হইবে। দুর্গোৎসবের সময় যখন অন্তরে ঢাক ঢোলের মহাশব্দ হইতেছে, তখন কাম ক্রোধ রিপু বিনাশ হইতেছে ত ? দেবী, প্রধান পূজার উপর দৃষ্টি করিতে দাও। অসুরনাশিনী তুমি, তোমাকে ডাকিতে দাও। কিন্তু তোমার যে সঙ্গিনীরা সঙ্গে আছেন তাঁদের সঙ্গে তোমার বড় যোগ। আমি যদিও বিদ্যাকে পাই নাই, তবুও তোমার এত দয়া যে, বৎসরকার দিনে যদি এলে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলে। আমি ত কেবল তোমাকে ডাকিয়াছি, আমার অসুর নাশ করিবে। তার মানে এই, যে ভক্ত ভক্তির সহিত দেবী কামনা করে, সে বিদ্যাও লাভ করে। বিদ্যাও দেবীর সঙ্গে আসিয়া অবিদ্যা নাশ করে। জননী, তুমি ত জান, অন্তরে অবিদ্যা কত আস্ফালন করে। যত অজ্ঞান আমি। বুঝ্‌তে পারি না আমি ধর্ম্ম কি। বিদ্যা নাই বলে কত সময় আমি পাপ করিয়া ফেলি। তুমি বলিলে ভক্ত ত মূর্খ হইলে চলিবে না। এ জন্য সরস্বতীকে লইয়া আসিলে। মা, তুমি বল্‌চ "মহাদেবীর রূপের ভিতর সকলেই আছেন। মহাদেবী বলিয়া ডাকিলে সকলে আসেন। গাছের গোড়া যে পায় সে ফল ফুল পল্লব ডাল সকলই পায়। যে ফল চায়, সে ফল পায় ; যে ফুল চায়, সে ফুল পায় ; কিন্তু যে সেই ফল ফুল ডাল শুদ্ধ গাছের গোড়াটী চায়, আদি ব্রহ্মকে চায়, ফল ফুল শাখা প্রশাখা সকলই সে পায়।" মা, এই

বলে হাত ধরে সরস্বতীকে তুমি নিয়ে এলে। আমরা যাই দেবী এয়েচেন বলে আনন্দে তোমাকে প্রণাম করিতে যাই, বলি যে মা, তোমার পার্শ্বে উনি বীণাহস্তে বিদ্যা দেবীর ন্যায়, ওঁকে ত আমরা ডাকি নাই? তুমি বলিলে, "যে এক চায়, সে দুই পায়। আমার ভিতর সকলেই।" আমরা অমনি তাঁকেও প্রণাম করিলাম। দেবী, অসুরনাশিনীর পার্শ্বে পরমা বিদ্যা। সরস্বতী বিদ্যার শ্বেতপদ্ম আরো প্রস্ফু-টিত করুন। সরস্বতী, বক্তৃতা কর, বীণা বাজাও, সঙ্গীত কর। বাক্যবিন্যাস দ্বারা শরণাগত ভক্তদের চিত্তবিনোদন করিয়া কৃতার্থ কর। বাগ্‌দেবী, তোমার মিষ্ট কণ্ঠ দ্বারা আমাদের প্রাণ শীতল কর। মা দুর্গার মুখে সরস্বতীর ভাব, সরস্বতীর মুখে মায়ের রূপ। ও রে অজ্ঞান, দূর হয়ে যা! কুসংস্কার অজ্ঞান সব দূর হয়ে যা! এ মাটীর দেবীর পার্শ্বে মাটীর সরস্বতী নয়। এ সব জ্বলন্ত জীবন্ত মূর্ত্তি। মা, তুমি বল্‌চ "মনের নাস্তিকতা অন্ধকার দূর কর। সরস্বতী এক বার ওদের দেখা দাও। তুমিও যা, আমিও তা। আমি দুর্গা, তুমি বাগ্‌দেবী। আবার আমি বাগ্‌দেবী, তুমি দুর্গা। চল, দুজনে গিয়া ভক্তের মনের অন্ধকার দূর করিয়া হৃদয়ে প্রকাশিত হই।" মা, আমি অত্যন্ত মূখ, তাই তোমার সঙ্গে তোমার সহচরীকে আসিতে বলি নাই। কিন্তু মা, তুমি না কি মূর্খের মূর্খতা বুঝিলে, তাই বলিলে, "ও ডাকুক না ডাকুক, আমি সরস্বতীকে লইয়া যাই। আমি আমার সকল রূপ এক

আঁধারে দেখাইব।" বিদ্যা ছাড়াত ধর্ম্ম হয় না। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রতিমূর্ত্তি অখণ্ড মা দুর্গা, তাঁর ভিতরে যে সরস্বতী, ও যে অভেদ। ও ত কাটা যায় না। মা, তোমাকে ধ্যান করিতে করিতে, পূজা করিতে করিতে দেখি, এত বিদ্যা মনে প্রকাশ হইল, যে আমি বুঝিতে পারিলাম আমি বিদ্বান্ হইলাম। সুচতুরা বিদ্যা, এ সব তোমারই কাজ। হিন্দু বলে দিচ্চে তার দুর্গার পার্শ্বে সরস্বতী, তবে বুঝিলাম, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হবে। নববিধান আর কি? হিন্দু ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ হই। পৃথিবীর বইয়ের নকল বিদ্যা এ নয়। এ যে একেবারে সাক্ষাৎ বিদ্যা। সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, সঙ্গীত, বিদ্যালয় পর্য্যন্ত সমুদায়ের সাক্ষাৎ প্রতিমা ইনি। মহাদেবী দুর্গা, তোমার নাম স্বর্গ ও পৃথিবীতে ধন্য হউক! এত দয়া তোমার! সপ্তমীর দিনে একেবারে বিদ্যাকে দেখাইলে! জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল করিলে? সকলে বিদ্বান্ হউক! অন্তরে বিদ্যাদেবীর পূজা হউক! তাও করিতে হল না। যে অন্তরে অন্তরে পরমারাধ্যা মহাদেবী দুর্গতিহারিণী অসুরনাশিনীর পূজা করে, সে বিদ্যাও পায়, লক্ষ্মীও পায়, সকলই পায়। বাজাও বীণা সরস্বতী! এই দুর্গোৎসবের সময় যেমন সকলে মার পূজা করে সুখী হবে, তেমনি বিদ্যার প্রসাদে সব অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হবে। কত অজ্ঞান জ্ঞানী হবে। কত মূর্খ বিদ্বান্ হবে। সরস্বতীর শুভ্র জ্ঞানের

কিরণে মা, তোমার মুখ আমাদের কাছে আরো উজ্জ্বল হবে। কে এমন মূর্খ মূঢ় আছে, যে সরস্বতীর কৃপা হইলে মার মুখ দেখিতে না পায়? হে দেবী, হে মঙ্গলময়ী, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা তোমার দয়ারূপ সরস্বতীরূপ দুই হৃদয়ে দেখিয়া সকল প্রকার পাপ অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

লক্ষ্মীপূজা।

২০ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে অনন্তরূপধারিণী, হে নিরাকারা দুর্গতিনাশিনী, তোমার পূজার কয় দিন চলিয়া গেল। এখনো ফুরাইল না। বঙ্গদেশ এখনো মাতিয়া রহিয়াছে। সংবৎসরের উৎসবে তুমি ভক্তদিগকে শীঘ্র ছুটি দিতেছ না। যারা পৌত্তলিক, তাহারা অন্য পূজা এক দিনে সারিয়া লয়। জগদীশ, তোমার এমনি ব্যবস্থা. যে সেই সকল লোক যাহারা বুঝিতে পারে না কাহাকে ডাকিতেছে, তারাও কিন্তু শীঘ্র সারিয়া লইতে পারিতেছে না। দুর্গতিহারিণীর পূজা তিন দিন। তুমি যে মুক্তি দিবে, তোমার পূজা কিরূপে মানুষ শীঘ্র সারিয়া লইবে? তিন দিন তিন রাত্রি সাধন চাই,

অর্থাৎ মা করুণাময়ী, যে তোমার মন্ত্র লইয়া সাক্ষাৎ তোমার পূজা করিবে, শীঘ্র সে কেমন করিয়া পারিবে? তোমার অনেক ভাব, অনেক রূপ, তিন দিন না লইলে কেমন করিয়া তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে? আমরা যেমন তোমার বামে বিদ্যাদেবীকে আরাধনা করিয়া লইলাম, তেমনি আবার দক্ষিণেসমুদয় জগতের শ্রী, সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সম্পদের দেবী লক্ষ্মী আছেন। দুর্গা কি সরস্বতী লক্ষ্মীছাড়া হতে পারেন? তা কখনই হতে পারেন না। ওঁর যে স্বরূপ সরস্বতী, স্বরূপ লক্ষ্মী। এ জন্য তুমি যেমন সরস্বতীকে বলেছিলে, তেমনি বলিলে, "লক্ষ্মী, সাজ তুমি। তুমি আমার বুকের ভূষণ, তুমি আমার স্বরূপের সৌন্দর্য্য, শ্রী, সৌভাগ্য, ধন সম্পদ। অতএব তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চল ভক্তের ভবনে। লোকে কি দুর্গাশ্রী বলে, না শ্রীদুর্গা বলে? অতএব তুমি আমার আগে আগে চল।" এই কথা শুনিয়া স্বর্গে যে তোমার সন্তান ঈশা বসে আছেন, তিনি বলিলেন; "মা, এই কথা আমি অনেক দিন পৃথিবীর লোককে বলিয়া আসিয়াছি, তোমরা কেবল স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর কিছু চাহিও না, কল্যকার জন্য ভাবিও না, তাহা হইলে আর সব মা তোমাদের দেবেন।" মা, এই কথা ঠিক। দুর্গা কখন লক্ষ্মীছাড়া হন না। যেখানে দুর্গা, সেখানেই লক্ষ্মী। তাই মা, যেখানে মা দুর্গার পূজা হইতেছে, সেখানেই দেখি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বিরাজ করিতেছেন। ধন, সম্পদ,

ঐশ্বর্য্য কিছুরই অভাব নাই ভাণ্ডার উথলিয়া পড়িতেছে। জয় মা আনন্দময়ী মহাদেবী! তোমাকে ডাকিলে যা চাই নাই তাও পাওয়া যায়। দুর্গার প্রতিমা লক্ষ্মীর ডান দিকে না থাকিলে হয়ই না। বল জীবন, কেবল যে তুমি মাকে ডেকেছ, তোমার বাড়ীতে কি অমঙ্গল অলক্ষ্মী এসেছে? তোমার বাড়ী কি বিশ্রী? জীবন মঙ্গলধ্বনি করিয়া বলিল, লক্ষ্মীর সাক্ষী মার সাক্ষী দিয়া বলিল, না আমি মার শরণ লইয়া কখন অমঙ্গল বিপদ জানি নাই। মা, আমি জানিতাম না যে তোমাকে ডাকিলে, তোমার কঠোর সাধন করিলে ঐহিক পারত্রিক দুই মঙ্গল হয়। জয় শ্রীমতী লক্ষ্মী! মার শ্রী, মার ভূষণ, মার সৌন্দর্য্য, মার রূপের আদ্‌খানা। যে বাড়ীতে তুমি, সেই বাড়ীতেই লক্ষ্মীর আবির্ভাব। হে দেবী, বাহিরের মাটীর আরাধনা করিয়া খড় আরাধনা করিয়া দেশ মজিল, দেশ ডুবিল। মাটীর উপাসনা করিয়া কত লোকে মাটী হয়ে গেল। মা, এই প্রার্থনা করি, তুমি তোমার লক্ষ্মী রূপের বিষয় সদুপদেশ দান করিয়া হতভাগা বঙ্গদেশকে পরিত্রাণ কর। বঙ্গদেশ, তোর সৌভাগ্য হয়েও দুর্ভাগ্য হইল। তুই এমন দুর্গা কল্পনা করেও, শিখাইয়াও আপনি মজিলি। দেবীর এমন মহাভাব এদেশে প্রকাশ হয়েও এ দেশের এমন দুর্গতি! কেবল পুতুল নিয়ে আমোদ করে ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে এই কটা দিন মাটী করিতেছে। মা, এদের তুমি দয়া কর। মা,

তুমি ত আসল নববিধানের দুর্গতিহারিণী। এই যে সরস্বতী, লক্ষ্মী মার দুই পাশে! এই যে জ্ঞানসূর্য্য, সুখের চন্দ্র তোমার দুই দিকে! এই যে দুই মা, মার ভিতর বিলীন হয়েছেন! এই যে তিন মা তিন নয়, কিন্তু একই। আমি এক গুণ চেয়ে দুই গুণ পাইলাম? আমার হৃদয় পুরোহিত হয়ে এমন প্রতিমা পূজা করে কৃতার্থ হইল। এমন প্রতিমা ত কখন দেখি নাই। মা কমলার আগমনে কমলকুটীরে ভক্তহৃদয়ে সহস্র পদ্ম প্রস্ফুটিত হোক! মা, সুখের ভবনে, কল্যাণের নিকেতনে এই ভবনে তুমি লক্ষ্মীকে লইয়া বিরাজ করিতেছ। মা, আমরা ভাবিয়াছিলাম, ধার্ম্মিক হলে সুখ পাওয়া যায় না। আমরা মনে করিতাম, ধর্ম্ম কেবল তুমি কর, সংসার আমরা নিজে। কিন্তু এ যে দেখ্‌ছি দুই তুমি কর। মা, তুমি আমার হৃদয়ে তবে থাক। তিনেতে এক, একেতে তিন। মা, তুমি তবে থাক লক্ষ্মী সরস্বতীকে লইয়া আমার বুকের ভিতর। আমার বড় সৌভাগ্য আমি তোমাকে মা বলে ডেকে বিদ্যা জ্ঞান পাইলাম, আবার সুখ সম্পদও পাইলাম। দুর্গা নাচেন, লক্ষ্মী নাচেন, নাচেন সরস্বতী। তিন জনই এক হয়ে আছ। মা, ভক্তের প্রাণকে কৃতজ্ঞতায় বাঁধিবে বলিয়া লক্ষ্মীকেও তুমি সঙ্গে আন। মা, আমরা এবার যথার্থ দুর্গাপূজা করিলাম। এ যে তিন খানি সোণার প্রতিমা, এ কি বঙ্গবাসীরা কেউ কখন দেখেছে? এ যে তিন খানি সোণা। মার পূজা করে

জীবন সার্থক হইল। হে মঙ্গলময়ী, হে দয়াময়ী, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর আমাদের অমঙ্গল হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়া মা লক্ষ্মী, তোমার শরণ লইয়া চিরকাল থাকিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিরাকার গণেশ পূজা।

২১ শে অক্টোবর ১৮৮২।

হে পতিতউদ্ধারিণী, হে ভক্তহৃদয়বিলাসিনী, জাতীয় এই মহৎ পূজা এখনো ফুরাইল না। পূজা এখনো চলিতেছে গরিব ভক্তের ঘরে। পুতুলের সম্মান পৌত্তলিকের ঘরে, চিন্ময়ীর পূজা নিরাকারা জননীর উপাসকের ঘরে। হে জগতের মাতা, তুমি তোমার দুই দুই স্বরূপ লইয়া আসিয়া ভক্তঘরে প্রকাশ করিলে, সুবিদ্যা দেখাইলে এবং লক্ষ্মীশ্রী প্রকাশ করিলে। যত বার আসিলে, এক পার্শ্বে পরাবিদ্যা এক পার্শ্বে শ্রীসম্পত্তি বিকাশ করিলে। প্রেমের দেবী অসুরসংহারিণী, যদি তুমি মনুষ্যের পাপকে নাশ করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছ, তবে তোমার সঙ্গে সিদ্ধিদাতা বিঘ্ননাশন ভাবটি চলিবেই। যেখানে তুমি, সেখানে মঙ্গল হইবেই হইবে। মার ঘরে কোন অকল্যাণ, কোন কার্য্য অসিদ্ধ হইবে ইহা কোন মতে হইতে পারে না।

এই জন্য তুমি গণেশকে সঙ্গে আনিলে। দয়াময়ী মা, তোমার সন্তান সিদ্ধি, কার্য্যের সফলতা, বিঘ্ননাশ, কল্যাণ। যে গৃহস্থ তোমার ভক্ত হয়, তার প্রবেশ দ্বারে এমন একটি মূর্ত্তি থাকে, এমন একটি প্রতিমা থাকে, এমন একটি ভাব থাকে, যার নাম কল্যাণ। তুমি সুবোধ ভক্তদের বুঝাইয়া দিলে যে, সকল কার্য্যের পূর্ব্বে গণেশবন্দনা কেন হয়। বিঘ্ন-বিনাশন, বিপত্তিভঞ্জন, কল্যাণবিধাতার নাম সকল কার্য্যের সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। তুমি যাঁকে আশ্রয় দাও, তাঁর ঘর বাড়ী সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সিদ্ধি লেখা থাকে। কোন প্রকার বিঘ্ন তাঁকে আক্রমণ করিতে পারে না। জগদীশ্বর, যে তোমাকে ভাল করিয়া আরাধনা করে, তার কোন কার্য্য নাই যা দুর্গাছাড়া সে করিতে পারে। সকল কার্য্যেতে বিঘ্ন-বিনাশনকে স্মরণ করিতেই হইবে। কোন্ ব্যক্তি পৃথিবীতে এমন আছে যে বলিতে পারে, আমি মাকে ভাল করে পূজা করিলাম, আরাধনা করিলাম, কিন্তু কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, সকল কার্য্যে কণ্টক বিঘ্ন হয়? এমন দুর্ভাগা কে আছে যে বলিতে পারে যে, দুর্গতিহারিণীর পূজা করি সত্য বটে, কিন্তু সহস্র অমঙ্গল বিঘ্ন বাধা আসিয়া পড়ে। তোমাকে পূজা করিতে যাওয়া কেবল তোমাকে পাইবার জন্য। সে মনে জানে তোমাকে ডাকিলে তাহার সংসারের সকল বিঘ্ন বিপদ কাটিয়া যাইবে। তুমি আপনি ভক্তের সকল বিঘ্ন বিপদ দূর করিয়া দাও। গণেশ অর্থ যাহাতে

বিঘ্ন অকল্যাণ সকল দূর হয়। জগদীশ্বরের নামে সকল কার্য্যে মঙ্গল হয় এই তোমার শ্রীগণেশের ভাব। গণেশ তোমার সন্তান, অর্থাৎ তোমাকে ডাকিবার ফল। তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে এই হয়, ভক্তের সকল অমঙ্গল দূর হয়; কোন প্রকার অকল্যাণ প্রবেশ করিতে পারে না। ব্রহ্ম-ভক্তের হাত হইতে যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহাতে কোন অকল্যাণ হয় না। যে কেবল মুখে বলে মাকে ভাল-বাসি, কিন্তু সেই ভালবাসা সংসারকে দেয়, তার জন্য বিঘ্ন বিপদ সম্মুখে থাকে। কিন্তু ভক্তের জন্য কোথায় বিঘ্ন, কোথায় বিপদ? দুর্গাসন্তান শ্রীগণেশের জয়! দুর্গাকে ডাকিবার এই ফল। প্রেমময়ী, যদি বৎসরকার দিনে তোমার ভক্তের ঘরে তোমার পবিত্র প্রতিমা পূজিত হইল, তবে যেন আমরা বিশ্বাসী হইয়া ভক্তিনয়নে দেখিতে পাই, যেমন তোমার সঙ্গে বিদ্যা এবং শ্রী আছেন, তেমনি তোমাকে ডাকিলে এই ফল পাওয়া যায়, যে কোন বিঘ্ন বিপদ থাকে না। যাঁরা যথার্থ ভক্ত তাঁরা বলেন, আমা-দের বাড়ীতে দুর্গাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্ত্তিকও আসিয়া বাঁধা পড়িয়া-ছেন। যে বাড়ীতে তোমার পূজা হয় সে বাড়ীতে জ্ঞান বিবেক প্রজ্ঞা শ্রী সম্পদ মঙ্গল সব থাকে, কোন প্রকার অমঙ্গল বিঘ্ন তার গৃহে থাকে না। তোমার কি কম দয়া? তোমার পূজা করিলে মানুষের কি কম লাভ হয়? আমি

গোড়ায় বলিয়াছিলাম কেবল ব্রহ্মকে চাই আর কিছু চাই না, কিন্তু পূজা করিতে করিতে দেখিলাম বিদ্যা শ্রী সম্পদ মঙ্গল সব হইল। বিঘ্ন আপনা আপনি আসিল, আবার আপনা আপনি কাটিয়া গেল। আপনার মঙ্গল দেশের মঙ্গল, পরিবারের মঙ্গল, বন্ধুদের মঙ্গল সকলের কল্যাণ হইল। পূজা করিতে করিতে এই শিক্ষা হিন্দুর ভাব হইতে পাইলাম, আমার মা যার সহায়, গণেশ তার সহায়; তার অমঙ্গল কখন হয় না। কোথায় রহিলে নিরাকার গণেশ? আমাদের বাড়ীতে এস। এখানকার সকল কার্য্যে সকল বিভাগে তুমি আছ। কার সাধ্য বিঘ্ন বিপদ আনে? এখানে যিনি যে কার্য্য করিবেন সিদ্ধ হইবেন। মা, চারি দিকে তোমার গণেশ বিদ্যমান। হে দেবী মঙ্গলময়ী, সন্তান আর তুমি এক হইয়া গেলে। তোমাকে আর তোমার সাধনের ফলকে পৌত্তলিক মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া ফেলিল। সব কল্পনা। কোথায় বা মূর্ত্তি, কোথায় বা আকার। ভাবেতে যোগেতে যদি দেখি, দেখিতে পাই, তুমিই লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী, তুমি গণেশ। চার ভাব একেতে ঘনীভূত। মা, তুমি চারি দিকে এইরূপে ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে কুশলের ভাব বিস্তার কর। দুর্গার দাস, দুর্গার ভক্ত, দুর্গার সন্তান, এদের বিঘ্ন দুর্গতি নিবারণ হয়। এখানে চিরকুশল গণেশ নামে বিরাজ করেন। এখানকার আকাশে ঝড় হয় না, সমুদ্রে ঢেউ হয় না, কি চমৎকার

শান্তির স্থান। দুর্গা, তোমার প্রসাদে কুশল শান্তি পাই-লাম। যে প্রাণ দেয় দুর্গার হাতে, অনন্ত কল্যাণ তার সঙ্গে বিরাজ করে। এ সময়ে সন্তান এস, গণেশ তোমার বন্দনা করি। গণেশ তুমি নিরাকার। তুমি মার সাধনের ফল আর কিছুই নও। তুমি কুশলময়ী জননীর সন্তান, ঘরে থেক। নিদ্রার সময়, কার্য্যের সময় কুশল সঙ্গে থাকিও। যখন বিদেশে যাব কুশল তুমি সঙ্গে থাকিও। যা কিছু বিঘ্ন অক-ল্যাণ সমুদায় কাটিয়া যাইবে। হে মঙ্গলময়ী, আমাদিগকে দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সর্ব্বান্তঃকরণে এইটি দৃঢ় বিশ্বাস করি, তোমাকে পূজা করিলে চিরকালের মত সকল বিপদ বিঘ্ন দূব হইয়া গৃহে কুশল বিরাজ করে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [মো—]

জয়শক্তিরূপী কার্ত্তিকের পূজা।

২২ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দেবী, পরমারাধ্যা শক্তি, ভক্তের যেমন মহাভাব আছে, শাক্তেরও তেমনি মহাভাব আছে। এই যে তোমার সরস্বতী এবং লক্ষ্মী, গণেশ এবং কার্ত্তিক এই চার ভাব যে অসুরনাশিনীর সঙ্গে মিলাইল, ধন্য সেই সাধু! ধন্য সেই ভক্ত! তিনি শাক্তের শ্রেষ্ঠ ভক্তের শ্রেষ্ঠ। মা, আমরা এ ভাব হইতে বহু দূরে রহিয়াছি। আমরা কেবল

তোমাকে মা বলে পূজা করি। অদ্য তোমার এই মহাভাব ধারণ করিতে হইবে। তিন দিন গেল, সাধনের সময় গেল, আর দেবী সময় দিবেন না। এ না কি মহাপূজা, দুর্গাপূজা, মহাদেবীর আরাধনা, এ না কি কৈলাস হইতে মহাদেবী আপনার স্বরূপ গুলিকে লইয়া স্বয়ং আসিয়া ভক্তদিগকে পরিতোষ করেন, তাই তিন দিন এই পূজার জন্য। অর্থাৎ অন্যান্য পূজা অপেক্ষা অধিক নিষ্ঠা সাধন চাই এই পূজাতে। হে মাতঃ! আলস্য জড়তা আজ দূর করে দাও। অদ্যকার সন্ধ্যা না হইতে হইতে যেন বিজয়নিশান ওড়ে গৃহস্থের বাড়ীতে। আজ পৌত্তলিক ভাই পূজা সমাধা করিবেন, ব্রাহ্ম ভাইও যেন তাই করেন। তবে তিনি ভাসিয়ে দেন দেবতাকে, আমরা তা করিব না। তবে সাধনের বরাত এই তিন দিনের, ভগবতীর উপর। আজ যে তবে বেশ হলো। আজ যে পূজার ফল সমস্ত আদায় করে নেব। আজ ক দিনের ভাব জমাট করে নেব। তবে ময়ূরবাহনে আগমন করেন যিনি তাঁকেও কোল দি। ঐ সৌন্দর্য্যের আকর, ঐ বীরত্বের সাগর, জয়শক্তির আধার মাকে আমরা অন্তরের অন্তরে গ্রহণ করি। হে মহাপুরুষ কার্ত্তিক, তুমি এই চারি ভাগের পরিসমাপ্তি। তুমি ধর্ম্মের পরিসমাপ্তি। হে দুর্গাসন্তান, তুমি দুর্গার ভক্তকে আশীর্ব্বাদ করে ফেল। তোমার হাসি মুখ, সুন্দর মুখ কে না ভালবাসে? কে না দেখিতে দেখিতে মোহিত হয়ে যায়? তুমি যে পৃথিবীব

উপমার বস্তু। শেষটা একেবারে আনন্দে ভাসিয়ে দেবে, সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করে দেবে? মার সন্তান, কে না তোমাকে চায়? তুমি ঘর আলো করিবে না ত'কে করিবে? মা বলেন, এমন ছেলে আমি দেব, গৃহস্থের বাড়ী একেবারে আলো হয়ে যাবে। গৃহস্থের বাড়ীর নারীরা তোমার সোণার চাঁদ ছেলের মত সন্তান কামনা করে, তাই বাৎসল্যভাবে তাঁকে কোলে করিতে চায়। মা, তোমার প্রতিমা খানি কি সম্পূর্ণ হয় সৌন্দর্য্য না হইলে? তুমি মধুরেণসমাপয়েৎ করে দিলে, ঐখানে যত রঙ্গ ফলালে, যত সৌন্দর্য্য ঘনীভূত করিলে। যে ময়ূরের সৌন্দর্য্যে সাধুরা মোহিত, তার উপর তুমি ছেলেকে বসালে। সেই ছেলে দেখ্‌ব না পাখী দেখ্‌ব, বুঝিতে পারি না। ভক্তদের প্রাণ একেবারে মোহিত করিবে তোমার ইচ্ছা। নতুবা কার্ত্তিককে কেন আনিলে? কেবল বিদ্যা শ্রী কুশলকে আনিলেই হইত। ও কার্ত্তিক, তোরই মা আমার মা। আয়, তোকে আমি বড় ভালবাসি। তুই বাড়ী এলে বাড়ী আলো হয়। ওঁরা দুটি ঠাকরুণ এসে বিদ্যা, শ্রী কুশল দিলেন। আর তুমি এসে ঘর আলো করিলে। তুমি কি না কবিত্ব, তুমি কি না সৌন্দর্য্য, তুমি কি না রস; "সত্য শিব স্নুন্দর," স্নুন্দর না হলে কি না পরিসমাপ্তি হয় না; তাই তুমি যত সৌন্দর্য্য এনে তোমার ভিতর ঘনীভূত করেছ। আর সব চেয়ে স্নুন্দর যে পাখী, তাকে তোমার বাহন করেছ। মা, তোমার সব কুৎসিৎ ছেলেকে

কার্ত্তিকের মত কর। যত সব জঘন্য কুৎসিৎ পাপী, কাল মলিন মদ্যপায়ী ব্যভিচারী দগ্ধমুখ, তোমার কার্ত্তিককে দেখে লজ্জিত হোক। দেবীনন্দন, দেবীসুত, তুমি বসে থাক ওখানে। মার বাছা তুমি, সৌন্দর্য্যের ডালি তুমি। পৃথিবীতে সুন্দর হলে যে বিলাসে ডুবে থাকে? কার্ত্তিক তুমি হাতে তীর ধনু নিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্চ যে আমি সুন্দর হয়ে শক্তি নিয়ে এসেছি। এ মাংসের শরীরের সৌন্দর্য্য নয়। আমি পৃথিবীতে শারীরিক বিলাস দেখাতে আসি নাই। আমার মা যেমন সৌন্দর্য্য দিয়েছেন তেমনি শক্তি দিয়েছেন। আমার নাম সেনাপতি। আমি অসুরজয়ী। আমি রণে শত্রু সংহার করি। আমার নাম বীরবাহু। আমি বীরত্ব। আমার যে সৌন্দর্য্য, এ ধর্ম্মবীরের সৌন্দর্য্য। দেবীর মহত্ত্ব শক্তি আমার ভিতর। আমি সৌন্দর্য্যের দ্বারা পৃথিবীকে জয় করি। কার্ত্তিক, তুমি বলিলে সুন্দর হও, জিতেন্দ্রিয় হও। কে সুন্দর? যে ধর্ম্মেতে জয়ী, যে শক্তিশালী, স্বর্গীয় বল যার ভিতরে। দেবী শক্তিরূপে যার ভিতরে প্রকাশিত সেই সুন্দর। আদ্যাশক্তি ভগবতীর সৌন্দর্য্যশক্তি ঐ কার্ত্তিকের ভিতর। ঐ যে কার্ত্তিক মাসে বিলাসের চেহারা কলিকাতার লোকগুলো তৈয়ার করে, যারা দুর্গাও মানে না, কার্ত্তিকও মানে না, দূর করে দাও ঐ মূর্ত্তি প্রতিমা হইতে! ও চাই না। মার ছেলের এমন খোয়ার? মা, একটি ময়ূরকে আমাদের হৃদয়ে

রাখ, আর তোমার কার্ত্তিককে তার উপর বসাও। তা হলেই আমাদের মুখে কার্ত্তিকের ভাব প্রকাশ হবেই হবে। মা, তোমাকে সাধন করে তোমার কার্ত্তিকের মত জয়ী হয়ে নববৃন্দাবনের দিকে উড়ে যাব, এমন শুভ দিন কি হবে? আজ বিজয়া। কার্ত্তিকের নাম বিজয়। হে কার্ত্তিক, তুমি সৌন্দর্য্য, তুমি বীরত্ব, তুমি শক্তি। মার পূজার জয়, মার নামের জয় হবে নববিধানের ভিতর কার্ত্তিকের চেষ্টায়। ঐ তীর ধনুহাতে কার্ত্তিক বড় দুর্জ্জয়। যে মায়ের শত্রুতা করে তাকেই বিদ্ধ করিয়া মারিবে। দুর্গাকেই ডাক, লক্ষ্মীকেই ডাক, বিদ্যাই পাও, মঙ্গলই হোক, জয় না হলেত সম্পূর্ণ হইল না! কার্ত্তিক না আসিলে ত কিছুই হইল না। জয়ী না হইলে পূজার লাভ কি? শ্রীরামচন্দ্র মাকে পূজা করিলেন, ভক্তি করিলেন, সাধন করিলেন, তিন রাত্র যাপন হইল, তার পরে বিজয় হইল। অমন দশমুণ্ড ভয়ানক অসুর রাবণকে বধ করি-লেন। রামচন্দ্র দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। সকলে দুর্গাপূজা কর, দুর্গাপূজা কর। অসুর নাশ হইল, পাপ দূর হইল, বিজয় নিশান উড়িল, তার পর মার পূজার ফল হইল। এক ফল কুশল, এক ফল বিজয়। কার্ত্তিক সর্ব্বদা মনকে তাড়না করে বুঝিয়ে দিও, যেখানে জয় হলো না সেখানে মার পূজা হইল না। রাম, তোমার রাবণ বধ হয়েছে? দুর্গাপূজা করে মার কাছে বর পেয়েছ? বিজয়ী হয়েছ?

তবে মার পূজার ফল পেয়েছ। মা দুর্গার নাম গাও, বিজয়ী ব্রহ্মনাম গাও, গাও না কার্ত্তিক? তা না হলে পূজা শেষ হবে না। গোড়া আর শেষ এক হলো। প্রথমে অসুরনাশিনী. আর শেষে কার্ত্তিকের জয় প্রদর্শন। আর মাঝখানে দুই স্বরূপ। শেষে মার দুই ছেলেরই বাহাদুরি হইল। এক ছেলে কুশল আর এক ছেলে বিজয় আনিলেন। দুর্গা এবার নব দুর্গা হও, লক্ষ্মী নব লক্ষ্মী হও, সরস্বতী নব সরস্বতী হও, গণেশ নব গণেশ হও, কার্ত্তিক নববিধানের নব কার্ত্তিক হও। এই বলিয়া আজ পূজা শেষ করি। গৃহস্থের বাড়ীতে এই পূজার কুশল মঙ্গল বিস্তার হউক। হে মঙ্গলময়ী, হে করুণাময়ী, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন চিরকাল ভক্তির সহিত দুর্গাপূজা করিয়া দুর্গতিহারিণী অসুরনাশিনীকে সাধন করিয়া বিদ্যা শ্রী কুশল লাভ করি এবং হৃদয়মধ্যে ও পৃথিবীতে তোমার নাম জয়ী করি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্যসাধনা।

২৩ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, এই কর যেন সত্যই আমাদের ব্রত হয়, সত্যই আমাদের ধর্ম্ম হয়। কোন বিষয়ে ঠাকুর, যেন

আমাদের অসরল অযথার্থ ভাব না থাকে। সত্যবতী দুর্গা, তাঁরই পূজা করিলাম, সত্যরূপিণী মাকে দেখিলাম, সত্য সরস্বতী সত্য গণেশ সত্য কার্ত্তিককে ঘরে দেখিলাম, তাঁদের জয় ঘোষণা করিলাম। এই কর যেন মিথ্যা ভাব লইয়া না থাকি। এই জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান, নিরাকার ব্রহ্ম-দর্শন, নর নারীর প্রতি প্রেম ভ্রাতৃভাবসম্বন্ধে অনেক অসত্য মিথ্যা আছে। ভিতরে ভিতরে অনেক মিথ্যা গাছের গোড়া খাইতেছে। জীবনতরু কেন সবল হইতেছে না? গাছের গোড়ায় পোকা ধরিয়াছে, মূলদেশ ক্ষীণ হইয়াছে, ফলবিহীন হয়েছে, জীবের জীবন তরুর তাই এত দুর্দ্দশা। হরি, তুমি যেমন সত্য, তুমি চাও তোমার ছেলেরাও তেমনি সত্য হয়। আর কিছু হই না হই যেন সত্য হই, যেন বাড়ীতে সত্য থাকে। সত্যের আরা-ধনা হোক। সত্যেরই লোক হই। সমস্ত যেন বেশ স্পষ্ট পরিষ্কার উপলব্ধি হয়। তোমার নববিধানের দুর্গাপূজা একেবারে স্থায়ী নিত্য। এখানকার দুর্গোৎসব একেবারে সত্য চিরস্থায়ী। এই দুর্গার প্রতিমা চিরকাল হৃদয়ে থাকিবে। এতে আর অসত্য মিথ্যা কি? মা, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মে ক্রমে ক্ষীণ বিশ্বাসীরা নিরাকার দর্শন করিতে না পারিয়া পৌত্তলিকতার আশ্রয় লইবে। এ সকলই ভবি-ষ্যতে হইতে পারে। পাপ না ছাড়িয়া, স্নান না করিয়া কাদামাখা মলিন অঙ্গে ঠাকুর ঘরে আসচি। এত ময়লা

জমা করিলে ঠাকুরঘর কিরূপে পরিকার থাকবে? মা, একটু তিলের মত অসত্য আমাদের জীবনে থাকিতে দিও না। সত্যের সাধন, সত্য জ্ঞান, সত্য চিন্তা, সত্যের আসনে বসা, এই করিব। সার জিনিস ব্রহ্মের পাদপদ্ম বুকে ধরিতেছি। কোন প্রকার কল্পনা অসার ভাবে ভুলিব না। মা, দেবতা-দিগের দর্শনপ্রার্থী হব, এ কল্পনার ভিতর রয়ে গেল। স্ত্রী পরিবারের প্রতি ব্যবহার, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, এ অনেকটা অসত্য থেকে গেল। মা, আমাদের চরিত্র পরিকার কর। পরস্পরের এমনি শাসন থাকিবে। যে একটু পাপ আসিতে পারিবে না। কাছে এসে অসত্য নাশ কর। নির্ম্মল দর্শন দাও। বৈরাগী হয়ে থাকি। বৈরাগী বলাও। হরিপদ ব্রহ্মপদ সার করিব। সকলকে দেখাই একটুও অসত্য ভাব আমার ভিতর নাই। দোহাই পরমেশ্বর, এর ভিতর কেউ যেন মিথ্যাভাব না রাখে। খুব সত্য সত্য। দুর্গোৎ-সব এমনি সত্য হবে। তাদের বিজয়ায় দুর্গাপূজা শেষ হইল। তাদের কি না কল্পনা! আমাদের যে দুর্গা প্রতিমা চিরকাল জল্ জল্ করিবে। আমরা যে মিথ্যা দুর্গা ছেড়ে নবদুর্গার পূজা ধরিয়াছি, আমাদের বড় সৌভাগ্য। এঁকে সত্য দেবী বলে পূজা করে আমাদের বড় সুখ হচ্চে। আমরা বড় খাঁটি ডাক ডাকি। মা দুর্গা এই কথা তুমি বল দেখি যে আমরা তোমায় খুব খাঁটি নির্ম্মল ভেবে ডেকেচি। আমরা যে সর্ব্বস্ব ছেড়ে তোমার ঘরে এয়েচি

দুর্গাদাস দুর্গাসন্তান হয়ে চিরকাল থাকিব এই মানসে। দেবী মঙ্গলময়ী, আমাদিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যা মিথ্যা, যার ভাসান আছে, তা ত্যাগ করিয়া চিরকাল যা খাঁটি, যা সত্য, তার সাধন করিয়া, যে দুর্গা চিরকাল জ্বল্ জ্বল্ করিবে তাঁর পূজা করিয়া, সত্যসিদ্ধ হই মা, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

বিধানের জয়দর্শনে।

২৪ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, ভক্ত জনের পিতা, সকলে নিজ নিজ কার্য্য না করিলেন বলিয়া আমি কি সিদ্ধান্ত করিব তোমার কার্য্য নিষ্ফল হইল? তা কখনই না। সত্য যাহা তাহা সত্য। বিধান যাহা তাহা বিধান। আদেশ যাহা তাহা আদেশ। এক লক্ষ লোক যদি সভা করিয়া আক্রমণ করে, প্রতিবাদ করে, তবু এক তিল অন্যথা হয় না। ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া ধরিয়া আছি। সমুদ্রে ভয়ানক ঝড় তুফান হইতেছে, তবু সমুদ্র পার পাইব বিশ্বাস করিতেছি। সমুদ্রে যে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছি তাহা সমুদয় ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া শান্তিউপকূলে পৌঁছিবে। প্রেমময়, তোমার ভারতকে বাঁধিয়াছি নববিধানের

সঙ্গে। যা লক্ষ বৎসরে হয় নাই নববিধান তাহা করিলেন। হে নববিধানের বিধাতা, দেখ যে দেশকে মনোনীত করিয়াছিলে তোমার নববিধানের জন্য তাহাতে তোমার ইচ্ছা সফল হইল কি না! পাঁচটা কাকের ঝগড়াতে তাহার কি হইবে? জ্ঞান যোগ প্রেম ভক্তি বিবেকের মিলন হয়েছে। দুর্গার সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়েছে। ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ীতে গিয়াছেন। তোমার উদার ধর্ম্ম সকলকে বাঁধিতেছে। নববিধানের বলের উপর মশারা বসিয়া চাপ দিতেছে, ভোঁ ভোঁ কর্‌চে আর বল্‌চে, আমরা কীর্ত্তন শুনিতে দিব না। দেবতারা মহাসুরে গান ধরেছেন, ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ বাজাইতেছেন, আর গুটি পাঁচ ছয় মশা বল্‌চে, আমরা রথ চলিতে দিচ্ছি না, কীর্ত্তনের শব্দ চাপিয়া ফেলিতেছি। তাদের কি সাধ্য? আমরা পাঁচ জন লোকে তোমার নববিধানের কি থাকিতে পারি? মা, লোহার ভারত সোণার ভারত হইল। এ গুলো কেন অবিশ্বাস করি? নববিধান এয়েচেন, বিধানের নিশান উড়েচে। আমরা কয় জন ভাল হলাম কি না, তার জন্য কি ক্ষতি? স্বর্গের নববিধান কারো মুখাপেক্ষা করেন না। মা, এ আনন্দ গভীর আনন্দ। পৃথিবীতে এলাম যে জন্য, জীবনের অভিপ্রায় যা, তা সিদ্ধ হইল। এর চেয়ে আহ্লাদ আর কি হইতে পারে যে প্রভু যে কাজের জন্য পাঠিয়েচেন তাহা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভাল করিয়া

করিয়াছি। হরিভক্তের এর চেয়ে সুখ আর কিছুত হতে পারে না, যে মার আজ্ঞা ভাল করিয়া শুনিয়াছি। মা, সেই যে আদেশটি কাণে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়াছিলে, যে "আমার বাগানের ভাল ভাল সব ফুল একত্র করে তোড়া বাঁধিবে।" সে আদেশ তোমার মালী পালন করেছে। এ কাজ যে সংসিদ্ধ করেছি এতে আমার বড় আহ্লাদ। মা, সঙ্কল্প করেছি, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া মা আনন্দময়ীর মন্দির একটি প্রতিষ্ঠা করিব। মা, এ জীবনে সুখ অনেক পেলাম, শান্তি অনেক পেলাম তোমার পূজা করে। তুমি যে বীজমন্ত্র কাণে দিয়াছিলে তা ভুলি নাই। এর হিসাব বুঝিয়ে দেব। কলহ বিবাদের দুঃখ, তাই বন্ধুদের দ্বারা নিরানন্দময়ীর মূর্ত্তি স্থাপন করাইবে। পৃথিবীর লোক বলিবে, এরা না পেলে শান্তি আপনারা, না অন্যকে সুখ দিলে; কেবল কলহ বিবাদ করে অসুখী হয়ে গেল। কিন্তু মা, এও যদি বলে, তোমার আসল সত্য যা, তা কেউ অস্বীকার করিতে পারিবে না। তা যে প্রমাণ হয়েছে। ভারত যে টলমল করিতেছে। নববিধান যে হয়েছে। ঐ যে গৃহস্থের উঠানে নব-বিধানের চারা অঙ্কুর হয়েছে। ঐ যে সাকার দুর্গাকে আস্তে আস্তে সরাইয়া চিন্ময়ী দুর্গার পূজা আরম্ভ করা হয়েছে। মা দয়াময়ী, বাগানের সকল ফুলের এক তোড়া হয়েছে। ভারি সুখের কাজ হইল। যারা শত্রু ছিল তাদের মিলন হইল। হিন্দু কি না মুসলমানের বাড়ী যাচ্চেন! ভিতরে ভিতরে ঈশার

শিষ্যেরা কি না নগরকীর্ত্তন কচ্চেন! মা, আমাদের সকলে খুব গালাগালি দিক্, কিন্তু যেন বিধান গ্রহণ করে। হায় রে ভারত! এবার তোমার উদ্ধারের সময় এয়েছে। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আনন্দময়ের মন্দির স্থাপন করিয়া, জীবনের কাজ সিদ্ধ হইল, তোমার নববিধান পূর্ণ হইল, তোমার নামে চারি দিক টলমল করিল ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া স্বকর্ণে শুনিয়া পরমানন্দে আনন্দিত হইয়া আনন্দময়ী, তোমার চরণে চির দিন আশ্রিত থাকি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যোগৈশ্বর্য্য সম্ভোগ।

২৫ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দয়াময়, যে তোমাতে আনন্দ পায়, সে চির দিন তোমাতে আনন্দ পায়। কারণ, তোমার নাম আনন্দস্বরূপ। নিত্যানন্দ, তুমি ভক্তের আনন্দের যোগাড় চির দিন করিয়া দিয়াছ। যে দুঃখী হইয়া তোমার বাড়ীতে আসিল সে সুখী হইয়া গেল। তোমার ঐশ্বর্য্য তোমার সন্তানের ঐশ্বর্য্য। হে দীনবন্ধু, যোগগ্রাম বলিয়া একটি গ্রাম আছে সেই খানে তুমি সন্তানের জন্য সমস্ত টাকা কড়ি চাবি দিয়া রাখিয়াছ। পৃথিবীর পিতা যেমন

সন্তানের জন্য তালুক মুলুক বাড়ী টাকা কড়ি সঞ্চয় করিয়া রাখেন সন্তানের কল্যাণের জন্য, সেইরূপ হে পিতা, তুমি সন্তানের জন্য আনন্দের বাড়ী বাগান, কত টাকা কড়ি সঞ্চয় করিয়া যোগগ্রামে রাখিয়া দিয়াছ। যোগেতে যখন সন্তান তোমার সঙ্গে মিলিত হয় তখনই বুঝিতে পারে কত সম্পত্তি সুখ তাহার। নতুবা পারে না। কারণ, যে গ্রামে তাহার জন্য সঞ্চিত ধন আছে, সেখানে যদি সে না গেল, কিরূপে জানিবে তাহার কত ঐশ্বর্য্য? হে দয়াময়, নির্ম্মল খাঁটি চরিত্রে নির্জ্জনে তোমার যোগ সাধন, ইহা না হইলে সুখী হইতে পারি না। গৃহস্থ প্রচারক যদি এক বার ধ্যানস্থ হন, নিশ্চিন্ত স্থিরীকৃত নয়নে যোগাসনে বসেন, তিনিই বুঝিতে পারেন যোগগ্রামে কত আনন্দ, কত ধন, কত সুখ আছে। হে হরি, তোমার নাম যোগেশ্বর, সেই নাম ব্রাহ্মদের নিকট আদরণীয় হউক। যোগ ভিন্ন খাঁটি হইবার, সুখী হইবার আর উপায় নাই। একা একা নির্জ্জনে স্থির হইয়া মনে মনে যোগাসনে তোমার যোগ সাধন করিলে বুঝিতে পারিব, কত সুখ আমাদের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছ। কত তালুক মুলুক আনন্দ তার সংখ্যা নাই। দুঃখী হবার অবকাশ ত আর হবে না। গম্ভীর নিষ্ঠাযুক্ত পবিত্র যোগ যত আমাদের মধ্যে শিথিল হইবে ততই তোমার সন্তানেরা ধনহীন মানহীন পিতৃমাতৃহীন হইয়া দুঃখী হইবেন। তোমার যোগীরা কত সুখী।

ঈশা মুষা প্রভৃতি বড় বড় সাধুগণ তাঁহাদের সহিত খেলা করিতে আসেন। কত বড় বড় লোক তাঁদের নিকট আসেন। যোগেতে দেখিতে পাইব যে অনন্ত কাল এই সব বিষয় সম্পত্তি আমার। কত বড় বড় লোক আমার সঙ্গে আলাপ করিতে আসেন। আমি কত সুখী। হে দয়াময়, যোগের ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে স্থাপিত কর। যোগের আনন্দে হৃদয় প্লাবিত কর। এই যে যোগগ্রামে আলো জ্বলেছে! এই যে যোগের ঐশ্বর্য্য! যোগের আনন্দ যোগীর বাড়ী আমার। যোগেতে অনন্ত কাল আমরা স্বর্গের সোণার বাড়ীতে বাস করিয়া সুখী হই। হে আনন্দ-ময়ী, এই আনন্দগ্রামে আমাদিগকে থাকিতে দাও। আমরা যোগধামে বসিয়া কয়টি ভাই মিলে যোগবৃক্ষ হইতে যোগফল লইয়া খাই। যোগের আনন্দে যোগের জ্যোৎ-স্নায় বেড়াই। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অসার অনিত্য চিন্তা ও কার্য্য ত্যাগ করিয়া যোগেতে মগ্ন হইয়া যোগধামে আমাদের জন্য কত সুখ ধন রত্ন সঞ্চিত আছে তাহা দেখিয়া ভোগ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

শারদীয় উৎসব।

২৬ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, হে জীবন্ত ঈশ্বর, হিন্দু যখন বলিলেন, বার মাসে তের পার্ব্বণ, তখন তিনি কম বলিলেন। তিনি যে পার্ব্বণ হিসাব করিলেন তাহা কম হইল। অধিক হইল না। কেন না যে জীবন্ত ঈশ্বরকে ডাকে তার প্রতি মাসে প্রতি দিন পার্ব্বণ। উৎসব করিলেই হইল। ক্রমে ঘরের নিত্য কর্ম্মের সঙ্গে উৎসব মিশাইয়া যায়। এ যে মনের আনন্দ, এ যে হৃদয়ের নির্জ্জন সাধন, প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস, এমন একটি ব্যাপার যা প্রাণের ভিতর হয় বাহিরের লোকে বাহিরের চক্ষে কেহ দেখিতে পায় না। উৎসবকে তুমি সময়সাপেক্ষ অবস্থাসাপেক্ষ কর নাই। পূর্ণিমার চাঁদ দেখেই হোক, জোয়ারের জলের উচ্ছ্বাস দেখেই হোক, বসন্ত সমাগমেই হোক, এক বার যদি ইচ্ছা হয় আনন্দময়ীর চরণ ভাল করিয়া দেখিব, মাকে ভাল করিয়া ডাকিব, তখনই উৎসব হয়। কোন বিশেষ সময় নাই। আমাদের পক্ষে মাস বৎসরের নিয়ম নাই। বসিলেই হইল। উৎসবের ছড়াছড়ি। পূর্ণিমার চাঁদ যে লক্ষীর প্রকাশ দেখাইবেন, চারি দিকে জ্যোৎস্না ছড়াইবেন, ইহাতে পূর্ণিমাভক্তের মনে ভাবের উচ্ছ্বাস হয়। শরৎকালে যখন নূতন জ্যোৎস্না আকাশকে আলোকিত করে তখন ভাবুকের মনে ভাবের

উচ্ছ্বাস হয়। কৈ এত জলের উচ্ছ্বাস যেখানে, সে জলের জলধি কৈ বলিয়া তাঁর হৃদয় ভিতরের শারদীয় জ্যোৎস্নার উচ্ছ্বাস, ভাবের উচ্ছ্বাস অন্বেষণ করে! ভক্তের নিকট চন্দ্রের প্রত্যেক জ্যোৎস্নাকিরণের মধ্যে মার প্রেমের কণা দেখা দিবেই দিবে। এ জন্য শরৎকালের জ্যোৎস্নার সঙ্গে সঙ্গে জলের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভক্তের মন তোমার দিকে ফিরিবেই ফিরিবে। শরৎকালের সৌন্দর্য্যের হিল্লোলে মন প্রমত্ত হয়। আজ লক্ষ্মীর শ্রী প্রকাশের দিন। আজ নদীজলে যে সৌন্দর্য্য ভাসিতেছে তা তুলিয়া লইতে হইবে। আজ শরতের শীতল বায়ুর হিল্লোলে যে সুখ উড়িতেছে তা ঘরে আনিতে হইবে। হিন্দুর ঘরে লক্ষ্মীর পূজা শ্রীসৌন্দর্য্যের পূজার এক দিন বিধি হইবে, আর নিতান্ত পদ্যবিহীন গদ্যপ্রিয় ব্রাহ্ম এমনি কঠোর, যে পূর্ণিমার চাঁদও তাঁর মাথায় বিষ ছড়াইল। মা, প্রকৃতির সঙ্গে এই বিবাদ দূর কর। যার মুখে পদ্য নাই, হৃদয়ে ভাব নাই, যে লক্ষ্মীবিহীন সে নিতান্ত দুঃখী পাপী। এমন দিনে যদি কেবল হিন্দুর ঘরেই লক্ষ্মীর পূজা হয়, আর আমরা তোমার এত দিনের পদাশ্রিত, আমরা রসবিহীন পদ্যবিহীন হইয়া এই শারদীয় উৎসবের দিন পড়িয়া রহিলাম, তবে আমাদের অপেক্ষা হিন্দুরা ভাল। হে দীনবন্ধু, হে সৌন্দর্য্যসিন্ধু, তুমি যে সুন্দর সেইটি আজ আমাদের স্মরণের দিন। শরৎকালের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বুদ্ধি,—

আনন্দ বৃদ্ধি, সম্পদ বৃদ্ধি, ধান্য বৃদ্ধি, ধন বৃদ্ধি, আজ সকল গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ। প্রেমময়ী, অদ্যকার দিনে তোমার ভক্তদের মনে উৎসাহ দেখিলে আহ্লাদ হয়, কেন না তাহা হইলে বুঝিলাম, ব্রাহ্মসমাজ এখনো লক্ষ্মীছাড়া হয় নাই। আজ সকল ঘরে শঙ্খধ্বনি, আনন্দধ্বনি, মঙ্গল-ধ্বনি, সম্পদেব ধ্বনি হোক। আজ দেখ্‌চি গঙ্গা পরিপূর্ণ, আমাদের বাড়ীর কমলসরোবর বর্ষার জলে পূর্ণ, চারি দিকে কমল ফুল ফুটিয়াছে বুঝিতেছি। বৃদ্ধির দিন আজ, আনন্দের দিন আজ। আজ সকলের মুখে হাসি, আজ ধান্যের পূজা, লক্ষ্মীর পূজা, সম্পদের পূজা, মা, আজ লক্ষ্মীভক্তদিগের হৃদয়ে দয়া করিয়া অবতীর্ণ হও। হে দেবী, হে মঙ্গলময়ী, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যাহা কিছু শোকের ব্যাপার, অন্ধকারের ব্যাপার, তাহা হইতে চিব দিনের জন্য মুক্ত হইয়া লক্ষ্মীর শ্রী সৌন্দর্য্য সম্পদ ধন ধান্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্নেহময়ী মার চরণে আশ্রিত থাকিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দৈনিক প্রার্থনা।

[কমলকুটীর।]

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

[চতুর্থ ভাগ।]

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৮১০ শক।

মূল্য ।৹ আনা।

ভূমিকা।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রার্থনাপ্রিয় উপাসক-বৃন্দকে জ্ঞাত করিতেছি যে, শ্রীমদাচার্য্যদেবের অনেকগুলি দৈনিকপ্রার্থনালিখিত কাগজ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আমরা আমাদের ইচ্ছানুরূপ তাঁহার সমস্ত প্রার্থনা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম। যে সকল অমূল্য রত্ন হারাইয়া গেল তাহা আর পৃথিবী কখন পাইবে না। এই সকল দৈনিকপ্রার্থনারূপ স্বচ্ছ দর্পণে আচার্য্যজীবন যেমন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল ব্যক্তি আচার্য্যের তিরোধানে নিতান্ত শোকসন্তপ্তহৃদয় হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, আমরা জানি যে, এই সকল প্রার্থনা পাঠে তাঁহারা বিশেষরূপে উপকার লাভ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক এক একটী প্রার্থনা অলস নির্জ্জীব আত্মাকে চেতনা দান করে, নিরাশ মনে আশা আনিয়া দেয়, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আলোক প্রদান করে।

সূচী পত্র।

বিষয় ... পৃষ্ঠা।

দৈনিক প্রার্থনা।

[কমলকুটীর।]

অভিন্ন হৃদয় পরিবার।

২৭ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে হরি, ভক্তদিগের আদরের বস্তু, হে প্রেমসিন্ধু, পৃথিবীতে জন কতক আদরের লোক থাকে, এ কাহার না ইচ্ছা। যাঁহারা অনেক কষ্ট বিপদ সহ্য করেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা উৎপীড়ন সহ্য করেন, তাঁরা যে এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবেন ইহাতে বিচিত্র কি? জন কতক আত্মীয় অন্তরঙ্গ মনের মানুষ কোন্ সাধক না চায়? তখনকার সাধকেরা বনে পলায়ন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁরা লোক পাইলেন না, স্ত্রী পুত্র পরিবার আপনার হইল না, ধর্ম্মে সঙ্গের সঙ্গী পাইলেন না তাই প্রস্থান করিলেন। মা, ধর্ম্মের সঙ্গী পাইতে ইচ্ছা হয়। যে হরিনাম-সুধা খাইব তা ভাই বন্ধুদের মুখে দিব, স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াইয়া প্রমত্ত করিব ইহা ইচ্ছা হয়। মনের প্রেম কিরূপে জন্মে? খুব আপনার লোক কিসে হয়? ভাল হইবার, সচ্চরিত্র হইবার ইচ্ছা যাঁদের মনে, কিংবা নববিধান যাঁরা মানেন,

কিংবা যাঁরা প্রচারক আচার্য্য তাঁরাই কি আত্মীয় হইলেন? হরিতে অভিন্নহৃদয় হয়েছে আপনার হয়েছে, একপ্রাণ হয়েছে, এমন লোক কৈ? অবিভক্ত প্রেমপরিবার চাই, আমি খুব উচ্চ রকম প্রেমপরিবার চাই। এক মত হইলে, বা এক পাড়ায় দশ বিশ বছর আছি বলিয়া, একত্র খাই, এক বাড়ীতে থাকি বলিয়া বা খুব খোসামোদ করে, গুরু বলে, ইহাঁদিগকেও প্রেমপরিবার বলিয়া মানি না। আমি বলি, প্রেমপরিবার,—যাদের মধ্যে এক রুচি, এক ইচ্ছা সম্ভব। এক জন এ দেশে এক জন অন্য দেশে থাকিলইবা। এক প্রাণ হইবে। নব বিধান আসিলে ইহা হইবে। আসল নববিধান এখন আসে নাই। আপনার লোক কাকে বলি? গরুরা যেমন আপনার গোয়ালের গরুকে চিনিতে পারে, তেমনি আপনার লোক চেনা যায়। মনে হয় এরা তোমার নববিধান-গোয়ালের নয়। এরা অন্য গোয়ালের। ঘটনাক্রমে এক জায়গায় এসে যড় হয়েছে কোন দরকারে, আবার যে যার গোয়ালে চলে যাবে। তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর আমার গোয়ালের কারা কারা? আমি বলিতে পারি না, আমি বলিতে কুণ্ঠিত হই। ঈশ্বর, প্রচ্ছন্নকুতর্ক, বিবাদ, অমিল যে এদের মধ্যে আছে তাই আমি ভয় করি। মুখে আমাদের লোক হয়ে যদি গোপনে ছুরি শাণিয়ে রাখে এই সকল ভয় করি। সমস্ত ভূপতি, নরপতি, বড় লোক যদি আমার

সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে, তোকে গ্রাহ্য করি না, মানি না, তাতে আমি ভয় করি না। কিন্তু ভয়ের বিষয় এই, যে সব লোক তোমার দরজার কাছে এসেছে তারা পেলে না, আর যত ডোম নীচ লোকেরা পাবে। ভয় এই, গাড়িখানা ষ্টেসনে আসে আসে আসিল না। ফল পাকে পাকে পাকিল না, ফুল ফুটে আস্‌চে এমন সময় পোকা ধরিল ভিতরে। এই সব ভয় হয়। এক পরিবার হয় নাই। আমরা পাঁচ জন নববিধানের লোক হয়ে কত তফাৎ হতে পারি, এক পাড়ায় এক বাড়ীতে থেকে প্রাণে প্রাণে কত অমিল, কত শত্রুতা থাকিতে পারে, তার উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়েছি। এ সব ত ঢের দেখাইলাম, এখন প্রাণের পুরাতন সাধ বা, তা পূর্ণ কর। এক প্রেমপরিবার কর। যে যেখানে হইতে আসুক, লোক দেখিলেই শুঁকিয়া চিনিতে পারিব তোমার গোয়ালের; বলিব ঠাকুর, এই লও তোমার লোক। আর তোমার হইলেই আমার, আমার হইলেই তোমার, আর আমাদের সকলের। ঠাকুর, কেউ আপনার নয়, তুমি যাদের এক কর তারাই আপনার। সব মুখ এক মুখ হবে। যেখানে থাকুক সকলের নাড়ী এক নাড়ী হবে। সকলের প্রাণ এক হবে। গোপনে তোমার গোয়ালের গরু চারি দিকে খুঁজে বেড়াই। কোথায় আমার প্রিয় গোপালের গরু? বম্বে মান্দ্রাজ কত দেশ ঘুরিলাম, কোথাও তোমার গোয়ালের গরু পাইলে চিনিয়া আনিয়া ঘরে সাজাই।

দয়াসিন্ধু, প্রেমসিন্ধু, তোমার গোয়ালের গরু বড় শান্ত, অনেক দুধ দেয়। তারা ভগবতীর আসল প্রিয় বাহন। সকলকে এক গোয়ালে আন, আর গোপাল তুমি বাঁশী বাজাও, আর আনন্দে সেই বাঁশীর রবে সকলে নৃত্য করুক, পরস্পরকে চিনিয়া লইয়া আনন্দ করুক। দয়াসিন্ধু, মঙ্গলময়, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল ভ্রম অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া আমরা যে এক কৃষ্ণের গরু, এক গোয়ালের গরু, এক মার কোলের সন্তান, এক পিতার পুত্র, এক রাজ্যের লোক, এক অভিন্নহৃদয় পরিবার ইহা বুঝিতে পারিয়া চির কাল সর্ব্বান্তঃকরণে অবিভক্ত প্রেমে তোমার চরণতলে বাস করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইহ পরলোকে দলের একতা।

২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে জীবনদাতা, হে মোক্ষদাতা, এক দেশ হইতে মানুষ আসে, এক দেশে মানুষ কর্ম্ম করে, চাকরি করে, সন্ধ্যা হইলে আবার আপনাদের স্থানে, স্বধামে চলিয়া যায়। মানুষের তবে কেবল দুইটি স্থান আছে। স্বধাম একটি, কার্য্যধাম একটি। বাড়ী একটি, কার্য্যালয় একটি। জন্মা-

হইবার পূর্ব্বে আমরা ছিলাম স্বধামে মাতৃক্রোড়ে, জন্মিলাম যখন তখন সংসার কার্য্যালয়ে আসিলাম কার্য্য করিবার জন্য। আবার সন্ধ্যার সময় কার্য্য শেষ হইলে বাড়ী ফিরে যাব। যারা এক প্রভুর নিকট কার্য্য করে, একত্র চাকরি করে, পরস্পরকে চিনে, পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়, বাড়ী ফিরে যাবার সময় অগ্র পশ্চাৎ গেলেও তারা জানে যে স্বধামে স্বগ্রামে গিয়া আবার পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। তদ্রূপ তোমার নববিধান। আমরা কয়টি লোক এক স্থানের এক নৌকা করিয়া এক গ্রাম হইতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছি। দেখিলেই জানিতে পারা যায় আমরা এক জায়গার লোক। আবার বেলা শেষ হইলে এক গ্রামে গিয়া মিলিব। আসা যাওয়ার ব্যাপার ঠিক এইরূপ। আমরা কজন অব্যক্তভাবে মাতৃক্রোড়ে স্বধামে ছিলাম, আবার সংসারে এসে কার্য্য করিয়া চাকরি করিয়া স্বদেশে ফিরে যাব। কিন্তু আমরা এক গ্রামে ফিরিয়া যাইব কি না তা বুঝিব কিরূপে? আমাদের রুচি, ইচ্ছা, মত, প্রকৃতি ভিন্ন। কেহ বৃক্ষের ন্যায় জড় হইয়া থাকিতে চাহেন, কেহ সিংহের ন্যায় উৎসাহ আস্ফালন করেন, কেহ পুস্তকের কীট হইয়া আছেন, পরমেশ্বর ইহাদের গতি কি এক দিকে? যাহাদের অভিরুচি এত ভিন্ন তাহাদের আগমনও এক স্থান হইতে নয়, গতিও এক দিকে হইতে পারে না। আমাদের এখন যদি মরণ হয়, এক এক

জন এক এক স্থানে গিয়া পড়িব। আমাদের আগমনও ভিন্ন গ্রাম হইতে, গতিও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই প্রমাণ হয়। নতুবা ইহাঁরা নববিধাননিশান স্পর্শ করিয়া বলুন, আমরা এক গ্রামের লোক, এক পরিবারের অভিন্নহৃদয় লোক। তার সাক্ষী আমরা এক বাগানে ফুল তুলিয়াছি, এক স্থানে কার্য্য করিয়াছি, আমাদের এক রুচি, এক মত, এক ইচ্ছা। মা, এ বড় সুখের কথা যে আমরা ছিলাম এক মাতৃবক্ষে, আবার নববিধানে এক স্থানে গিয়া মিলিব। নতুবা এই শেষ, এখানেই দেখা শুনা ফুরাইবে। রাস্তার আলাপমাত্র, পরে সকলেই ভিন্ন স্থানে চলিয়া যাইব। আমরা এক উপাসনার ঘরে বসি, আর এক বাড়ীতে থাকি, আর এক দলভুক্ত হই, সকলি মিথ্যা যদি সন্ধ্যার সময় এক ঘাটে গিয়া না মিলি, এক গ্রামে না যাই। এ বড় সুখ শান্তি আহ্লাদ, যে আমরা একস্থান হইতে আসিয়াছি, এক প্রভুর কার্য্য করিতেছি, আবার সন্ধ্যার সময় কার্য্য শেষ হইলে এক স্থানে যাইব। অতএব এই প্রার্থনা করি মা, যাঁরা যাঁরা আমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত-ভাবে এক স্থানে ছিলাম, যেন পরস্পরকে চিনিতে পারি এবং বিশেষ সাধনে এক হই। হরি, তোমার চরণ ধরিয়া মিনতি করি, যদি কেউ থাকেন এই দলের ভিতর আত্মার অন্তরঙ্গ তাঁদের দেখাও, পরিচিত কর তাঁদের সঙ্গে। ইহকাল পরকালের জন্য তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির কর।

হে মাত, হে মঙ্গলময়ী, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যে কটি এক স্থান হইতে আসিয়াছি, একত্র থাকিব পরকালে, অভিরুচি বিশ্বাস মত এক করিয়া একটি বিশেষ দলে বদ্ধ হইয়া ইহকাল পরকালের কাজ এখানে সম্পন্ন করিয়া লই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যুগল ব্রত গ্রহণ।

২৯ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে পতিতদিগের পরিত্রাতা, তোমার আদেশে, তোমার প্রসাদে জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া তোমার বিধি গ্রহণ করিতে আসিলাম। এ ব্রত গম্ভীর, গম্ভীর হইতেও গম্ভীর। এ ব্রত তুমি লওয়াইলেই মানুষ লইতে পারে, নতুবা দশ সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও হয় না। এ ব্রতে আসক্তি ত্যাগ, বিষয় ত্যাগ, এ ব্রত একটি বিশেষ ব্রত। ইহা জীবনের অপরাহ্ণ সময়ের ব্রত। এ ব্রতে পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হয়। এ ব্রত অন্যান্য ব্রত অপেক্ষা ঘনীভূত। মা, অনেক দিন পৃথিবীর রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবনের অপরাহ্ণে সতী স্ত্রীর শীতল ছায়া, শ্রান্ত স্বামীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হয়। এজন্য এই শুভক্ষণে নরনারীর পবিত্র

মিলনের সময়, বহুদিনের আশাপূর্ণের সময় দেবতারা আনন্দিত হইলেন। অনেক দিন হইল দুই জনে ধর্ম্মের জন্য গৃহ হইতে তাড়িত হইলাম। কোথায় যাইব জানিতাম না, নৌকা খানা জলে ভাসাইয়া দিল। সেই তরী ভাসিতে ভাসিতে এখন নববিধানের যুগলসাধনের ঘাটে আসিয়া লাগিল। বহু কালের আশা দীনবন্ধু তুমি পূর্ণ করিলে। চারহাত মিলাইয়াছিলে একবার, সে সংসারের পক্ষে কাজের বটে, ধর্ম্মের পক্ষে বড় কাজের নয়। আর আজ চারহাত মিলাইলে ধর্ম্মের ঘরে। সেই বিবাহ দিয়াছিলে বালির ঘাটে, আর আজ বিবাহ দিলে বিধানের ঘাটে। বলিলে, সুখে থাক, সুখে থাক। আজ বড় সুখের দিন। এ বিবাহে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল। এ বিবাহ উচ্চ পবিত্র প্রশান্ত সুন্দর। উভয়ের মনে নিকৃষ্ট ভাব থাকিবে না। এ বিবাহ পবিত্র। নীচ তিক্তভাবে উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইব না। এমন ভাল বাসিব পরস্পরকে যাহা বিষয়ী স্বামীস্ত্রীরা কখনও পারে না। পরস্পরের দিকে যখন তাকাইব, উভয়ের ভিতর দেবত্ব দেবীত্ব দেখিব। মা এত শীঘ্র যে এ আশা পূর্ণ করিবে জানিতাম না। মা প্রার্থনায় কি না হইতে পারে? প্রার্থনা কি সামান্য জিনিষ? এই একটি সামান্য ছোট লোক, বিধির বিধি চাহিতে চাহিতে কি পাইল। এ স্ত্রীর কি আসিবার কথা ছিল? না। বড় প্রতিকূল, বড় বাঁকা। এক-

দিকে আমি, আর উনি অন্যদিকে চলেন। কিন্তু এখন কি শয়তান বাধা দিতে পারিল? শয়তান যে বলেছিল, দুজনকে দুই পথে রাখিবে। পরস্পরের দেখা হবে না, মধ্যে অনেক কণ্টক থাকিবে, অনেক বিঘ্ন থাকিবে। স্ত্রী পরিবার লইয়া যে হরিনাম করিবি তা পারিবি না। শয়তান, তুই যা, দূর হ! তুই কি কিছু করিতে পারিলি? আমার বিশ বৎসরের প্রার্থনা কি জলে ভেসে যাবে? এই যে আশা পূর্ণ হইতেছে। মা, তুমি দেখালে হরিনামে কি হইতে পারে। মা, কবে আমরা দুজন যুগলসাধন করিতে করিতে শান্তিধামে গিয়া উপস্থিত হইব। শুভ দিনে শুভক্ষণে পরলোকের যোগ আরম্ভ হইল। আমরা দুজন এখন থেকে মা ভগবতী তোমারই। তোমার চরণতলে চিরদিন বসিবার অধিকার চাই। আসন দুখানি তোমার চরণতলে থাকিবে। উপাসনা, সংসারের সকলি ওখানে বসে করিতে হইবে। আর বিষয়ীর মত চলিতে পারিব না। আর পশুভাব রাখিতে পারিব না। আর রাগী স্ত্রী রাগী স্বামী হইয়া পরস্পরকে দংশন করিতে পারিব না। এবার কি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর মত হইতে পারিব না? মা, আড়ম্বর করে, ধূমধাম করে ব্রত লইয়া কি করিব? বাড়াবাড়ি কাজ নাই, যদি আবার পা পিছ্‌লে পড়ি, যদি আবার ঝগড়া করি। যদি আবার বিষয়ী হইয়া ধর্ম্ম নষ্ট করি। তাই বলি, আস্তে আস্তে চলি। মা আমার

সহধর্ম্মিণী যিনি হইলেন, তিনি পবিত্রাত্মা হউন। তিনি ধর্ম্মের তেজে পূর্ণ হউন। মা, নববিধানে যুগল সাধনের দৃষ্টান্ত এই হতভাগা হতভাগিনী দেখাক্। হতভাগা আগে ছিল, এখন সৌভাগ্য হইল। মা, অনেকের সংশয় ছিল, এটা হইবে না। সকলে দেখিল বেঁচে থাকিতে থাকিতে দুজনে এক হইল। এক আসনে বসিল, এক হরির নাম করিতে করিতে শুদ্ধ হইল। যখন ইহা হইল তখন গেল শোক, গেল নিরাশা, গেল দুঃখ। নববিবাহে যে পতিপত্নীর মিলন হয় এটা কেউ মানিত না। কিন্তু তুমি দেখিয়ে দিলে প্রমাণ করিলে এটা হয়। ছেলেপিলেদের এদিকে আনিতে পারিলেই এখন হইল। কটাকে পাই, আর বাড়ীখানা তোমার হয়, তা হলে এখনকার মত অনন্তকালের জন্য এক পরিবার হইয়া থাকি। দলের কথাটা আর বলিলাম না, দুদিন বলেছি মা, স্ত্রীকে পোড়াইলে আবার সেই জলন্ত আগুন হইতে নবস্ত্রী বাহির হইবে, এটা দেখাও প্রত্যক্ষ, নতুবা বিশ্বাস হয় না। মা, তোমার পদচুম্বন করি। তোমার নববিধানের নিশান চারিদিকে খুব উড়ুক। মা, এত দিনের কান্নাকাটির পর এ গরিবের কি হইয়াছে, আমিই জানি। এ কি কম কথা? একটা স্ত্রীলোক একটা পুরুষ এক হইল? একজন আমার কাছে বসিল, যে ইহকাল পরকালের জন্য আমার হইল। শঙ্খধ্বনি শুনিলাম, অমরাত্মা দুইটির যোগ হইল। স্ত্রী আর মেয়েমানুষ নয়। আমার বন্ধু

হইলেন। উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইলাম। লও তবে সন্তানগণ সংসারের চাবি। লইয়া সংসার পালন কর। আমাদিগকে অবসর দাও সংসার হইতে। দুজনে চলে যাক্ পাহাড়ের উপর দিয়া, নদীর ধার দিয়া সেই সুখের গ্রামে। মা, পুত্রকন্যা পুত্রবধূ ইঁহারা সংসারে ধর্ম্ম পালন করুন, তাঁদের এখনও কাজ আছে তাঁরা সেই সব কাজ করুন। আমাদিগকে অবসর দিন সংসার হইতে। আমরা আশীর্ব্বাদ করিব তাঁদের, যে বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে ধর্ম্ম করিতে সময় দিলেন তাঁরা। তাঁদের যা কাজ তাঁরা করুন। তাঁরা আমাদের বৃদ্ধ বয়সে যষ্টি স্বরূপ হউন। আর পুরাতন জীবন নয়। নবে নূতন নৌকা ভাসাইল দুজনে। দুজন লোক রৌদ্রে বাহির হইল। এ মস্ত ব্যাপার নয়, ঈশা চৈতন্যের মত নয়। দুটি শ্রান্ত পাখী উড়িল, উড়িয়া গিয়া সেই বিধানের বৃক্ষে বসিবে। মা অধিক আর কি বলিব, সকলে বিধানের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমরা দুজন একজন হইলাম, তোমার হইলাম। দাস বলে দাসী বলে মনে রেখ। এ নূতন ব্রতের পথে এই কঠোর পথে এই পুরুষটিকে এই মেয়েটিকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিও। আমরা দুটি বৈকুণ্ঠবাসী, বৃন্দাবনবাসী হইলাম। বৈরাগ্যের ভস্ম মাখিলাম। আজ সকলে বিদায় দিলেন। বিদায় নিলাম। সংসার আমাদের চায় না। বন্ধুরা চান কি না জানি না। চাহিলে আসিতেন সঙ্গে। বৃন্দাবনবাসী হইতেন। এঁরা সংসারের

কুমন্ত্রণায় ভুলিলেন। স্ত্রীর কথায় কাণ দিলেন,শেষে কি হইল? এক নৌকায় সকলে যাবেন, তাত হল না। তুমি ছোট নৌকা পাঠাইলে কেন? যাঁদের এক সঙ্গে নৌকায় চড়িয়া যাবার কথা ছিল তাঁরা ঘাটে দাঁড়িয়ে বিদায় দেন কেন? চল চল না বলে এস এস বলেন না কেন? আচ্ছা তাই হউক, দুটো লোককে বিদায় দিয়া তাঁরা যদি সুখী হন তাই হউক। আমরা এ দেশে আর থাকিব না, এ দেশের কিছু ছুঁইব না, অন্য দেশে চলিয়া যাইব। যুগলমূর্ত্তির কথা এত বলিলায় কেহ শুনিলেন না। মা, সকলের মনে শুভ-বুদ্ধি দাও। প্রত্যেকে যেন বৈকুণ্ঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন, উপযুক্ত হন। হে মাতঃ, হে মঙ্গলময়ী, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল প্রকার কপটতা অসরল ভাব ত্যাগ করিয়া দুই জনে সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সতীত্ব লাভের অভিলাষ।

৩০ শে অক্টোবর।

হে প্রেমসিন্ধু, প্রেমের আকর, বড় জলে যেমন ছোট ছোট জল সকল ক্রমে মিশাইয়া যায়, তেমনি দেখিতেছি সাধনের বলে ক্রমে তোমার ভিতর আমরা মিলিয়া যাইতেছি।

হে প্রেমময়, তুমি যদি মাতৃরূপ হইলে তবে স্বামী এবং স্ত্রী এই পৃথিবীতে সেই মাতৃরূপ সাধন করিতে করিতে স্বামী যিনি তিনি সতীত্ব প্রাপ্ত হইলেন, পতি যিনি পত্নীত্ব পাইলেন। দুই জনে তোমার প্রকৃতিতে মিশাইলেন। পুরুষ এবং স্ত্রীর প্রভেদ, কৃপা করে ঘুচাইয়া দাও, এই প্রভেদ ভাল নয়। আমরা সকলেই নারীপ্রকৃতি লাভ করিয়া তোমার আনন্দে ভাসিব, রসাধার হইব, কোমল হইব, সৌন্দর্য্য শুভ্রতা পাইব, একা একা ত হইবে না। দুই জনে বসিব, পুরুষ প্রকৃতি প্রকৃতি পুরুষ এই ভাবিতে ভাবিতে পুরুষের জ্ঞান, পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে পরিণত হইবে। নারীপ্রকৃতির প্রেম দাও—তোমার দাসী হইয়া তোমাকে ভালবাসিতে ভক্তি করিতে দাও। গোপনে তোমাকে সেবা করি, স্বামিসেবা, প্রভুসেবা করিয়া জীবন কাটাই। আমরা দুই জনে নারী হইয়া তোমাকে পতিরূপে সেবা করি। যুগলসাধনের পূর্ণানন্দ তোমাতে বিকাশ কর। এখনকার ব্রত কিরূপে সাধন করিব, তার নিয়ম বলে দাও। খুব শুদ্ধ এবং সুখী হব, আর এ স্বভাব রাখিব না। একেবারে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য পাইব। লোকে বলিবে আচার্য্যের মুখ স্ত্রীলোকের মুখের মত হইয়াছে। সাধন করিতে করিতে কঠোর মুখ কেমন কোমল হইয়াছে। মার শোভাতে সন্তানের শোভা হয়েছে। মা কোমল হৃদয়ের মত সুগন্ধ সরস কর। আর পৃথিবীতে কেন এ সব

থাকে ? এসব পুরুষ কণ্টক বিনাশ কর। পাথরের মত কঠোর হৃদয়কে কোমল কর। খুব ক্ষমা, খুব ভালবাসা, খুব ভক্তি, খুব পবিত্রতা দাও। সতী নারীর মত সতী হয়ে ঐ পতির দিকেই কেবল মন ধাবিত হউক। ইহকালে ঐ এক পতি, পরকালে ঐ এক পতি অনন্তকালের ঐ এক পতি। যুগলসাধনের এই ফল। স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া সাধন করিলে মন সতী হইয়া পতির অন্বেষণ করে। জন্মজন্মান্তরে চিরকাল অনন্ত কাল, ঠাকুর তোমার প্রিয় হব, তুমি আশীর্ব্বাদ করিবে। মানুষের সম্পর্ক নয়, নির্ব্বাণের সম্পর্ক। আমার ক্ষুদ্র প্রেম তোমার প্রেমসমুদ্রে মিশাইবে। হৃদয়ের জ্বালা অশান্তি ঘুচিবে। ভাই ভাইএ, ভগ্নীতে ভগ্নীতে বিবাদ রহিল না। দেব, চাই দেবত্ব। সতী হইতে চাই। ঐ এক চাই। ভাবিতে ভাবিতে ঐ এক হই। আমাদিগকে সতী করিয়া তোমার ভিতর এক কর। প্রেমময় দীনবন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যুগলসাধনব্রতে ব্রতী হইয়া শীঘ্র শীঘ্র তোমার ভিতর বিলীন হইয়া এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে যথার্থ যোগানন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একাত্মতা।

৩১ শে অক্টোবর, ১৮৮২।

হে দীনজনপ্রতিপালক, হে চিরবসন্ত, লেখা ছিল শাস্ত্রে. এক জন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে, এবং তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং সমুদয় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহা নববিধানের তাৎপর্য্য। বিধির এই অভিপ্রায় ছিল, গুরু হউক না হউক, আচার্য্য উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠ হইক না হউক, এক জন মধ্যবিন্দুতে দশ জন আকৃষ্ট, দশ জন মিলিত হইবে। যেখানে দশ জন শত জন তোমাতে এক হইবে, সেখানে একটা অবলম্বন চাই। একখানি প্রতিমাতে দশ খানি মূর্ত্তি যদি থাকে তাহা জলে বিসর্জ্জনের সময় দেখিতে ভাল। গুরু বলে, মধ্যবর্ত্তী বলে মানিতে হয় না। কিন্তু ভগবানের লীলা বলে অভিপ্রায় বলে এ সব মানিতে হয়। হে পিতা, নববিধানের ব্যবস্থা তুমি এই রকম করিয়াছ। আমরা তাহা মানিলাম না বলিয়া মিলন হইল না। এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করি। যারা পরস্পরের নয় তারা আমারও নয় তোমারও নয় নববিধানেরও নয়, এ কথা মানিতে হইবে। যাঁরা এক জন হন তাঁরা তোমার, তাঁরা বিধানের। আমি চাই হে ভগবান্, সকলে একেবারে তোমার ভিতর বিলীন হয়ে যান। দশ দরোজা নাই

স্বর্গে, এক দরোজা দিয়া যাইতে হইবে। সপরিবারে সবান্ধবে ভগবানের বুকের ভিতরে প্রেমসমুদ্রে ডুবিব, মা আমার এই সাধ ছিল। অনেকে সস্ত্রীক তোমাকে সাধন করিতে করিতে তোমার গাড়িতে যায়। বন্ধুরা একখানা হয়ে আমার সঙ্গে এক হয়ে যাবেন তোমার গাড়ি করে। মা, একটি বই দরোজা নাই। সেখানে নববিধান দরোয়ান হয়ে বসে আছেন। প্রবেশ করিতে গেলে জিজ্ঞাসা করেন প্রাণেশ্বরকে ভালবাস? প্রাণেশ্বরের সন্তানদের ভালবাস? যদি বলি "না" প্রবেশ করিতে দেন না। মা, আর কি ভিক্ষা চাহিব? একশরীর এক আত্মা হয়ে তোমার ভিতর মিশিতে চাই। ভিন্নতা, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা "আমি আমি" যেখানে, সেখানে আমার বাপ নাই, আমি সে "আমি" ভূতের রাজ্যে থাকিতে চাহি না। হে কৃপাসিন্ধু, হে মঙ্গলময়, তুমি আজ কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা সকলে যেন ভূতের দেশ হইতে স্বাধীনতার ভিন্নতার দেশ হইতে শীঘ্র শীঘ্র পলায়ন করিয়া সকলে একপ্রাণ হইয়া তোমার পবিত্র প্রেমরাজ্যে গমন করিয়া একাত্মা হইয়া তোমার বুকের ভিতর বিলীন হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

১ লা নবেম্বর, ১৮৮২।

হে দয়াময়, ইচ্ছা হয় তুমি আর একবার দীক্ষাগুরু হইয়া শিষ্যদিগকে প্রস্তুত কর। রাত্রি হইল, হঠাৎ দেখিলাম, তোমার আসনে মানুষ বসিয়া উপদেশ দিতেছে। তোমার শিষ্যেরা অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মানুষকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিতেছে। দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলাম। এ ভয়ের ঘর মরণের ঘর। আমার সে দেবতা কোথায়? মানুষ আসিয়া সে আসন লইয়াছে। হরি, এই কৃত্রিম ধর্ম্ম দূর করিয়া সনাতন ধর্ম্ম নববিধান আনিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। যে ধর্ম্মে মানুষের কিছু বলিবার নাই, তোমার কথা শুনিয়া সব করিতে হয় সেই ধর্ম্ম আন। মানুষকে গুরু করিলে আপন আপন ধর্ম্ম নববিধান বলিয়া প্রচার করিলে দুঃখের শেষ থাকিবে না। তুমি তোমার সিংহাসন লইয়া বোস। আমার আশঙ্কা দূর কর। যতক্ষণ দেখিব আমাদের সোণার ঘরে সিংহাসনে অসুর মানুষ গুরু বসেছে, যে মানুষ কেবল পতনেরদিকে লইয়া যায়, ততক্ষণ বিপদ যাইবে না। হে ঠাকুর, এবারকার ধর্ম্মের নিয়ম এই, তোমাকে লইয়া আমরা থাকিব। আপনার লোক বন্ধু, একধর্ম্মী কি তাঁহারা? দীনবন্ধু এ ভাব হইতে নববিধান আসিবে না, রথ খানা আর একপথে গিয়াছে। এ কোন রাস্তা? প্রিয়

বন্ধুরা কোথায় গেল? কোন্ অসুর এখানে টেনে নিয়ে এল? ভগবান কৃপা কর, শেষে খাঁটি ধর্ম্ম, খাঁটি নববিধান দেখিব এই আশা আছে। দুর্গতি দেখিব না। শেষে উচ্চ প্রেমের সাধন দেখিব এই আশা করি। ভগবান্ অধিক না বলিয়া এই ছোট প্রার্থনাটি করি তোমার কাছে। আবার সকলকে নূতন নববিধান ধর্ম্মে দীক্ষিত কর। এ পথ ছাড়ুন, সকলে এ রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসুন, সকলে তোমার নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সেই শান্তি রাজ্যে প্রেমের রাজ্যে নববৃন্দাবনে যাই। মা ভগবতীর শান্তি-ধামের ভিতর প্রবেশ করি, হে কৃপাময় হে মঙ্গলময়, আমা-দিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র বিপথ হইতে ফিরিয়া শান্তিধামের যাত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া মা তোমার দিকে ঘরের দিকে দৌড়িয়া যাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্ত সাধন।

২ রা নবেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু! জীবনের আরাম, বৃদ্ধবয়সের সুখ, ইহ-লোকে বৈকুণ্ঠধাম, অধিক বয়সে সাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়া উপদেশ সাপেক্ষ নহে, স্বভাবের উত্তেজনা সাপেক্ষ। সে স্বভাবের প্রতি বিমুখ যে, সে বার্দ্ধক্যের আগ-

মনে তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। এখন হইতে সাধনের দিকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। নৌকার গতি দ্রুত দেখিলে, খুব কাজ কর্ম্ম করিবার ধুমধাম দেখিলে বলিব ইহা যৌবনের বাড়াবাড়ি। ইহা-দের নৌকা শান্তিউপকূলে পৌঁছিবার অনেক দেরি। মন যত শান্ত হইতে থাকে তত আপনার কার্য্য করিবার সুবিধা হয়। অতএব ইহাদিগকে—নববিধানে দীক্ষিতদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর ইহারা যেন চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া না বেড়ায়। প্রেমস্বরূপ ভাবের উত্তেজনা হইতে বিমুক্ত করে বলে দাও, সে বয়স এ বয়স নয়। এখন কাজ কর্ম্ম কমিয়ে শান্ত হইয়া সাধন অধিক করিয়া করিতে হইবে। প্রেমসাধন, ভ্রাতৃসাধন, যোগসাধন এই সমুদয় করিতে হইবে। গুরু দয়া করে শান্ত স্বভাব কর। উগ্র ভাব দূর কর। কোমল ভাব দাও। মাতঃ, আর একটু ভালবাসা পরস্পরের প্রতি হউক না। স্বতন্ত্রতা স্বার্থপরতা চলে যাক্ না। অপ্রণয় অপ্রেম দূর হউক্ না। নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নববিধানের শান্ত অবস্থা বন্ধুদের মধ্যে স্থাপন কর। হে প্রেমময়, হে মঙ্গলময় তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই শেষ বয়সে শান্ত ভাবে সাধন করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যুগল সাধন ব্রত উদ্‌যাপন।

৫ ই নবেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু! হে শরণাগত বৎসল, ব্রত উদ্‌যাপন করিবার দিনে তোমার নিকট ব্রতধারী বিশেষরূপে ধন্যবাদ করিবার জন্য আগত। হে ব্রতদাতা, ব্রতের ফলদাতা সিদ্ধিদাতা তুমি। তোমার বিধানের মধ্যে সব যে প্রত্যক্ষ। তোমার কাছে কি বলিব? সপ্তাহ কাল সস্ত্রীক তোমার চরণতলে বসিয়া অতি অল্প পরিমাণে সাধন করিয়াছি। কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। বুদ্ধি ও অনুভবের পক্ষে যথেষ্ট। বুঝিলাম যে পতিপত্নী এত অধিক বয়সে আবার নূতন চক্ষে নূতন প্রেমে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারেন। নূতন সংসার নূতন পরিবার কি, বুঝিলাম। চল্লিশ বৎসর সংসারে ঘুরিয়া, একত্র উপাসনা করিয়া যাহা হইল না এই ব্রতে তাহা হইল। সে যেন সাত্ত্বিক, সে যেন ভাগবতী তনু, সে আর এক সুখ। কৃপা করিয়া যদি এই নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত করিলে তবে এই নববিবাহ এই দুই হৃদয়ের মিলন, চারি হস্তের চারি চক্ষের মিলন যেন ইহকাল পরকাল অনন্ত কালের জন্য স্থাপিত হয়। ভগবান এই সম্বন্ধ স্থায়ী কর। এ যে পবিত্র নূতন সম্বন্ধ। নরনারীর ভিতর শরীরের যোগ আর রহিল না, এই কার্য্যের ভিতর পবিত্র সুখ দিলে। বুঝিতে পারিলাম এই জীবন

কিসের জন্য, বিবাহ কিসের জন্য, অন্তে সন্ন্যাস। বুঝিলাম, সংসারের সুখ, পরিবার পুত্র কন্যা কিসের জন্য এজন্য যে অন্তে তোমার দাস দাসী তোমার চরণে সমুদয় সমর্পণ করিবে। এই পথে বিমলানন্দ। কলহ বিবাদের পথ ছাড়িয়া আসিলাম। এখানে সকলি পবিত্র সকলি নির্ম্মল। পাপের আর সম্ভব নাই। হরি আশীর্ব্বাদ কর তোমার প্রসাদে সপ্তাহান্তে ব্রত পালন করিয়া জয়ী হইলাম। এখন বামে বামা, অন্তরের অন্তরে ভগবান এই তিন জনে এক হইয়া বৈরাগ্যের শ্মশানে বসিয়া বিশুদ্ধ হইতে চাই। জীবনের নৌকা তোমার প্রসাদে এত দিনে ঠিক পথে আসিল। সংসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা পথে গিয়া এখন যুগলসাধনের ঘাটে আসিয়া লাগিল। সংসারের সকলে শোন, সংসারের ধন মান সম্পদ ঐশ্বর্য্য কিছু বাধা দিতে পারে না, ভগবানের প্রসাদে অন্তে এই পবিত্র পথে আসিতে পারা যায়। ভগবান, স্বর্গের দ্বারে আসিলাম, সপ্তাহান্তে বর দাও। পুরাতন অসার সংসারের কথা যাঁরা বলেন সে সব সঙ্গী চাই না। সৎপ্রসঙ্গ যেখানে, দুঃখী যেখানে তোমাকে ডাকে, সেখানে যাইব। জগদিশ, প্রাণে প্রাণে সঙ্গী হইয়া যাঁরা আসিতে চান, তাঁরা যদি আসেন দেখা হইবে। আমার পথ এই স্থির হইল সম্মুখে, এইদিকে আমার গতি। যাঁহারা আসিতে চান আসিবেন, সকলে যেন এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হন। আমি সস্ত্রীক একতারা

বাজাইতে বাজাইতে এই পথে অগ্রসর হই। মা বিশেষ ভিক্ষা এই, যাঁরা বিপথে গিয়াছেন সেই আত্মপ্রবঞ্চিত ভাই কটি যেন তোমার বিশেষ দয়াতে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসেন। এখান থেকে পত্র লিখেপাঠাই, তাঁদের সময় থাকিতে থাকিতে যদি চেষ্টা করেন তবে পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে এই পথে তাঁহারা আসিতে পারিবেন। এই পথে ঘোড়া ঘোড়া চলেছে। এখান থেকে স্বর্গের সুমিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনা যায়। দেবদেবীদের সুমধুর সঙ্গীত এখান থেকেই শ্রবণ করা যায়। অবিশ্বাস করিও না; যে দেখেছে, যে শুনেছে, যে স্পর্শ করেছে সে বলিতেছে। গতিহীনের গতি ভগবান দয়া কর। বন্ধুরা কোন্ ঘাটে রহিলেন? তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থেক, বেড়িও। যাতে ভাল হয় করিও। ভারতবর্ষের ধন, এই কথা ভারত শুনিবে। ভারতের যাতে কল্যাণ হয় করিও। মা, তোমারই সংবাদ দিয়াছি, তোমারই কথা বলিয়াছি। যদি লোকে না লয় আমি কি করিব। প্রাণেশ্বর, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। আমার যিনি সঙ্গের সঙ্গী তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যেন প্রাণে প্রাণে অনন্তকালের জন্য গ্রথিত হইয়া সচ্চিদানন্দের সেবা করি, এই যোগের পথে অগ্রসর হই। এখানে সংসার নাই, অসৎ নাই, ইন্দ্রিয় সেবা ধন মান সেবা নাই, জঘন্য সংসারাসক্তিকে তুচ্ছ করিব। ঘনসচ্চি-

আনন্দকে লাভ করিব, স্বর্গের লোক গুলিকে খুব চিনিব, দুজনে মিলে তাঁদের বাড়ী যাব, তাঁদের সঙ্গে খুব পরিচিত হব। আমি সচ্চিদানন্দের শিষ্য। হরগৌরীর ভাব সাধন করি। আমার পরিবার আমার ক্রোড়ে। আমি যেন মহাদেবের শিষ্য হইয়া পত্নী ক্রোড়ে গম্ভীর যোগে মগ্ন হইয়া চিদাকাশে উত্থিত হই। পরিবার, সন্তান, গৃহ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ সমুদয় লইয়া তোমার ভিতর বিলীন হইয়া যাইব। এ ব্রতের ফল এই। হে দয়াসিন্ধু, অধমতারণ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সপরিবারে সবান্ধবে এই যোগের পথ অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অধিক ভালবাসার আবশ্যকতা।

১৩ ই নবেম্বর, ১৮৮২।

হে দয়াময়, হে পিতা, যখন প্রথমে তোমার নিকটে দীক্ষিত হই, তখনই এই কথা ছিল যে ক্রমাগত উন্নত হইব, ছুটি কখন পাব না। যত ভাল হব তার চেয়ে আরও ভাল হব। অনন্ত উন্নতি আমাদের কপালে ছাপ্ মেরে তবে তোমার ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছিলে। ইহাই বিবাদ বিরোধের হেতু হয়েছে, দলপতি এবং দলের মধ্যে।

তোমার আদেশ শুনিয়া বলিলাম সৈন্যদল চল। সকলে চলিল। ক্রমাগত চলিতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কি কুবুদ্ধি ঘটিল তোমার আজ্ঞা শুনিয়া সকলকে চলিতে বলিলাম, কেহ চলিল না। সেনাপতি, তোমার আদেশ শুনিল না। ঘরে ঘরে অগ্নি জ্বলিল। মা, বোধ হয় এরা মূলমন্ত্র ভুলেছে। সে জন্য নাথ, বার বার বলেছিলাম অবসন্ন হয়ে পড়ো না, বসে পড়িও না ক্রমাগত চলিও। হে দেবি, মনুষ্য যখন আপন বুদ্ধিতে ডাকিয়া অভিসম্পাত বাড়ীতে আনে, ডাল কাটিয়া ক্ষান্ত হয় না মূল কাটে; তখন এইরূপ দুর্দ্দশা হয়। মূল গেলে গাছ আর থাকে না, ফল আর হয় না। দুটো ছেলে গেলে আবার হয়, মা গেলে আর ছেলে হয় না। মা, বার বার বলেছি মূল কেটো না, বরাবর চলে চল। যখন মাথা দেওয়া হয়েছে তোমার ক্রমোন্নতির ভিতরে, তখন ক্রমাগত চলিতে হইবে, মরি আর বাঁচি। প্রেম ভক্তি বাড়াতেই হবে। যে বাড়িল না সে মরে গেল। প্রাণের হরি, শুভবুদ্ধি দাও। জাগ্রত্ সিংহের মত দৌড়িয়া যাই। যে ভালবাসা অনুরাগ কখন ছিল না তা মনে হইবে। সব নূতন। নতুবা এই মড়া সকল পচিতে থাকিবে। মৃত নববিধান এই ছোট ছেলেটি অকালে মরিবে। পিতা, নদীতে স্রোত যে বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই নদীতে মরা ভাসিতে লাগিল। সমুদয় দূষিত জল তার ভিতর পড়িল, আর সেই নদী যে মৃত্যুর আধার

রোগের আধার হইল। পিতা, স্রোতবিহীন নদীর সম্মুখে যে বাণ এসেছে, নদীর বাঁধটা খুলে দাও। যত প্রার্থনার বাসনা ঐ বাঁধে আট্‌কায়। হুড় হুড় করে সমুদ্রের সঙ্গে মিশুক। গভীর জলে মিশুক। সমুদয় দূষিত জিনিষ ভেসে যাক্। সব বিশুদ্ধ হইয়া যাক্। হরি, আত্মার বাঁধ ভেঙ্গে দাও, তবে স্রোত চলিবে। দীননাথ দয়া কর। যে মহামন্ত্র দিয়াছিলে তা ভুলিব না, তা ছাড়িব না। তোমার সন্তানদের মধ্য হইতে যাতে বিরোধ যায় এমন উপায় কর। তোমার চরণামৃত অনেক করে না খেলে এখনকার কষ্ট দুঃখ যাবে না। প্রেম ভক্তি খুব বাড়াতে হবে। দয়াময়, এতে কিছু হবে না, আরও ভাল উপাসনা করিতে দাও। তোমার ভিতর ভাল করে প্রবেশ করে সংসারের অসার যা কিছু সব দূর করে যুগলব্রত নিয়ে একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে পদ্মপত্রের জলের মত থাকিব। আড়ম্বর চাতুরী সব ত্যাগ করিব। তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে বসে খুব আমোদ করিব। খুব আরও জেয়াদা চাই। বাহিরে উপাসনা হয় এতে ভিতর ত ভেজে না, মন কি খুব নরম হয় উপাসনার বৃষ্টিতে? না। যেখানকার নৌকা সেখানেই আছে। ঢের ভালবাসা চাই। বড় প্রেম চাই। এর চেয়ে বড় জেয়াদা চাই, দশ গুণ অধিক চাই। মা দেবি, দয়া করে ঢের দাও, খুব দাও, ঢেলে দাও, খুব বর্ষা এনে দাও। দীননাথ, দয়া

করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, খুব বাড়াবাড়ির ভিতর পড়ে তরে যাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অন্ততঃ একটি সুসন্তান ভিক্ষা।

১৪ ই নবেম্বর, ১৮৮২।

হে দয়ারসাগর, হে ভক্তহৃদয়ের কল্পতরু, অধিক দাও না দাও, দুই একটি দাও, তা হলেও ত বুঝিতে পারি যে মানুষের আকারে মত রহিল। মানুষের দুই প্রকার সন্তান,—শরীরের সন্তান, মস্তিষ্কের সন্তান। লোকে পুস্তকে আপনার মত প্রচার করে, কিন্তু পুস্তকের আকারে যে সকল মত থাকে তাহা ত বিশেষ কীর্ত্তি রাখিতে পারে না। মানুষেই মানুষের কীর্ত্তি রাখে। চরিত্রে স্বভাবে ধর্ম্মবিধান মানুষেতে কীর্ত্তিরূপে থাকে। হে ঈশ্বর, এই পৃথিবীতে যে মনুষ্য আপনাকে পিতা বলিয়া জানে সে আপনাকে ধন্য মনে করে। আর যে পুত্রবিহীন সে কত খেদ করে। আপনাকে নির্ব্বংশ বলিয়া দুঃখ করে। মানুষ তোমার পদ ধারণ করিয়া ডাকে, এই জন্য, সন্তান হবে, মানুষ প্রস্তুত হবে, চরিত্র গঠন হইবে। চরিত্রের কীর্ত্তি থাকিবে, বংশ রক্ষা হবে। বৃদ্ধ বয়সেও কারো যদি একটি ছেলে হয় সে কত পূজা দেয়, কত উৎসব করে, কত দান করে।

ভগবান্, তোমার ভক্তদের এই ইচ্ছা,—যৌবন ত গেল, বার্দ্ধক্যত এলো, একটাও যদি সন্তান হয়, মনের মত রুচির মত একটাও যদি মানুষ হয়, নববিধান রক্ষা পায়; কত আহ্লাদ হয়। ঠাকুর এ সময় আমাদের যদি একটা সন্তান জন্মে, দুই একটা লোক যদি পাওয়া যায়, নব-বিধানের ছবি হয়ে থাকিতে পারে এই ধর্ম্ম জগতে। ওত গুলো লোকের মধ্যে একজনও যদি পাওয়া যায় যে ধর্ম্মের কীর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিবে, তা হলে বিধান নির্ব্বংশ হইবে না বলিয়া আহ্লাদিত হইব। এ মাতার গর্ভে কি ছেলে হবে না? নববিধান নির্ব্বংশ হয়ে পৃথিবী থেকে চলে যাবে, কেউ থাকিবে না কুলে বাতি দিতে? ব্রাহ্মসমাজ ঘোর অন্ধকারে ডুবিবে? এমন সময় যদি একটা লোকও পাওয়া যায়. একটা সন্তানও হয়, অত্যন্ত আহ্লাদ হবে। নববিধান যদি একটা লোক রাখিয়া যাইতে পারে, যে দেখাতে পারিবে এমনি করে ক্ষমা করিতে হয়, ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ এমনি ছিলেন, এমনি করে সমুদয় জগত্‌কে বুকের ভিতর রাখিতে হয়, তা হলে পৃথিবীর আহ্লাদ হবে। পুস্তক-সন্তানত কাজের নয়, মানুষ দাও যে কীর্ত্তি রাখিতে পারে। একটি এমন দাও যার মুখ দেখে বলিতে পারিব, মুখ খানি ঠিক। জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে প্রেমেতে ধ্যানেতে ঠিক। পিতৃ দর্শনে মাতৃ দর্শনে ঠিক। বুড়ো বয়সে মনের মত ছেলে-চন্দ্র কোলে করিলে বড় আহ্লাদ হয়, আশা হয়ন একটা

লোকও কি হয় না? এত বড় বিধান একজনও কি হবে না? কখন দশ জন, কখন বার জন, কখন পাঁচ জন হয়েছে। বর্ত্তমান কলিযুগের বিধানে সর্ষপকণার মত একটিও হবে না কি? তোমার নববিধানের কি চিহ্নও থাকিবে না? কেউ কি বিধানের দৃষ্টান্ত রূপে পৃথিবীতে থাকিবে না? পরমেশ্বর, পৃথিবী যেন বলিতে পারে এক জনকেও দেখেছি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। মা তোমার সন্তানদের জানাও, ইঁহারা সকলে চেষ্টা করে একজনকেও সাজান। বিধানকে নির্ব্বংশ করে যেন না যান। জগদীশ, একজন গরিবের বাছা, একটি লোক, এই দীনকুলের মধ্যে যদি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, পৃথিবী আনন্দিত হবে। হে দয়াসিন্ধু, হে করুণাময়, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর যে, অন্ততঃ দুই একজন লোকের মধ্যেও তোমার নববিধানের সমুদয় উপদেশ, সমস্ত কথা ঘনীভূত হইয়া এক খানি চরিত্ররূপে পৃথিবীতে থাকিয়া জনসমাজের কল্যাণ সাধন করে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভ্রান্তি ও কুবুদ্ধির নাশ।

১৫ ই নবেম্বর, ১৮৮২।

হে কোমলহৃদয়! হে ত্রাণকর্ত্তা, বিড়ম্বনা ভারি, শরীর এবং মন দুই সাক্ষ্য দিতেছে। তোমার লোকদিগের

শরীরপতন ইহা যেন কেহ অগ্রাহ্য করে না। চার বেদ ইহার ভিতরে, এত শিক্ষা ইহাতে পাওয়া যায়; রোগ এত বিস্তৃত হইয়াছে প্রায় সকলেই অবসন্ন, এই বেদ যেন পাঠ করি। রোগশাস্ত্র যেন অগ্রাহ্য না করি। রোগের পর উৎসাহ বাড়িবে, শীঘ্র শীঘ্র এক পরিবার বাঁধিব। কে কখন যায়, শীঘ্র শীঘ্র ভাল বাসিব সকলকে, পরের দুঃখ রোগ দেখে দয়া হবে. এই জন্য রোগ; কিন্তু সে ভাব হইল না। ভাইয়ের সুখ দেখে যেমন আহ্লাদ হলো না, দুঃখ দেখেও দয়া হলো না। শীঘ্র শীঘ্র সব কাজ করে নিতে হবে আর সময় নাই, এ ভাবও হইল না। হরি হে, পৃথিবীর পরিত্রাণের শুভ প্রাতঃকাল হয়েছে, সুবাতাস বহিতেছে, পৃথিবীতে ধূম লেগেছে। সে জন্য বলি হে পিতা, আমার এক দিকে কেন সুখ, আর এক দিকে কেন দুঃখ? এক দিকে কেন আনন্দ আর এক দিকে কেন অবসন্নতা? এঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কথা এঁদের এলো মেলো প্রলাপ! শ্রীহরির এমন সহানুভূতি, সুখের সময় কি আর হয়েছে? এইত সময় প্রেম ক্ষমা এবং উন্নতির। আমরা অচেতন প্রায় কি হচ্চে কিছুই বুঝতে পাচ্চি না, এইত রোগ। প্রেমস্বরূপ উপায় কি নাই? হাজার উপায় আছে, কিন্তু ধরিবার উপায় নাই। প্রেমময়ীর চরণরেণু সকল পাপীর মাথায়। কি এমন বিপদ? কি এমন সঙ্কট? কিন্তু এ নেশা না গেলে হবে না। শনির দশা ধরেছে সকলকে। আনন্দময়ীর

মুখ ঠিক সেই রকমই আছে, বিধান ঠিক আছে, পৃথিবী আরো জেগে উঠ্‌চে, কেউ কেবল বুঝ্‌তে পাচ্চে না। এমন একটা সময় আছে যখন বুদ্ধির ভ্রম হয়। সেই সময় এয়েছে। ঐ একটা ভাই প্যারী দূরে কোথায় পড়ে রয়েছে। সে যে ধর্ম্ম কচ্চে, কি উপাসনা কচ্চে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চে না। তারও এই রোগ হয়েছে, আর কিছু না। সব ঠিক আছে কেবল বুদ্ধির হ্রাস হয়েচে। পাপপুরুষ সময় পেয়ে কি খাইয়ে দিয়েছে তাই এমন হয়েছে। দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চেপেছে,নেশা হয়েছে। মা, এই শনির রাজ্য ক দিন স্থায়ী? তুমি দিলেও নিতে পারিব না, পেলেও ধরিতে পারিব না, এমন আর কদিন হবে? শনির আধিপত্য শেষ হবে কোন্ দিনে? দয়াময়, একজনও শৃঙ্খল ছেদন করে চলে যাক্। যার যার সময় হয়েছে চলে যাক্, যার কাছে কটা ছেলেও একত্র হউক, বুঝি যে শনির দশা কাটিতেছে। হে প্রাণেশ্বর, ত্রাণ কর। মানুষ কিছু করিতে পারে না। তুমি দয়া কর, মানুষের কুবুদ্ধি ঘটিলে হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেও ছুঁতে পারে না। দয়া কর, এর প্রতিবিধান কর। হে দয়াসিন্ধু কৃপাময়, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, এই কুদিন যেন শীঘ্র কেটে যায়, আর স্বর্গের সুবুদ্ধি আসিয়া জীবের হৃদয় পূর্ণ করে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পবিত্রাত্মার জন্য।

১৬ ই নবেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে অসহায়ের সহায়, আমরা সকল লোককে ডাকিয়াছি, সুখধাম দেখাইব বলিয়া। এস সকল ভাই, এস স্বর্গের মণ্ডলী যোগী ঋষি ভক্ত জিতেন্দ্রিয়, সুখধাম দেখিবে যদি এখানে এস। হে পিতা, এই আহ্বান্ শুনিয়া সকলে আসিয়া যদি দেখে এখানেও বিবাদের অন্ধকার, তাহারা কি বলিবে? আমরা যে বলিয়াছি স্বর্গের ঘরে শোক দুঃখ অন্ধকার নাই, একটা জায়গা একটা ঘর, একটা পাড়া পৃথিবীতে আছে, যেখানে এলে বুঝিতে পারিবে স্বর্গের আনন্দের ও প্রেমের সম্মিলন কি, সুখ কি। এই আহ্বান শুনে অনেকে আস্‌বে, এসে পাড়ায় উঁকি মেরে দেখ্‌বে, আর বল্‌বে ওরে মিথ্যাবাদী, এই কি সুখধাম? এই কি প্রেমের মিলন, তপস্যার ফল, সুখের পরিবার? মা, পৃথিবী প্রবঞ্চক বলে গালি দিবে। ভেবেছিলাম দেখাব্, লোক গুলো এসে দেখ্‌তে পাইল না, আর অহ্বান করিলেও আসিবে না। দয়াময়, যখন দেখাব বলেছি তখন যেন দেখাই, তুমি ওদের থামাও। সত্য সত্যই সুখের পাড়া দেখাব। প্রেমস্বরূপ তুমি আমাদের জীবন জান, এই দলের মধ্যে কোন্ লোক বলে নাই "বড় বড়" কথা? এই সেই শান্তিনিকেতন, এই খানে সুখধাম, কে

এ কথা বলে নাই ? মা এখন মুখ বন্ধ করে অনুতাপ করিতে দাও। অসত্যবাদীদের দলে মিশিয়া থাকিলাম। দোহাই পিতা, সত্যের সংসার প্রেমের পরিবার দেখাব। দয়াল, নিজ মুর্ত্তি ধরে পবিত্রাত্মা হয়ে যখন পাপীর বক্ষে দাঁড়াও তখনই সে অনুতপ্ত হয়, দুষ্ট সরস্বতী তাকে ত্যাগ করে, আর শনির দশা কেটে যায়। পবিত্রাত্মা যখন স্বর্গের উজ্জ্বল পাখী হয়ে উড়ে এসে মাথায় বসিবে তখনই পরিত্রাণ পাব, নতুবা আর উপায় নাই। বাপ মা স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টির কর্ত্তা কেহই পারিলেন না। একজন পারিবেন, পবিত্রাত্মা নামধারী, আলোকময় উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রূপধারী, তুমি যদি এস তবেই পরিত্রাণ হবে। পবিত্রাত্মা, তুমি না এলে আর হলো না। পবিত্রাত্মা, তোমার পূজা কৈ হয় ? অলৌকিক ক্রিয়া কর কিছু। মা দেবি, সিদ্ধিদায়িনী মুক্তিদায়িনী হয়ে যা করিবার কর। দুঃখীর দুঃখ গেল না, কাণার চক্ষু হলো না, পিতাকেও পেলে না জগৎ। পরিত্রাণও হলো না। হে কৃপাসিন্ধু, হে করুণাসিন্ধু, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর যেন স্বর্গের পবিত্রাত্মা পাখীকে হৃদয়ে পাইয়া অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা জীবনকে সংশোধিত করিয়া লই, মা দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রায়শ্চিত্তের জন্য।

১৭ ই নবেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনশরণ, প্রসবযন্ত্রণার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সকল দুঃখ কষ্ট শেষ হয়, আনন্দধ্বনিতে বাড়ী পূর্ণ হয়। পরমেশ্বর, এবারকার দুঃখ কষ্ট কি জন্মের নিদর্শন, না মরণের নিদর্শন? এক কষ্ট আছে মরণের আগে, আর এক কষ্ট প্রসবের পূর্ব্বে। ও কষ্টে মরণ, এ কষ্টে জীবন, ইহার ফল সুসন্তান। এবারকার দুঃখ রোদন কি মরণের পূর্ব্ব লক্ষণ? এবাকার কষ্টের পর কি কোন নববিধি জন্ম গ্রহণ করিবে না? হরি হে, আমরা যে নিষ্ফল কষ্ট জানি না। অন্ধকার দুঃখ যন্ত্রণার রাজ্যে কি এসেছি যেখানে কেবল মরণের পূর্ব্বলক্ষণ? তবে সকলে প্রস্তুত হউন যে এই দুঃখে জীবনের শেষ। এবার আর কি ভাল হবার গতিক নাই? রোগ ধরেছে, প্রতিকার নাই, চিকিৎসক নাই? মরণ সম্মুখে, তবে ইহা বিশ্বাস করি। নূতন বিধানের ভাল দিক ত হলো না, খারাপ দিক হইল। ভক্ত কষ্ট পেয়ে খারাপ হলো। যদি কেহ এর ভিতর থাকেন যিনি বিশ্বাস করেন মার নিয়ম ঠিক আছে, এত কষ্ট কেবল জীবনের পূর্ব্ব লক্ষণ, তবে ধন্য ধন্য তিনি। মা আনন্দময়ী সকল বিধি বাহির কর, এবারকার বিধি দাও। নববিধি রূপ পুত্র দর্শনে জননীর যন্ত্রণা শেষ করি। দয়াময় যাঁরা ধন্য হলেন তাঁদের কষ্ট শেষ কর।

যাঁরা নিরাশ হলেন না, যাঁরা বিশ্বাস করিলেন, তাঁদের জীবন দাও। তবে আমরা প্রায়শ্চিত্ত করি কল্য। প্রায়শ্চিত্তের বিধি দ্বারা বিধাতা তুমি কত জাতিকে বহু বৎসরের পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। আমাদের জন্য এমন প্রায়শ্চিত্তের বিধি কি নাই, যাহা দ্বারা মনের ভিতর অবধি শুদ্ধ হইয়া যায়? ঠাকুর, যিনি মনে করেন, তবে ত এখনও আমার মরণ আসে নাই, এ কেবল মানসিক কষ্ট, ইহা কেবল প্রিয়দর্শন শিশুর মুখ দেখিবার পূর্ব্বে যে কষ্ট হয় সেই কষ্ট; আবার তরুণ বয়স আসিতে পারে, আবার ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি ব্রহ্মতনয়ের কৃপায় আমরা ব্রহ্মসন্তান হইতে পারি; ইহা যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের এই প্রায়শ্চিত্তের বিধি দাও। এই প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিয়া আমরা তোমার বিধির পূর্ব্বাভাস বুঝিতে পারিতেছি যে আমরা পরীক্ষায় খাঁটি হইয়াছি, ইহা সকলকে দেখাইতে হইবে। ঠাকুর, আমার মনে কাম নাই, অহঙ্কার নাই, ক্রোধ নাই, আমি পরসুখে সুখী, আমি নম্র, আমি ভাইদের খুব ভালবাসি, এই কথাগুলি ইহাঁরা একে একে তোমার কাছে বলিবেন। যাঁর কথা আট্‌কাইবে তাঁহাকে আবার সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। সাধন সাধন সাধন সাধন তার পরে সিদ্ধি। মা এই গুলো বলে, তোমার কাছে শরীটাকে দেখিব খাঁটি, মনটাকে দেখিব খাঁটি। আর যাঁরা পারিবেন না যেটা সেটা বলিতে, বোধ সকলের কাছে

স্বীকার করিবেন। সকলে বলিবেন, মা, আমি ভাই বোনে-দের জন্য ভাবি, দুঃখী অনাথ গরিব বিধবা যারা আছে তাদের ভার তুমি আমাকে দিলে এখন থেকে। দুঃখের সময় সান্ত্বনা করি, অনাথকে সনাথ করি, বিধবাকে কষ্ট পাইতে দি না। দরকার হলে রন্ধন করিয়া দি, বাজার করে দি, রোগ হলে ঔষধ দি, আমি দয়া ব্রত লইয়াছি,দয়া করিতে আসিয়াছি। এই সব কথা বলিতে হইবে। আর যিনি বলিতে না পারিবেন তিনি দাঁড়িয়ে বলিবেন যে আমি এ সব করি না। আর একটা বলিতে হবে, যে নাথ হে, স্বামীর স্বামী, আমি স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া লইয়াছি, আমরা আর সংসার করি না। হরিনামের দিকে মতি হইয়াছে, স্ত্রী যোগ করেন, শুনিয়া আমি উপকার পাই। এসব বলিতে যদি না পারি, কল্যকার প্রায়শ্চিত্তের বিধি লইতে প্রস্তুত হই। দীনবন্ধু দয়াময় কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধি অবলম্বন করিয়া ভাল করিয়া পুড়িয়া খাঁটি হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মোহনকে স্মরণপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত।

১৮ ই নবেম্বর, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে পাপনিবারণ, প্রাতঃকাল হইতে তোমার বিধান অনুসারে আমাদের পাপাত্মা কষ্টব্রত গ্রহণ করিল।

যদি এক দিনের যন্ত্রণা উৎপীড়নে বহু দিনের সঞ্চিত পাপ পুড়িয়া যায় তবে আমরা ধন্য। সেই প্রাচীন কাল আগত যখন প্রত্যূষের অন্ধকারমধ্যে যোহন গম্ভীর স্বরে বলিতেন, "মনুষ্য সন্তানগণ, অনুতপ্ত হও।" ভয়ানক মূর্ত্তি বিলাসবিরোধী যোহন আর কিছু বলিতেন না, কেবল বলিতেছেন "অনুতাপ কর।" কিন্তু যাই মনুষ্য অনুতাপ করিল অমনি পৃথিবীর গর্ভযন্ত্রণা উপস্থিত হইল। সোণার ছেলে ঈশা জন্ম গ্রহণ করিলেন। পৃথিবী সকল দুঃখ ভুলিল। ইতিহাসে এ সব হয়েছে। আমার জীবনে, আমার বন্ধুদের জীবনে কবে হবে? আজ ঈশা নয় মুষা নয় গৌরাঙ্গ নয় আজ যোহন। আজ উটের লোম গায়ে দেওয়া ভীষণ একটা গুরু। আজ পূর্ব্বজীবনের পাপ স্মরণ, জয় মহারাজাধিরাজ, আমরা অধম কুপুত্র, ভয়ানক পাপ করিয়াছি, নববিধানের পথে কণ্টক আনিয়াছি, প্রেমপরিবার হইতে দিই নাই, ভ্রাতৃবিরোধী হয়েছি। হরি পাপ হর। ভয়ানকমূর্ত্তি যোহন দাঁড়াও সম্মুখে। ভিতরে বল্‌চ অনুতাপ কর, কেন না স্বর্গরাজ্য আগত প্রায়। তার পর দয়াসিন্ধু, মৃত্যুর পর জীবন, গর্ভযন্ত্রণার পর সন্তান, কাল করিও আজ মার, আজ খাটী কর, তৃণ কর, ধূলি কর; আজ রক্তারক্তি কর। করুণাময় আমরা এরকম করে পূর্ব্বে কখন অশৌচ গ্রহণ করি নাই। ভাই বন্ধু আত্মীয়-দের মরণে যা করিয়াছি, কিন্তু আত্মার পুণ্য শান্তির মরণে এরূপ শোকের অশৌচ গ্রহণ করি নাই। এখন প্রায়শ্চিত্ত

বিধি যা দিলে, যোহন স্মরণে তা গ্রহণ করি, সাধন করি, এই ভিক্ষা চাই তোমার কাছে। দীননাথ, অন্তরে প্রায়শ্চিত্ত কেমন করে হয়, মন কেমন করে শোকাতুর হয়ে এক রাত্রির মধ্যে শুদ্ধ হয় আমিত জানি না। মা, তোমার সুকোমল রাঙ্গা চরণ পাপীর একমাত্র ভরসা। অতএব মা, বাহ্যিক ব্যাপারে যাতে অন্তরের প্রায়শ্চিত্ত হয় তাই কর। হরি, কেন কুমতি হইল, কেন পরস্পরের বিরোধী হইলাম? কেন দ্বিজকে চণ্ডাল ভাবিলাম? কেন বড়কে ছোট করিলাম? কেন পরস্পরকে ভুলিলাম? কেন ভাইয়ের মানহানি করিলাম? দয়াময়ী মা দুর্গে, আমরা যখন তোমার ভিতর পরস্পরেতে বিলীন হয়ে তোমার ভিতর অখণ্ড হয়ে একখানা হয়ে ছিলাম, তোমার দুর্গাবাড়ীতে কয়টিতে খেলা করিতাম, তখন ত আমাদের ভিতর এক দিনের জন্য ও বিবাদ ছিল না। মা, তোমার এই লোকগুলিইত সেখানে ছিলেন। সেই ঘরে ছিলেন। ঘরখানিও কেমন সুখের ঘর! ভবে এসে বিগড়ে গেলাম। এখানে এসে সে রকম আর হলো না। সেই ছাঁচের মঙ্গলবাড়ী করিতে গেলাম, সেই অনন্তকালের মঙ্গলবাড়ীর মত; কিন্তু ঘর ভেঙ্গে গেল, সে রকম আর হলো না। সেইত এই,—এই ভিত্তির উপর বাড়ী—পাড়া করিলাম। সেখানে যে বড় ভালবাসিতাম। ভবে এসে কেন এ বাড়ীতে ও বাড়ীতে ঝগড়া হয়? এরা সুন্দর ছিল যে, কাল হলো কেন? এরা সক-

সেই রাজপুত্র ছিল সেখানে; এখানে এসে ছেঁড়া কাপড় পরে কেন? হায় হরি, পৃথিবী আর স্বর্গে অনেক তফাৎ। সে দেবতারা কোথায় গেল? জন্মের পূর্ব্বে আর পরে অনেক তফাৎ। এরা কি ভুলে গেল সে সব কথা? হরি, বুঝিলাম এ পৃথিবীতে সে ভাব রাখা বড় শক্ত, এ মাটী আর সে মাটী অনেক ভিন্ন, তাই দ্বিজ হবার প্রথা করিলে। সেই যে আমরা কত খেলা করিতাম, সেই যে সোণার পাখী গুলি গাছে বসে গান করিত, কেমন সেখানকার নদ নদী গাছ পালা! কেমন সেখানকার বাঘ ভালুক ছাগল ভেড়া সকলে কেমন এক হয়ে ছিল, এ সব কথা যাই মনে হয়, আর কাঁদিয়া উঠি। কিন্তু মা, এরা সব ভুলে গিয়াছে, এক জন লোকের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা বড় শক্ত। এরা কাল কি করেছিল মনে আছে, আর সে দিন স্বর্গের বাগানে যে মিলে খেলা করিয়াছিল, সে সব ভুলে গেল। সেই সুন্দর ঘর বাড়ী বাগান সব ভুলে গেল। মা, এবার দয়া কর, এবারকার শোকের ব্যাপারের পর, গর্ভযন্ত্রণার পর, মার পেট থেকে পড়ে যেন দ্বিজ হয়ে সেই সব ব্যাপার মনে পড়ে। আর ভাই ভাই বলে পরস্পরের গলা ধরে আনন্দ করি। মা, আর না। আর পরস্পরের বিরোধী হব না, মানহানি করিব না। মা আজ এত দুর্দ্দশা, কাল যে রাজপুত্রের মত ছিলাম? মা, কি ছিলাম কি হয়েছি? দুঃখ দৈন্য স্বার্থপরতা অহঙ্কার, কাদের এত কষ্ট দিচ্চিস?

ওরা যে এক দিন রাজপুত্রের মত ছিল, আমরাই কি তারা না? আজ পশুর মত হয়ে স্বার্থপরতা অপ্রেম অহঙ্কার পাপে পুড়্‌চি? আজ অশৌচ গ্রহণ করি, শোকের মন্ত্র পড়ে প্রায়শ্চিত্ত করি। ভাগবতী তনু অশুদ্ধ হয়েছে। আজ পুড়ি, আজ নূতন মানুষ হই। আজ সংসার বিদায় দাও। আজ সকলে বিদায় দাও। হে দয়াময়, এই শোকসন্তাপের দিনে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন উপযুক্ত অনুতাপ করিয়া শুদ্ধ হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনের জন্য।

৪ঠা অগ্রহায়ণ।

হে দয়াময়, হে বিধাতা, এই ভিক্ষা তোমার দাসের, তোমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। তোমার রাজ্যে ফাঁকিত চলে না, স্বর্গেতে তুমি এক জন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম আমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ সমুদয় হইল। যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সকল অখণ্ড। গোড়ার কথা বলিতেছি ভগবান্, নববিধানের প্রথম অক্ষর বেদের ওঁকার। ক্রমে নাক চক্ষু কর্ণ ঠোঁট সব বিদেশে গেল, শরীরের অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দিকে গেল। কেহ দক্ষিণে কেহ পশ্চিমে কেহ উত্তরে

প্রচার করিতে গেল। জায়গা খালি পড়িয়া রহিল, অখণ্ড খণ্ড হইল, মানুষ নাই তার চক্ষু কর্ণ কি? মূল না থাকিলে গাছ কি? নববিধান একজন মরিবার পূর্ব্বে আবার অখণ্ড হইবে এই বাসনা আছে। আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি, আমি আসিলাম অঙ্গ লইয়া, আমাকে ছাড়ুক শুকাইবে। মাধবী থাকে বৃক্ষ জড়াইয়া, বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া। বৃক্ষ ছাড়ুক তখনি শুকাইবে, কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। হে ঈশ্বর, ইহাঁরা আমার যোগেতে আশ্রিত, এঁদের বসিবার পাহাড় আমি, যোগ করিবার গহ্বর আমি। দয়াল হরি, নববিধান একটা। এরাও যা আমিও তা, আমিও যা এঁরাও তা। আমি আর এঁরা একটা। ঈশা যে কাঁশর বাজান তাও আমাদের কাণে আসে, গৌরাঙ্গ যে ঘণ্টা বাজান তাও আমরা শুনি। কত ব্যাপার দেখি আমরা যা অন্যে দেখে না, কত শুনি আমরা, পরমেশ্বর, এই ভিক্ষা, একশরীর একপ্রাণ কর। সকলে এই ঘরে বসে একখানা মানুষ হই। একখানাই গড়াইতে গড়াইতে উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব দক্ষিণে যাবে। এইত আমার গৌরব হরি, যে কেউ নিলেও আছি, না নিলেও আছি। স্বর্গের ছাপমারা দলিল আছে আমার কাছে। গোড়াও ঠিক আছে। এ জন্য বড় গ্রাহ্য করি না কে কি বলে, কে কি করে। দয়াময়, মনুষ্যসমাজের এই ভ্রান্তি দূর কর, যে তাকে কখন কি বিদায় করা যায়, যে স্বর্গে ছিল সদল অখণ্ড? মা, তোমার

সন্তান ত কখন একজন হতে পারে না স্বার্থপর হয়ে। সেখানে সকলে মিলে একখানা। একজন মানুষ, কিন্তু তার চক্ষু কর্ণ নাসিকা অঙ্গ সকলে। একখানা মানুষ। ঋষিরা দর্শন করেন সমস্ত বর্ণমালা—ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত, সেই বর্ণমালা একটি কথাতে একটি ভাব। সমুদয় যখন এক হইল, বর্ণমালার যোগ হইল, তখন একটি কথা হইল। বেদ, পুরাণ, বাইবেল, ভাগবত সব স্বতন্ত্র, কিন্তু সব এক-খানি হইল নববিধানে। প্রাণেশ্বর, এ সকল প্রচার সাধন ভজন পড়া শুনা কিছু হচ্চে না। এ সকল বিয়োগের ব্যাপার। সব এক হউক, এক বিধানের অঙ্গ হইয়া থাকুক। এদের বুঝিতে দাও যে এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না, সব এক। এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে, কৃপা করিয়া এই দৃশ্যটি কিছু দিন দেখাও। হাত যোড় করিয়া এই ভিক্ষা করি। পাঁচটা মানুষ যেন না দেখি। এক উপরে, এক নীচে। "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রাহ্ম-সমাজ বলিয়া ছিলেন উপরে; "একমেবাদ্বিতীয়ং" নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে, সমুদয় মনুষ্য সমাজ এক। নব-দুর্গার সন্তান নবমানুষ। শত শত হস্ত, শত কর্ণ, শত নাসিকা, শত চক্ষু এই যে প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি। আমার শরীরে বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে থাকেন আমি যাই। এঁরা একশরীরের অঙ্গ। যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন।

দয়াময়, এক কর, এক কর। এই ঘরে তুমি দয়া করিয়া নববিধানের লক্ষণ বিবৃত কর, আমরা সেই গুলি চরিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লই। দেবতারা দিন কতক এই ঘরে খুব যাতায়াত করুন, আহার সাত্ত্বিক, বসন সাত্ত্বিক ও বাড়ী সাত্ত্বিক, স্নান সাত্ত্বিক, সব সাত্ত্বিক। অন্যের দ্রব্য লইব না, ব্রহ্ম-হস্ত হইতে যা প্রদত্ত হইবে কেবল তাই লইব। অসাত্ত্বিক কাপড় শরীরে উঠিও না, অসাত্ত্বিক ধন হস্তে আসিও না, অসাত্ত্বিক বাড়ী আমার শরীরকে আশ্রয় দিও না। যদি কেউ আজ এই ব্রত লইয়া আবার ডুব দিয়া জল খান, (এই রকম লোক আছে আমার শরীরে) তারা নববিধান কাটিবে। অতএব মা সাবধান করে দাও। যোগচক্ষে দেখ্‌তে দাও তুমি এক, আমরা এক। যোগী করে লও, আর ফাঁকি নয়। হে প্রেমময়, হে পতিনাথ, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, এই ঘরে যাচাই হইয়া পরীক্ষা দিয়া যেন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া খুব শুদ্ধ ও খাঁটি হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জন্মদিন উপলক্ষে।

২০শে নবেম্বর, ১৮৮৩।

প্রাণদাতা, আজ প্রাণ তোমাকে পূজা করুক। জন্মদিনে প্রাণ তোমার কথা বলুক। রসনা যেন না বলে। পূর্ব্ব-

জন্মের পর ইহজন্ম, আজ প্রাণের ঘরে বড় ধূম। আজ প্রাণ, প্রাণের প্রাণ, প্রাণের প্রাণ বলে ডাকৃচে, আজ প্রাণ উৎসব কচ্চে, আনন্দ কচ্চে। আজ বাহিরে ধূম নাই, প্রাণের ভিতর। অনেক বৎসর হইল, হে আমার ভগবান্, আমি ভীত হইয়া মনুষ্যের সম্মান গ্রহণে পশ্চাদ্গামী হইলাম, ভক্তির আতি-শয্য দর্শনে ভীত হইলাম। আমি তোমার সন্তান হইয়া মানুষের কাছে অবশ্য মান মর্য্যাদা লইব এরূপ লালসা রাখি না। যদি লইতাম, আরো লইতাম, লোকে দিত, আরো দিত। এই যে এত বড় নববিধান, এর ভিতর মুঙ্গের নাই, সোণার মুঙ্গের নাই, প্রাণের মুঙ্গের নাই। দেখ্লে ঠাকুর, তোমার প্রসাদে ও সব বন্দ করিতে পারিলাম ত। লোকে বলেছিল পারিব না। আজ আমি এই কথাটা বলিতে এলাম। যার জন্য হাসিলাম তার জন্য কাঁদিলাম, লোকের মান্য নিলাম না, ভাই বন্ধু পাইলাম; কিন্তু সেই থেকে পরের বিশ্বাস ও প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারিলাম না। বিশ্বাসের গোড়া কাটা, কিন্তু লতা পাতা ঢের। এখন দেখি ভক্তি, কিন্তু সে ভক্তির সঙ্গে যোগ নাই। আমিত নিরপ-রাধী হলাম, কিন্তু তাদের কি হলো, যাদের রেখে এলাম মুঙ্গেরে সন্ধ্যাবেলা মাঠে নদীর ধারে? আছেত তারা? সে সব লোক কোথায় গেল হরি হে,—আমি না হলে চলিত না যে তাদের। প্রাণেশ্বর, আমি ভুলে গেলাম, কিন্তু রক্তা-রক্তি কান্না কাটি যে। আমি বুঝচি একটা মাঝে খুঁটি চাই।

কোথা থেকে আস্‌বে আদেশ মা? একটা গোড়া না হলে চলে না যে। তুমি কেন মানুষের মায়ায় ভক্তকে জড়াও। কি আছে এক জনের যাতে লোকের মন টানে? এ সব গোপনের কথা বটে। কিন্তু তুমি এক জনকে দাঁড় করিয়েছ। ছেড়েত দিলাম, রাগ করে বল্লাম এরা প্রত্যক্ষভাবে তোমার কাছে যাক্। মানমর্য্যাদাত লইলাম না, কিন্তু পাঁচ জনে যে পাঁচদিকে গেল। নানা মত হলো, একটা লোক চাই যে শেষ কথা সকলকে মীমাংসা করে দেবে। অনেক লোক্‌সান হলো আমার। অনেক হারালাম, জন্মদিনের উৎসবে এ সব গণনা করিলে আমার সুখও হয়, দুঃখও হয়। আমার দলের লোক কি এত কমে যায় মা? আমি দেখ্‌লাম্, যুগে যুগে তাই একটা লোককে ধরে পাঁচ জনে চলে। সকল ধর্ম্মে দেখ্‌চি এক জনকে এক জনকে গুরু করে। গুরু যদি গুরুগিরি না চায় তবু শিষ্যেরা তাকে গুরু করে। কিন্তু মা, গুরু হব কি করে? গা যে কাঁপে। ক্ষমতা কৈ, আমি গুরু হতে পারি না যে। মধ্যবর্ত্তী হয়ে এত গুলি লোকের আত্মার ভার লওয়া আমার কর্ম্ম নয় যে। শিষ্য বলিতে পারি না যে হরি, আমি পারি না, দোহাই আমি পারি না। কিন্তু তুমি যেন বল্‌চ "দেখ্‌লি শেষটা কি হলো? আমার কর্ম্ম তুই নষ্ট কচ্চিস্। তুই যাবার আগে সব কাজ গোচাল করে দিলি না?" ভগবান্, তুমি আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্চ? কেন? আমি যদি এই কর্ম্মে

কর্ম্মী হই, হে চন্দ্র সূর্য্য, সাক্ষী হও, আমি নিজে কচ্চি না, আমার বাবা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার এত দিনকার কৌশল মিথ্যা হলো, আমি এত দিনে এক ঘরের দুটো লোককেও এক করিতে পারিলাম না। ভগবতী, সাক্ষাৎসম্বন্ধে এরা যদি তোমায় ডেকে ভাল হতো, পৃথিবীতে প্রমাণ হয়ে যেতো আর গুরুর দরকার নাই। শ্রীহরি, ইহাঁরা কেন ভাল হলেন না? তা হলে যে দুদিক বজায় থাক্‌তো। লোক গুলো আবার গুরু গুরু বলে টানাটানি করিলে পৃথিবীতে যে আবার কুসংস্কার আসিবে। হে ঈশ্বর, এ বিষয়ে আমি দোষী নই, কৃপা করিয়া সকলের কাছে প্রকাশ কর। আমি যে লইব না, লইলাম না, তা তুমি দেখ্‌চ। গুরুকে গুরু বলা দূরে থাকুক, এঁরা যে ক্রমে আমাকে পায়ের নীচে ফেলিতেছেন। এত দূর হই-য়াছে যে এঁরা আমার মত মানিলেন কি না আমি তা সকালে আর ভাবি না, বৈকালেও আর ভাবি না। যাঁর যা খুসি কচ্চেন, আরও যদি কিছু দিন থাকি, আরও কত স্বেচ্ছাচার দেখিতে হইবে। প্রেমময়, এ সব দেখে মনে হয়, গুরু হওয়া বুঝি ছিল ভাল। না হয় আমাকেই লোকে গালা-গালি দিত। আমরাত গালাগালি খাইতে মরিতেই পৃথি-বীতে আসিয়াছি। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা কে কোথায় মান-মর্য্যাদা পেয়েছেন? এ রকম ত হতো না। আমার মুঙ্গেরের সে ছবি কোথায় গেল? সে বিনয়, সে ভক্তি,

সে বিশ্বাস পরস্পরের প্রতি সে অনুরাগ কোথায় গেল? একটু সন্দেহ দ্বিধা নাই কথাতে। তাই বল্‌চি, যদি মুঙ্গেরের কেল্লার ভিতর বসে এঁরা সাধন কর্ত্তেন, নিরাপদ থাকিতেন। আমারই দোষে কি গুণে গোলমাল হয়ে গেল। তুমি বল্‌চ "এখন তুই মথুরার রাজা, কত কি তোর হয়েছে। কত বড় নববিধান।" কিন্তু আমার সে মুঙ্গেরের বৃন্দাবনে রাখাল হয়ে থাকার মিষ্ট ভাব কি করে ভুলিব? আমি ত মথুরার রাজা হতে চাই নাই। আবার গুরু হতে চল্লাম। কি ভাবে গুরু হব? আমার কথা এখন যার খুসি যেটা ইচ্ছা নিচ্চেন, যেটা ইচ্ছা ফেলে দিচ্চেন। আমি যেন গরিব, বাণের জলে ভেসে এয়েছি। কেবল যেন দুটো কথা এঁদের শেখাতে এয়েছি। তা করিলে ত হবে না। যদি মানিতে হয়, ষোল আনা মানিতে হবে। নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে। তা এতে এক জন থাকুন, দেড় জন থাকুন। আমার এখনও এমন ক্ষমতা আছে, আমি সমুদয় পৃথিবীকে ধানের ক্ষেত্র করে ফসল করি। আমার বৃদ্ধ শরীরে এখনও তরুণ হাড়। আমি যে কখন পৃথিবীকে গ্রাহ্য করি নাই। তোমার হুকুম পেলে আমি কি না করেছি, মরি আর বাঁচি। মা, আমি এখন গঙ্গার ধারে বসে ভাব্‌চি, কি করিলাম। স্বাধীন প্রচারক তৈয়ার করিলাম, গুরু তৈয়ার করিলাম, যাঁরা অনেক শিষ্য করিতে পারেন। কিন্তু মা, ওদিক উল্টে নিলে কি ভয়ানক কাল

রাগ। এঁরা শান্তির উপদেশ দেন লোককে, কিন্তু নিজের মনে কত রাগ। এঁরা শিষ্যদের উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা কি রকমে চলেন। মা, তুমি যেন বল্‌চ তুইত এই গোল-মাল করিলি। তুই কেন সে সময় ভয় পাইলি। সে মুঙ্গের আর হলো না। জগদীশ, এই কটি লোককে স্বেচ্ছাচার থেকে বাঁচাও এখন এই আমার বিশেষ প্রার্থনা আর ব্যাকু-লতার কথা হয়েছে। মা, আজত জন্ম দিন। ৪৪ বৎসর পূর্ণ হয়ে ৪৫ বৎসর আরম্ভ হলো। আজ এঁদের জীব-নের পরিবর্ত্তনের দিন। আজ মুঙ্গেরের প্রত্যাগমন। আজ সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম। অদ্য গুরু লাভ। অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নহে, নববিধানের গুরু। এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস। আমাকে সেবা করিতে হবে না এঁদের। বাহিরে সম্ভ্রম দিতে হবে না। আমি বাহিরে সেবা আর নেব না, আমি সকলের কাছে ধর্ম্ম শস্তা কর্ত্তে গিয়েছিলাম, আজ ৪৪ বৎসর পরে হিসাব মেলাতে পারলাম না। মা আমায় ধমক দিলেন। “কেশব, তুই দেড় আনা, এক আনা, তিন আনা, যে যা দিয়েছে সকলকে এর ভিতর আন্‌লি, আমি বলেছি ষোল আনা যে দেবে সে আস্‌বে।” মা, আজ বল্‌চেন জন্ম-দিনে “যে আমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দেবে সেই আসুক আর কেহ নয়।” এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়। এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি

করা, বিশ্বাস দেওয়া। হে প্রাণেশ্বর, গতিনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলে এই ষোল আনা বিধি পালন করিয়া ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পবিত্রাত্মার বিধান।

২১ নবেম্বর, ১৮৮২।

হে পরিত্রাণের মূল, ত্বরায় পবিত্রাত্মা প্রেরণ কর। আমরা যে শুনিলাম মানিলাম তৃতীয় বিধান নববিধান, পবিত্রাত্মার বিধান। এতে ভগবান্, তুমিত বড় হবে না, তোমার সাধুরাত বড় হবেন না, সে সমুদায় পুরাতন বিধান। গুরুর কাছে পড়ে থাকা, গুরুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, কাণার মত গুরুর পথ ধরা, সে ঢের পৃথিবী দেখেছে। দ্বিতীয়তে কুলাইল না, তাই তৃতীয় বিধান আসিল। মানুষ না কি তোমায় মেনেও, তোমার সাধুদের মেনেও, ভিতরে ভিতরে সংসারে লিপ্ত রহিল, তাই ঘুঘু আসিল—পবিত্রাত্মা আসিলেন। হে ঈশ্বর, স্বর্গ থেকে তাঁকে পাঠিয়ে দাও। হে মহর্ষি ঈশা, তুমি যে বলে গিয়েছিলে পবিত্র আত্মাকে পাঠাবে। তুমি যা করিতে পারিলে না, তা পবিত্র আত্মা

আসিয়া করিবেন। এবারকার গুরু যে, যে বলে আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না,-যদি না পবিত্র আত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার। মা, আমরা এবার কপোতের দল হইব। বিধানকর্ত্রী কৈ? এবারকার বিধান দাও না? তুমি দয়া করে পবিত্র আত্মার আগুন দাও। যে আগুনে কাম ক্রোধ সব রিপু পুড়ে যাবে। যে ভগবান্‌কে ধরিল, খুব বাড়াইয়া ডাকিল, লম্বা লম্বা প্রার্থনা করিল, আবার যে তোমার সন্তানকে ধরিল, সে আরো বাড়াইল তাঁদের। এ দুইয়ের কেউ স্বর্গে যেতে পারিল না। তুমি যে বলেছ কেবল তোমার পূজা করিলে কেহ স্বর্গে যেতে পারিবে না, তা হলেও য়িহুদীরা স্বর্গে যাইত। তাই তুমি তৃতীয় বিধান নববিধান সাজিয়ে পাঠালে। মা, ভগবতী, পবিত্রাত্মার আকারে না এলে এবার বাঁচিব না। এবার গুরু যিনি, উপদেষ্টা যিনি, চাকর যিনি, বলে দিয়েছেন যে এবার সন্তানকে বড় করা হবে না। পবিত্রাত্মাকে বড় করিতে হইবে। আলোক তুমি এস, অগ্নি তুমি এস, ব্রহ্মাগ্নি তুমি ভিতরে না আসিলে রিপু কিছুতে যাবে না। পিতা, তুমি নিজেই বলিলে আমাকে কেবল ডাকিলেও পরিত্রাণ পাবে না। আপনি পেছিয়ে গেলে, গিয়ে পবিত্রাত্মাকে পাঠিয়ে দিয়ে বলিলে, তুমি এবার রাজ্য কর। এবার ব্রহ্ম ব্রহ্ম হাজার বার বলিলেও কিছু হবে না, আর সাধুদের জুতো নিয়ে টানাটানি করেও কিছু হবে না।

পবিত্রাত্মার অগ্নিতে পাপ রিপু সব পুড়ে গিয়ে নূতন ভাব নূতন রুচি নূতন শুদ্ধ জীবন, নূতন তেজ উৎসাহ হবে এটা চাও ভগবান্। মিছামিছি জগদীশর জগদীশর না বলিলে পবিত্র আত্মা আসিবেন। তুমি একটু সরে দাঁড়াও ভগবান্। পবিত্র আত্মা কপোত আসুন, শরীর ধর, ধূ ধূ করে পুড়ুক। নূতন অগ্নি, অগ্নি যিনি তিনিই জল হয়ে ভক্তদের বাঁচান। তার ভিতর ভগবান্ ও তাঁর সন্তানেরা সকলেই এয়েচেন—একে তিন তিনে এক। দীনদয়াল প্রেমসিন্ধু, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, পবিত্র আত্মার চরণে শরণাগত হইয়া যেন নববিধান পূর্ণ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুঃখীদিগের জন্য।

৭ই জানুয়ারি, ১৮০৩ শক।

হে দীননাথ, হে দীনবৎসল, তুমি যেমন দুঃখীর মান রক্ষা কর, এমন আর কেহ পারে না। দীনবন্ধু নাম ধর তুমি। দুঃখীকে মানী কর তুমি, পৃথিবীতে দুঃখীর অপমান চিরদিন। সম্পত্তিবিহীন, মানবিহীন, জ্ঞানবিহীন, জীর্ণ-শীর্ণ, শোকে ক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ গরিব রাস্তা দিয়া চলিতেছে। দুঃখী যেন অকিঞ্চিৎকর সামান্য, অপমানের বস্তু। দুঃখী কি করে? কি উপকার করে? কেবল নেয়। কি প্রয়ো-

জনের জন্য আসে? মনে হয় কিছুই না। কিন্তু মা, তুমি যে ধনীকে এক ক্রোড়ে বসাইলে আর এক ক্রোড়ে কর্দ্দমলিপ্ত দুঃখীকে বসাইলে। তুমি দুঃখীকে ক্রোড়ে বসাইলে, জগতের আশা হইল। কোটী কোটী শঙ্খধ্বনি হইল। তুমি দুঃখীর মান রক্ষা করিলে। ব্রহ্মাণ্ডপতি, তুমি কাঙ্গালকে ক্রোড়ে করিলে। যে কাঙ্গালকে কেউ গ্রাহ্য করে না, কেউ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, সেই কাঙ্গালের মান তুমি রাখিলে। আমরা দুঃখীর কাছে বিনয় শিক্ষা করি। কারণ, দুঃখীর মত বিনয়ী না হইলে কেহ তোমাকে পায় না। মা, আজ পবিত্র উৎসবের সময় আমরা তোমার অধম উপাসকগণ দীনদিগের জন্য বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তোমার কত দুঃখী আজ অন্নাভাবে পৃথিবীর রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্চে। কত রোগী রোগশয্যায় পড়িয়া অবসন্ন হইয়া জীবনের অপরাহ্ণ কালে চারি দিক অন্ধকার দেখিতেছে। কত লোকের গৃহ নাই। ঝড় তুফানে বিপন্ন কত লোক। তাদের মাথা রাখিবার স্থান নাই। কত শ্রেণীর দুঃখী আছে। কত দুঃখ কত কষ্ট আছে তাদের। মা, দুঃখীরা যে আমাদের ভাই, আমাদের ভগিনী। তাঁদের দুঃখ স্মরণ করি, আর এই উৎসব সময়ে তোমার পা জড়াইয়া ধরিয়া এই মিনতি করি, যদি এই সকল দুঃখ বিপত্তি কল্যাণের হেতুই হয়, তবে তুমি তোমার দুঃখী পুত্র কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁদের সহিষ্ণুতা দাও। তাঁরা বিপত্তিভঞ্জন বলিয়া তোমাকে

ডাকিতে পারেন। মা, দুঃখ যে বড় তীব্র, দুঃখের যাতনা যে বড় অসহ্য। মা, সমুদায় দুঃখ বিপত্তি ব্রহ্মনির্ভরের হেতু হউক। দুঃখ যাইবার উপায় নাইত। মনুষ্যশরীর ধারণ আর দুঃখভোগ এই দুইয়ের যে অত্যন্ত যোগ। দুঃখ অসম্ভব কর তাহাও বলিতেছি না। তাহা যদি তোমার ইচ্ছায় হয়, তাহাই হউক। কিন্তু দুঃখের মধ্যে ধর্ম্মজনিত যে অপূর্ব্ব সুখ তাহা মনে যেন হয়। দুঃখ হইলেই সকলে যেন তোমার কাছে দৌড়িয়া যায়, তোমার প্রতি যেন বিশ্বাস বাড়ে। মা, দীনতা আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দেয়। মা, দুঃখইত তোমাকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়। দুঃখ দৈন্য সন্ন্যাসব্রত শিক্ষা দেয়। যে দুঃখ ধার্ম্মিক করে, ব্রহ্মভক্ত করে, সে দুঃখকে আশীর্ব্বাদ কর। আমাদের সকলের মধ্যে দীনাত্মার ভাব বিস্তার কর। হে পরমেশ্বর, দুঃখীর ভাল কর, দুঃখীদের ক্রোড়ে কর। হে পতিনাথ, হে দীনবন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা খুব চেষ্টা করিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচন করি এবং পৃথিবীতে যত প্রকার দুঃখী আছে যত ধনহীন গৃহহীন, মানহীন রোগগ্রস্ত আছে সকলের সেবা করিয়া পবিত্র হই এবং দীনাত্মা হইয়া ভক্ত এবং সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুদর্শন।

৮ই জানুয়ারি ১৮৮৩ শক।

হরি হে, উৎসবের সময় সাধুদর্শন কিরূপে হইবে? তোমাকে দেখিব, সাধুদের দেখিব এই দুইটি আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। তোমার বাগানে মহাপুরুষদের সঙ্গে আমোদ করিব। তোমার পূজা করিয়া যে না সাধুদের দেখিতে পায় সে দুঃখী, সে অভাগা। আমরা কি তাঁদের বাড়ীঘর দরজা খোলা পাব না? ভগবান, তোমার অমর বাগানে বেড়াইতে কদিন যেতে যেন পাই। বৎসরকার দিনে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে না ফিরি। সাধুগণ ওঠ একবার, জানেলা খোল একবার। দেখা দাও একবার, শান্তি বিতরণ করিবার ভার তোমাদের হাতে, শান্তি বিতরণ কর। এস একবার কৃপা কর, বৎসরকার দিনে যেন তোমাদের দেখা পাই, নিরাশ হইয়া না ফিরি যেন। আমরা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি, সাধুগণ তোমরা আছ। মার ছেলে মেয়ে তোমাদের দেখি একবার, দেব দেবী, এই ঠাকুর ঘর আলো করে বোস। ঘর সাজিয়ে আলো করে বোস। একবার দেখি তোমাদের। সাধু সজ্জনগণ তোমাদের কাছে যেতে পা কাঁপে। বরং হরির কাছে যেতে পারি, কিন্তু তোমাদের কাছে পারি না। কারণ, হরির কাছে যাবার সময় তাঁর প্রেম বড় মনে হয়। তিনি বিনা

পাপীর যে আর গতি নাই, তাঁর কাছে যেতেই হয়। কিন্তু তোমরা যে রকম গম্ভীর, তোমাদের কাছে যেতে ভয় হয়। কি তেজের ছড়াছড়ি! কি শুদ্ধতা! অবসন্ন ভগ্ন হৃদয় লইয়া পাপীরা আস্‌চে জ্যেষ্ঠদের কাছে, কিছু পাইয়া যাক্‌। ভগবান, তুমি না নিয়ে গেলে সাধুদের কাছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কে যেতে পারে? ঈশার বাড়ী কোথায় আমি কি জানি? পৃথিবীর অসার কীট আমরা স্বর্গের খবর কি জানি? কোন্‌ ঋষি কোন্‌ হিমালয়ের উপর বসে আছেন, বৈকুণ্ঠের কোন্‌ গহ্বরে বসে আছেন আমরা কি জানি? মা তুমি নিয়ে চল। এক বার যদি ও সকল চেহারা দেখে আসিতে পারি উৎসবের আগে, একেবারে পাগল হয়ে যাব। কি সুন্দর বৈকুণ্ঠধাম রত্ন মণি খচিত! সমুদয় স্ত্রী গুলি একত্র, শ্রীঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ, কি চমৎকার পোষাক, কি চমৎকার চেহারা! কৃতার্থ হইলাম এই বৈকুণ্ঠধামের বাগানের শোভা দেখে। এ পামর স্বর্গে থেকে আর কি নিয়ে যাবে? একখানা ছবি এঁকে বাড়ী নিয়ে যাই। মা তোমার ছেলেরা কি সুন্দর! ধন্য ঈশা, ধন্য শ্রীগৌরাঙ্গ, ধন্য বুদ্ধদেব, ধন্য মোহম্মদ, ধন্য সাধু সাধ্বীগণ! মা দয়াময়ী সাধুদের জননী, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার সাধুদর্শন রূপ সৌভাগ্য আমরা চির দিন লাভ করিয়া কৃতার্থ ও শুদ্ধ এবং সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জনহিতৈষীদের জন্য।

৯ই জানুয়ারি, ১৮৮৩ শক।

হে প্রেমস্বরূপ, ভালবাসা মানে ঈশ্বর। পৃথিবীতে ভালবাসেন যাঁরা, ভাল বাসিয়া উপকার করেন যাঁরা, তাঁরা তোমার অংশ। পিতা কি উদার প্রেমই দিয়াছ! এই ভালবাসার রাজ্যে বিভিন্নতা মানি না। স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বদেশীয় বিদেশীয় মানি না। ভালবাসাই স্বর্গ। স্বার্থপরতাই নরক, জন্তুদের এই ধর্ম্ম, এটাতে বাহাদুরি নাই। আর যে বুক কাটিল, রক্ত দিল পরের জন্য সে মানুষ, সে বীর। আজ পৃথিবীর হিতকারীদিগের প্রশংসাবাদের জন্য। যে কিসে পৃথিবীর দুঃখ দূর হয়, কিসে জগৎ সুখী হয় এই বলিয়া পাগল হইয়া বেড়ায়, যারা পৃথিবীর হিতৈষী, জনহিতৈষী, তাদের ভিতর তোমার অংশ আছে। আজ দেশের বিচার করিব না, জাতির বিচার করিব না, ধর্ম্মের বিচার করিব না। যে পরোপকারী তাঁকে নমস্কার করিব। আজ হিতৈষীদের সম্মান করিতে দয়াসিন্ধু ডেকেছেন। পামর স্বার্থপর মন কেমন করে হিতৈষীদের সম্মান করিতে যাইবে? হাত যে ভাই ভগিনীদের রক্তে লাল হয়ে রয়েছে। জনহিতৈষীত হলাম না। পরের দুর্গতি দূর করিবার জন্য চিন্তা ত হয় না। লোকেত পরহিতৈষী বলে না। বক্তৃতা করিবার দরকার হলে করে

আমি। কিন্তু পরের দুঃখমোচন করিবার জন্য কিছুইত করি না। দয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। শ্রীহরি, বুকের ভিতর খুব প্রেম ঢেলে দাও। প্রেমেতে হিতৈষণা হউক। কিসে মূর্খ জ্ঞান পায়, গৃহহীন গৃহ পায়, ধনহীন ধন পায়, বিদ্যা-হীন বিদ্যা পায়, দুঃখী সুখী হয়, এই ভাবিব কেবল। দেশের উপকার করি, পৃথিবীর উপকার করি। ধন্য সমাজ-সংস্কারকেরা! ঐ এখানে ওখানে বড় বড় উন্নত পুরুষ সকল বসে আছেন। এই সমুদয় তোমার প্রেমের খেলা। তোমার প্রেম খণ্ড খণ্ড হইয়া এঁদের ভিতর বাস করিতেছে। মা, তাঁদের ইহলোকে সৎকীর্ত্তি স্থাপন, পরলোকে সদ্গতি কর। আর মা, এই অধম উপাসকগুলিকে এই কৃপা কর, যেন স্বার্থপর কীট হইয়া না থাকি। যত প্রকার পরোপকার আছে যেন করিতে পারি। স্বার্থপরতার কীর্ত্তি যেন রেখে না যাই। হে ঈশ্বর, সৎকীর্ত্তির সৌরভ যেন চারি দিকে প্রবাহিত হয়। চিরকাল যেন পৃথিবীকে ভাল-বাসি। জনসমাজের কল্যাণ করিব, যাতে পৃথিবীর অমঙ্গল অকল্যাণ দূর হয়, দুঃখ পাপ মোচন হয়, সত্য ধর্ম্ম স্থাপন হয় তাই করিব। হে পতিনাথ, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া সরল অনুরাগের সহিত জনসমাজের হিতসাধন করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপকারীদিগের জন্য।

১০ই জানুয়ারি, বুধবার, ১৮৮৩।

হে দয়াসিন্ধু, তুমি যে উপকার কর, তুমি যে উপকারী তাহাই ঠিক। আমার মা, তুমিই মানুষের মত হইয়া, মানুষের আকার ধরিয়া জীবের উপকার কর। এই জন্য যিনি উপকার করেন, তিনি দেবতা। তাঁর দক্ষিণ হস্ত যখন আমার চক্ষের জল মোচন করে, সেই তোমার হাত। ইহা যেন আমি মানি, আমি যেন বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিলে কি হইবে? মানুষেরা বলিবে, তা হলে তুমি উপ-কারী মানুষের প্রতি আর কৃতজ্ঞ হইবে না। হরি, আমি তাহা বলি না। আমি বলি, আশ্রিত মানুষকে আরও বড় করিলাম। মানুষে দেবত্ব আরোপ করিলাম, মানুষকে ত বিলোপ করিলাম না। ঐ যে বন্ধু আসিতেছেন, আমার রোগের জন্য ঔষধ লইয়া, মা তাঁর আকার ধরিয়া আসিতে-ছেন। যখন আমি প্রেম দেখিব, তখন দেখিব মার প্রেম। এখন যিনি উপকার করিবেন, আমি বলিব মা উপকার করিতেছেন। ধনেতে, ঔষধে, বস্ত্রে, আহারে নানা দ্রব্যে তুমি অবস্থান কর। ঐ সকলি প্রেমাধারের প্রেমবিন্দু, যে আমার একটু উপকার করিবেন, আমি তাহা মনে রাখিব। যাঁহারা এই দীন দাসের সেবা করিবেন, এ সকল লোক দেবাংশ। এঁরা কি সহজ লোক? যাঁরা এই অক-

পীড়িত লোকের পা টিপিয়া দেন, পা স্পর্শ করেন, নানা রকমে উপকার করেন, তাঁরা দেবাংশ। এ তুমি নিজে পার, আর কেউ নয়, তুমি সুমতি হয়ে দয়াবান্ পুরুষের মনে উপস্থিত হও। মানবদেহে অধিষ্ঠিত হয়ে মানুষের উপকার কর। হরিধন, মানুষের ভিতর মানুষ হয়ে, ঔষধের ভিতর ঔষধ হয়ে, আহারের ভিতর আহার হয়ে, জলের ভিতর জল হয়ে এত লীলা খেলা কর? যাঁরা এই সেবকের উপকার করিলেন, আমার মা, তুমি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে? যে যে পরিমাণে উপকার করিলেন, সেই পরিমাণে তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। মা, কৃতজ্ঞতার বল প্রার্থনা কচ্চি তোমার কাছে। আমি অন্তরের অন্তরে খুব কৃতজ্ঞ যদি উপকারীর কাছে না হই, আমি তবে পাষণ্ড, নারকী, নরকের কীট। মা, তুমি আমার বুকের ভিতরের কেতাব দেখেছ যাতে আমি লিখে রেখেছি, কোন্ বৎসরে কোন্ দিনে কোন্ মুহূর্ত্তে কার কাছে কি উপকার পেয়েছি। উপকার যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে চিরকালের ঋণ। সে ঋণ ফুরায় না। কারও দোষ আমার ঋণত কমায় না। যে ঋণ দিয়েছে সে দিয়েছে, তার পর সে হাজার দুষ্কর্ম্ম করিলেও আমি তার কাছে ঋণী। তার ঋণ শোধ করিতেই হইবে। এই প্রত্যেক উপকারী বন্ধু যাঁরা আছেন প্রত্যেকের পদানত হয়ে ঋণ স্বীকার করিবই করিব। এ জীবনে যিনি যে উপকার করেছেন, তাঁরা যেখানেই থাকুন, তাঁদের

কাছে কৃতজ্ঞ হইব। হে উপকারী বন্ধুগণ, তোমরা সকলে বন্ধু, তোমরা সকলে আমার পিতার অংশ, তোমরা সকলে দেবতা। হরি তোমাদের ভিতর দিয়া সেবা করিবেন পামর অসার জীবদের। তোমরা ধন্য হও, ধন্য হও। হে শ্রীভগবান্, যে যা উপকার করেছে তা যেন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। তোমাকে বলিব তাদের আশীর্ব্বাদ করিতে। দীনবন্ধু, করুণাময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যত দিন বাঁচিব উপকারী বন্ধুদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা দিয়া, তাঁদের দেবাংশ দেখিয়া, চির দিন যেন তাঁদের পদানত হইয়া থাকিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শত্রুদিগের জন্য।

১১ ই জানুয়ারি, ১৮৮৩।

হে শত্রুবৎসল, শত্রুর পিতা, তুমি যখন শত্রু মান না, তখন আমি কোথাকার কে যে শত্রু মানিব। যে শত্রু মানে সে স্বার্থপর, সে অহঙ্কারী। তোমার চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ ধার্ম্মিকের ঘরেও যায়, পামরের ঘরেও যায়। তোমার ধানের ক্ষেত নাস্তিক আস্তিক দুইয়েরই সম্মান করে। তোমার নিদ্রা পরিশ্রমের আরাম, তাহা যোগীর চক্ষুকে শীতল করে, নাস্তিক ব্যভিচারীকেও আরাম দেয়। তোমার

জগত্ শত্রু মিত্রের বিচার করে না। ভগবান্ যখন শত্রু মিত্র দুইয়েরই মুখে অন্ন দেন, তাঁর ব্রহ্মাণ্ডও তাই করে। হরি, আমি তোমার জগতের মত হইতে পারিলাম না। আমাকে যে কটূ বলে, তার মুখে আমার অন্ন দিতে ইচ্ছা করে না। পিতা, দুর্মনের মন দেখ। পিতা, তোমার প্রতি লোকে কত শত্রুতা করে। তোমার মুখ দেখার হয় না। তোমার সূক্ষ্ম বিচারের নিক্তি কোন দিকে একটু টলে না,—পাছে তোমার অনন্ত করুণার উপর দোষ পড়ে। সমস্ত রাত্রি পাপ করিয়া শরীর কলঙ্কিত করেছে, এমন যে পাপী সকালে স্নান করিতে গেল, তোমার উদার গঙ্গা তাকে জল দিয়ে শীতল করিল। আর সমস্ত রাত্রি যোগসাধন করিয়া শরীর পুণ্যের তেজে পূর্ণ করেছেন যে যোগী, তাঁকেও সেই ঘাটে স্নান করিতে বলিল। কি ভয়ানক বিচার! তোমার ন্যায়ের বিচারের চেয়েও দয়ার বিচার অধিক। যে তোমার নামও করে না, যদি বা করে, গালাগালি দিবার জন্য, তার মুখেও তুমি অন্ন দাও। আর আমি কি করি? মা, আজ না কি উৎসবের কথার দিন, যিনি যেখানে আছেন, যাঁরা আমাদের শত্রুতা করেন, বা আমাদিগকে শত্রু মনে করেন, তাঁদের মাথায় তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ রাখ। তাঁদের অন্তরের সহিত যেন ভালবাসিতে পারি। যদি না পারি, অপ্রেমের ভয়ানক নরকে যাইতে হইবে। মা, ধর্ম্ম-সাধক হয়ে কেন ভালবাসা দেব না? পাপী হয়ে, অসাধু

হয়ে কি সাহসে অন্যকে ঘৃণা করিব? যদি কেউ অত্যাচার করে, একটু তবে তোমার স্বষ্টির দিকে একবার তাকিয়ে দেখিলেই ক্ষমা শিখিতে পারিব। আমরা কে? কেবল ক্ষমা করিতে আসিয়াছি, ভালবাসিতে আসিয়াছি, বিচার তুমি করিবে। পিতা, উৎসবের সময় আমাদিগকে ক্ষমা করিতে শেখাও। আমরা বড় ক্ষমাবিহীন। পিতা, আমরা সাধু হব বলে সাধন কচ্চি, আমরা ক্ষমা দেব না? যাঁরা যাঁরা আমাদের প্রতি কুব্যবহার করেন, আমরা যদি কেবল তাঁদের উপকার করি, অন্যায়ত হবে না। মা, এবারকার উৎসবের সময় ক্ষমাবৃক্ষ সতেজ হউক, সহস্র অত্যাচারেও যেন উত্যক্ত না হই। হে পরমেশ্বর, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া গরিবের এই প্রার্থনা আজ পূর্ণ কর, যেন আমরা সকলে অক্ষমার নরক হইতে মুক্ত হই, এবং সকলকে ক্ষমাপাশে প্রেমের আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আত্মার জন্য।

১২ই জানুয়ারি, ১৮৮৩।

হে দয়াসিন্ধু, হে নিরাকার চিন্ময় হরি, শরীরের ভিতর শরীর ছাড়া একটি বস্তু আছে, আজ উৎসব সেই আত্মাকে বড় করিবে। অতএব তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে

শরীরবিস্মৃত, সংসারবিস্মৃত কর। হে ঈশ্বর, অঙ্গহীন কর সম্পূর্ণরূপে, সব অঙ্গ বিলোপ কর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব গেল, আমি নিরাকার হইয়া গেলাম, শরীর আর নাই। কেবল আত্মা। জড় কি চিনি না, চিন্ময় বস্তু আমি। আমি আকাশ, আমি শূন্য, আমি পঞ্চভূতের অতীত। আমি অদ্ভুত, আমি ভূত নই, ভৌতিকের অতীত। সেই "আমিকে" আমি ভাল করিয়া অনুভব করুক। হে আমি, জ্বলন্ত জীবন্ত পদার্থ, তুমি নাকি আমি? তুমি না কি আমার দেহ নও, তুমি না কি নিরাকার? সেই তুমি না কি আমি? সে আমি নাই, যে আমি খায়, যে আমি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে। এ আমি ঘনীভূত, শক্তি সামর্থ্যের অপ্রকাশিত প্রকাশক। প্রচ্ছন্ন পদার্থ, গুরুত্ব, সার, নীরেট। হে অদ্ভুত, তোমাকে বরণ করি। তুমি আমি যে অভেদ জানিতে দিয়াছ এ জন্য কৃতার্থ হলাম। তোমার শরীর নাই, আরও "নাই" হোক্। স্বস্তি স্বস্তি করে করে সচ্চিদানন্দে লীন হউক। বড় সচ্চিদানন্দ আর ছোট সচ্চিদানন্দ। আর কিছু "আমি" নহি। হাত পা চোখ মুখ কিছু নহি। সার চিন্ময় আমি রহিলাম। তুমি আর আমি। বড় চিন্ময় আর ছোট চিন্ময়। বড় অদ্ভুত আর ছোট অদ্ভুত। স্মরণ করাও ভগবান্। নতুবা সংসার আমার সর্ব্বনাশ করিল। সেই অদ্ভুত দেশ যেখানে সংসার নাই, পরিবার নাই, দেহ নাই, স্ত্রী পুত্র নাই সেই দেশে আছি। সে

দেশে দুটি পাখী থাকে ভাল। শরীর নাই অথচ পাখী। জীবন নাই সে দেশে, অকূল সাগর কূল নাই, নৌকা নাই। অকূল সাগরে বিন্দু আত্মা মিশাইল। অকূলে অকূল। আজ আর শরীর নাই। ভিতর থেকে একটি পদার্থ বাহির হইল, সেইটি হরিকে ডাকছে। এমন তেজ এমন পুণ্য এই আত্মার! বড় বিক্রম, বড় ভয়ানক শক্তি তোর। এতটুকু সরিষার চেয়ে ছোট তুই। সূক্ষ্ম তুই, কিন্তু এত গন্ধ এত তেজ বাহির করিয়াছিল্! তুমি বস্তু, তুমি ইহকাল পরকালে থাক। তুমি পদার্থ আর শরীরটা জন্তু। চলে যাক্ শরীর। জ্যোতির কোলে জ্যোতি, চিন্ময়ের কোলে চিন্ময়, গোলাপের কোলে ছোট গোলাপ, সৌরভের কোলে সৌরভ, আত্মার কোলে আত্মা। এই আমার যোগ, এই আনন্দেই আছি। এ কি কম যোগ? চিন্ময়, তাই তুমিই যথার্থ বস্তু। মানুষ তোমাকে জন্ম দেয় নাই, পবিত্র আত্মাজাত চিন্ময় পদার্থ তোমার জন্ম প্রচ্ছন্ন। তোমার পিতা আকাশে। তুমি কিরণ, ভগবা-নের চিদাকাশে চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ কর। হে আমার আত্মন্, তুমি আমার ভিতর ঠিক হয়ে থাক। তা হলে আমার কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা সব অসম্ভব হবে। হে পবিত্রাত্মা, তুমি একবার আত্মাকে "শ্রীঅদ্ভুত" নামকরণ করে, ক্রোড়ে লইয়া বোস আমার সম্মুখে। আমি ভাল করিয়া দেখি, ভাল করিয়া চিনি।

হে বৃহচ্চন্দ্র, তুমি ক্ষুদ্র চন্দ্রকে কোলে নিয়ে বোস। আমার আত্মাকে, তাহার নাম ধাম বাড়ী জন্মবৃত্তান্ত সব বল। বল জগৎপতি, বল বিশ্বপতি, আমার গৌরবের কথা তোমার মুখে শুনিলে আমি যে বড় মানুষের ছেলে তাহা বুঝি। সব নীচতা চলে যাক্। হে আত্মার পরমাত্মীয়, হে আত্মার পিতা মাতা, আত্মাকে তোমাতে বিলীন কর। হে দয়াসিন্ধু, হে পতিনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, এই যে নবপ্রকৃতিবিশিষ্ট নবকুমার যাঁহার নাম শ্রীঅদ্ভুত হইল, যিনি ইঁহার পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রশংসিত, স্বর্গ কর্ত্তৃক আদৃত, এই আত্মাই আমি, তাহা বুঝিতে পারিয়া যেন আমরা সকল নীচতা পরিহারপূর্ব্বক স্বর্গীয় জীবন লাভ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিত্তশুদ্ধির জন্য।

১৩ই জানুয়ারি, ১৮৮৩।

হে দীনবন্ধু, উৎসবের রাজা, উৎসবের পূর্ব্বে গম্ভীর করিয়া দাও। কেবল বাহ্যাড়ম্বরে ডুবিতে দিও না, নয়নকে ফিরাইয়া দাও হৃদয়ের দিকে,—যেখানে পাপ অনেক দিন হইতে বাস করিতেছে। শুদ্ধ না হইলে উৎসব করা বৃথা। চিত্তশুদ্ধির জন্য, সাধনের জন্য যথেষ্ট সময় তুমি

দিয়াছিলে, এখন আর কোন ওজর করিবার নাই। আমরা কি বলিতে পারি, আমাদের মনে ভাই ভগিনীদের প্রতি কোন কুভাব নাই? রাগ নাই, লোভ নাই, রাগ লোভ হইতে পারে না? হৃদয়ের বিষ, মনের পাপ কি ঘুচিবে না? এবার উৎসবের দ্বারে ঢুকিবার পূর্ব্বে দ্বারবান্ হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, এই সব লক্ষণগুলি আছে ত তোমার? তা হলে ঘরে প্রবেশ কর। মা, কি উত্তর দিব? কি বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিব? মা, আমি দেখি প্রেরিতেরা খুব শুদ্ধ হইয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ আর তাঁদের নাই। হে কৃপাসিন্ধু, যাহা করিবার তুমি কর। প্রত্যেককে শুদ্ধ কর, উৎকৃষ্ট জীবন দাও। উৎসবের সময় মা কালীর রূপ ধর। ধরে এই ঘরে বলিদান কর। নিকৃষ্ট জীবন সংহার কর। দীনবন্ধু, এইটি চাই। এখন নাথ, আর "হলো না, হলো না, হয় না, হয় না" সে সব নয়। এখন আর সময় নাই, ভাল হতেই হবে। বুক চিরে দেখাই বুকের ভিতর কুবাসনা পাপ নাই। তার পরে তোমার পা ধরে পাগল হয়ে বেড়াই। এঁদের বল্‌তে হবে সকলের কাছে, স্ত্রীলোকের প্রতি কোন কুভাব পোষণ করেন কি না, মনে অহঙ্কার আছে কি না, কল্যকার জন্য ভাবেন কি না। প্রতি জন যেন তোমার চরণপ্রান্তে পড়িয়া বলিতে পারেন, এবারকার মাঘই যথার্থ মাঘ। এবার শুদ্ধ হয়েছি, পাপ-শূন্য হয়েছি। এবার ঠাকুর, হরি বলে স্বর্গের পবিত্রতা

লাভ করিব। এবার উৎসবে যেন অশুদ্ধ লোক না আসে। যদি আসে, অশুদ্ধ থেকে যেন ফিরে না যায়। বিশেষ-রূপে ব্রাহ্মসমাজের মাথার মাণিক যাঁরা, প্রেরিত যাঁরা, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করি। হরি, তাঁদের রক্ত শুদ্ধ করে দাও। তাঁদের রাগ ঈর্ষা লোভ একেবারে অসম্ভব করে দাও। হে ঈশ্বর, তোমার সাধুদের একবার আন। আজ তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন। মা, কারো পাপ আর থাকিবে না। হে পিতা, কি আর চাব, এই চাব, জুডাস্ যদি কেউ আমাদের মধ্যে থাকে, সর্ব্বান্তঃকরণে তাকে যেন আশী-র্ব্বাদ করিতে পারি, সকলের মঙ্গল যেন প্রার্থনা করি। আমাকে কেবল প্রেম শিখাও। লোভ, রাগ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা দূর কর। এই দলকে সাধুদল কর। আর পুরস্কার চাই না। মফস্বল থেকে যে ভায়েরা আসি-বেন, যেন যাবার সময় বলে যান খুব দল প্রস্তুত হয়েছে। এমন নির্ম্মল চরিত্র এমন শুদ্ধতা, এমন সাধুতা এঁদের ভিতর! মা মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যথার্থ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বরের করুণার সাক্ষী।

১৪ ই জানুয়ারি, ১৮০৩ মাঘ।

হে দীনদয়াল, হে আশ্চর্য্য দলপতি, তুমি এই দলের কর্ত্তা, তুমি ইহার সংস্থাপক, ইহার পুণ্য ও মঙ্গল বিধাতা, ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে, বিশ্বাস থাকে। তুমি তোমার দলকে এবার খুব জমাট করিবে। কার্য্যভার প্রত্যেকের হস্তে দিবে। এবার সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন, এবার উৎসবে সকলেই ভাগীদার হইবেন। পশ্চাতে থাকা কারও ঘটিবে না। সম্মুখে আসিয়া সৈন্যদল সব কার্য্য করিবেন, দেশের নিকট পরিচিত হইবেন। দলপতিরা যাঁহাদিগকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁরা এবার সম্মুখে আসিবেন। আদর করিয়া আমোদ করিয়া সকল ভাইগুলি দৌড়িয়া আসিবেন। বলিবেন, আমরাও মার প্রেমের কথা বলিব! এক জন দুজন যে স্বর্গের প্রেম একচেটে করেছে তা নয়, সকল ঘটে ব্রহ্মের করুণা, ব্রহ্মের প্রেম। শ্রীহরি, তাই হউক। এই কজন ভক্ত কি পেয়েছেন, তাই জগৎকে বলুন, আমার ক্ষীণ-স্বরের সঙ্গে এঁদের স্বর মিলুক। নববিধানের আশ্চর্য্য মাধুরী, হরির কি অপরূপ রূপ, প্রেমের লীলা, সকলে খুব চীৎকার করিয়া বলুন। উৎসব এবার বড় প্রবল ব্যাপার, ভগবান্ এই যে নূতন ব্যাপার উৎসবের সময় হইতেছে,

ইহাতে যা শিক্ষা পাইবার সকলে যেন পান, পবিত্রাত্মা যেন সকলের ভিতর থাকেন। এ কি সহজ কথা ? আমার ভাইগুলি যত গুলি আছেন, চীৎকার করিয়া তোমার কথা বলিবেন। এবার সকল প্রচারক, প্রেরিত দল, ভক্তমণ্ডলী, বৈরাগী, গৃহস্থ সাধক সকলেই একে একে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুসমাচার লইয়া আসিয়াছেন। সাক্ষীর দল ক্রমশঃ বাড়িবে। ক্রমে দশ জন নয়, শত জন নয়, হাজার হাজার লোক মার দয়ার প্রমাণ লইয়া আসিবেন। নববিধানের লক্ষণ মিলাইয়া দিবেন চরিত্রে। হে দেব, তুমি ইঁহাদিগকে বলে দাও। মা, হাসিতে হাসিতে বাহির হও। একটি একটি ছেলে সকলকে কোলে লইয়া দেখাও পৃথিবীর কাছে। জয়ঢাক বাজিবে, তুরী ভেরী বাজিবে। হরি, এমন সুদৃশ্য কবে দেখিব ? এবারকার উৎসবে যেন দেখি। লোকে যেন বলে প্রাণেশ্বর, এই কটি লোকের জীবনে এমন প্রমাণ ঢেলে দিয়েছেন যে তাঁদের মুখ দেখিলে পরিত্রাণ হয়। এক এক জন বেদীতে দাঁড়াইবেন। রাগ লোভ অহঙ্কার এঁদের ভিতর নাই। এঁরা মুক্তির সৈন্য চলেছেন। এঁরা ব্রহ্মকে পেয়েছেন, এঁরা বিশ্বাস পেয়েছেন, নববিধানের লক্ষণ গুলি পেয়েছেন। এমনি করে ঠাকুর এঁরা বলুন। এঁদের একেবারে রাগ লোভ সব রিপু দমন হয়েছে, তাই এঁরা চীৎকার করে বলুন। আর প্রেমের প্রমাণ পেয়েছেন তা বলুন। ক্ষুধিত

ভারতভূমি এঁদের মুখের ভাল ভাল সত্যান্ন গ্রহণ করে আহার করুক। সকলকে লোকে দেখুক। এই কটা লোক তৈয়ার করে তুমি জগতের সম্মুখে দাঁড় করাও। হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, শত শত আত্মা আপন আপন জীবনে তোমার দয়ার প্রমাণের কথা বলুন, বলিয়া কৃতার্থ হউন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুঃখের পর সুখ।

১৫ ই জানুয়ারি, ১৮৮৩।

হে ভক্তবৎসল, হে আনন্দের প্রস্রবণ, এইটি প্রত্যেককে বুঝিতে দাও যে, শোক এবং দুঃখকে পশ্চাতে রাখিয়া দিন দিন আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি। খুব সুখী হই-তেছি এই অনুভবটি মনের মধ্যে থাকিবে। কেন তা বুঝিতে পারিব না, বলিতে পারিব না? কিন্তু যে কারণেই হউক, পবিত্রাত্মার উত্তেজনা সেই ফল দিয়াছে, যাতে পাপ শোকের জ্বালা আর কষ্ট দেয় না; এক রকম দুঃখকে পরাজয় করা হইয়াছে। এই বিনীত ভিক্ষা, তোমার প্রত্যেক সন্তান এইটি যেন অনুভব করেন, লাভ করেন। সমস্ত ঝড় উপদ্রব পশ্চাতে রাখিয়া আমাদের নৌকা শান্তি-উপকূলের দিকে যাইতেছে এইটি যেন সকলে দেখে।

তখন ঝড় হইত, বজ্রধ্বনি হইত, কোথায় কূল, কোথায় কিনারা; কোন্ ঘাটের নৌকা কোন্ ঘাটে যাইতেছে, কাল অন্ধকার নদী, ডুবিলে মাও বলিবার নাই, বাপও বলিবার নাই; সেই এক সময় গিয়াছে। বিপদ পরীক্ষার রজনী মনে হইলে ভয় হয়। হে ঈশ্বর, এমন কত দিন এ জীবনে ঢের ঝড় তুফান হয়ে গিয়েছে। কি দুঃখের ভয় শরীর একবার তাকিয়ে দেখ। কিন্তু দুঃখটা এখন পশ্চাতে, ঝড় এখন পশ্চাতে রেখে এয়েছি, তাদের বলে এলাম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। নববিধানতরী এখন শান্তিউপকূলের দিকে যাইতেছে। মাঝিরা এখন দাঁড় ছেড়ে দিয়ে বসে আরাম করিতেছে। কি মজা! কি শান্তি! কি আরাম! নদীবক্ষ কি শান্ত! কল কল শব্দে নৌকা আপনি চলেছে। বিপদের রাজ্যটা ত ছেড়ে এসেছি। জীবন, এখন কি আর দুঃখ পাও? মার কাছে সাক্ষ্য দাও না। জীবনের গভীরতম প্রদেশ থেকে হাসি উঠে। আত্মাকে হাসায়। হে মাতঃ, তুমি দীনের সমস্ত দুঃখ যদি দূর করে দিয়ে থাক, তবেই এখানে তুমি টেঁকিবে। তুমি যদি সুখ দিয়ে থাক, তবেই তুমি আমাদের, আমরা তোমার। তোমার উপাসনা করে সুখী হয়েছি, মঙ্গলপাড়া সুখে ভরা, এইটি যদি বলিতে পারি, তবেই জানিলাম তোমাকে সাধন করিয়াছি। প্রাণেশ্বর, ঝড় অন্ধকার বিপদ কাটিয়ে এয়েছি? দিন হয়েছে? আর রাত্রি হবে না? দীনবন্ধু, ঝড় তুফান, বন্যার

ভাবনা গিয়াছে? যে জায়গায় যাব, সেখানকার সৌরভ আস্‌চে? শ্রীমতী মার গায়ের সৌরভ, সুসমাচারের সৌরভ তুমি আগে এয়েছ? আমাদের সুখের জায়গায় নিয়ে যাবে বলে এয়েছ? জগতের মিলনের স্থান ঐ যে দেখা যাচ্চে। যা কিছু সু আছে প্রকৃতিতে, ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, সব ঘনীভূত হয়েছে, মা? তবে কি এখন বলিতে পারিব, আর কাঁদি না, আর দুঃখ নাই, বিপদ নাই? সুখের কলসী চুরি করেছি, এখন মজা করে খাই। দীনবন্ধু, আমরা কটি ভাই স্বর্গে চলে যাই, আর খগড়ার কাঁটা নাই, আর কুবাতাস বয় না। আকাশ পরিষ্কার, এ কথা বল্‌তে পারি কি? সে দিন কি এয়েছে? করুণাসিন্ধু, জগৎ যেন বলে এই গরিবের দল বড় সুখী। না খেতে পেয়ে গরিব হয়ে, মাতাল হয়ে, পাগল হয়ে, রয়ে গিয়ে সুখী এই দল। আর কিছু নই সুখী বই, এ কথা যেন বলিতে পারি। হাসির ব্যাপার আগা গোড়া, আনন্দময়ী, বুকের ভিতর স্বর্গের হাসির প্রতিধ্বনি হউক। মা, অনেক দুঃখ জ্বালা পরীক্ষা উৎপীড়ন সহ্য করেছি, এখন যেন শেষ জীবনে সুখী হই। মা, সুখী কর, সুখের সমুদ্রে ডোবাও, সুখের বাগানে ছেড়ে দাও, সুখের পাহাড়ে বসাও। হে সুখদায়িনী, হে মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া দুঃখসন্তপ্ত সন্তানদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিপদ শোক দুঃখ অন্ধকারের রাজ্য পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি, ইহা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিয়া

হৃদয়বৃন্দাবনে সুখের রাজ্যে তোমাকে লইয়া নৃত্য করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

খাঁটি প্রেম।

১৮ই জানুয়ারি, ১৮৮৩।

হে দয়াময় বিচারপতি, আমি যে অভিযোগ কচ্চি এ সত্য কি না বল হরি। আমি পৃথিবীর লোকের কথা বলিতেছি না এই ঘরের লোক গুলির কথা বলিতেছি। কেউ তোমাকে ভালবাসে না তা আমি বলিব না। আমার বিশ্বাস হয় না যে হরি আমার ভাইরা কেউ তোমাকে তেমন ভালবাসেন। যতক্ষণ না হরি বলে উন্মত্ত হন ইঁহারা। মা যাত্রীরা এলেন প্রেমিক ত এলেন না? জ্ঞানী কর্ম্মী ভক্ত যোগী বিশ্বাসী নববিধানবাদী দলে দলে সকলে আসচেন আমার মাকে যে ভালবাসে সেত আসেচে না? সে যে কেবল হরি হরি বলে, সে যে প্রেমে কেবল নয়নজলে ভাসে, সে যে মত্ত হয়েছে, সে যে হরি বই কিছু জানে না? তার ঘর বাড়ী হরি; সে শোয় হরিতে, বসে হরিতে, হরিতে পাগল হয়েছে। সেত আসে নাই। তোমার প্রেমিক কি এবার আসিবেন? প্রেমিকের মুখ দেখিব কবে? আমাদের বাড়ীতে প্রেমিক নাই? দলে প্রেমিক নাই? একজনও নাই,

একটা মেয়ে নাই একটা ছেলে নাই যে হরিকে ভালবাসে। আমার অন্ন জল শয্যা টাকা কেমন প্রিয়, কেমন সুখের জিনিষ। আমি বহু দিন পরে বাড়ী এলে সে কেমন সুখের। আর হরি তোমাকে ভক্তেরা গ্রাহ্যও করে না, একটা জিনিষের সঙ্গে তুলনাও করে না। হরি, প্রেমিক কি আসিবেন না! যাকে যে ভালবাসে তাকে আমি চাই আর কাউকে চাই না। আমার মাকে ভাতের চেয়ে, জলের চেয়ে, কাপড়ের চেয়ে, টাকার চেয়ে, বাড়ীর চেয়ে, পুকুরের চেয়ে, গঙ্গার চেয়ে ভালবাসে, এই টুকু আমি চাই। হরি এ আব্দার কি জেয়াদা হলো? যার প্রেমিক যে কেবল হরি হরি হরি হরি বলে। তার মুখে হরি নয়নে হরি। হরি, আমরা যে তোমাকে ভালবাসি সে খড় বিচালির সমান। মা, প্রেমের মিষ্টতা একবার ভাল করে বুঝিয়ে দে। মত্ত কর্, মুগ্ধ কর্, আর যেন সংসারের বিষকে অমৃত না বলি। তোর চেয়ে আর টাকাকে অন্নকে বড় যেন না বলি। তোর সঙ্গে যেন সব জিনিষের তুলনা করিতে পারি। সংসারের উপমা দূর হও। আমার মা হন পৃথিবীর সাহিত্য, রূপকের আকর। আমার মাকে যখন সুন্দর বলেছি তখন মা ভিন্ন আর তুলনার বস্তু পাব না। প্রচারকেরা মাকে আগে সৌন্দর্য্য বলুক, ধন বলুক, বাড়ী বলুক, মিষ্ট বলুক, অন্ন জল বলুক, মিছরী বলুক, তবেত মার মান রক্ষা হবে। হে কৃপাময়ী, হে মঙ্গলময়ী, কৃপাকরে আমাদিগকে এই

আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার স্বর্গের খাঁটি প্রেমরস পান করে একেবারে আত্মহারা হয়ে চিরমুগ্ধ হয়ে থাকিতে পারি, মা, তুমি তোমার উপাসকদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মবাণী।

১১ এ জানুয়ারি, ১৮৮৩।

হে দয়ার রাজা, ভক্তের ঝড় তুমি, ভক্তিরাজ্যের তুফান তুমি। সামাল্ সামাল্ নাবিক, উৎসবের ঝড় উঠিয়াছে। লাগিল প্রবলবাত্যা নৌকাতে। ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছে। ঝড়ের ভগবান্, ঝড়ের উপর চড়িয়া তুমি বেড়াও আকাশে আকাশে বাতাসে বাতাসে। ঝড় তোমার ঘোড়া ঝড় তোমার গাড়ি। ঝড়ে তোমার মহিমা প্রকাশ পায়। আমার এই প্রাণবায়ু, আমার এই নিশ্বাস, তোমার সেই ঝড়েরই এককণা। ১১ই মাঘের ঝড় উঠিয়াছে। ঝড়ের চক্রের ভিতর ভক্তেরা পড়িলেন। তাঁদের টানিয়া আনিল উৎসব যেখানে। ঝড় কি? প্রত্যাদেশ। ব্রহ্মমুখবাণী এই ঝড়। এ হাওয়ার ঝড় নয়; মিথ্যা সোঁ সোঁ শব্দ নয়; গাছের পাতার শব্দ নয়; নদীর তরঙ্গের আস্ফালন নয়; সমুদ্রের গর্জ্জন নয়; এ ব্রহ্মের কথা, ভারতে ঘুরিতেছে; আমার কাণে লাগিতেছে। প্রত্যাদেশ বনীভূত হইয়াছে এই

ঝড়ে। কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কে বারণ করিতে পারে, ঐ দিকে সকলে চলিয়েছে। হে অগ্নিময় ঝড়, নিম্নভূমি বঙ্গদেশে তুমি আসিলে, এ সময় যেন নিৰ্জ্জীব না থাকি। ব্রহ্ম কথা কহিতেছেন এ সময় যেন নির্জীব না থাকি। ঝড়ের প্রত্যাদেশ যেখানে, সেখানে শান্ত থাকিবার যো নাই। ভারতসাগরে ঢেউ উঠেছে। ব্রহ্মবাণীর ঝড় উঠেছে, এই নাম ঘোষণা কর; এই নাম নিশানে লেখ। নিদ্রিত জগৎকে চাই না। যে রাজ্যে প্রত্যাদেশ নাই, ব্রহ্মবাণী শোনা যায় না, সে রাজ্যে সে নরকে থাকিতে চাই না, মানুষের নির্জীব কথা আর শুনিতে চাই না। তুমি কথা কও স্পষ্টাক্ষরে, আমরা যে তোমার কাছে আসিয়াছি, ব্রহ্ম। আমরা যে তোমার মানুষ হইয়াছি, হরি। কথা কও; মেদিনী বিকম্পিত করিয়া, হে ঈশ্বর, তুমি কথা কও। পৃথিবীর উপদেষ্টারা চুপ করুন, শান্ত হউন। এখন মানুষের শাস্ত্র প্রচারের সময় আর নাই। এ যে উৎসব, এ যে ১১ই মাঘ। ঝড় আসুক। নৌকাখানা এ দিক ওদিক করিয়া দুলুক। এই কথা বলিবে, ব্রহ্মমুখে এমন বাণী শুনেছি যে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। আমিত নির্জীব শাস্ত্র মানি না। আমি কেবল জ্বলন্ত শাস্ত্র মানি; আমি কেবল ঝড়ের কথা শুনি। হরি হে, নির্জীব নিদ্রিতদের জাগাও; অলসদিগকে উঠাও। নির্জীব শাস্ত্রদিগকে বন্ধ রাখিয়া এখন কথা কও, কথা কও।

তোমার কথা শুনি। ঝড় আস্‌চে ৪০ হাজার বেদ বেদান্ত তার সঙ্গে ছুট্‌চে। বড় বড় বেদ, প্রকাণ্ড বৃহৎ বেদ, ব্রহ্ম, তোমার মুখ হইতে ক্রমাগত বাহির হইয়া আসিতেছে। জাগিব না? হরি হে, এত ধুমধাম, এত শব্দ কিসের? জীবন্ত ঠাকুর এসেছেন। "আমি এয়েছি আমি এয়েছি" এই শব্দ আরো জাঁকিয়ে আসুক। "আমি আছি, আমি আছি" "আমি আছি, আমি আছি" এই ব্রহ্মের শব্দ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া ঝড় হইয়া আসুক। মা শক্তিরূপিণীর কথায় তাড়িত গুলি হৃদয়ে এসে লাগচে। বজ্র, তুমি আর কোথায়? ব্রহ্ম মুখবাণীতে। আমার মার মিষ্ট কথা গুলি এখন বজ্র ধ্বনিতে আস্‌চে। এ শব্দ কি আর না শুনে থাক্‌তে পারি? পৃথিবী চুপ্, ব্রহ্ম কথা কও। মা আমার কথা কও, হৃদয়ের ভিতর রক্তের ভিতর, বুকের ভিতর কথা কও। ব্রহ্মবেদ সকলে শ্রবণ করি, ব্রাহ্মদের রাজা, ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ করাও। লাগুক বুকে ব্রহ্মের ঝড়। প্রেমময়ী, এই আনন্দের সংবাদ জগৎ ভরাইবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ। তোমার কথায় তোমার সত্য প্রমাণ। তোমার ঝড় লোক গুলিকে শুনিয়ে তোমার সত্যের প্রমাণ করি। মাতঃ শক্তিরূপিণী, জোর হয়ে, পরাক্রম হয়ে এস। আর অবিশ্বাসী নাস্তিক নির্জীব যেন কেহ না থাকে। ঐ শব্দ আমাদের পথের নেতা হউক। ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নববিধানের উৎসবের স্থানে উপস্থিত হই। ভাই বন্ধুকে নিয়ে চল।

সকলে মিলে ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠধামে যাই। শুনি আর, আরো পবিত্র হই। হে করুণাময়ী, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার প্রত্যাদেশের যে এই প্রকাণ্ড ঝড় উঠিয়াছে তাহা ভাল করিয়া শুনি স্পর্শ করি, দেখি, নবজীবন লাভ করি এবং দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মহত্ত্ব লাভ।

২০ এ জানুয়ারি, ১৮৮৩।

হে দীনদয়াল, হে নববিধানের বিধাতা, তোমার সকলি ভাল, তুমি ছোট যদি তবে ভাল, তুমি বড় যদি, তাহলেও ভাল। তুমি যদি ছোট হও, আমার ঘর ছোট, প্রাণ ছোট, হৃদয়কুটীর ছোট, প্রেমের দড়ি ছোট, ভক্ত সংসারে, ভক্ত পরিবার মধ্যে গৃহনাথ বলিয়া তোমাকে বাঁধি। ছোট ঘরে ছেলেখেলা খুব মজার হয়। বড় ঘরত খেলাঘর নয়, খেলাঘর এক কোণে হয়। বড় ঘর, বড় হাঁড়ি হাতা দিলে বালক হাসিয়া বলিবে এতে কি খেলা হয়? এতে যে রান্না হয়। সে ছোট হাঁড়ি ছোট হাতা লইয়া খেলা করিবে। পিতা, ছেলেরা ছোট চায়, তাই তুমি বলেছ যে আমার ছেলে হবে আমি তার খেলাঘর হব। তোমার সাধক ছেলে মানুষ, তুমি ছেলেদের হয়ে ছেলে ভুলাও তা

জানি। এতে আমোদ আছে, প্রমোদ আছে, ভগবান্‌কে নিয়ে খেলা করাতে সুখ আছে, মজা আছে। আমার বুক যেমন ছোট ছোট, আমার চোক যেমন ছোট ছোট, মার রূপও তেমনি ছোট, পা দুখানিও তেমনি ছোট ছোট। আবার মা বড় হলেন যখন, তখন আমি ছোট থাকিতে পারি না। নববিধান যে অতি প্রশস্ত ব্যাপার। এ যে বিস্তীর্ণ ধর্ম্ম, প্রকাণ্ড ধর্ম্ম, এসিয়া আমেরিকাকে গ্রাস করিল। আমি কথা কহিলাম ছোট ছোট স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে, এখন কথা কচ্চি প্রকাণ্ড পৃথিবীর সঙ্গে। সেই ছোট আমি বড় হলাম। কেন জান? সেই ছোট তুমি বড় হলে বলে। আমি ছোট হই, ধূলিকণার ভিতর বসে ব্রহ্মসাধন করি। আবার চড়াৎ করে গিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে দুই দিকে রেখে বিশ্বপতি তুমি, তোমার আরাধনা করি। আমার মন রবারের মত দুই দিকে টানা যায়, টানিলে বড় হয় আবার ছোট হয়। ভগবান্, তোমার সন্তান ছোট আবার বড় হয়। এই যে দুই রকম, তোমার সাধনের দুই দিক্, আমার পক্ষে প্রয়োজন। আমি কেবল ছোট হইলে হইবে না। আমি যদি মাটীর ঢিপিকে পাহাড় কল্পনা করিয়া যোগসাধন করিয়া জীবন কাটাইলাম, তবে প্রকাণ্ড হিমালয়ে দাঁড়াইয়া কথা কহিলাম, সেই কথা এণ্ডিস্ পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি হইল, ইহাত দেখিতে পাইলাম না। হে পরমেশ্বর, নববিধানবাদী হলাম ব্রহ্মাণ্ডকে বুকে রাখিতে পারিলাম না। আমি ছোট ছিলাম, ছোট রহিলাম, ছোটর

বড় দুঃখ। আমরা ছোট গ্রামের জন্য প্রেরিত নই, আমরা মহাসমুদ্র প্রকাণ্ড পৃথিবীর জন্য প্রেরিত। হে দীননাথ, আর কেন ছোট? হৃদয়কে প্রশস্ত কর, মনটাকে খুব বড় কর। মা, তুমিও বাড়্‌তে থাক, আমরাও বাড়্‌তে থাকি। ভারতে করেছি প্রচার সম্মিলনের মন্ত্র, এখন পৃথিবীতে প্রচার করিব তোমার সম্মিলনের মন্ত্র। রাজা হব মেদিনীপুরে, রাজ্য করিব আনন্দের রাজ্যে। এবার ভারি মিলন হবে, প্রত্যা-দেশের ঝড়ে হৃদয়ের সব দরজা খুলে দাও। স্বর্গের বাতাস খুব আসুক। এবার এক এক ভাই এক এক দেশের রাজা, আর শ্রী রাজাধিরাজ রাজা হাসিতেছেন যে, সকল ছেলেকে এক এক রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম। মা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। সময় আসিয়াছে আসিতেছে, ভগবান্, যখন বড় বড় ভূখণ্ড আসিবে আর আমি গৃহে স্থান দিব। আমি দুই ভূখণ্ডকে দুই দিকে রাখিব। ভাই হও ভাই, স্বামী স্ত্রী হও ভাই, আনন্দের মিলন কিন্তু চাই। আজ পৃথিবী তোমার কাছে গলবস্ত্র হয়ে বল্‌চে "কত কাল আর কাঁদিব, ভগ-বান্। ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ধর্ম্মসম্প্রদায়ে কত কাল আর ঝগড়া থাকিবে? দুঃখের নিশি কবে অবসান হবে?" মা পৃথি-বীর ক্রন্দন শোন। নববিধান এয়েছেন সব ধর্ম্ম মিলিয়ে দাও। হাতে হাতে মুখে মুখে বুকে বুকে মিল করে দাও। যত ভাই যত ভগ্নী তোমায় মা মা বলে ডাক্‌বে। সকল জাতি তোমাকে ডাক্‌বে। একটি বিস্তীর্ণ নববৃন্দাবন করে

দাও তাতে সকল সাধকেরা নৃত্য করুন। হে কৃপাময়, হে মঙ্গলময়, কৃপা করে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন ছোট ছেড়ে বড় হই, যেন তোমার প্রকাণ্ড পৃথিবীর মঙ্গল-সাধনে নিযুক্ত হই, এবং সমস্ত জাতি সমস্ত পৃথিবী তোমার হইয়াছে দেখিয়া কৃতার্থ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিত্য নূতন হরি।

২১ এ জানুয়ারি, ১৮৮৩।

হে দীনদয়াল, ধর্ম্মরাজ্যের রাজাধিরাজ, তোমার বিস্তীর্ণ দরবারে বসিয়া ভাই বন্ধু সকলে মিলে তোমার পূজা করিতেছি। আগে তুমি যেমন ছিলে তেমনি রয়েছ কি না বল; অর্থাৎ আগে আমরা তোমাকে যেমন দেখিতাম তেমনি করিয়া দেখি কি না বল। ঈশ্বর আছেন, তিনিত চিরকাল সমান, কিন্তু প্রাপ্ত ঈশ্বর তিনি কি সমান? তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম যাক্, আর কিছু চাই না। এমন গরিব এমন নাস্তিক হইলাম এত দিনে? এমন দুর্দ্দশা দুর্গতি আমাদের? তুমি সমান? তবে তুমি যাও। তুমি বল আমার হরি, এই কথাটি সহজ করে বল যে, যা ছিলে তুমি তাই কি না? তোমার সম্বন্ধে তুমি তাই থাক আপত্তি নাই। যদি না থাক আপত্তি আছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি সমান থাক, আমার দ্বারা

লঙ্ক হরি যদি চিরকাল সমান থাক, তবে আমার মরা ভাল। তুমি ঘটে যা, সমুদ্রে তা ! আকাশে যা আমার বাড়ীতে তা ! রোজ ভাঙ্গাঘরে বসে ডাক্‌ব ? তিক্ত রসে মিষ্ট রসে মিশ্রিত উপাসনা রোজ ! এখনও সেই ব্রহ্ম চিন্তা শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান ? যাও, হরি, ভাল লাগে না, অরসিক ঈশ্বর, গণিত শাস্ত্র রাখ, দুই আর দুই সমান রেখে দাও চিরদিন ! ও আমার ভাল লাগে না। এক মুষ্টি অন্ন এক বাটী চিনির রস চির দিনের জন্য বরাদ্দ থাকিবে ? আমি এ মানি না, হরি। আমি মানি নূতন নূতন পরিবর্ত্তন। রঙ্গ বেরঙ্গ, রোজ নূতন নূতন ঈশ্বর, হরির লীলা না হলে হরিকে ভাল লাগে না। আমার হরিতে অরুচি হয় না। এই সৌভাগ্য, একতারায় অরুচি হয় না। কেন না একটা তার বটে কিন্তু ঐ শব্দের ভিতর কত রকম মজা আছে। আমি ওর ভিতর থেকে মহাদেব দুর্গা শ্রীমতীকালী সকলকে বাহির করি। আমি শক্ত গুরুকেও উহার ভিতরে পাই, আবার মিষ্ট মা নামও উহাতে পাই। মা, তুমি যে এক হয়ে মাতৃরূপ হও। এক হরির কত লীলা ! আমার হরি, তুমি যে জীবের প্রিয় হতে পারিবে এইতে আমি বুঝিতে পারি। মুখস্থ ঈশ্বর এক রকম থাকে। আমাদের হরি রোজ রোজ নূতন নূতন রকম। কত রকম তুমি জান। তোমার এত কাপড় আছে আলমারির ভিতর ! তুমি আমাদের মা, জরির কাপড় পরিতে ভালবাস। কত রকম রকম পোষাক পর। তোমার

কাপড়ের রঙ্গ বেরঙ্গ কত রকম। নাথ, তুমি চিরকাল ভক্ত-রাজ্যে এই রকম বিচিত্রতা প্রকাশ করিও। মা, রোজ নূতন সুরঙ্গ সজ্জে না হলে মানুষের ভাল লাগে না। একটা প্রকাণ্ড সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী অদ্বিতীয় দেবতা রোজ মুখে বলে গেলাম, তাতে ত হবে না। নববিধানের ঠাকুর যে নবীন। তাঁর ছেলেরাও নবীন। ঈশা, মুষা, গৌরাঙ্গ, ওঁরাও মার মত নূতন নূতন ছোট জরির পোষাক পরেন। মা যে দিন যে পোষাক পরেন, ওঁরাও সে রকম ছোট ছোট পোষাক পরে আসেন। তুমি যে দিন মধুময় হও, তোমার আকাশও সে দিন মধুময়। নবীন গাছ, নবীন ফুল, নবীন জগৎ, নবীন হরি। আমি চির দিন যেন তোমায় নবীন ভাবে পূজা করিতে পারি। যে একতারা ছোঁবে আর তার ভিতর হইতে তেত্রিশ কোটী দেবতা বাহির করিতে না পারিবে, তার এ দলে আশা মিথ্যা। আমরা রোজ মাকে দেখি যে নূতন নূতন কাপড় পরে আসেন। এক এক ১১ই মাঘে এক এক রকম অলঙ্কার পরে, পোষাক পরে আসেন। আমার সমুদয় গুলি মিষ্ট লাগে। দয়াময়ী, কেন এত রকম রূপ ধরে কাঁদাচ্চ, মাতাচ্চ? তোমার রূপ যে আর ফুরাবে না। তোমার আলমারির ভিতর যে ছবি দেখা যাচ্চে, তাই কত রকম! ঈশার সময় এক রকম পোষাক পরেছিলে, আবার গৌরাঙ্গের সময় এক রকম পোষাক পরে এসেছিলে। আবার আমরা যখন নাচি, আমাদের সঙ্গে নাচ্‌বার পোষাক

পরে এস। কত রূপ তোমার। এক মা, লক্ষ মা। কোটি কোটী রূপ তোমার, তুমি চিরনবীন, বীণা বাজাও, কিন্তু প্রতিবার যেন বীণার নূতন সুর বাহির হয়। দয়াময়ী, আমাকে যদি বাঁচাতে চাও, তোমায় রোজ নূতন হতে হবে। আর আমি এঁদের সেবক ভৃত্য, আমাকে যদি নূতন দেখাও শুনাও, আমি এঁদেরও নূতন শোনাব, দেখাব। নূতন নূতন প্রার্থনা করিব, নূতন উৎসব করিব। ভ্রাতৃপ্রেম নূতন করির, ভাব নূতন করিব। তুমি চিরনবীন থাক তা হলে আমাদের ভাবনা থাকিবে না। নববিধান নূতন বিধান নবীন বিধান, চির দিনই নূতন। আমার হরি রোজই নূতন, রোজই নবীন। নবীন কর। নূতন বিশ্বাস, নূতন চক্ষু, নূতন দর্শন, নূতন শ্রবণ, নূতন প্রতিষ্ঠা, নূতন স্থাপন। নবীনের নবীন, নবীনের ভক্তবৎসল। তুমি নবীন, আমরা নবীন, নিশান নূতন, সবই নূতন, তুমি নূতন হলে সবই নূতন। আকাশকে নূতন কর, জীবনকে নূতন কর। নূতন যৌবন দাও; নূতন উৎসাহ দাও। নবীন দলকে মাতিয়ে এবার পৃথিবীকে দেখাও তোমার ছেলেদের ঘরে কত টাকা কত নূতন কাপড়। নববিধানের লোকেরা তোমাকে নূতন করে রেখেছে। নবীন চন্দন ঘস্‌চে, নবীন ফুল দিয়ে পূজা কচ্চে, নূতন বরণ হবে, মেয়েরা নূতন পূজা করিবে। দয়াময়ী, নবীনভাবদায়িনী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন

নূতন ভাব, নূতন উৎসাহ, নূতন মত্ততার মত্ত হইয়া চির দিন নবীন ভাবে তোমাকে পূজা করিতে পারি, এবং নবীন যে তুমি তোমাকে সকলকে দেখাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আত্মপরিচয় দান।

২৩ এ জানুয়ারি, ১৮৮৩।

হে প্রেমময় হরি, আনন্দের সমুদ্র, রোগাক্রান্ত হইয়া শরীর ভাঙ্গিবার জন্য যেন গত বৎসর প্রস্তুত হইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম উৎসব আর শেষ করিতে পারিব না। কিন্তু শান্তিধাম সুখধাম তুমি, আমার মাথায় যখন হাত দিয়া কোলে করিয়া রাখিলে, তখন আমি বুঝিলাম তোমার সেবা করাই জীবন, আলস্যই মৃত্যু, মৃত্যুত আর কিছু নয়। আবার খাটিতে লাগিলাম, বন্ধুদের সেবা করিতে লাগিলাম, আবার ত উৎসব সম্ভোগ করিতে পারিলাম। প্রেমের কথা, পুণ্যের কথা, অগ্নির কথা আবার যেন বলিতে পারি। মরি নাই যদি, তবে মৃতের ন্যায় থাকি না যেন; ভবে ভাগবতী তনু পাই যেন। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে যেন বীরের মত শক্তি সামর্থ্য আমার ভিতর আইসে। আমার দক্ষিণ হস্ত লৌহের মত কঠিন হইবে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমার কথা হইতে বাহির হইবে। তোমার

ভালুকে তবে বুঝি ভাল করে বসিলাম। ইউরোপ আফ্রিকা আসিয়া আমেরিকা চারিটি নাম নিশানে উড়িল। ভাঙ্গা শরীরে এত জোর কেন দিলে? ব্রাহ্মসমাজ কি নববিধানের ভিতর গিয়ে বিলীন হয়ে যাচ্চেন? বাঙ্গালী প্রচারকেরা কি পৃথিবীর প্রচারকের উচ্চতর পদ পাইবেন? হে ভগবান্, এবার পরিবর্ত্তন দেখ্‌চি। আমাদের কাজের নূতন বন্দোবস্ত দেখ্‌চি। আমি যেন এঁদের আর সামান্য মনে না করি। যথার্থ সন্ন্যাসী বৈরাগী হয়ে এঁদের সেবা করি। এবারকার বীরেরা তোমার দ্বারা আহূত হইয়া খুব বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে। এবারকার গোলা একটা পাসিফিক মহাসাগরে একটা আমেরিকার বুকে গিয়া পড়িবে। প্রেমস্বরূপ, আমরা কি প্রমাণ দেখিয়াছি যে, এক জন কেউ আমাদের মধ্যে ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের মত হয়েছে? নববিধানের নিশান আকাশে উড়ে, নববিধানের মানুষ কি পৃথিবীতে বেড়ায়? এমন কি এক জন কেউ আমাদের ভিতর হয়েছে যাঁর বুকে হাত দিয়ে বলিতে পারিবে লোকে, ইহাঁর ভিতর চারি বেদ এক হয়েছে? ঈশা মুষা গৌরাঙ্গের বিধানে যে, লোকে জীবন দেখেছে, এবারও মানুষ চাই। এমন মানুষ চাই যারা ভগবানেতে আনন্দ পেয়েছে, যাদের চক্ষু মুখ কর্ণ দিয়ে অমৃত পড়িতেছে। এমন লোক কি নববিধানে হয়েছে? হরি, মানুষ নাই? জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের ভিতর নাই? ভগবান্,

বল এই বেলা, মানুষ যদি না হয়ে থাকে কেউ নববিধানের ভিতর, তবে সব মিথ্যা। সব ফেনার মত দুই চারি বছর পরে চিহ্নও থাকিবে না। দোহাই হরি, দৃষ্টান্ত দাও, মানুষ দেখাও। গরিব বলিতে চায় যে, ঈশা মুষার বিধানের সঙ্গে এ বিধান মিলেছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আছে। এ গরিব বলিতে চায়, কাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না, কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল প্রেমিক হইল, সাম্প্রদায়িক ছিল হইল সার্ব্বভৌমিক, কাল মলিন ছিল ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় হইল, কঠিন ছিল কোমল হইল। এ পাপীর জীবন যেন এমন হয় যে, তা দেখে লোকের আশা হয়। সাধুদের পদধূলি শরীরে মুখে সে মেখেছে তোমার প্রসাদে তোমার নববিধানের প্রসাদে অনেক সাধন করে, অনেক কেঁদে। অনেক কষ্ট করে নববিধান পেয়েছে, লোকে যেন ইহা বলে। আমি যে কঠিন ভাবে সাধন করিতাম, এখন আমার মত সুখী কে হরি? আমার বাগানের মত ফুল কার বাগানে? এই জন্য আমি সুখী যে আমি নববিধানে সব ধর্ম্মের সমন্বয় মিলন দেখিতেছি। আমি ত সিদ্ধ হইয়া জন্মি নাই। আমি অবিশ্বাসী পাপী অপ্রেমিক ছিলাম। পরিবর্ত্তিত পাপী এই বিধানে কেবল দেখা যায়, অন্য বিধানেত তা হয় নাই। প্রেম ভক্তি ছিল না, ভক্তদের জানিত না, ক্রমে সে নববিধানের প্রসাদে পরিবর্ত্তিত জীবন

পাইল; সকলের আশা হইবে। সকলকে বুঝাইয়া বল, আমার চেয়ে খারাপ আর কে হবেন? তবু আমার এ পথে তিনি আসিতে পারেন। আমার জীবনে যেমন নববিধা-নের বিরোধ ছিল এমন আর কার জীবনে আছে? কিন্তু হরি, প্রেম চাই। প্রেম ভিন্ন কিছু হয় না। হে মাতঃ, তোমার মঙ্গল হস্ত ভাইদের মাথায় রেখে বল তোমরা প্রেমিক হও, প্রেমিক হও। সকল দেশের সকল ধর্ম্মের মিলন কেবল প্রেমেতে। হে ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ, সক-লের কাছে এস। আর কিছু না আর কিছু না, হরি, প্রেম বাঁচাবে পাপীকে। আর কিছু চাই না। প্রত্যেক ভাই মৌমাছির চাক হয়ে পৃথিবীতে বসিবেন, যত লোকে খোঁচা দেবে, মধু দেবেন। খোঁচা না দিলেত মধু বেরয় না, প্রেম পড়ে না। প্রেমসিন্ধু, দলপতি হয়ে এই বালককে যদি একটি দল দাও, প্রেম দাও তাদের। আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ, আমি নিশ্চয় বলচি আমার জীবন দেখ, বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। নারকী উদ্ধার হতে পারে এ যদি দেখিতে চাও, তবে ভাই এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ। জগৎ সংসারকে ভালবাসিব, বিরুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রকে এক করে নেব, সমস্ত সাধুদের হৃদয়ে রাখিব, ক্ষমা প্রেম দেব। তোমরা যাও পঞ্জাবে, যাও উড়িষ্যায় ফিরে, কিন্তু এক জন ভাই তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। পাপ শয়তান যদি আগে চলে,

সেই লোকটা * পাপ শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষেত নববিধান পেলে, তবে আমি পাব না কেন? আমিত মরি নাই, আমার রোগ হইয়াছে কত বার। গ্রন্থ শেষ হয় হয় এমন হয়েছে, কিন্তু আমার যে জোর বল বেড়েছে। কত ভয়ানক বিপদ দারিদ্র্য সম্মুখে ছিল, তবুত কাঁদি নাই; পাছে আমার ভাই কাঁদে! আমি যদি এক গেলাস মদ খাই, ভাইরা যে বোতল বোতল খাবে। আমি যদি দুর্ব্বল হই, আমার ভাইরা আরো দুর্ব্বল হয়। হরির দাসত ভগ্নহৃদয় হয় না। শত্রুদের আক্রমণ আমার মত কে সয়েছে? এমন এক জন আছে, যাকে ক্রমে শত্রুরা আরো আক্রমণ করিবে। করুক! আমার কেউ কিছু করিতে পারিবে না, কখন পারে নাই। আমার প্রাণের রক্ত বুকের রক্ত তুমি। আমায় কে কি করিবে? আমি যে তোমার কাছে শিখে নিয়েছি ভালবাসিতে। আমি যে ক্ষমা করেছি প্রেম দিয়েছি। আমি যখন আছি, কারো ওজর নাই। হরি, আমি আছি তোমার গোলাম, আমি প্রমাণ্ করে দেব যে, আমি জঘন্য হতভাগা পাপী, আমারত যোগ ভক্তি ছিল না। এখন কি আমার লাভ হয় নাই? আমার যোগ ভক্তি প্রেম বড় হয়েছে, আমার প্রেমে আমি সাঁতার দি। আমার জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান হয়েছে, আমি বুঝিতে পারি। বাইবেল পর্য্যন্ত আমি বুঝেছি, সংন্যাস-

* নববৃন্দাবনের অবিনাশ।

ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব বুঝেছি। আর তোমার জন্য বড্ড খাটি। নাথ হে, যদি কেউ বলে কর্ম্ম করি বলে বোধ হয় না; তাঁরা আমার জীবন দেখুন। হরি, আমার শরীর থাকিতে থাকিতে কারো কিছু উপকার করে লও। এঁদের বন্ধু দরকার, একটা বন্ধু এঁরা সঙ্গে নিয়ে যান। এঁদের যখন বড় খিদে পাবে, একটা মেঠাইয়ের দানা আমাকে কর। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই। আমি কেবল মেলাবার চেষ্টায় আছি। স্বদেশ বিদেশকে, হিন্দু মুসলমানকে, তেল জলকে, সকল ধর্ম্মকে মিলাইতে চাই। আমি পাপী হয়ে পুণ্যাত্মা হতে চাই না, আমি সিদ্ধ হয়ে জন্মেছি তা বল্‌চি না। আমি এই একটা আশার কথা বলিতে চাই যে, একটা খুব পাপী ছিল, যার প্রসাদে তার জীবনে খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে। হয়নি যা তা হবে, অসম্ভব যা তাও হবে। একটা কাল ছেলে সুন্দর হয়েছে, একটা ছেলে তোমার কাছে দৌড়ে যাচ্চে, এই আশার কথা শুনিব আর সকলে ভাল হয়ে যাব, মা দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিবর্ত্তিত জীবন।

২৫ এ জানুয়ারি, ১৮৮৩।

হে দয়ালহরি, হৃদয় বৃন্দাবনের শ্রীনাথ তুমি, তোমাতে আমাদিগকে আর একটু টানিয়া লও। আর একটু টানিয়া লইতে হইবে। বাহিরে বাহিরে দেখিতেছি ভাল, অন্তরের অন্তরে দেখি না ভাল। বন্ধুগণ উৎসবে আসিয়াছেন, বাহিরের মজা লুটিলেন, বাহিরের উৎসব সম্ভোগ করিলেন। গৌরাঙ্গের পিতা, অন্তরের অন্তরে কি নববৃন্দাবন স্থাপন করিতে পারিলেন? পিতা, আমি যে সেই লোক, যে বাহিরের দেখিয়া তুষ্ট হয় না, বার বার পরীক্ষা করিতে চায়। ভাল যে হয়েছে খুব, ভারি সন্দেহ সে বিষয়ে। মনে হয়, হরিকে এরা কেন আর একটু ভালবাসিল না, উৎসব কেন এত শীঘ্র শীঘ্র শেষ হয়। ব্রহ্মদর্শন ভিতরে ভিতরে তত যেন হচ্চে না। মেয়েদের আমোদ কেন এত শীঘ্র শেষ হইতেছে? মা মা বলিতেছে সকলে কিন্তু তত বলিতেছে না। পরীক্ষিত বিষয় ভিন্ন এই কঠোরহৃদয় লোকের কাছে কিছুই যে আদরণীয় নয়। এঁরা বাড়ী যাবেন কি নিয়ে? হরিদর্শন পেয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে? তাই হউক। হরি হে, আশীর্ব্বাদ কর তুমি, কিছু যেন দেখি। বাহিরের নৃত্য গীত ভাল, কিন্তু মন দেখাও তুমি, এ হলে বিশ্বাস করি, নতুবা কিছুতে নয়। বুকে হাত দিয়া

দেখি আমি চিকিৎসকের মত, ভিতরে কি হইয়াছে, জমাট নীরেট ব্রহ্মবাজনার সুর পাওয়া যায় কি না কাণ দিয়া দেখি। হরি নাম বাজে, একতারা বাজে, নববৃন্দাবনের পাহাড়ের উপর যোগ ধ্যান চল্‌চে বেশ, এ বোঝা যায় কি না? বুকের ভিতর যদি এ সব শোনা যায় দেখা যায় বেশ, তোমার উৎসব সফল হয় তবে। উৎসবান্তে এঁরা এমন কিছু নিয়ে যাচ্চেন কি না, যা ছিল না। এ হতভাগার বাড়ী হইতে বৎসরান্তে কিছু লইয়া যাইতেছেন কি না দেখিব। শূন্য মন নিয়ে যাচ্চেন কি? কিছু পেলাম না বলে পাছে ফিরে যান! ঈশ্বর, যে কিছু না পেয়ে চলে যাচ্চে তার মনে ত এ ভাব হচ্চে। পিতা মাতা আরও একটু সহজ হবে না? ধর্ম্মকে এত কঠিন করে রাখ্‌বে? এঁরা যে এলেন দেশদেশান্তর থেকে কিছু কি নিয়ে যাবেন না? প্রচারকেরা উৎসবের পূর্ব্বে যা ছিলেন তার চেয়ে কি ভাল হবেন না? পাঁচ মিনিট ধ্যান করে যা হইত, এখন এক মিনিট ধ্যান করে তাকি হবে না? নূতন নাচ কি শেখাবে না? দেবতাদের বাড়ী থেকে নূতন বাদ্য কি আসিবে না? ব্রহ্মদর্শন ভাল হয় না, ধ্যানের সময় বসে "চিন্তা তাড়া তাড়া" যত বলি তত অন্য চিন্তা আসে। সব ব্যাঘাত রহিল কি? ধ্যান করিতে শিখিলাম কেহ ত বলে যাচ্চে না? ধ্যানে বসিলেই ব্রহ্মদর্শন হয়, কেউ বলে যেতে পাচ্চে না? ভক্তির নৃত্য ভাল

জমাট হলো না, যোগ প্রেমের মিলন হলো না ভাল। ভাইতে ভাইতে মিল হলো না। সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় এক হবার কথা ছিল, কৈ হলো এক। * * *। *

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিতে তন্ময়ত্ব।

২৯এ জানুয়ারি, ১০৮৩।

হে দয়াসিন্ধু, অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুর, মত হইতে অনুষ্ঠান বহু দূরে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে নববিধান বহু দূরে, সাধনক্ষেত্র হইতে মুক্তিধাম বহু দূরে, আমাদের চেষ্টা হইতে লক্ষ্য বহু দূরে। তোমার সঙ্গে এক হয়ে প্রেমে তদ্গত আর তন্ময় হইব। এই যে শরীর আছে ইহাকে ব্রহ্মময় দেখিব। উৎসবে ধন দান করেছ, আশীর্ব্বাদ করেছ, এখন আমার হাতে, শ্রীহরি, তন্ময় হওয়া। হরির যা করিবার করেছেন। মা লক্ষ্মী স্বয়ং সন্তানের হাত ধরে নৃত্য করেছেন। মার হস্ত সন্তানের হস্তের সঙ্গে একত্র হয়েছে। ধ্যানেতে ভক্তিতে যোগেতে মার এবং ছেলের চক্ষু এক হয়েছে। ভক্তের মাথায় মার আশীর্ব্বাদ

---

* ইহার পর হইতে ২৮ এ জানুয়ারি পর্য্যন্তের কাপী হারাইয়া গিয়াছে।

প'ড়েছে। এখন, প্রেমময়ী, যে মিথ্যা কথা বলিয়া ওজর করিবে তার কথা কেহ যেন বিশ্বাস না করে। তোমার আশীর্ব্বাদ যখন হ'য়ে গিয়েছে, তখন, নাথ, হরিময় হওয়া আমার হাতে, তোমার হাতে কৈ? ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়ে দিয়েছ, এই ঘরে হীরা মুক্তা সোণা ঢেলে দিয়েছ, আর কি দিবে? আর কি করিবে? সুধাসমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে বসাইয়া দিয়াছ। বাড়ী যাওয়ার সময় উৎসবের যাত্রীরা হয় ব্রহ্মকে লইয়া যাইবেন, নতুবা যার বাড়ীর ব্রহ্ম তার বাড়ীতে থাকি-বেন। তন্ময় হয়ে যাব, ব্রহ্মচক্রে ঘুরিব, ব্রহ্ম আকাশে উড়িব। শরীর স্বর্গময় হয়ে যাবে। তাই হয়ে যাব, ঈশার গৌরাঙ্গের যা হয়েছিল। আমাদের কাল শরীর যদি গৌরাঙ্গ হয়ে যায়, ব্রহ্মেতে লীন হয়ে যদি ব্রহ্মদেহ হয়ে যায়, তবে কিছু কার্য্য গুছিয়ে নিয়ে চলিলাম। ভিতরে সমস্ত হরি হয়ে গেল। নিঃশ্বাস পড়ে হরিতে, রক্ত চলে হরিতে, হরিপাদ-পদ্ম হইতে রক্ততরঙ্গ বাহির হইয়া শরীরে চালিত হয়। তন্ময় হরিময় শরীর। তনু তুমি কি তন্ময়? না সংসারময় পাপময়, লোভময় নরকময়? তনু, বল তুমি হরিময়? গৌরাঙ্গ ঈশা বুদ্ধময় কি না বল? শরীর আমার তন্ময় কি না আগে পরীক্ষা করিব। বুকের তার সুতার সেতার, চমৎকার সুতান বাহির হয়। ব্রহ্মেতে সমুদয় শরীর তন্ময়। পূজার সময় স্বামী স্ত্রীকে গহনা দেয়, সেই গহনা গুলি পাড়ার সকলকে না দেখাইলে সতীর আহ্লাদ

হয় না। শ্রীহরি, উৎসবে এতগুলি সতী হয়েছেন, এঁরা সকলে কি তাঁরা এক এক খানি গহনা নিয়ে বাড়ী যাবেন? মা, সকল সতীকে ঘরে ডেকে গহনা দিয়েছ? হে দয়াসিন্ধু, তুমি দিয়েছ পিতা হয়ে পতি হয়ে, তোমার ধন নিয়ে ধনী, তোমার ভূষণে তন্ময়। এবার তোমার এক খানি গহনা নিয়ে পরেছি। আহ্লাদ আর ধরে না। পাড়ার সকলে দেখ, সৎ সতীকে কি দিয়েছেন। এবার তন্ময় শরীর। হরি আমাতে, আমি হরিতে, তোমার ভিতর ঐ আমি আর আমার ভিতর এই তুমি, এই যে নিবিষ্ট হওয়া, এইটি তুমি এই কয় জন ভক্তকে হরি করে দাও। এলে যদি, তবে দুর্ব্বল পাপ কলঙ্কিত শরীরকে রূপবান্ কর, কৃষ্ণাঙ্গকে গৌরাঙ্গ কর, তন্ময় কর। ঋষিতেজ আমাদের ভিতর দাও, তুমি আমার হয়ে যাও, আর আমি তোমার হয়ে যাই। আমার মাংস রক্ত আর জড় যেন না থাকে। আমি এবং আমার বন্ধু বান্ধব সকলে এক হয়ে তন্ময় হয়ে যাই। সাধনে ভজনে প্রত্যেক ভক্তকে খেয়ে ফেলেছি। আর ভাইদের ছেড়ে দেব না। হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করেছি। তন্ময় হরিতে আর তন্ময় ভাই বন্ধুতে, সকলে এক হয়ে গেলেন। ভিতরে কেবল ব্রহ্মনিনাদ শুনি, ব্রহ্মবাক্য শুনি, চিরকাল উৎসব সম্ভোগ করি। পিতা, দয়াময় সকলকে একাকার করিয়া তোমার চরণে তন্ময় করিয়া দাও এই তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভিক্ষা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিত্য বৃন্দাবনবাস।

৩০ এ জানুয়ারি, ১৮৮৩।

হরি হে, এই দুই দিনের মধ্যে উৎসবচক্র থামিবে। সম্ভাবনা এই, ইহার পর পাপী আবার পাপ করিবে, ঝগড়াটে আবার ঝগড়া করিবে, অবিশ্বাসী অবিশ্বাসে ডুবিবে। শয়তান ছুটি লইয়াছিল এক মাসের জন্য, আবার বুঝি আসিতেছে গাড়ি প্রস্তুত করিয়া; আবার বুঝি নরকের দরজা খুলিতেছে। আমাদের মনের কুপ্রবৃত্তি সকল বাড়ী গিয়াছিল এই এক মাসের জন্য ছুটি লইয়া। আবার যে তাঁরা বিকটাকার ধরিয়া আসিবেন না কে বলিল? একটা মাস তোমার সঙ্গে লেখা পড়া তা ত শেষ হয়ে আস্চে। যাঁর যেটি প্রিয় পাপ, যাঁর রক্ষিত যে পাপ হৃদয়ে ছিল, যাঁর পোষিত যে শয়তান ছিল, এক মাস খেতে না পেয়ে কাঁদিতে ছিল, আবার আসিবে। ধর্ম্মরাজ্যের সুবসন্ত এমনি করে আসে আবার চলে যায়। শ্রীহরি, পৃথিবীর এই জোয়ার ভাঁটা নিবারণের উপায় কি আছে? পাপ একেবারে কি দূর করিয়া দিবার উপায় নাই? দয়াসিন্ধু, উপায় কিছু করে দাও। এই যে আমরা একটা মাস সংসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এয়েছি, আছি ভাল। এই অবস্থাটা স্থায়ী করে দাও। হে প্রেমসূর্য্য, চিরউজ্জ্বল থাকিয়া হৃদয়ের গগন পরিষ্কার করিয়া রাখ। এবার বৃন্দাবনে এসে সপরি-

যারে নিজস্ব বাড়ী জায়গা জমি কিনেছি। মা, আমার শ্রীবৃন্দাবনে এ কি বাসা? ভাড়া বাড়ী? এক মাস পরে কি তাড়িয়ে দেবে? ভাড়া ফুরিয়েছে বলে কি মাসের শেষে দূর করিয়া দেবে? এমন বৃন্দাবনের সুখ হইতে কি বিচ্যুত করিবে? নববৃন্দাবনের সম্বন্ধ শেষ হইল? যে যার আপনার আপনার পুরাতন বাড়ীতে চলে যাবে? আবার সেই রাগ লোভ কাম রিপুদের বাড়ীতে যাব? পাপনগরে গিয়া ডাকাতদের দলে গিয়া মিশিব? হে ভগবান্, দয়া করে এমন ব্যবস্থা কর, এইখানেই যাতে জীবনের শেষ কটা দিন কাটাই। বৃন্দাবনের শ্রীহরি, হাত যোড় করিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার আনন্দের শ্রীবৃন্দাবনে চিরবাসী করিয়া রাখ। আবার রাগিব? আবার লোভ করিব? আবার অহঙ্কারের আগুনে পুড়িব? আবার কুপ্রবৃত্তিগুলো আমাদের কাছে আসিবে? সাধ্য কি। দয়াময়, চিরকালের জন্য স্থান দাও। বৃন্দাবনে থাকিব। এমন বাতাস আর কোথা ও বয় না। এমন যমুনা আর কোথাও নাই। এমন ফুল আর কোথাও ফুটে না। আর পুরাতন বাড়ীতে কেন যাব? এবার বৃন্দাবনবাসী হয়ে থাকিব। ভক্তকুল আমাদের কুটুম্ব হলেন। সাধুদের পাতের খেয়ে মানুষ হব। ওঁদের বাগানে গিয়া বেড়াব। হে মাতঃ, নূতন বাড়ীর প্রেমে খুব মাতিয়ে দাও। সমুদয় শ্রীসম্পত্তি এখানে পেলাম, ভাই বন্ধুদের নিয়ে এখানে থাকি। হে মঙ্গলময়ী,

শ্রীমতী জননী, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন নববৃন্দাবনে নিত্যবৃন্দাবনে চিরবাসী হইয়া এখানে শ্রীসম্পত্তি সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তিবাচন।

৩১এ জানুয়ারী, ১৮৮৩।

হে হৃদয়নাথ, হে হৃদয়শোণিতের জীবন এবং উজ্জ্বলতা, অদ্য অপরাহ্নে কমলসরোবরের চারি দিকে তোমাকে আমরা ধ্যান করিয়া, যোগেতে তোমাকে লাভ করিয়া উৎসবান্ত করিব। উৎসবের সমুদয় রস আজ ঘনীভূত হইবে। তোমাকে আজ বুকের ভিতর করিয়া রাখিবার দিন, আজ মহাপুরুষদের সঙ্গে নিত্যকুটুম্বিতাস্থাপনের দিন, আজ হরিধ্যানের দিন, ভক্তমণ্ডলী আজ ব্রহ্মেতে এক হইবেন তাহার দিন। আজ এক হইয়া ব্রহ্মবিরুদ্ধে ভ্রাতৃবিরুদ্ধে সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন। আনন্দসরোবরের চারি দিকে, শান্তিসরোবরের চারি দিকে ভক্তমণ্ডলী আজ ব্রহ্মেতে বিলীন হইবেন। আজ ভাগবতী তনু হইবে। সকলের শরীর আজ ব্রহ্মেতে উজ্জ্বল হইবে, তাই কর। আজ তোমার সহিত গভীর মিলন, আজ তোমার অন্তঃপুরে আমাদের নিমন্ত্রণ, আজ অন্তঃপুরে যাইয়া মার

হাতের রান্না খাইব। আজ দাসদাসীদের বেতন পাইবার দিন। আজ হাত পেতে তোমার কাছে দাঁড়াইব, তুমি পরিশ্রমী সাধকের হাতে পুরস্কার দিবে বেতন দিবে, আজ কল্পতরু হইতে ফল পাইব। এই এক মাস গাছের গোড়ায় যে জল দিলাম আজ তাহার ফল পাইব। আজ পৃথিবীর সঙ্গে যে স্বর্গের শুভ উদ্বাহ হইবে। আমরা শঙ্খ বাজাইব। এক মাসের উৎসব আজ বুকের ভিতর বাঁধিব। আজ যে পাপ ধৌত করিব, হৃদয়কে নির্ম্মল করিব। আজ এমন সুধা মুখে ঢালিব, যে সুধা কখন খাই নাই। আজ এমন খাওয়া খাইব, যে খাওয়া কখন খাই নাই। আজ এমন কাপড় পরিব যা কখনও পরি নাই। আজ যে মা শান্তিদায়িনী, তুমি স্বয়ং তোমার করকমলদ্বারা ভিতরের সমুদয় পাপ অশান্তি দূর করিয়া দিবে। আজ যে অনেক সাধ অনেক আশা মিটাইবার দিন। হরি বিনা এত আশা মিটাইবে কে? হে শান্তিদাতা, আজ ভক্তদিগকে সমস্ত ঘনীভূত করিয়া লইতে দাও। বেতন লইবার দিনে কেহ যেন অনুপস্থিত না হয়। আজ অমৃতসরোবরের ধারে খেলা করিব। হে হৃদয়ের ঈশ্বর, আমরা যে সমস্ত সাধন এক করিতে গেলাম, আজ যে মহা যোগের দিন। ব্রহ্মোৎসব শেষ করিতে চাই শান্তিজল পানে। আজ যুগলসাধনে রত স্বামী স্ত্রী ব্রহ্মচরণে প্রণাম করিয়া শান্তিজল পান করিবে। তোমার চরণে প্রত্যেকে "শান্তিঃ" বলিবে। ধ্যানশীল সদাত্মা সকল আজ পরস্পরকে

স্মরণ করিয়া শান্তি বলিবে। আজ সমুদয় দেশ শান্তি বলুক। আজ ভাই ভাইয়ের হাত ধরিয়া শান্তি বলিবেন। কলহ আর রহিবে না। প্রেরিতে প্রেরিতে চিরমিলন। আজ সমস্ত অশান্তি দূর করিতে হইবে। আজ ব্রহ্ম-তেজে তেজস্বী হইয়া সকলে শান্তিতে মিলিত হই-বেন। তোমাকে প্রণাম করি, শান্তি জল পান করি, ভাইদের স্মরণ করি, শান্তিতে উৎসব শেষ করি। শ্রীমতী তোমার যথার্থ শ্রী ত পাই নাই এখনো। আজ সস্ত্রীক সবান্ধব শ্রীবিশিষ্ট হই। আজ সমুদয় দলকে জোর করিয়া সুন্দর সুশ্রী সুখী কর। দেবি, আজ এস সন্ধ্যার সময় দেখা দিও সরোবরতীরে। আজ সরোবরে কমলা কমলের উপর দাঁড়াও। আজ সকলকে দেখা দিও। আজ বক্ষের ভিতর তোমাকে বসাইয়া চিরপ্রসন্ন হইব। আজ আনন্দের সহিত সকলকে লইয়া ব্রহ্মসরোবরে ঝাঁপ দিব, ঝাঁপ দিয়া নিত্যানন্দের ভিতর চিরমগ্ন হইব। আজ সাধুদের আহার করিতে দিও। শ্রীঈশার বিবেক, শ্রীমুষার ব্রহ্মবিশ্বাস, শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের মত্ততা এক করিবে? কখানি চরিত্র একখানি করে আজ খাইয়ে দিও। আজ আমরা কজন তোমার অন্তঃপুরের ঘরে বসে খাব। আজ মার হাতের রান্না খেয়ে শান্তিজল পান করে মার চরণে প্রণাম করিব। হে মঙ্গলময়ী, হে দয়াময়ী মা, কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আজ

তোমার অন্তঃপুরে গিয়া তোমার হাতের রান্না খাইয়া খুব আনন্দে মত্ত হইব, এবং মাতৃপ্রেমানন্দসাগরে ডুবিয়া কৃতার্থ হইব। [* যো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

---

* সমুদায় প্রার্থনাগুলির অন্তে 'যো' এই নামাক্ষর থাকা উচিত ছিল, প্রথমে ভুল হওয়াতে অন্তে নিবিষ্ট হইল।

দৈনিক প্রার্থনা।

১৩৫০

[কমলকুটীর।]

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

[পঞ্চম ভাগ।]

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৮১০ শক।

মূল্য ॥০ আনা।

ভূমিকা।

পঞ্চম ভাগ দৈনিক প্রার্থনা বাহির হইল। এই ভাগের প্রার্থনা গুলির বিশেষ বিশেষ ভাব বিধানবিশ্বাসী-মাত্রেরই বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। কি আশ্চর্য্য! যখন তিনি এই সকল প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহার শারীরিক অবস্থা এমন কিছু ছিল না যে, তিনি এত শীঘ্র পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। এখন প্রার্থনাপাঠে দেখিতেছি যে, পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার যাহা কিছু বলিবার প্রয়োজন ছিল, সে সমস্ত কথাই স্পষ্ট করিয়া ভগবানের নিকট বলিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রার্থনাতে তাঁহার অন্তরের গভীর বেদনার কথা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেরিত ও মণ্ডলীর কাহার কি কর্ত্তব্য এবং কাহার সহিত তিনি কি ভাবে মিলিত ছিলেন, এই সকল প্রার্থনা পাঠে জানিতে পারা যায়। ১৮৮৩ সালে এপ্রেল মাসে তিনি সিমলা পাহাড়ে যাত্রা করেন। পাহাড়ে যাইবার পূর্ব্বে তিনি এই সকল প্রার্থনা প্রতিদিন উপাসনার সময় করিয়াছিলেন। পাহাড় হইতে যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার শরীর নিতান্ত ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি আর উপাসনা করিতে পারিতেন না। দেখিতে গেলে, নবদেবালয়ে

এই সকল প্রার্থনাই তাঁহার জীবনের শেষ প্রার্থনা বলিতে হইবে। পীড়া বৃদ্ধির সময় নিজ শয়নগৃহেই তিনি উপাসনা করিতেন, কেহ কাছে থাকিলে কোন কোন দিন উচ্চৈস্বরে প্রার্থনা করিতেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সময় তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখিয়া ঐ সকল প্রার্থনা তখন লিখিতে কেহই মনোযোগী হন নাই।

সূচী পত্র।

দৈনিক প্রার্থনা।

[কমলকুটীর।]

প্রাপ্তধনরক্ষা।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩।

হে দীনশরণ, আনন্দবর্দ্ধন, উৎসবের পরের-সময় এই যে সময় বিশেষ বিপদের সময়, পরীক্ষার সময়। যাহা পাইলাম তাহা যদি রাখিতে পারি, তবে আর বিপদ নাই। যাহা পাইলাম যদি অবহেলাতে হারাই মহাবিপদ। এই জন্য তব সিংহাসনতলে মিনতি করি, যাহা পাইলাম যেন অবহেলাতে না পলায়ন করে। এ যাত্রায় উৎসবধনকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে যেন সমর্থ হই। তুমি আর বাহিরের আড়ম্বর হয়ে থেকো না আমাদের কাছে। তুমি রসনায় রস হও, প্রাণের রক্ত হও। তুমি যদি সহায় হও, তবে এ বার জন্মের মত সংসারকে ফাঁকি দিলাম। তুমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরূপ ভাব স্থাপন কর, স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে দেখিবে তোমার ভিতর দিয়া। দুই জনের মধ্যে ব্রহ্ম। এমনি হবে পিতাপুত্র ভ্রাতাভগিনীর সম্বন্ধ। চক্ষে চক্ষে ব্রহ্মদর্শন, তার পরে স্ত্রীদর্শন পুত্রদর্শন ভাইভগিনীদর্শন।

যাহা দেখিব, হরিভাবে দেখিয়া তবে উপলব্ধি করিব। ব্রহ্মের ভাবে সকলকে দেখিব। তোমার পুণ্যের অঞ্জনে চক্ষুকে রঞ্জিত করিয়া তবে সকলকে দেখিব। এ বার ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা, কেবল ব্রহ্মসমাগম নয়। এই প্রার্থনা করি তোমার কাছে, এ বার চক্ষে চক্ষে কর্ণে কর্ণে রক্তের ভিতর বসিয়া যাও। এ বার আমাদের হাড়ে হাড়ে ব্রহ্ম হবে। মা জননী, তোমার প্রেম তোমার ধর্ম্ম আমাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া যাইবে। এ বার ধর্ম্ম সীমার অতীত হবে, হাত বাড়িয়ে ধর্ম্মের সীমা আর পাব না। পরমেশ্বর, এক জন মহাজন খুব ধর্ম্মরত্ন সঞ্চয় কোরে বাড়ীতে রাখিল, সিন্দুকে রাখিল, চাবি হাতে রাখিল, যখন দরকার হইল খুলিয়া খরচ করিল, ক্রমে ক্রমে সব শেষ হইল। আর এক জন সুচতুর সুর-সিক মহাজন অনেক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া সিন্দুকে রাখিয়া চাবি বন্দ করিয়া চাবি সমুদ্রে ফেলিয়া দিল, তার পক্ষে ইচ্ছা হইলেও ধনক্ষয় করা অসম্ভব। হরি, আমরা যদি উৎসবধন সঞ্চয় করিয়া বুকের ভিতর বাক্সবন্দী করিয়া চাবি হরির অতলস্পর্শপ্রেমসমুদ্রে ফেলে দি, তবে ইচ্ছা করিলেও ধনক্ষয় করিতে পারিব না, পাপ করিতে পারিব না। তিনি নিরাপদ যাঁর চাবি নাই হাতে। প্রেমজলে চাবি ফেলে দি আজ। হে হরি, এমনি করে পাপ শেষ করে ফেল যেন আর আসিতে না পারে। আপনার হাতে ধর্ম্ম যার, তার কুপ্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবেই। দয়াসিন্ধু, মানুষের ধর্ম্ম-

সাধন তার ক্ষমতার অতীত করে দাও। ঠাকুর, সঙ্কটের সময় তোমার দাসদের রক্ষা কর। হরির পাদপদ্মে পড়ে আছি, আর যেন উঠিতে না পারি। পাপের বাড়ী যেতে পারিব না, আর পাপ করিতে পারিব না। ছেলেমানুষদের মত তোমার পদতলে পড়িয়া থাকিব। নরকে যাবার দ্বারটা যেন বন্ধ হয়ে যায়। হে দয়াময়, এই যে তোমার প্রসাদে এত ধনসঞ্চয় করিলাম, তা যেন আমাদের চিরদিনের সম্পত্তি হয়। আমাদের পক্ষে পতন হওয়া যেন একেবারে অসম্ভব হয়; আর ভয় যেন না থাকে; কেহ যেন মনের শান্তি-ভঙ্গ করিতে না পারে। এবারকার ধন চাবিবন্দ ধনের মত হয়ে রহিল। হাড়ের ভিতর শিষ্ট ভাব মধুর ভাব পুণ্য ভাব যেন প্রবেশ করে, মা মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সকলের একই হরি।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩।

হে ভক্তের হরি, নববিধানের হরি, তুমিত কেবল হরি নও, কেবল ঈশ্বর নও, তুমি ভক্তের হরি, আমাদের হরি, নববিধানের হরি। ইচ্ছাময় হরি, ইচ্ছা হয় তুমি যা ঠিক তাই আমরা মানি। অনেকে যে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে, হরি

হরি বলে, সে হরি তুমিত নও. পুরাতন হরি পুরাতন দেবতা পুরাতন ঈশ্বর যত, সকলকে বিনাশ কর। মিথ্যা হরি, কল্পনার হরি, নাস্তিকের হরি, পৌত্তলিকের হরি, ব্রহ্মজ্ঞানীর হরি সকলকে কাট। হে পরমেশ্বর, কি জন এক এক হরি গড়েছে, তার সিংহাসন করেছে। প্রাণের হরি, তুমি একবার ঠেলে বাহির হও। সমুদয় কল্পনার হরিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও। সে সব থাকিলে দেশের অকল্যাণ। আমার একটা ভাইয়ের হরি এক রকম, আর একটা ভাইয়ের হরি আর একরকম, এই যে হরিতে হরিতে বিসংবাদ বিবাদ; আমার প্রাণের হরি, তা তুমি বিনাশ কর। বিনাশ করে তুমি আপনার সিংহাসন স্থাপিত কর। হরি, তোমার রাজ্যমধ্যে তোমার ঘরে কি সর্ব্বনাশ হইল! পাঁচটা হরির ঝগড়া অনৈক্য, কি হইবে ইহাতে! ইহার ইষ্টদেবতা এক রকম, ওর আর এক রকম। ভয়ানক অসহ্য হইয়া উঠিল। এক ঈশ্বর থাকিবেন আমাদের মধ্যে, এত ঈশ্বর হইয়া উঠিল কেন? মানুষের দৌরাত্ম্য ছিল, এখন আবার হরির দৌরাত্ম্য? এতে ব্রাহ্মসমাজ যায়, দেশ যায়, নববিধান যায়। নববিধানের হরি, তোমার সঙ্গে কোন দেবতার মিলে না। আর সমুদয় অপবিত্র, ভ্রান্ত হরি, ঝুঁটোহরি। ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর হও, আর ঈশ্বর যেন থাকে না আমাদের মধ্যে। আবার শেষে পৌত্তলিকতা। এর ভিতর কল্পনায় মাটী নিয়ে দেবতা গড়েছে সকলে! অসার চলে যা। অসার দেব

দেবী মরে যা, কল্পনা চলে যা। চাই, হরি, তোমাকে, সিদ্ধিদাতা সদ্বুদ্ধি অপাপবিদ্ধ যা তুমি তাই। আমার ভাল লাগুক না লাগুক, তুমি খাঁটি, অদ্ভুত তোমার আচরণ। এই আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করি তোমার কাছে, এই কয়েকটি লোকের কাছে তুমি বোস। তুমি আমার মা, তুমি আমার ভাইয়ের মা। তোমার এক সৌন্দর্য্যে সকলের মিলন হউক। একই তুমি যাঁহাকে আমরা ডাকি। মা দয়াময়ী, ঠিক পরিষ্কৃত তুমি, ভ্রান্তি যাঁহাতে নাই সেই যে তুমি মনে প্রকাশিত হইবে। সত্যঠাকুর, স্বর্গীয় ঠাকুর, আসল ঠাকুর, অকৃত্রিম ঠাকুর, তুমি এস। এক হরির পূজা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। সকলকে একহৃদয় একাত্মা কর। সমস্ত ভক্তনয়ন ঠিক এক জায়গায় পড়ুক। সকলে দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন্ন সকলের এক পিতা, এক বন্ধু, কজনেরই এক ঈশ্বর। ঠাকুরঘরে গিয়া বুঝিতে পারিলাম আমাদের কজনেরই এক হরি। সব এক, এক বলিতে বলিতে সমুদয় ভক্তমণ্ডলী একখানি হয়ে যাবে। প্রেমসিন্ধু, বিবাদের মীমাংসা হয়েছেত? এইত মহাভ্রান্তি বাহির করিলাম, যে কারণে আমাদের এত অনৈক্য। সত্য হরি বলেন, আমি সিংহাসনে বসিব অন্য হরি সহ্য করিব না, অন্য হরিকে সিংহাসনে বসিতে দিব না। আমি এক হরি, এই বলিয়া তুমি রাজদণ্ড ধরিবে। আর কোন হরি নাই, এক খানি হরি সোণার বর্ণ। দ্বৈতভাব—

বিবাদের হেতু—দূর হইল। আমার বুকের ভিতর যে সোণার ঠাকুর, ওঁর বুকের ভিতরও তাই, ওঁর বুকের ভিতরও তাই। আমাদের ঠাকুর এক, একই হরি। হরি, তোমারও সহিত যদি শত্রুরা আসিয়া বিবাদ করিতে লাগিল, তখন আমরাও ঝগড়া করিবই। অতএব, হে হরি, তুমি এই হরিগণ বিনাশ করে নির্ব্বিবাদ একাধিপত্য স্থাপন কর। সমস্ত কল্পিত হরি বিনাশ করে জয়ী হও। ঠাকুর ঘরে কেবল দেখি একখানি হরি। যোগের ঈশ্বর, প্রেমের ঈশ্বর, মিলনের ঈশ্বর, এক বই আর দ্বিতীয় নাই। রাজা, আজ তুমি রাজা হও আমরা দেখি। সকলের নিশ্বাসে রক্তে হৃদয়ে সেই এক হরি। একেতে বিলীন, একেতে মিলন, আর অপ্রেমশত্রু থাকিবে না। কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমাতে একত্ব পাইয়া, তোমার প্রেমে তোমার বিশ্বাসে একীভূত হইয়া সকল প্রকার অসারতা ভ্রান্তি বিবাদ দূর করিয়া দিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে প্রেম।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩।

হে প্রেমস্বরূপ, অপার দয়া, ভালহওয়া ভালকরা পুরাতন হয়েছে; আপনার দলকে ভালবাসা পৃথিবীতে পুরাতন

হয়েছে। তবে, নববিধানবাদী, এতে গৌরবের মুকুট আমি তোমার মস্তকে দিব না। ইহাই নূতন দেখিতেছি যে, পূর্ব্বদিকের প্রেম পশ্চিমে পাইবে। পূর্ব্বদিকের প্রেম পূর্ব্ব-দিকত পাইবেই, পিতা। প্রেম তোমার নববিধান। সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসিতে পারা নববিধান। এইটি নূতন। নববিধানবাদীরা পৃথিবীতে দেখাইবেন যে, এমন প্রেমের দল কখনও হয় নাই। মত্ত হইলাম, নাচিলাম, গান করি-লাম, দুবার পাঁচ বার উৎসবে মাতিলাম, প্রেম করিলাম, ইহাতে হইবে না। সমস্ত পৃথিবীকে প্রেম করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ভাব দূর কর। আর গালাগালির জন্য কুণ্ঠিত হওয়া হবে না। যার জন্য এসেছি তা ভুলিয়া বাজে কাজ যেন না করি। সকল মহাপুরুষকে এক করা, সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় এক করা, ইহা কবে হইবে? প্রেমের উৎসব কবে হইবে? আমাদের মধ্যে প্রেমের পরিবার আনিয়া দিতে পারিলে না? তুমি আমা-দের ছোট ঠাকুর ঘরটিকে প্রেমের ঘর করিয়া দিতে পারিলে না? প্রেমের ঠাকুর, খুব মনে ভালবাসা এনে দাও। তোমার নববিধানের প্রেমে চারি দিকের লোক এক হবে। প্রেমে আমাদিগকে কাঁদাও। আমরা ছোট বিষয়ে আর কাঁদিব না, ভাবিব না। আমরা দুঃখ পাইব এই ভাবিয়া, পৃথিবী কেন ভাল হইল না, সম্প্রদায় ভেদ কেন রহিল, এখনও কেন এত বিবাদ এত অপ্রেম। দীন-

বন্ধু, তোমার প্রেমের পৃথিবী কোথায় রহিল? তোমার যে বড় সাধ, পৃথিবীর সব অপ্রেম কেটে যাবে, আর সকলে একপ্রাণ হয়ে তোমায় ভালবাসিবে? তোমার রাজ্যে এমন বিরোধ কেন? তোমার মহাপুরুষেরা যে এক বৈকুণ্ঠবাসী এক জাতি। কিন্তু এ কি বিপদ! হিন্দু মুসলমানে বৌদ্ধে এত বিরোধ কেন? ঠাকুর, সকলের মনে প্রেম সঞ্চার কর। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা অপ্রেম চলে যাক। এমন সোণার মহাপুরুষেরা কেহ কাহাকেও মারিবেন না, তাঁদের দলের লোকেরা কেহ কাহাকেও মারিবেন না। এমন ধর্ম্মশাস্ত্র সব। কিছু বাদ যাবে না। শত্রুতা আর থাকিবে না। আমরা খুব ব্যাকুল হই, খুব কাঁদি, আর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পূর্ণ মিলনের ব্যবস্থা করি। আমরা কটি ভাই সকল দেশের সকল জাতির সকল ধর্ম্মের মধ্যে মিলন স্থাপন করি। তব প্রেমের রাজ্য কি আশ্চর্য্য, যাহা আসিতেছে। এ বার কারো কথা শুনিব না কেবল ভালবাসিব, প্রেম সমস্ত জগতে বিস্তার করিব। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিবেন। হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন জগতের কুশলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মিলন স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আচার্য্যগ্রহণ।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩।

হে কৃপাসিন্ধু, এক দুঃখ আমার আছে, অন্য দুঃখ অনেক দূর হইয়াছে। সুখী হইলাম তব পাদপদ্মে; কিন্তু, নাথ, যদি অনুমতি কর, দুঃখের কথাও এক আধ্‌টা বলি, বলা ভাল বোধ হয়। দুঃখ এই, লোক বুঝিল না। অনেক দিন পৃথিবীতে আসিয়াছি আমি। বহুরূপে বহুদিনের পরিচিত; কথায় কার্য্যে জীবন দ্বারা পরিচিত। একত্র থাকা হয়েছে, অনেক কথা কওয়া হয়েছে। হরি, পরিচয়ের বাকি আর নাই। আত্মপরিচয় দিলাম অনেক দিন, কিন্তু এ আত্মা পরিচিত হইল না। এক জনের কাছে এক রকম আমি, আর এক জনের কাছে আর এক রকম। হৃদয়ের ঠাকুর, ইহাঁরা বলিতে পারিলেন না কে আমি, কি আমি। বুঝিতে যে পারিবেন সে আশাও কমিতেছে। যদি ঠিক বুঝিতেন, এত বিবাদ বিসংবাদ দুঃখ থাকিত না। হরি, কেন এ প্রকার হইল এবং হইতেছে। যার কাছে দিবানিশি আছি, তাকে কেন বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? প্রেম কি এমন জটিল যে ধরা যায় না। বিশ্বাস কি এমন গোল মেলে যে সেখানে গেলে পথ চেনা যায় না? প্রেমের হরি, যদি ইহাঁরা পাঁচ পথে না গিয়ে এক পথে যান, তবে বুঝাইতে পারি যা কিছু না বুঝিয়া-

ছেন। যদি এ জীবনে নববিধানের কিছু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাক, তবে এই বার ইহাঁরা স্বস্থানে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে এক জনকে বুঝিয়া যান, এক জনকে বন্ধু করিয়া বরণ করিয়া হৃদয়ে লইয়া যান। ইহাঁরা এক এক জন যা বলিবেন আমি তা নয়, ইহাঁদের স্বাতন্ত্র্যে আমি নই। এক জন আমার ভক্তির ভাগ, এক জন আমার যোগের ভাগ, এক জন আমার কর্ম্মশীলতার ভাগ লইয়া গেলেন তাতে হবে না। এমন যেন দুর্ঘটনা না হয়। কাটা মানুষ যেন কেহ নিয়ে না যায়। জল মাছের আধার। সেই জলে আস্ত মাছ রেখে সবশুদ্ধ মাছটা নিয়ে যাও এই ভাইদের কাছে প্রার্থনা। জল থেকে মাছ আলাদা করিও না। বুদ্ধিখাঁড়া দিয়ে মাছ কেটো না। এই জীবনসরোবরের জীবমীনকে নিয়ে যাও। মীনকে কেটো না—ভক্তমীন তোমাদের দাস হয়ে সরোবরে খেলা করিবে, শোভা দেখিতে চাও দেখিতে পাইবে। মিছামিছি একটা কেশবকে খাড়া করিও না। একটা দৃষ্টান্ত বুকের ভিতর নিয়ে যাও। হরি, ইহাঁরা যা আমি, তাই নিয়ে যান। আস্তটি নিন, আমার নাক কান কেটে আমাকে যেন নিয়ে না যান। জীবন শুদ্ধ যেন ভাইদের ভিতর মিশি। তাঁদের হৃদয়সরোবরে এ মীন খেলা করিবে। বুদ্ধির শুষ্ক ভূমিতে, ভাই আমাকে রেখো না। দীননাথ, সেইখানে থাকিতে চাই, যেখানে তুমি আমাকে রাখিতে

চাও। তোমার পদানত হয়ে তোমার পদপ্রান্তে ভক্তের হৃদয়সরোবরে থাকিব। ভাইদের বুকের ভিতর প্রশস্ত সরোবরে এই মীন খেলা করিবে, বাড়িবে। বৃহৎ ভারতসাগরে, এসিয়াসাগরে, সমস্ত দেশের সমস্ত ভাইয়ের সমস্ত পৃথিবীর বুকের ভিতরে এই মাছ বাড়িবে, এই কর। মা দেবি, দাও আমায় স্থান। বুঝিয়ে দাও, কোথায় আমি থাকিব। ইঁহাদের বুঝিতে দাও আমি কে? আমার জীবন দেখিয়া যেন খুব নিরাশেরও একটু আশা হয়। সব ভাই এক হয়ে, শেষে এক মাছ হয়ে ভক্তির সাগরে আনন্দের সাগরে ব্রহ্মের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইব। গভীর জলে মীন যেমন, ভক্তমীনেরা তেমনি এক হয়ে কুশলের সাগরে ভাসিবে। হে মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন সকল প্রকার বিবাদ বিরোধ ত্যাগ করিয়া আমরা সকলে এক হয়ে, এক মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়ে বিধানসাগরে ভাসিতে থাকি, এবং তোমার প্রেমের জ্যোৎস্নায় খেলা করিতে থাকি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানশিক্ষা।

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩।

হে বিধাতা, পরিত্রাতা, দয়ারপ্রার্থী আমরা। নববিধানের গভীর প্রেম, জ্ঞান, যোগ আমাদিগকে শিখাইয়া

দাও। নববিধানের যা কিছু সবই সুগভীর। দেখা শুনা সব উজ্জ্বল। আলাজি নয়, চালাকি নয়। যোগের ত কথাই নাই। যোগটা ভারি নীরেট জিনিষ। দীনবন্ধু. সেই গভীর যোগ শিখিয়ে দাও। ইহার জ্ঞানই বা কি গভীর! একখানা বই পড়িলে ব্রহ্মশ্রীপদ লাভ। ইহার বৈরাগ্যের আনন্দই বা কি! সুখের সাগরে মন ভাসে। সেই সুখের সংস্থান এনে দাও। গভীর ভালবাসা, পৃথিবীশুদ্ধ লোককে প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ করা, সেই উচ্চ দরের প্রেম দাও। অত-এব অসার উপাসনা বিদায় করে দাও। নববিধানের যথার্থ মতগুলি জীবনে পরিণত করে কৃতার্থ হই। এ সময় গোলমাল করে দিন কাটালে চলে না। সুশিক্ষিত না হলে চলে না। হে শ্রীহরি, তুমি কি চাও আমাদের কাছে, শিখিয়ে দাও। অনেক শিখিবার আছে এখনো। অহঙ্কার অভিমানের জন্য শিখিতে পারি না। ভাই বন্ধুর কাছে, পৃথিবীর কাছে, তোমার পদতলে ঢের শিখিবার আছে। অহঙ্কারের জন্য ভাল বাসিতে পারিতেছি না, শিখিতে পারিতেছি না। মা, অহঙ্কারসূত্রে এত পাপ গাঁথা তা ত জানিতাম না। অনন্ত জ্ঞানের দেবতা স্বয়ং গুরু হইয়াছেন, এখন শিখিব না? হরি, খাঁটি জ্ঞান শিখিয়ে দাও। হে মাতঃ, নববিধান কি তা এখনও শিখিবার ঢের দেরি আছে। তোমার স্বর্গের পবিত্র মত সকল নিজ বুদ্ধিতে মিশাইয়া ফেলি-লাম, ঘরে ঘরে সাম্প্রদায়িকতা। হরি, তোমার নববিধান

কৈ? হে জ্ঞানদাতা, হে প্রেমদাতা, দয়া করিয়া এই সুবুদ্ধি-বিহীন লোকদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন অপার কল্পিত বিধান ত্যাগ করিয়া তোমার পদতলে খুব ভাল-রূপে শিক্ষিত হইয়া নববিধানের সার সত্য সকল জীবনে আবদ্ধ করিয়া খুব পুণ্য এবং সুখ সঞ্চয় করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মনের উচ্চতা।

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩।

হে মুক্তিদাতা, বিধানের মালিক, সেই পুরাতন ব্রাহ্ম-সমাজের দিন চলিয়া গিয়াছে, প্রায় অতীত হইল। একটি সামান্য শিবির হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে দেখিতেছি প্রকাণ্ড পৃথিবী। সেই এক ভাব, এই এক ভাব। পিতা, কোথায় আনিলে? পৃথিবীর ভূপতিদের সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতা আলাপ পরিচয় হইল, এসিয়া আমেরিকা আমা-দের এক একটা ঘর হইল, পৃথিবী আমাদের বাড়ী হইল। যাহাদের উচ্চতর পদ হইল, তাহাদের মনও বড় হওয়া উচিত। পিতা, অবস্থা যদি বড় হইল, মনও বড় কর। ছোট দলের বন্ধন দূর হইল; ছোট বন্ধন ঘুচিল; ছোট ঘর বাড়ী ভেঙ্গে গেল। প্রেমের প্লাবন এসে সব ভাঙ্গিয়া

দিল। পিতা, এ সমুদয় তোমার দয়াতে। ছোট মন নিয়ে বড় কাজ করিতে কেমন করিয়া পারিব? প্রসন্ন হও, দয়া কর, দয়া করে মন বড় করে দাও। বড় বড় সাধু, ঈশা মুষার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এই মন থাকিলে লোকে অহঙ্কারী বলিবে, পাগল বলিবে। তোমাকে ছেড়ে যেন এত বড় কাজ করিতে না যাই। ক্ষুদ্র কীট আমরা, এত বড় কাজে এনে দিলে আমাদিগকে, এই এক বিপদ। এত বড় কাজে আমরা আমাদিগকে সক্ষম মনে করিতে কোন মতে পারিতেছি না। ক্ষুদ্রতা যদি না গেল, আসক্তি যদি তেমনি রহিল, অপ্রেমিক যদি তেমনি রহিলাম, তবে মা, সেই জায়গায়ই আমরা রহিলাম। এ সময় বিশেষ প্রেম স্বর্গ হইতে পাঠাও, মন খুব দরাজ হউক। ক্ষমাতে প্রাণ গলে যাক। এ সময় সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মিলন করিতে হইবে। সকল মহাপুরুষকে মাথায় গ্রহণ করিতে হইবে। এখন সংকীর্ণ একটু প্রেম বা সন্দেহযুক্ত একটু বিশ্বাসে হইবে না। এখন প্রেমধন দাও, মাতঃ। মন খুব প্রশস্ত কর। মনকে প্রেমে ভাসাও। পৃথিবীর ভার কেন আমাদের হাতে দিলে, যারা সামান্য একটা দেশের ভার লইতে পারে না। ভগবান্ জানেন, আমি কি জানি। মা জানেন, আমি জানি না। ভার দিয়েছেন, ডেকেছেন আমাদিগকে এই জানি, কেন তা জানি না। বড় জমিদারীর ভার হাতে দিয়েছেন। হরি, এত বড় বড় সাধুদের সঙ্গে আমরা বসিব

কিরূপে, এত বড় কলেজে কি শিখিব, কি পড়িব, কি বুঝিব? ওঁদের গণিত আমি কোন কালে বুঝিলাম না। ওঁরা যেমন অন্ধকারের মধ্যে বলেন সব সত্য এক, আমি বুঝিব কিরূপে? মা, এই সময় প্রেমে ভাসিয়ে দাও। খুব প্রেম দাও। মনটা মাঠের মত হয়ে যাক্। মা অভয়া, কাছে এস। এ সময় খুব প্রেম ভক্তি মনে দাও। জগতের সুসমাচার জগৎকে দিই। মাকে সুখী করি। হে দীনবন্ধু, হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই উচ্চ প্রশস্ত কার্য্যভারের উপযুক্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরযৌবন।

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩।

হে দয়াময়, যেরূপ সময় পড়িয়াছে ইহাতে নবীন যৌবন ভিন্ন আমরা কিছুতে চলিতে পারিব না। তোমার রথ আর টানা যায় না। পথে আর দৌড়ান যায় না। ছেলে বেলা আমরা ঢের খাটিয়াছি, এখন আর খাটা যায় না। এ শরীর মন লইয়া আর কি হয়? তোমার কাজের ঢের বাকি, অন্য লোক ডাক,—এইটি কি আমরা শেষজীবনে বলিব? যাদের তুমি স্বর্গের এত ভাল ভাল ফল খাওয়ালে,

এই কথা বলিয়া কি তারা তোমাকে ফাঁকি দিবে? মজুরি করিলাম, খাটিলাম, এখন তোমার বাড়ীতে থাকিব, এখন কি ছুটি লইব? ফসল ফলিল যখন, তখন চলিয়া যাইব? ত্রিশ দিন খেটে, মাইনে লইবার সময় চলে যাব? কি নির্ব্বোধ আমরা! মাইনে দ্বিগুণ হবে যে এবার। পুরাতন দাস-দাসীদের বেতন যে বাড়িয়ে দেবে। পিতা, এই সময় এখন আমোদের সময়। পুনরায় যৌবনপ্রাপ্তি ভিন্ন আমাদের উপায় নাই। দিন রাত জেগে খেটে মরেছি, গাছে ফল হবার সময় খাব না? এখন দ্বিগুণ উৎসাহ চাই, নতুবা হবে না। হরিপদারবিন্দে এই ভিক্ষা করি, এ সময় জড় না হই, শুয়ে না পড়ি, মিছামিছি ওজর না করি। খুব পরিশ্রম করি উপাসনাতে, ধ্যানেতে, আগেকার দ্বিগুণ হই। এখনকার যোগ ধ্যান ব্রহ্মদর্শন এমন শান্তব্যাপার হবে যে আগেকার সঙ্গে তুলনাই হবে না। বীরের মত, যোদ্ধার মত দাঁড়িয়ে উঠি। হইলই বা চিন্তার উদ্বেগ, হইলই বা যোগ, এবার যে খাবারের যোগাড় করিতেছ। নববিধানের নবরস পান করা পৃথিবীর ভাগ্যে কি কখন হয়েছে? এবার ভক্ত যোগী সংন্যাসী গৃহস্থ সমস্ত একত্র নাচ্চেন, এরূপ কি হয়েছে কখন? সমস্ত কালের সাক্ষী এই বিধান, এরূপ কখন হয় নাই। মা তারিণি, কি আশ্চর্য্য তোমার স্বর্গের যৌবন! হাজার হাজার বৎসর খেটে মরে, তবু নূতন। চাঁদটা উঠে কত হাজার বৎসর থেকে, বসন্ত কাল কত বার আসে,

তবু কি পুরাতন হয়? সমুদয় নবীন সৌন্দর্য্য। তোমার শক্তি যেমন, স্রষ্টাও তেমনি। মা যেমন, ছেলেগুলিও তেমনি। হে মাতঃ, বালকের মত হব, পরিশ্রমী হব, অনলস হব, নব উদ্যমে পূর্ণ হব, আগুনের মত হব। আগুন আমাদের খাদ্য, আগুন আমাদের শয্যা হউক। মা, সময় যখন এয়েচে, বৃদ্ধদিগকে নব যৌবন উদ্যমে পূর্ণ করে দাও। দাও মা, তোমার মত করে দাও, তোমার এক তিলভোর সৌন্দর্য্য আমাদিগকে দাও, চিরলাবণ্য, চিরকান্তি, চিরসৌন্দর্য্য এনে দাও। হে মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা চিরযৌবন চিরউদ্যমে পূর্ণ হইয়া চিরনবীন উৎসাহে তোমার নববিধান ঘোষণা করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিত্য নূতন ফুল।

২২এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩।

হে দীনবন্ধু, হে অনাথশরণ, যাহারা কেবল ভাল ভাল কথা সাজাইয়া তোমার পূজা করিল, বৃদ্ধ বয়সে তাহাদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে। কেন না ফুল তুলিয়া আনিয়া তোমাকে দিলে, দুদিনের পর তাহা পচিবেই পচিবে। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ জানিতে পারে, সরস সজীব উপাসনার

কত দাম। যখন কথা যোগাইতে পারিব না, পরের বাগানের ফুল তুলিয়া আনিতে পারিব না, তখন কি কুসুমে তোমাকে পূজা করিব? যদি ঘরের ভিতরে বাগান করি, হৃদয়ের ভিতর ফুলের বাগান হয়, তা হলে বৃদ্ধ বয়সে আর ভাবিতে হইবে না। রোজ রোজ নূতন সরস ফুলে তোমার পাদপদ্ম পূজা করিতে পারিব। প্রেমসিন্ধু, তোমার প্রেমের নদীর কাছে আমরা বাগান করিব। টাট্‌কা ফুল তুলিব, আর তোমার পায়ে দিব। বাসি ফুল কখন ছুঁইতে হইবে না। শুরুই হউক, আর বই হউক, ফুলের জন্য আর কারো কাছে যাইতে হবে না। পরের বাগান থেকে ফুল এনে তোমার অর্চ্চনা কে করেছে বার্দ্ধক্যে বোঝা যাবে। ভক্তের হৃদয়ের ফুলের বাগান তুমি হও। আমাদের প্রাণের ফুলবাগান তুমি হও। চির দিন যেন নূতন নূতন টাট্‌কা ফুলে তোমাকে পূজা করি, বাসি ফুল কখন যেন তোমার পায়ে না ফেলি। এ শক্ত হৃদয়ভূমিতে ফুলের চারা কিছুতেই যে গজায় না। প্রেমময়, আশীর্ব্বাদ কর, রোজ যেন নূতন নূতন ফুলে তোমার পাদপদ্ম পূজা করি। যেন বলিতে পারি,—কখন বাসি ফুল মাকে দি নাই। টাট্‌কা প্রার্থনায়, টাট্‌কা উপাসনায় মার পূজা করিয়াছি। মা সকলের মনের মধ্যে এক এক খানি ফুলের বাগান প্রস্তুত করুন। নিজের মনোবাগানে যা চাব তাই পাব। ধ্যানের ফুল, সঙ্গীতের ফুল, সব নিজের মনের মধ্যে

পাইব। হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা হৃদয়মধ্যে প্রেমফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন রাশি রাশি সরস ফুলে তোমার পূজা করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্যে বিশ্বাস।

২৩এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩।

হে দয়াল হরি, নিরাপদ বিশ্বাসরাজ্য সেই রাজ্যে যেখানে সূর্য্যের আলো। চন্দ্রের আলো সুমিষ্ট জ্যোৎস্নাতে সকলেরই আমোদ। কিন্তু এক বার তীব্র জ্যোতি, কঠোর জ্যোতি, সাদা আলোক কৃপা করিয়া দেখিতে দাও; ঠিক সরল সত্য বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণের দিকে দৌড়িয়া যাই। জীব ভ্রান্ত হয়। সূর্য্যের তেজ জীব সহ্য করিতে পারে না। যিনি চক্ষের আলোক, আবার তাঁকেই দেখে অন্ধ হয়, এ জন্য মানুষ সূর্য্যকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকে চায়; অসহ্য পুণ্যের তেজ ত্যাগ করিয়া সুধাংশুর জ্যোৎস্নার জন্য প্রতীক্ষা করে; কিন্তু পরমেশ্বর সূর্য্যকে দেখা চাই। যাহা উজ্জ্বল সত্যের তেজ,আমাদিগের তাহা দেখা চাই। পরিষ্কার সত্যের পবিত্র সরল সৌন্দর্য্য আমাদিগকে দেখিতে দাও। সুকুমার সন্তান ঈশ্বরপুত্র 'সত্য' বসো সম্মুখে। তুমি আছ?

তুমি অশোভিত, তুমি পূর্ণ শোভিত। তুমি আছ এই আমাদের মহত্ব, এই আমাদের গৌরব। তোমাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে আমরা লড়াই করিতে পারি। চারিদিকে সত্য। সত্যের জালে আমরা বেষ্টিত। এ একটা ভয়ঙ্কর বস্তু, এ একটা অগ্নিময় পুরুষ, আমরা এই পুরুষকে বিশ্বাস করিতে চাই, এই পুরুষে আনন্দিত হইতে চাই। সত্যস্বরূপ আগে, তার উপর মঙ্গলস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ সব। সত্য শুনিতে ভাল, দেখিতে ভাল, ধরিতে ভাল, বিশ্বাসীর কাছে কেবল নেড়া সত্যস্বরূপও ভাল। আমাদের কাছে খুব বেশভূষা করে তুমি না এলে আমাদের প্রিয় হও না তুমি। কিন্তু বৃদ্ধ মুষা কেবল একটা ঝোপে আগুন জ্বলচে দেখে বিশ্বাস করিলেন। আমি কেবল "আমি আছি" যাঁর নাম, তাঁকে বিশ্বাস করিতে চাই। কেবল সত্য, ঈশ্বর আর কিছু নাই। কেবল সত্য; প্রকাণ্ড আলোক। আর কিছু নয়। পরমেশ্বর, আমাদের মধ্যে সত্যের এক কণা কেউ যেন অবিশ্বাস না করে। এঁরা যেন বিশ্বাস করেন, সব ঘটনা সত্যমূলক, আগাগোড়া সত্যময়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা রঙ্গ চঙ্গ দেখে খুব মোহিত হয়ে দুবাহু তুলে নৃত্য করেন। আরো ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ঈশ্বরের কাছে "আমি আছি" এই নামটি শিখে কাঁপিতে কাঁপিতে চারিদিকে ব্রহ্মময় সত্যময় দেখেন। হে পিতা, হে মাতা, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর যেন পূর্ণ সত্যা-

লোক দেখিয়া পূর্ণ বিশ্বাসী হই, পূর্ণ সাধক হইয়া তোমার উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে সত্যে বিশ্বাসী হইয়া পরিত্রাণ-রাজ্যে চলিয়া যাইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পূর্ণ বিশ্বাস।

২৪এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩।

হে দীনের গতি, এব্রাহিমের বংশের লোক হইতে হইলে একখানি জিনিষ দরকার—বিশ্বাস। যুগে যুগে সাধুরা পাপীকে বরং প্রশ্রয় দিতেন, কাছে বসাতেন, কিন্তু অবিশ্বাসী দলন করিতেন। সব সাধুরা বিশ্বাসীকে বাড়ালেন কেন? বিশ্বাস গেলে বিশ্বাস শীঘ্র হয় না; বরং পাপ থাকিলে পাপ যায়, কিন্তু অবিশ্বাস যায় না শীঘ্র। পাপটা হইল রোগ, বিশ্বাস হইল ঔষধ; রোগ ঔষধে যায়। কিন্তু ঔষধ গেলে যে গোড়া গেল। তোমার রাজ্যে অবিশ্বাস বড় ভয়ানক। পাপশয়তান অপেক্ষা অবিশ্বাসশয়তান বড়। মা, অবিশ্বাস তুমি দূর কর আমাদিগের ভিতর হইতে। অবিশ্বাস থাকিলে তোমার বাড়ীর ভিতর কেহ ঢুকিতে পারিবে না, একেবারে নীচে। তোমার আজ্ঞা এই, অবিশ্বাসীরা বড় নরকে যায়, পাপী ব্যভিচারী নরহত্যাকারী তার চেয়ে ছোট নরকে যায়। পাপীরা বরং তোমার ঘরে

আসিতে পারিবে, কিন্তু অবিশ্বাসী তোমার ঘরে যাইতে পারিবে না। দলের, বিধানের একটি বিধি যে অস্বীকার করিবে, সন্দেহ করিবে, সে খুব শাস্তি পাবে। পাপীর অনুতাপ শীঘ্র হবে, কিন্তু হাড়শক্ত অহঙ্কারী বিধি-অবিশ্বাসী এরা আপনারা ডুবিল, নরকের আগুনও শীঘ্র এ পাপ পোড়াতে পারে না। অবিশ্বাস বড় ভয়ানক! অবিশ্বাসীদের ক্ষমা হয় না, প্রেম হয় না। এরা যে আপনারা ডুবে আবার জগতকে ডুবায়, এদের পাপ ভয়ানক। মহাপ্রভু, এই সত্য বিশ্বাস করিতে দাও যে, অবিশ্বাসীদের পাপ বড় ভয়ানক। ছোট পাপীদের ছোট নরক, ছোট আগুন। অবিশ্বাসীদের পাপ বড়, নরক বড়। হরি, আমাদের অবিশ্বাস দূর করে দাও। পিতা, অবিশ্বাসী-নরকে যাব না, যেতে হবে না, এই আশা দাও। যে একটা সভ্যদের নরক তৈয়ার হয়ে রয়েছে, আগুন ধূ ধূ করে জ্বল্‌চে ওখানে যেন যেতে না হয়। এই দলকে পূরো বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেকে ভগবানের প্রেরিত। এই ভেবে ভক্তি সম্মান ভালবাসা দি। দয়াময়, পাকা বিশ্বাসী যে নববিধানের জন্য প্রাণ দেয়। এক বার দয়া কর, কোথায় রহিলাম আমরা। পূর্ণ বিশ্বাস দাও, মানিতে হয়ত সব মানিব। দয়া করে বিশ্বাসী কর। সত্য বলি, আর পৃথিবী কাঁপাই। পরমেশ্বর, অবিশ্বাসের পথ হইতে দূর করে দাও। এব্রাহিমের বংশ হইতে পারিব না? দীননাথ, বিশ্বাসীরা কোন্ পাড়ায় থাকেন, সেখানে নিয়ে চল। অবি-

শ্বাসের হাতে যেন না পড়িতে হয়, দোহাই হরি। দয়াল হরি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন অবিশ্বাসের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বাসীদের স্বর্গে বসিয়া চিরকাল হরি নাম করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পবিত্র সুখ।

১ লা মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে কৃপাসিন্ধু, হে মনোরঞ্জন, উপাসনা লোকে তত ধরে না, পবিত্রতা লোকে যত ধরে। আমি অত্যন্ত মোহিত হইয়া তোমার ভক্তদের সহিত নৃত্য করি, পর ক্ষণেই পৃথিবী বলিল—চরিত্র তেমন হইল না। উপাসনা ছাড়া কিছু আছে যাহা না হইলে পৃথিবী মানে না, ভবিষ্যতে কীর্ত্তি থাকে না, লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারি না, মানুষ প্রস্তুত হয় না। আমরা স্বর্গসুখের লোভে এই ঘরে দৌড়িয়া আসি যে, প্রাণেশ্বরের সঙ্গে দুই দণ্ড বসিয়া সুখী হই। উপাসনা শ্রেষ্ঠ বন্ধু; উপাসনাকে বড় করিব, মহিমা দিব। কিন্তু পরমেশ্বর, উপাসনা ছাড়া আরো কিছু আছে। আপনার লোকেরাই বলে রাগীর রাগ গেল না, হিংসুটের হিংসা গেল না, লোভীর লোভ গেল না, স্বার্থপরতা গেল না। হে ঈশ্বর,

পৃথিবী যেন সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে। সকলে দেখ্‌চি যে বৈকুণ্ঠধামের নিকটে এয়েচি, এই বার স্বর্গের অমৃত ফল খাব; এমনি উপাসনা করিতেছি তোমার চরণ ধরে যে, মনে হয় স্বর্গের আর বাকি কৈ। এই বলিতে বলিতে যেন এক জন অসুর এসে মাথায় আঘাত করে এবং ভগু বলে। উপাসনার সুখ পাই তাত সত্য, তবু, হরি, লোকের কথা মিথ্যা নয়। আমি সত্যে বিশ্বাস না করে কেমন করে বৈকুণ্ঠে যাই, আমি মিথ্যার সঙ্গে ভক্তি কেমন করে সম্ভোগ করি। আমি কাল বুকের উপর কেমন করে তোমায় নাচাই? তোমার চরণ ধরে এই মিনতি করি, সুখের স্বপ্ন যা তা যেন না ভাঙ্গে। তা থাক্‌,কিন্তু তার ভিতর যদি মিথ্যা থাকে তা যেন দূর হয়ে যায়। সুখের যে সুখ সেটুকু বজায় থা'ক। সুখের যে দুঃখ সেটুকু দূর কর। হরিপাদপদ্মে পরিবারের যেটুকু সুখ বৃদ্ধ বয়সে হয়, সেটুকু নিয়ে টানাটানি করো না, হরি। এমন কোন উপায় যদি থাকে, মা, যে গোলাপ ফুলটি বজায় থাকে, অথচ তার নীচের কাঁটাটি না থাকে তাই কর। হরি, পাপ থাকিতে আপনাকে সুখী বোধ করিব না। মন থেকে পাপ ছিঁড়ে দূর করে দাও। হে দয়াল, আমাদের দলটিকে নির্ম্মল ভক্ত দল কর। পাপ নাই, দুষ্কর্ম্ম নাই, সাদা চক্ষে শ্বেত মহাদেবের মূর্ত্তি দেখে মোহিত হব। উপাসনায় সত্য সত্য সুখ হবে। মদ খেয়ে নেশা করে এমন লোক ঢের আছে, মদ না খেয়ে নেশা করে এমন

দেবতা কম আছে। এই শেষের শ্রেণীর লোক আমাদিগকে কর। সাদা সুখ বড় চমৎকার। দীনবন্ধু, পুণ্যের সঙ্গে যে মজাটি থাকে, ধর্ম্মের সঙ্গে যে বাহার থাকে তাই দাও। শুভ্রহাসি মুখে বাহির হবে, বসন ভূষণ মন প্রাণ শরীর সমুদয় শুদ্ধ হবে। নির্ম্মলতার সঙ্গের সঙ্গী যে সুখ, বিবেকের সঙ্গের সঙ্গী যে সুখ, তাই আমাদিগকে দাও। বিনয়ী হইতেছি, স্বার্থপরতা কমে যাচ্চে, নিরহ-ঙ্কারী হইতেছি, এইটি বলে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর। দীনবন্ধু, হাসিব না যদি প্রাণের ভিতর শ্মশান থাকে। যে হাসিতে পরিত্রাণ, সেই হাসি দাও। গুণধাম, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, ভ্রম ভ্রান্তি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র হইয়া শুদ্ধ চক্ষে যেন তোমাকে দেখি; দেবতাদের হাসি আমাদের মুখ সুশোভিত করিবে। শুদ্ধ হয়ে খাঁটি হয়ে মনের সাধে পৃথিবীর লোককে স্বর্গের হাসি দেখাব, মা, দয়া করে এই আশী-র্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পিতার মনের মত হবার জন্য।

২রা মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে ভগবান্, আমার উপর চৌকীদারীর ভার যখন দিয়াছ, দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পড়িয়া রহিলাম, শরীর

যাক্ আর মৃত্যু আসুক, ভার লইয়া থাকিতেই হইবে। যাকে যে কাজ দিয়াছ, সে তাই করুক। মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য রাখিয়াছ, বিনীত ভাবে এই কাজ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে পড়িয়া থাকি। তুমি আশীর্ব্বাদ করিলে কার্য্য সফল হইবে। হে প্রেমের আকর, সকল ভাই বন্ধুকে তুমি সুবুদ্ধি দাও। তোমার কার্য্য করিব আমরা, তজ্জন্য সদ্ভাব দাও। পিতা, বসিয়াত কাজ করিলাম অনেক দিন, লোকেও ত খুব প্রশংসা অভ্যর্থনা করে, ইহাঁ-দের উপর লোকেরও খুব শ্রদ্ধা ভক্তি। ইহাঁদের মধ্যে সামান্যতম যাঁরা, তাঁহারাও ভারতের কোন না কোন দলের প্রার্থনীয়। এ গৌরব ইহাঁদের। ইহাঁদিগকে বিদে-শস্থ লোকে কোথায় রাখিবে, কি খাওয়াইবে, ইহার জন্য কি দৌড়াদৌড়ি করে, ইহাঁরা জানেন। তোমার ব্রাহ্মসমাজের নামে যিনি এক বার বিদেশে যান, কত আদর পান তাহা ইহাঁরা জানেন। হে পরমেশ্বর, বিদেশে অভ্যর্থনা এবং আদর তোমার প্রেরিতদিগের মহিমার সাক্ষী। প্রেরিতগণ, সাধকগণ, উপাসকগণ, বিদেশে গেলেই কত উপকার খাতির পান, বলা যায় না। পল প্রশংসা পেলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরব পেলেন তা বুঝিতে পারি, কিন্তু আমাদের দলের সামান্য লোকেরাও ত কম আদর প্রশংসা পাইলেন না। কেবল পরিমাণে তাঁদের চেয়ে একটু কম। তোমার জগৎ ইহাঁ-দের জন্য কি না করিল। যত দিন বাঁচিব, তোমার এ ঋণ

গান করিব, আর দাতাদের জন্য প্রার্থনা করিব। যাঁহারা খাটেন, টাকা দেন, ঔষধ দেন, বস্ত্র দেন ইহাঁদের জন্য, তাঁদের তুমি চরণপ্রান্তে রেখে আশীর্ব্বাদ কর। জগতের সকলেই তুষ্ট ইহাঁদের উপর, কিন্তু এক জনের কেবল তুষ্টি হয় না। আমার মন তুষ্ট ইহাতে হয় না। দয়াবান্ ঈশ্বর, গরিব প্রচারক যেখানে যান তাঁর ছেঁড়া কাঁথা দেখিয়া লোকে শাল দেয়, তাঁদের সাদর নমস্কার করে। এ তুমি রোজ রোজ দেখাইতেছ। আমার ভাইদের কষ্ট কোথাও নাই। এ তুমি দেখাইতেছ, লোকের আদর ইহাঁরা পাইয়াছেন। গুরু ইহাঁরা হইয়াছেন, লোকে ইহাঁদের চরণের ধূলি লইয়া অন্তরের সহিত প্রণাম করে। ইহাঁদের আর কিছু হউক না হউক লোকের সম্মান শ্রদ্ধা খুব পাইয়াছেন। ইহাঁরা বলুন যে, সর্ব্বস্ব দিয়া থাকেন যদি, তার অপেক্ষা অনেক অধিক পাইয়াছেন। হরি, সব হইল, কিন্তু দুঃখীর আশা পূরিল না। এই এক জন লোকের মন সম্পূর্ণ তুষ্ট হয় না। একটু একটু উন্নতিতে আমার তুষ্টি হয় না; ইহাঁদের চরিত্রের পূর্ণতা হইল না। মনের মানুষ কৈ; এখনও ত হইল না; সেই উচ্চ দরের মানুষ কৈ; নববিধানের আদর্শত এখনও হইল না। নববিধানের মানুষ কৈ আমাদের ভিতর। পৃথিবীত শ্রদ্ধা করিতে লাগিল; ভাল, ইহাঁরা যত দিন পৃথিবীতে থাকিবেন লোকের উপকার পাবেন, টাকা পাবেন, আদর শ্রদ্ধা পাবেন। কিন্তু প্রেমময়,

এ কাঙ্গালের মনের আশা পূর্ণ করিবার উপায় কর। অল্প সাধনে মন তুষ্টত হয় না। ইহাঁদের মধ্যে অপ্রেম ক্ষমার অভাব, পুণ্যের অভাব দেখিলে মন যে দুঃখিত হয়, বিরক্ত হয়। আরও বৈরাগ্য, আরও প্রেম, আরও ক্ষমা, আরও ব্রহ্মনিষ্ঠা, আরও ভক্তি কবে দেখিব। ইহাঁরা প্রচার করিতে যান, জগতের সুখ্যাতি সম্মান শ্রদ্ধা লাভ করুন, কিন্তু এ লোকটির মনের মত হইয়াছেন কি না তা যেন মনে থাকে। হে প্রেমস্বরূপ, চৌকীদার এই চায়। একটু যদি অভাব থাকে সুখ্যাতির উপযুক্ত বলিব না। মানুষ শ্রদ্ধা করিল আমার ভাইদের কিন্তু গরিবের কাছে তুমি যা চেয়ে ছিলে, যে দল চেয়ে ছিলে, যে মণ্ডলী তৈয়ার করিতে বলেছিলে, তা পারিলাম না এ জন্য কাঁদিব। যত দিন আমার মনের মত না হইবে, আমার পিতার মনের মত পরিবার না হইবে, আমার প্রাণের গভীর দুঃখ যাইবে না। আমার কান্না থামিবে না। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলেই আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। প্রেমসিন্ধু, গতিনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অন্য ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে স্থান লইয়া তোমার মনের মত দল হইতে চেষ্টা করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জাগ্রৎ হরি।

৩রা মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে দীনদয়াল, ঠিক তোমাকে জাগ্রৎ দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিলে যেরূপে তোমার রাজ্যে চলা উচিত তাই যেন আমরা করি। দুঘণ্টা সকালে তোমার সঙ্গে জাগ্রৎ সম্বন্ধ উদ্দীপন করিব, তা হলে তুমি জাগ্রৎ দেবতা কৈ হইলে? যে দেবতা সমস্ত দিন ঘুমান, কেবল দুঘণ্টা জাগেন, সে রাজার রাজ্য কেমন করে ভাল করে চলে? তাঁর আমলারা সকলে গোলমাল করে রাজ্য চালায়। হরি, তুমিত অনন্ত কালই জেগে আছ, কেবল কুমতি মানব মনে করে যে তুমি ঘুমিয়ে আছ। দুঘণ্টা জাগ্রৎ দেবতার পূজা করে তার পরে একটা ঘুমন্ত দেবতাকে আনে। রাজা তুমি, প্রকাণ্ড, জাগ্রৎ, বলবান্, সমস্ত দিন সম্মুখে। আমরা দিন রাত্রি গুলো আমাদের করে রেখে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক কেবল সকালবেলা দুঘণ্টার জন্য রাখি। কোন একটা বিচারের নিষ্পত্তি করিতে হইলে বলি, এখন কাছারি বন্ধ, আবার সেই কাল সকালে কাছারি খুলিলে বিচার হবে। হরি, ভক্তদের হরির নিদ্রা নাই, দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা জেগে আছেন; জাগ্রৎ দেবতা তাঁদের। আর যে হতভাগারা মনে করে, দেবতা ঘুমায়, তাদের উপাসনাঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে রাজা প্রজা সকলে নিদ্রিত হইল। কি ভয়ানক!

দেবতা, তুমি সর্ব্বদা জাগ্রৎ। ভক্তেরা কি কথায় বার বার তোমার সঙ্গে কথা কন। জেগে আছ তুমি যখন, তোমাকে দিয়াই সব কাজ করাইয়া লন। মা, তুমি চিরকাল জেগে থাক। হে দয়াসিন্ধু, হে কৃপাময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমাকে নিদ্রিত ঈশ্বর মনে না করি, কিন্তু জাগ্রৎ দেবতা, তোমাকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া তোমার রাজ্যে কার্য্য করি, এবং তোমাদ্বারা সুশাসিত হইয়া ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া জীবন যাপন করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমরাজ্য।

৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে হরি, যে প্রেম তুমি পৃথিবীতে স্থাপন করিতে চাও তাহা এই দলের মধ্যে দাও। যথার্থ স্বর্গীয় প্রেম, যাহা তুমি বিস্তার করিতে চাও, এই দলকে দাও। অশান্তির আগুন চারি দিকে জ্বলিতে চলিল। শান্তিদাতা, এই সময় শান্তি বারি ঢাল। এমন একটা দল অন্ততঃ দাও, যাদের মুখ দেখিলে পৃথিবীর আশা হবে। তোমার প্রেরিত সুসন্তান বলে গিয়াছিলেন, সকল ধর্ম্মের সার বাপকে ভাল- বাসা আর ভাইকে ভালবাসা। বাস্তবিক ইহাই সার ধর্ম্ম

তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। আমাদিগকেও তাই করিতে দাও। মা, তোমার আদেশে নববিধান আমরা দেশবিদেশে প্রচার করিতেছি, কেন না তোমার এই শান্তিদায়ক ধর্ম্মের প্রসাদে পূর্ব্ব পশ্চিম এক হবে, ইয়ুরোপ আসিয়া এক হবে। কেমন করে হবে? মা, তোমার ধর্ম্মভিন্ন অশান্তি যাইবার উপায় নাই। তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন গতি নাই। মানুষ প্রেমের ধর্ম্মকে কাটে। শান্তির রাজ্য আসিতে দিবে না সে। মা, চারিদিকে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল তার নিবাইবার উপায় কি? কেউ বলে, রাজাসম্বন্ধীয় ব্যাপার, মা কি করিবেন। কিন্তু এই সব ব্যাপার দেখে তোমার প্রাণ যে কেঁদে উঠে। তোমার নববিধানের ধর্ম্ম যে আস্‌চে, তুমি চাও যে প্রেমের প্রতিমা পৃথিবীতে বসিবেন। মা, লোকে বলিবে কি, এই কটি লোকের কি ক্ষমতা যে অশান্তি দূর করিবে? হে ঈশ্বর, ক্ষমতা আছে বৈ কি। সত্যের ক্ষমতা, প্রেমের ক্ষমতা আছে বৈ কি। পাঁচটা সাহেব কি করিবে? প্রার্থনার বলে সমস্ত পৃথিবীর অপ্রেম চূর্ণ হয়ে যাবে। বিরোধীদের কামানের উপর আমাদের এই গোলা গিয়া পড়িবে। প্রেম চাই আর শান্তি চাই, ক্ষমা চাই আর কুশল চাই। দাও প্রেম, মা, আমরা সকলে মিলে আনন্দের নিশান ধরে প্রেমের পথে যাই। ভারতে নববিধানের রাজ্য স্থাপন কর। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের মিলন কর। পৃথিবী এই সকল অপ্রেমের ব্যাপার দেখে অনেক

চক্ষের জল ফেলেছে, ঢের দিন কেঁদেছে। আর কাঁদিতে দিও না। আবার পূর্ব্ব পশ্চিমে কলহ হইতে চলিল। এবার নিজ হাত পৃথিবীর মাথায় দিয়া 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বল। সমুদয় পৃথিবীতে প্রেমের কথা, শান্তির কথা হউক, আর অপ্রেম থাকিতে দিও না। দয়াময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল প্রকার অপ্রেমের আগুন নিবাইয়া দিয়া প্রেমিক হইয়া প্রেমের ধর্ম্ম, শান্তির ধর্ম্ম, কুশলের ধর্ম্ম, জগতে দিন দিন বিস্তার করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবন্ত হরির পূজা।

৫ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

প্রেমময় হরি, জীবন্ত দেবতার পূজা করা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। 'দেবতা দেবতা' সকলে করে; কিন্তু সকলের পক্ষে তুমি কি ঠিক জীবন্ত দেবতা? ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তুমিই কি আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে ঠিক দেবতা? মিলাইয়া লই। হে হরি, আমি সাক্ষাৎ দেবতা জাগ্রৎ ঈশ্বর তাঁকে বলি, যে দেবতা কাজ করেন, বলেন; ঠিক মানুষের মত, অথচ মানুষ নয়। যেমন মরা মানুষ আর জীবন্ত মানুষ, যে মানুষ বেঁচে আছে, বেড়াচ্চে, কথা কচ্চে, জগতের মঙ্গলকার্য্য

সাধন কচ্চে, একে বলি জীবন্ত; আর ওটার হাতও আছে পাও আছে, অথচ কিছুই করিতে পারে না, সে মৃত। জীবন্ত আর মৃত দেবতার এত তফাৎ! আমার মেয়েটি চুল আঁচড়াচ্চে, দেখিব তোমার হাতে চিরুণী। আমার মেয়ে জীবন্ত আর তুমি মৃত? মৃত দুর্গন্ধ দেবি, পালিয়ে যাও তুমি জীবনের রাজ্য থেকে। আমার সোণার দেবী তুমি, তুমি এস। নাস্তিক বলে—মানুষ টাকা আনে, মানুষ সংসার করে, মানুষ সব করে। আস্তিক বলে—মানুষ কিছুই করে না। সকলে বলে—বামন রেঁধে দেয়, আমিও তাই বলি, কিন্তু সব তুমি কর। মাটীর যে ভগবান্, কাঠের যে দেবতা দূর হও। ঠেলে দিলাম আর পড়ে গেল। ভগবতি, যে সংসারের সকল কাজ তুমি কর, সে সংসারে আমার থাকিবার ইচ্ছা। নাস্তিকের চোখ এ শরীরে ধারণ করে কোন উপকার নাই, যদি দেখিতে পাই কোন পয়সা আস্‌চে যা তুমি দিচ্চ না, যদি দেখ্‌তে পাই আর কারো অন্ন খাই, তা হলে অধিক দিন বাঁচিব না। সব তুমি করিতেছ, তুমি দিতেছ, এ যে দেখিতে না পায় সে নাস্তিক, সে হতভাগা। আমি উপাসনার সময় ভুষণ্টা বকে মরি, আর নির্জীব দেবতা যে সে পড়ে আছে কথাও কয় না। তবে আমি সে দেবতার চেয়ে বড়। সে মাটির দেবতা, লোহার দেবতা। যেখানে দেবতা কথা কয় না সেখানে দেবতা নাই। প্রত্যাদেশ বিনা

দেবতা নাই। আমার প্রাণের ঈশ্বর, তুমি এস, সোণার লক্ষ্মী, তুমি এস। কি, আমরা আপনারা সংসার চালাচ্চি, দাসদাসীরা আপনারা কাজ কচ্চে? নাস্তিক মুখ, চুপ কর্। তোর ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। মা খাবার মুখে তুলে দিচ্চেন এমনি করে বিশ্বাস করিতে দাও। মা, তুমি লক্ষ্মী, তোমার সব চাল, যজ্ঞের রান্না সব তোমার। নববিধান বিশ্বাসীর বাড়ীর সব তোমার। বিশ্বাস করিলে আরও বিশ্বাস বাড়ে, ভক্তি বাড়ে। সোণার লক্ষ্মী, সোণার সংসার আমাদের মধ্যে স্থজন কর। টাকাকড়ি অন্ন, সব লক্ষ্মীর ছোঁয়া জিনিষ. আস্তিকের সংসারে রাখ, যেখানে লক্ষ্মীর মুখ দশ দিকে। লক্ষ্মীর দেওয়া খাবার, লক্ষ্মীর বাড়ীর কাপড়। লক্ষ্মী এসে রোজ সংসারের কাজ করেন, সকলকে খাওয়ান, তার পরে সমস্ত রাত সকলকে আগলে বেড়ান। এই বিশ্বাস দিতে পার তা হলে ভক্তি দিব, প্রাণ দিব, শরীর দিব। নাথ হে, যথার্থ বিশ্বাসী কর। নাস্তিকতার আগুন হইতে বাঁচাও। হে করুণাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা নাস্তিক সংসার ত্যাগ করি, লক্ষ্মীর সংসারে থাকি, যেখানে লক্ষ্মী স্বহস্তে সব করেন এবং লক্ষ্মীর পদ সাধনা করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মা]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ধর্ম্ম।

৬ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে প্রেমস্বরূপ, সুগভীর আনন্দ, আমাদের দেবতা অতি চমৎকার দেবতা, অতি সুন্দর দেবতা, এই আহ্লাদে মন পূর্ণ। যাচাই করিয়া লইলাম ঠিক, অত্যন্ত ঠিক; এ যে খাঁটি সোণা আমার ঠাকুর। এ কি কম সৌভাগ্য যে বলা যায় "হে বিশ্ব, এই যে ঠাকুর দেখিতেছ, ইনি খাঁটি, অত্যন্ত সত্য।" তোমাতে সুখ সকলেরই হইয়া আসিতেছে। অল্পবিশ্বাসী, অধিক বিশ্বাসী, সকলেই আপন আপন দেবতাসম্বন্ধে আনন্দ পায়। লক্ষ কুসংস্কারাপন্ন লোকেরও ত আনন্দ হয় আপন আপন দেব পূজায়। তাহলে হইল না, তোমাতে আনন্দ হইলেই তুমি যে খাঁটি দেবতা হইলে তা নয়। আমার প্রমাণ সকলের মানিতে হইবে। মহর্ষি ঈশা বলিলেন, বৃক্ষ জানা যায় ফলের দ্বারা। আমার দেবতাকে ডাকিতে ডাকিতে যদি আমার ক্রোধ অপ্রেম একেবারে দূর হয়ে যায়, তবেই প্রমাণ হইল আমার দেবতা খাঁটি। সুখ হয় বলে তোমাকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব না। কিন্তু কি প্রমাণ? তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে শরীর মন প্রাণ শুদ্ধ হয়ে যায়। এক হুঙ্কার, সে এক গভীর উচ্ছ্বাস, সমুদয় বিশ্ব পূর্ণ হয়ে যায়। আমি আমাতে এবং আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে দেখিতে চাই যে লোকে বলিবে—এমন দয়া,

এমন স্বার্থপরতা, এমন পুণ্যের তেজ, এমন নরম প্রেমিক ভক্ত, এমন বিনয়ী দেখিতে পাওয়া যায় না। দয়াময়ী, তুমি যদি জীবন্ত ঈশ্বর হও, তবে তোমার দলের মধ্যে তুমি প্রমাণিত হও, এই প্রার্থনা তোমার চরণে। কল্পতরু হয়ে এমন ফল ফলাও যাতে তুমি প্রমাণিত হইবে। কেবল হাসিলেই হয় না। উপসনার হাসি যার, সে যে ক্রমাগত দৌড়িতেছে শান্তিনিকেতনের দিকে। হরি, তোমার কাছে প্রাণের গুপ্ত কথা বলিতেছি,—এইটি সংশয় হয়, কষ্ট হয় যে, আমার ভাই আজ দয়া করিলেন, পরের উপকার করিলেন, শত্রুকে ক্ষমা করিলেন, কাল সৎপ্রসঙ্গ করিলেন না, প্রেম দয়া করিলেন না, অথচ সন্ধ্যার সময় তাঁর মুখে হাসি, খুব সুন্দর হাসি; ভক্তের হাসির সঙ্গে তার কিছু তফাৎ দেখিলাম না, দেখে প্রাণ বিষাদে জ্বলে গেল। সাত্বিক হয়ে যে হাসি, অসাত্বিক হয়েও ঠিক সেই হাসি? পরমেশ্বর, তোমাকে প্রমাণ করিতে আমরা পারিতেছি না। বিধাতা, তোমার শ্রীচরণতলে কিঙ্করের এই প্রার্থনা, তুমি এই দলকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন কর, নতুবা কিছুতেই আমার বিশ্বাস হইবে না। এখানে কেহ হয়ত খুব দয়া সাধন করিলেন, কেহ আদপে দয়া করেন না। দয়াময়, ধর্ম্ম করিলেও সুখ না করিলেও সুখ, তোমাকে ডাকিলেও সুখ না ডাকিলেও সুখ? প্রেমময়ী, বল তোমার সঙ্গে নিত্য কালের খাঁটি সম্বন্ধ স্থাপন হচ্চে। এইটি প্রমাণ করে দাও জীবনে। এইটি কর

মা, তোমার প্রত্যেক ভক্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন হচ্চেন; যেমন শান্তি তেমনি পুণ্য। হে শ্রীহরি, প্রেমের আকর, মনের ভিতর যথার্থ আনন্দ দাও, পাপেতে আনন্দিত হই না যেন কখন। আমি পৃথিবীর পাপবৃক্ষের অসার আনন্দের ফল নেব না ছোঁব না। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম দানে, হে শ্রীহরি, গরিব আশ্রিতদিগকে সুখী কর। যেমন প্রত্যাদেশের ছটা বাহির হইবে, তেমনি পুণ্য, ধর্ম্ম, ভক্তি, কর্ত্তব্যপালন, সব তার সঙ্গে থাকিবে। সকল ফুল, সকল ফল আমাদের বাগানে থাকিবে। হে কৃপাময়ি, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা যিনি ঠিক খাঁটি দেবদেবী তাঁর পূজা করি এইটি জীবনে ও কার্য্যে রোজ রোজ প্রমাণিত করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একটি পিতা, একটি ভ্রাতা।

৭ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে দীননাথ, নববিধানের দয়াময় দেবতা, তোমার কাছে এত দিন কি পাইলাম, বিশেষ কি কার্য্য করিলাম পৃথিবীতে? কিছুই কি পাই নাই তোমার নিকটে? কি পাই নাই তোমার নিকটে? এক সুখের হরি পাইয়াছি, দিয়াছি; নিজস্ব ধন করিয়াছি, মণ্ডলীকে দিয়াছি। দুঃখ হইলে যাঁর

কাছে গেলে শান্তি পাওয়া যায়, সান্ত্বনা পাওয়া যায়, এমন এক পিতা মাতাকে দেখিয়াছি, দেখায়েছি পৃথিবীকে। একটি প্রেমময় আনন্দময় দেবতাকে পাইয়াছি, জন কতক লোক সেই দেবতাকে লইয়া খুব আনন্দে আছে। এইটি তুমি বঙ্গদেশে স্থাপন করেছ। শ্রীস্বরূপ সৌন্দর্য্যস্বরূপ প্রেমময় পতিনাথ একজনকে ইহাঁরা পাইয়াছেন। দুঃখ মোচন হয় এমন এক ধন পাইয়াছেন। আমরা তোমাকে ডাকি, তোমাকে দেখি। সে জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা যখন পৃথিবী থেকে চলে যাব খুব পরিষ্কাররূপে পৃথিবী লিখিবে, এক দল লোক মরুভূমিতে, বনে, কল্পতরু বাহির করিয়াছিল। এই সমুদয় দলটি, কম বেশী প্রত্যেকে, জীবন্ত জাগ্রৎ তুমি, তোমাকে পূজা করে। একটা স্ত্রী একটা স্বামীকে ভালবাসে, একটা ভাই ভগিনীকে ভালবাসে, একটা পুত্র একটা পিতাকে ভক্তি করে, একটা কন্যা একটা মাতাকে শ্রদ্ধা করে, এ যদি আমাদের মধ্যে হয়, প্রমাণ হয় যে তোমাকে পাইয়াছি। একটা না হলে কেমন করে বনেদ গাঁথা হবে। হে ঈশ্বর, এত গুলি সাধুলোককে এনেছ, কিন্তু কোন দুটি মিশ খাবে না, যোড়া লাগিবে না? যোড়বার মালও চাই। পিতার মন্দির তৈয়ার হয়ে উঠিল, ভাইয়ের মন্দিরে বনেদ গাঁথাও হলো না। আমরা ভাই ভগিনীসম্বন্ধে মন্দির গেঁথে রেখে যেতে পারিলাম না, তবে একটু খানি বনেদ যেন গেঁথে রেখে

যেতে পারি। যখন প্রাণের সহিত সরস-অন্তরে এত দিন তোমার চরণ সাধন করিলাম তখন এদুটি হতেই হবে। একটি প্রেমময় পিতা, আর একটি প্রেমময় ভ্রাতা; একটি প্রেমময় পিতা হৃদয়ে, আর একটি সুখের পরিবার সুখের মণ্ডলী। নববিধানের সুখের পরিবার হয়ে ভক্ত হয়ে আমরা তোমার ভজনা করিব। এই দুইয়ের মিলন হতেই হবে। একটা দেখে গেলাম, আর একটির আশা করে গেলাম; তোমার কৃপা যদি হয় দুটিই দেখে যাব। বাপকেও দেখিব ভাইকেও দেখিয়া যাইব। দুইটির বীজ পোঁতা হয়েছে। যদি দুটি ফলই মুখে তুলে দাও সুখী হই। হে দয়াময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রসাদে দুই বৃক্ষেরই ফল দেখিয়া আমরা সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দলযন্ত্রে শব্দ শ্রবণ।

৮ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে জীবের প্রতিপালক, হে কৃপাসিন্ধু, তোমারই আশ্চর্য্য শব্দ তোমার মুখ হইতে বাহির হইয়া সন্তানের আকার, ভক্তের আকার, বিশ্বাসীর আকার ধারণ করে। সেই বিশ্বাসীকে চিনিতে পারে, যে তোমার শব্দ বলিয়া বুঝিতে

পারে। কার সাধ্য, হে পিতা, নববিধান ঘোষণা করে? সেই যে তোমার বিধি হইল; বিধি অর্থ বিধান, বিধান অর্থ শব্দ, শব্দ অর্থ সন্তান ভক্ত। তোমার শব্দ মনুষ্য-জীবনের আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিল। গম্ভীর আকাশে গম্ভীর বাণী তব মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু তোমার শব্দ পৃথিবীতে আসা অর্থ মানুষের জীবন, বিধান, নীতি। আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীতে শব্দ এয়েচে, ভয়ানক শব্দ হইতেছে, সেই শব্দ মানুষের আকারে একটা দলের ভিতর প্রবেশ করেছে। শোচনীয় তাদের অবস্থা যারা সেই শব্দ, সেই বিধি শুনিল না। ঠাকুর, আমরা যে আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে চলিব, খানিকটা আপনার পরিত্রাণের ভার আপনি লইব, খানিকটা তোমায় দেব, তাহা হইবে না। শব্দ অর্থ বিধান, শব্দ অর্থ বিশ্বাস, শব্দ অর্থ ভক্তি। সে শব্দ এয়েচে, নতুবা নববিধান এই কথা আসিল কেন? সে শব্দ কি? "এই রূপে চল" সে শব্দ কি? —"তোমার রুচি ইচ্ছা সমুদয় এই বিধিতে ঢালিয়া দাও।" সে শব্দ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, ঘুরিতেছে, তাহাতে ঘূর্ণবায়ু হইতেছে। হে প্রেমসিন্ধু, শব্দ মানিতেই হইবে ষোল আনা, নতুবা আমাদের পরিত্রাণ হইবে না। এই দল ভিন্ন নববিধান হইতে পারে না, এই মণ্ডলী নববিধান আসিবার প্রণালী, এই ঘর তবে কাশী শ্রীবৃন্দাবন জেরুজেলেম

অপেক্ষা বড়। এই ঘরের নাম উনবিংশতি শতাব্দীর স্বর্গ গমন। এই ঘরের প্রাচীরের মধ্যে শব্দ শ্রবণ করা যায়, পৃথিবী মধ্যে এই ঘর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এখন। এই ঘরের ছাদ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায় স্বর্গে কি হইতেছে, ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ যোগী ঋষিরা কি করিতেছেন। ভারি আশ্চর্য্য এই ঘর। এই দল, এই কটা লোক সেই দূরবীণ। এই দল একখানা, শব্দ শুনিবার একটি যন্ত্র, একটা দূরবীক্ষণ, এই কটা লোক একজন লোক। সমস্ত তীর্থের মূলতীর্থ উনবিংশ শতাব্দীতে এই ঘর। এই ঘরে আমরা বসি, পূর্ণ বিশ্বাসীরা এই ঘরে বসে একটি একটি করিয়া সমস্ত শব্দ শুনেন। শব্দ সুধা, আদেশ অমৃত, প্রত্যাদেশের মধু এই ঘরে পাওয়া যায়। পরমেশ্বর, পৃথিবীর রাজ্য হইতে দৌড়ে এয়েছি এই ঘরে শব্দ শুনিবার জন্য, প্রাণ খুব ভাল করে দাও, খুবশব্দ শুনি। শব্দ শুনিবার ঢের বাকি, এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। আমাদের এখন সব কাজ শব্দতে হবে, ধর্ম্ম থেকে সংসারের অবধি সব কাজ এতে হবে। এই ঘরে ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ, ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ হবে। প্রেমসিন্ধু, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা শব্দ শ্রবণ করিয়া ষোল আনা সেই মতে চলিয়া দিন দিন শুদ্ধ হই। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

না বুঝে বিশ্বাস।

৯ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে প্রেমস্বরূপ, হে দুঃখী পাপীর পরিত্রাতা, দেখিয়া বিশ্বাস করিব, বুঝিয়া বিশ্বাস করিব—মানুষের এই কথা। এই কথার পূর্ণতা নাস্তিকদিগের মধ্যে, এই কথার অল্পতা আস্তিকদের মধ্যে। দুর্বলবুদ্ধি নাস্তিক বুঝিতে না পারিয়া পরলোক মানিলেন না, ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলেন না। এই নাস্তিকের ভাই আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। অল্প অধিক অবিশ্বাসের কারণ এই, 'বুঝিতে পারি না আমরা' বোঝার উপর আমাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস নির্ভর করে। ভগবান্, সকলের ভিতরই এই ভাব দেখা যায় যে, বুঝে লই তার পর সেই রূপে চলিব। বুদ্ধি যেটুকু বুঝিয়ে দিলে, সেই টুকু অবলম্বন করিয়া ভাই বন্ধুরা স্বর্গ সাধন করেন। বুদ্ধি যাঁহাদের উপায় তাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর সাধক বলিয়া পরিগণিত। তুমি বিশেষরূপে আশীর্ব্বাদ কর তাঁদের যাঁরা না দেখিয়াও বিশ্বাস করিলেন, না বুঝিয়াও বিশ্বাস করিলেন। না দেখে বিশ্বাস করিলে তুমি আমার মাথায় হীরের মুকুট দিবে, আর দেখে বিশ্বাস করিলে তুমি আমার মাথায় খড়ের মুকুট দিবে। ভগবান্ যদি কষ্টে ফেলেন দেখিতে পাই, তবু বিশ্বাস করিব। না বুঝে যদি বিশ্বাস করি ভালবাসি, তবে পরিত্রাণ পাব। আমরা না বুঝে কেমন করে

তোমায় বিশ্বাস করিব? হরি, যা করিতে বল তাই করিব, খুব সাধন ভজন করিব? কিন্তু বুঝিয়ে না দিলে করি না। তাই বুঝিলাম আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছি নাই। পিতা, বুঝে চলে কারা? যারা বোকা, না বুঝে চলে কারা? ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ মূষা ইহাঁরা। দয়াময়, এই প্রচারকমণ্ডলী যদি না বুঝে দুদিন চলেন, অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়। কত শান্তি, কত ধন, কত পুণ্য মঙ্গলপাড়ায় হয়। বুঝে চলিলে পরে নাস্তিকের নরক হবে, না বুঝে চলে যে তার আস্তিকের স্বর্গ হবে। দয়াময়, বুঝতে চাই না, কেবল গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাও। মার কাছে বিশ্বাস করে পড়ে থাকিলে কত কি হয়, অতএব ম', আর কিছু চাই না বিশ্বাস পরমধন তাই দাও। খুব বিশ্বাস করিব তার পরে দেখিব শান্তি রাজ্য এয়েচে। খুব সাদা একটি ছোট ডিম, তার ভিতর থেকে কেমন সুন্দর পাখী বাহির হয়। কিরূপে হইল বুঝিতে পারি না। এই এত দিনের পর নববিধান কিরূপে আসিল জানি না। হে কৃপাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন বুঝিতে পারি আর না পারি যোল আনা তোমার আজ্ঞা পালন করি। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বর গুরু।

১০ই মার্চ, ১৮৮৩।

হে দয়াসিন্ধু, হে অনাথশরণ, তোমার সঙ্গে যেমন আমাদের অন্য দশটি সম্বন্ধ আছে, তেমনি, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের গুরু। যাহা অন্য লোকে বুঝাইতে পারে না, যাহা অন্য লোকে সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, তুমি আমাদের জন্য সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে। পণ্ডিত অপেক্ষা পণ্ডিত তুমি, যখন তোমার কাছে যাই তখনই শিখিতে পারি। এমন গুরু আর কোথায় আছে? মানুষ গুরু খুঁজিয়া পায় না। তোমার কাছে আসিলেই তুমি বল, আমি যে ঘরে গুরু হইয়া বসিয়া আছি, অন্য জায়গায় কেন গুরুর অন্বেষণ করিবে? অন্ন-দায়িনী হইয়া অন্ন দিলে, আবার জ্ঞানদায়িনী হইয়া জ্ঞান দিলে। এমন সুমিষ্ট সম্বন্ধ আর কার সঙ্গে? অন্ন দিয়া শরীর রক্ষা করিলে আবার জ্ঞান দিয়া আত্মাকে রক্ষা করিতেছ। হে মাতঃ, দিন দিন আমাদিগকে শিক্ষিত কর। পরমেশ্বর, যে তোমার হয় সে বুদ্ধিও পায়। ধর্ম্ম কর্ম্ম যে করে তার বুদ্ধিও যুগিয়ে যায়। মা, তুমি যে সরল ভাষায় সহজ সহজ করে তোমার সত্য গুলি বুঝিয়ে দাও, তাহা যেন আমরা বুঝিতে পারি। তোমার ঈশা মুষা জ্ঞান কোথায় লাভ করিতেন? তাঁরা যে তোমার কাছে সব জ্ঞান লাভ করি-তেন। হরির বিদ্যালয়ে যেন আমরা পড়ি। হাত যোড়

করিয়া তোমাকে ডাকিতেছি, রক্ষাকর্ত্তা সন্দেহ অবিশ্বাস অবিদ্যা অজ্ঞান অন্ধকারে সন্তানদের রক্ষা কর। দয়াময়, আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার কাছে শিখি আর কোথাও যেন না শিখি; পিতার কাছে মার কাছে শিখি। দয়াসিন্ধু, কৃপাকরিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তুমি যে জলন্ত জীবন্ত দেবতা গুরু ঘরে বসিয়া রহিয়াছ তোমার মুখের উপদেশ শ্রবণ করি, তোমার শ্রীচরণতলে পড়িয়া জ্ঞান লাভ করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্থির বিশ্বাস।

১১ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে স্নেহময়, হে অপার প্রেমের আকর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই, যেরূপে এত দিন কাটাইলাম, জীবনের শেষ ভাগেও যেন এই ভাবে তোমারই হইয়া কাটাই। অনেকে এই প্রকার আছে, যাহারা শেষে সংসারের শীতল জলে ধর্ম্মের আগুন নিবাইয়া ফেলে। যৌবনে তোমার, বার্দ্ধক্যে আমার, এরূপ যেন আমি না হই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যবৃদ্ধি, ভক্তিবৃদ্ধি যেন হয়। হে জগদীশ, চির দিন মানুষ যদি সমান ভাবে তোমার হয়ে না থাকে, তবে যে জীবন বৃথা। আমরা বৃদ্ধ বয়সের ভিক্তরস যেন

কিছুতেই পান না করি। তোমার পদারবিন্দ লাভে দিন দিন আমাদের শান্তি আরও বাড়িবে। আমরা হাসিতেছি, আরও হাসিব। আমাদের শান্তি কেন কমিবে? আমরা যে তোমায় আরও ভক্ত হইব। যত দিন যায় যেন দেখি আরও ভক্ত, আরও বিশ্বাসী হইতেছি। ঘর বাড়ী সমুদয় তোমারই রাজ্যের মধ্যে সম্বদ্ধ হইতেছে। এ বয়সে একমাত্র অবলম্বন তুমি, বৃদ্ধ বয়সে শান্তি দিবার আর কেহ নাই। হে দীননাথ, হৃদয়ের মধ্যে খুব শান্তি ঢালিয়া দাও। যত এ দিকের স্ফূর্ত্তি সুখ বল কমিবে, তত তোমাতে সুখ বল স্ফূর্ত্তি বাড়িবে। হে দীননাথ, দয়া করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের ভক্তি বিশ্বাস অনুরাগ বৃদ্ধি হয় এ বয়সে অনন্যগতি হইয়া তোমার আশ্রিত হইয়া তোমার পাদপদ্মে পড়িয়া থাকিতে পারি যেন। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রাজ্য স্থাপন।

১২ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে দয়াময়, আমরা যে মিথ্যা মানি না সত্য মানি, এই আমাদের গৌরব। ধর্ম্মটা অভ্রান্ত সত্য এই ভাবিলে মনে কি কম গৌরব হয়? সত্যের শ্বেতপ্রস্তরের উপর বরাবর সত্যের

নিশান রক্ষা করিলাম, জয় জয় সত্যের জয়, জয় জয় ব্রহ্মের জয়। ব্রহ্মই সত্য, তুমি সত্য, হে ঠাকুর। পরমেশ্বর, এ ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম তুমি। প্রত্যাদেশের আগুনে আমরা সত্য-বাদী হইলাম। একটা অন্যায় মত প্রচার হলো না, একটা অন্যায় কথা বলিলাম না, এ কি কম! এ কি মানুষে পারে? ধন্য ধন্য ব্রহ্ম। সত্যের ক্ষমতা এমন যে কলিযুগের মধ্যেও কাঙ্গবাঙ্গালীকে সত্যের মধ্যে রাখে। মাথার প্রত্যেক চুল, দেবতা, তোমাকে সাক্ষী করিয়া চলিতেছে, নববিধান প্রচার করিতেছে। বিশ্বাস করি যে এ কিঙ্কর তোমারি, এ কিঙ্কর তোমারি। যে তোমার মানুষ হইয়াছে, সে অনন্ত কাল তোমারই মানুষ। পঁচিশ বৎসর পরীক্ষিত হইয়া তোমার নবধর্ম্ম পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে। এই অভ্রান্ত সত্য যেন, পৃথিবীতে স্থাপিত হয়। যে শান্তির সমাচার আমরা পাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছি, সেই সমাচার যেন পৃথিবী পাইয়া, সকল মানুষ পাইয়া তাঁহাদের অশান্ত বক্ষ শান্ত করেন ইহার উপায় কর; অভ্রান্ত প্রবঞ্চনাশূন্য সত্যকে সর্ব্বত্র বিস্তার কর। আমরা সাক্ষী হইয়া ইহার প্রত্যেক খণ্ড প্রমাণ করি। আমরা ত বইয়ে কিছু পড়ি নাই, আমাদের বেদশাস্ত্র তোমার মুখে। আমাদের শ্রীমদ্ভা-গবত তোমার মুখের কথা। একটা কথা ভাঙ্গে এমন কারো সাধ্য নাই। ভক্তের কথা চন্দ্রসূর্য্য অপেক্ষা বড়, তাহা কখন মাটিতে পড়ে না। অতএব এই যে হিন্দু,

বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মসমন্বয় আর কিছু নয়, ইহা কেবল সকল দেশের ভাই ভগিনীকে লইয়া একটি বিস্তীর্ণ পরিবার। এই ধর্ম্ম অভ্রান্ত। এই অভ্রান্ত সত্য পরিষ্কৃতরূপে সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত হয় যদি জগতে, পৃথিবী জানিবে, কলির জীবেরাও মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে; আজও নূতন বেদ ছাপা হয়। মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যে সত্য স্থাপন করেছ, তাহা যেন পৃথিবীতে খুব বিস্তার হয়। চীন আমেরিকা সব আমাদের দলের মধ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবে ভাবিলে আশা আহ্লাদ হয়। সকলেই এক বাড়ী করে নিয়ে এক পরিবার হবে, এটা যেন অনুমান না হয়। হরি বলেছেন নববিধান ঠিক। যদি ঠিক, তবে সমস্ত পৃথিবীতে এই সত্য প্রচারিত হউক। হে দীনশরণ, তুমি এই অভ্রান্ত সত্য জগতে প্রচারিত কর। যেখানে যাওয়া হবে, কেহই আমাদের অপরিচিত নয়, বিদেশী নয়। আমেরিকা চীন বিলাত, এরা সকল কে ঠাকুর? এরা আমাদের কুটুম্ব। বড় বড় রাজারা এখন আমাদের আত্মীয়। পিতার প্রেমরাজ্য আসিবে, রাজসূয় যজ্ঞ হবে, সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবে। সুখের উৎসব, সুখের যাত্রা, আনন্দের ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে। পিতা, পৃথিবীকে বুকে করি। পৃথিবী ঘুরে আসা, এসিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইয়ুরোপ এই চারিটির মুখে অমৃত দেওয়া, ইহাদের সেবা করা

একই। তবে আর দূর থাক কেন। বিদেশ স্বদেশ হও। আমাদের বন্ধুকে * গ্রহণ কর, আত্মীয় হয়ে কুশলে রক্ষা কর। পরমেশ্বর, আমরা বিজয়ী হব, প্রবল হব, আর ভয় কি? হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ধর্ম্মামৃত, তোমার পূর্ণ সত্য জগতে বিস্তার করিয়া তোমার প্রেমরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঋণ শোধ।

১৪ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে হরি, দোকান বন্ধ করিবার সময় যখন হয়, তখন লোকে খাতা লইয়া হিসাব লিখিতে নিযুক্ত হয়। সেইরূপ হে হরি, আমাদের যত জীবনের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, জীবনের কার্য্যের হিসাব লিখিতে আরম্ভ করি। দোকানীর পক্ষে এ নিয়মটি ভাল। আমরাও না কি সংসারে দোকানী, দোকান বন্ধ করিবার সময় যত নিকট হইতেছে, হিসাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পাওনা দেনার হিসাব চুকাইলে দেনাটাই যদি দাঁড়িয়ে যায়, কাঁদিতে আরম্ভ করে লোকে। আমাদের সম্মুখে হিসাবের খাতা, কলম হাতে কাঁপিতেছে। বল দেখি কি লিখিতে পারি? লাভ?

* ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

না কেন? দেখি লাভও হয়েছে, কিন্তু শেষটা কেনায় দাঁড়িয়েছে। অন্তর্যামী, দেখ সকলে কলম নিয়ে, খাতা সম্মুখে নিয়ে বসেছে। কার হাত কাঁপিতেছে ভয়ে তুমি দেখিতেছ। আমিও লিখি, ইহাঁরাও লিখুন। লোকে ইহার পর সেই খাতা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিবে কি রকম আমরা ছিলাম। দলপতি দলের বিশ্বাস পাইল না, ইহা লেখা রহিল খাতায়। দলের মধ্যে কলহ অশান্তি গেল না, ইহাও লেখা রহিল। ধর্ম্মের সম্পর্ক মধুময় নহে, দলের মধ্যে অবিশ্বাস ক্রমে বাড়িতেছে, ইহাও লেখা রহিল খাতার মধ্যে। দলপতি অপেক্ষা অন্য লোকে দলকে ভালবাসে, দলের লোকের সুখবিধান করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, ইহাও লেখা রহিল। খাতাখানি সিন্দুকে পড়িয়া থাকিবে, আমরা চলিয়া যাইব। ইহার পর ভবিষ্যতে সেই সিন্দুক লোকে খুলিয়া খাতা দেখিবে, দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিবে যে, এত বড় কারবার, এত বড় মহাজনের ব্যবসা, শেষে কেনা হইল? ২৫ বৎসরের সাধনে দুপয়সার জমা উপার্জ্জন হয় না? তবে আর ধর্ম্মের কারবার করিব না, আর ধ্যান উপাসনা করিব না, আর ধর্ম্মের দল করিব না। হরি, তবে আর কেহ দল করিবে না। হরিনামে লোকসান? আগেকার মত সকলে একা একা পাহাড়ে কিংবা অন্য অন্য স্থানে সাধন করিবে; পুরাতন বিধান রহিবে। তবে নূতন বিধানের দল আর রহিল না। জগ-

বান্ জাগ্রৎ ! সব ত দেখিতেছ ? আগে যা ছিল, ক্ষমা,ধ্যান, ভক্তি, উপাসনা, উৎসাহ ক্রমে ক্রমে যাইতেছে দেখিতেছ ত ? ছিল এক দৈনিক উপাসনা, তাও কি হইতেছে দেখিতেছ ত ? পরের সেবা, পরিবার মধ্যে ধর্ম্মস্থাপন সব কমিয়া যাইতেছে দেখিতেছ ত ? আর যা বাকি থাকিতেছে; বছর বছর সব ক্রমে কমে আস্‌চে। এ দিকেও সন্ধ্যা হয়ে এলো। কলম চল চল, শীঘ্র চল, সত্য কথা লিখে যাব, পৃথিবীকে ফাঁকি দেব না। লেখ লেখ, আগে যেমন ভালবাসিতাম পরস্পরকে এখন আর বাসি না। হিসাবে যা ঠিক তাই লিখে যাব, আমি মিথ্যা চাই না। এই দলে কি হয়েছে আমরা সত্যকে সাক্ষী করে লিখে যাব। নিজের নিজের কিছু কিছু লাভ হয়েছে। আগে যা খারাপ ছিলাম তার চেয়ে ভাল হয়েছি। খাতার মাথায় বড় বড় অক্ষরে সকলে লিখেছেন, কারো দুই কোটি, কারো তিন কোটি লাভ হয়েছে। এ কথা ঠিক, ঐ খানে দাঁড়ি দিয়া তার পরে লেখা হইল "দল," দলের জমা খরচ। তার নীচে কেবল লোক্‌সান, লোক্‌সান, লোক্‌সান। বন্ধুদের প্রবঞ্চনাপূর্ণ প্রেম, চড়ুকে হাসি, মনে মনে একত্র থাকিবার ইচ্ছা নাই, বাহিরে কেবল দেখান। আগে সেই দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বাড়ীতে ছেলেদের নৃত্য, পরস্পরকে দেখিবার ইচ্ছা ভালবাসা। নিজসম্বন্ধে সকলে জিতেছেন, কিন্তু দলসম্বন্ধে সকলের লোক্‌সান হয়েছে। হে ভগবান্,

দয়া কর, সন্ধ্যা না হইতে হইতে যদি উপরের চেয়েও নীচেকার ব্যাপারে লাভ না হয় তবে বড় দুর্ভাগ্য। মা, তুমি যে ঢের টাকা দিয়াছিলে বাণিজ্য করিবার জন্য। শেষে এমন দুর্ভাগ্য, এত দেনা? দীননাথ, কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যাহাতে সন্ধ্যার সময় যখন ভয়ের সময়, তাহার পূর্ব্বে শীঘ্র শীঘ্র আরও কারবার করিয়া, পরলোকে যাবার পূর্ব্বে দেনা শোধ করিয়া খুব লাভের বন্দোবস্ত করিয়া শান্তিনিকেতনে চলিয়া যাইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের মানুষে বিশ্বাস।

১৫ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে দীনবন্ধু, বুঝাইতে গেলে লোকে প্রায় বুঝিতে পারে না; যারা তোমার আদেশে এই ব্রতে ব্রতী হইয়া লোককে বুঝাইতে যায় তাহারাই লোকের কাছে অন্ধকারের মত হয়। হে হরি, কি হইবে ইহলোক হইতে চলিয়া গেলে, যদি প্রাণ থাকিতে থাকিতে এক জন মানুষের আচার ব্যবহার সকলের নিকট বিদেশীয়ের ন্যায় হয়? হয়ত কম বুঝাইলে ভাল হইত। হে পিতা, খুব বড় বড় সকল সংবাদ দিলে প্রচার করিতে, লোক

তাহা বুঝিতে পারিল না। উপায় কি নাই বুঝিবার? বেদ বেদান্ত বুঝা যায়, এক জন সামান্য মানুষের কথা, যা রোজ রোজ বলিতেছি, কেহ কি বুঝিতে পারিবে না? তবে ক্রমে ক্রমে বন্ধুগণ এবং আমার মধ্যে সমুদ্র বাড়িতে লাগিল, এ পারে আমি ও পারে তাঁহারা রহিলেন। ভবিষ্যতে তাহা হইলে আর আশা হয় না। বরং শান্তি আরাম বর্ত্তমানে আছে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে অন্ধকার। আপনার লোক খুন পর্য্যন্ত করেছে, ধর্ম্মসম্প্রদায় অতি দুশ্চরিত্র হয়ে গিয়াছে, প্রবর্ত্তকের মতে চলা দূরে থাকুক, কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গ আর কোথায় এখনকার বৈষ্ণবেরা! কোথায় মহর্ষি ঈশা আর কোথায় তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা! তাই বলি ভবিষ্যতের দিকে দেখিলে আশা হয় না। কেন বুঝিল না লোকে? ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইবার কথা নাই। কারণ, এই প্রকারই হইয়া থাকে। তাঁহারা ব্রাহ্মণ আমি চামার, কিন্তু একই ব্যবসা। তাই বুঝিয়াছি এই রকমই হইয়া থাকে। জীবন থাকিতে—ভূতকালে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতেও বুঝিবার আশা নাই। অনেকে আগে ভাই বলিতেন, এখন বলেন না, বিশ্বাস করেন না। বলেন নেতা? তাও নয়, কেন না সকল সময় ইহাঁর মতে চলিলে ভাল হয় না। বন্ধু? ঠিক তাও নয়, কেন না রোগ শোকের সময় তেমন সহানুভূতি দেন না। ঠিক কিছু এমন নাম নাই যা দেওয়া যায় ইহাঁকে। ঠাকুর তাই ক্রমে ক্রমে পেচিয়ে

যাচ্চি, ভক্তদের নিকট হইতে সরে যাচ্চি। যত দিন যাইবে বিশ্বাস না করিবার কারণ বাড়িবেই বাড়িবে। যখন গোড়া খেয়ে গেল পোকাতে, তখন যে গাছ ক্রমে নুইয়ে যাবে তার আর সন্দেহ কি? ধর্ম্মরাজ্যে এ কথাটা বড় শক্ত যে, যদি কোন দলপতিকে কেহ দূরে রেখে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, তবে তার পক্ষে শয়তানবৎ। বাপ মাকে ভালবাসা, স্ত্রীপুত্রকে অন্ন দেওয়া, এ সকলে কিছু দেবভাব প্রকাশ পাইল না। কিন্তু ধন্য সে যে বলিতে পারে আত্মার প্রাণ পেয়েছি যাঁ হতে, তাঁকে প্রাণের রক্তের চেয়েও ভালবাসি। প্রাণনাথ, যাঁর কাছে তোমাকে ডাকিতে শিখেছি, যাঁর দ্বারা তোমাকে চিনেছি, তাঁকে চিনে রাখুক মন। সে যে হউক না কেন, সে যে অমৃত খাইয়েছে, সে যে সোণার রাজ্য চিনিয়েছে, তাকে চিনিতে পারে যেন ভক্তেরা এই ভিক্ষা টুকু বৃদ্ধ বয়সে চাই। উপদেষ্টা বলিবার দরকার নাই, সেবা দরকার নাই, কেবল এই কথাটী যেন বন্ধুদের মনে থাকে, একটা আসল কথা এক জনের কাছে শিখেছি, যাহা মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম শান্তি সংসারে সব সুখের মূলে। সে আমাদের প্রিয়। এ সকলের মূলে এক জনের ইসারা। মার হাসির রহস্য এক জনের কাছে আগে আমদানী হয়েছিল, এখন সব জায়গায় আমদানী হয়েছে। সত্য সত্য কি সে বাড়ী করে দেয় নি, বন্ধু হয় নাই? সেই সব দিয়েছে যে, প্রাণ

দিয়েছে। সে এক সময় ছেলে হয়ে কাছে এয়েছে, মা হয়ে কাছে এয়েছে, বিপদের সময় বন্ধু হয়ে এয়েছে। সে বিশ্বাসঘাতক নয়। সে যে প্রাণ দিয়াছে সকলের জন্য। সেই লোকটা আমি। যদিও সে আমি, আমি তাকে ভালবাসি, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, আমি বলি তাকে বিশ্বাস করা উচিত। ঠাকুর, আনন্দের রাস্তা, বিশ্বাসের রাস্তা, আমরা যেন ধরিতে পারি। বন্ধুকে আমরা যেন অবিশ্বাস না করি। সে মানুষকে যদি না ভালবাসি যে মানুষ তোমার কথা শুনিয়েছে, তোমার পথ দেখিয়েছে, তবে তুমি যে নিরাকার অদৃশ্য ভগবান্ তোমাকে যে ইহাঁরা ভালবাসেন, সে কথা আমি কেমন করে বিশ্বাস করিব? মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এখনই খুব বিশ্বাসী হই, যেখানে প্রাণের রত্ন সকল পাইয়াছি, সেখানে খুব বিশ্বাস রাখিয়া এবং পূর্ণ প্রেমিক হইয়া তোমার শান্তির রাজ্যে গিয়া সকলে সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধান প্রবর্ত্তকে বিশ্বাস।

১৬ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে কৃপাসিন্ধু, কি কি পাপ করিলে আমাদের নরক হইতে পারে কৃপা করিয়া বলিয়া দাও তুমি। কতকগুলি

কাজ আছে, যা করিলে ভয়ানক যন্ত্রণা পাইতে হয়, অপমান, জাতিচ্যুত হইতে হয়। আমরা তোমার সার সার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ভাবি যে সামান্য দোষ ত্রুটি করিয়াছি। কি কি দোষ করিলে ধর্ম্মের মূলে কুঠার মারা হয়? আমাদের পক্ষে বড় বড় দোষ পাপ কি, নরক কোন্ পাপে, কৃপা করে বলে দাও। নরহত্যা ব্যভিচার এ সব মনে হলে যেমন ভয়ানক পাপ মনে হয় সেরূপ কোন্ কোন্ দোষ। আমরা গোড়া যদি না মানি, যেখান থেকে ধর্ম্মের কথা আস্‌চে তাতে যদি বিশ্বাস না রাখি, বল দেখি পিতা, নরকের উপযুক্ত হই কি না? বিধি নিতে যদি ত্রুটি হয়, বিধানবিশ্বাসে যদি ত্রুটি হয়, যে প্রণালী দিয়া বিধান আস্‌চে তাতে যদি অবিশ্বাস অভক্তি হয়, তবে ভয়ানক পাপ হইল। তোমার আদেশে আদিষ্ট হয়ে যে নববিধান প্রচার করিবে, তার আজ্ঞা সর্ব্বাগ্রে শিরোধার্য্য। তোমার বিধি পালন করিয়াই ত এবার আমাদের পরিত্রাণ। তবে নাথ, যে প্রণালী দিয়া বিধি আসিতেছে তাহা ষোল আনা মানিতে হইবে। বিধানবাদী যদি বিধান না মানিলেন, তার সঙ্গে যদি আর পাঁচটা মত মিশাইলেন, লবণের লবণত্ব যদি না রহিল, তবে আর কি হইল? এইখানকার মত যদি পূর্ণতার সহিত না লইয়া তাহাতে নিজের বুদ্ধির মত মিশাইলাম, তা হলে কেবল ত্রুটি হইল না, ভয়ানক নরকের পথ পরিষ্কার করা হইল, ভয়ানক অবিশ্বাস হইল। এখান-

কার কথা ষোল আনা লইতে হইবে। এর ভিতর বুদ্ধির খেলা নাই। বাদ দেওয়া হইতে পারে না। পরিত্রাণের বীজমন্ত্র কেহ বাদ দিয়া লইবে না, মিশাইয়া লইবে না, ছোট করে লইবে না, ষোল আনা গ্রহণ করিতেই হইবে। এত বড় অহঙ্কারের কথা যে আমার কথা গ্রহণ না করিলে ভাইয়ের পরিত্রাণ হবে না? কিন্তু এরূপ অহঙ্কারের কথা সোণার অক্ষরে লেখা থাকে। এ যে পরিত্রাণ লইয়া বিষয়। এ জন্য ভ্রাতৃসম্বন্ধে আমার এত ভাবনা হয়। ওঁরা বলেন, এ সামান্য ত্রুটি; কিন্তু আমি বলি, এ ভয়ানক পাপ। আমি বলি, এরা বিশ্বাস করিল না, হিন্দু বলিয়া মুসলমানের কোরাণের মতে চলিল, শাক্ত বলিয়া বৈষ্ণবের মতে চলিল, তা হলে ভয়ানক কপটতা হইল—অবিশ্বাস হইল। এ জন্য ভগবান্, এই চিন্তা মনে কষ্ট দেয় যে, তবে কি পঁচিশ বৎসরের পর নরকে যাবার পাপ আমরা করিতেছি? প্রেমসিন্ধু, তুমি বলিতেছ, "আমি অবিশ্বাসীকে ত ক্ষমা করি না, আমি পাপীকে ক্ষমা করি; আমি দুরন্ত পাপীকে বুকে করি, কিন্তু অবিশ্বাসীকে ক্ষমা করি না।" বুঝিতে হইবে এ জায়গা ত ক্ষমার নহে। এ যদি কেহ বলে, বিশেষ বিধানশাস্ত্র নাই, দলপতি নাই, এখানে ক্ষমা কিরূপে হবে? তা হলে কি হইল আমাদের দলের অবস্থা? নরকের দরজা বন্ধ হবে কিরূপে? এক বার যদি বিধান মানা যায়, ষোল আনা সেখান হইতে লইতেই হইবে। তোমার

স্বর্গের হুকুম জারি কটা লোক করিতে পারে? সে হুকুম না মানা আর ঈশ্বর নাই বলা, এক। পূর্ণ বিধি যা প্রচার করা হইল, তা যদি কেহ না নিয়ে থাকেন, দলপতির কথা কেহ যদি অগ্রাহ্য করে থাকেন সেই বিধিসম্বন্ধে, তা হলে আমার একটু সন্দেহ নাই, তাঁদের জন্য নরক আছে। অবিশ্বাস করিলে তাঁরা নরকে যাবেন এটা নিশ্চয়। আমাকে মূর্খ জেনে, পাপী জেনেও আসল বিধির জায়গা যেখানে, নববিধানের দরজা যেখানে, সেখানে দাঁড়িয়ে যা বলি, তা এঁরা বিশ্বাস করেন কি না? আমি যদি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে বলি, এঁরা প্রাণ দিতে পারেন কি না? যদি পারেন, তাকে বলি বিশ্বাস। হে হরি, অবিশ্বাসকে বড় ভয় করি, ও ভূত প্রেত। বিশ্বাস করিলে নিশ্চয় স্বর্গরাজ্য আসিবে। হে দয়াসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন বিশ্বাসের রথে চড়ে স্বর্গে যেতে পারি, এবং ষোল আনা বিধি পালন করে বিশ্বাসীদের মধ্যে দাঁড়াতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাইকে ভালবাসিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসা।

১৭ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে পিতা, এবার ব্রহ্মাণ্ড খুব স্বর্গের নিকট এয়েচে, তাই তোমাকে আমরা পেয়েছি। এবার লক্ষ্মী ঠাকরুণ খুব পৃথি-

বীতে এলেন, তাই আমরা তাঁকে বাড়ীতে এনেছি। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে দেখা শুনা যেমন ঠিক ব্যাপার, ধর্ম্মের সকল বিষয়ে তেমনি ঠিক কি হয়েছে? হরি, যে সাকার মানুষকে ভাল না বাসে, সে কি কখন নিরাকার তোমাকে ভালবাসিতে পারে? বল মা, উত্তর দাও। সে কি অনুমান করে, কল্পনা করে তোমাকে ভালবাসা, না সত্য সত্য তোমার শুদ্ধ সত্যস্বরূপকে ভালবাসা? তার পরীক্ষা করিব। যদি তোমার প্রেরিতকে, ভাইকে ভালবাসিতে পারি, তবে জানিব নিরাকার মাকে না দেখেও ভালবাসা যায়। ভগবতী, তুমি আড়াল থেকে দাবার চাল চাল্‌চ। একটা চাল চেলেছ, একটা লোককে দলের মধ্যে ফেলে দিয়াছ পরীক্ষা করিবার জন্য যে তাকে সকলে প্রেম করে কি না, ভালবাসিতে পারে কি না। রোজ দেখিতেছ যে, এই যে লোককে ওরা দেখ্‌তে পাচ্চে, তাকে ভালবাস্‌তে পাচ্চে, কি না পেরে কেবল নিরাকার আমাকে রোজ সকালে মিছামিছি ডাকে। তুমি কি নিঃসন্দেহ হয়েছ যে এরা যখন যাদের দেখ্‌চে তাদের ভালবাসে, তখন তোমাকেও প্রেম করে? তোমারত সন্দেহ যায় নাই। তুমি যখন দেখ্‌চ যে সাকার ভাইদের যখন এরা ভালবাসিতে বিশ্বাস করিতে পারে না, তখন, মা, তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন করে প্রেম বিশ্বাস দিতে পারিবে। হরি, এ রকম করে যদি পরীক্ষা কর, আমরা নিশ্চই হেরে যাব। একটা

লোক যার জীবন দেখ্‌চি কাজ দেখ্‌চি কিন্তু তার উপর দলের বন্ধু বলে বিশ্বাস করিতে পারি না, নির্ভর করিতে পারি না। হে ঈশ্বর, স্থায়ী বিশ্বাস, প্রগাঢ় প্রেম আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। ঠাকুর, তুমিইত সাধুদের দ্বারা বলাইয়াছ যে, দৃষ্ট হইয়াছে যে ভাই তাকে যে প্রেম না করে অদৃশ্য মাকে সে কিরূপে ভাল বাসিবে? আমরাত পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি না; আর যে ভাইয়ের নিকট ধর্ম্মের মূল মন্ত্র পেয়েছি তার প্রতিও ত তেমন ভাব হলো না। তবে কি হইল হরি? আমাদের প্রেম সরল করে দাও, আমাদের অনুরাগ যথার্থ করে দাও। ভাইদের আদর করি, ভালবাসি এই জন্য যে ভাইকে ভালবেসে মাকে ভাল বাসিতে পারিব। তুমি বলেছ যে "আগে পৃথিবীতে গিয়ে যে ভাইকে দেখা যায় তাকে ভালবেসে এস তার পর আমাকে ডাকিও। ভাইদের কাছে সুখ্যাতি পত্র না পাইলে আমি দরজায় প্রবেশও করিতে দিব না। ছেলের ব্যবহার বিশ্বাস করি না পরীক্ষা না করে। বলি যে তুই পৃথিবীতে যা, ভাই-দের কাছ থেকে সুখ্যাতি পত্র নিয়ে আয়, তার পর আমি মানিব যে আমাকে ভাল বাসিস্‌।" ভাইকে ভালবাসিতে পার না, আর এত বড় ব্রহ্মাণ্ডপতি নিষ্কলঙ্ক পুণ্যময় দেবতা, বেদ বেদান্ত যাঁকে পায় না, তাঁকে ভালবাস এত বড় ক্ষমতা তোমার? মিথ্যা কথা। মা বলেন, "মিথ্যা কথা। আমার ছেলেকে ভালবাস না, আর আমাকে ভালবাস? আমার

ছেলেরা তোমার কাছে রয়েছে তাদের দেখ্‌চ, তাদের ভালবাসিতে পার না আর আকাশে শূন্যে এসে মিথ্যা বকিতেছ!" দয়াময়, দয়া কর, ভাই যে সাকার তাকে প্রেম দি, আর তার হাতে কলম দি, দিয়ে বলি—প্রাণের ভাই লিখে দে যে, আমি তোকে ভালবাসি, নতুবা ঈশ্বর দরজা বন্ধ করেছেন, ঘরে যাইতে দিবেন না। ভাই, লিখে না দিলে আমি যাইতে পারিব না। হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন ভাই বন্ধুদিগকে প্রণয় ভালবাসা অনুরাগ দিয়া যথার্থ প্রেম দিয়া তোমাকে ভালবাসিতে শিখি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বরে শান্তিলাভ।

১৮ই মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে ঠাকুর, তুমি কল্পতরু, তোমার গাছে সর্ব্বদাই ফল ফলে। তোমার পাতা শুকায় কই। পঁচিশ বৎসর দেখ্‌চি, এক দিনের তরে তুমি ফলবিহীন তরু হলে না। আমার ভগবান্‌ তুমি কল্পতরু, ফল গুলি পেকে আছেই আছে, রসে ভরা। এই ভগবান্‌কে যদি সকল ভাই বন্ধু পূজা করিতে পারেন, পৃথিবীতে বড় আনন্দের দিন আসিবে। হে হরি, মনোহর শোভা! এমন সুখের হরি পেয়েছি যে,তাতে মনের

সাধ মিটে গেল, আর কেউ কিছু দিক, না দিক্। কত ফল গাছে! যত রকম ফুল আছে পাওয়া যায়। এই রকম দেবতাকে বলি যথার্থ দেবতা। আমার ভগবানের গাছে পাকা ফল ফলেই আছে। অন্য ফলের সময় আছে বিশেষ বিশেষ, আমাদের নববিধানে তা নয়। কেউ খুব রাগিয়েছে, খুব কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু বাগান আলো করে ফুল ফুটেই রয়েছে, ফল পেকে রয়েছে। উপাসনার বাগান কিছুতেই শুকায় না। তরুণ দেবতা, চিরযুবা ঈশ্বর, চিরপ্রস্ফুটিত গোলাপ, সকলের হও। মা আনন্দময়ী, সকলের হও। হে দয়াসিন্ধু, তুমি থাকিতে কেন পৃথিবীতে লোকে কষ্ট পাবে। সুখে থাকিবে, সব জাতি এক হবে, মানুষ গুলো কেন ঝগড়া করে তুমি থাকিতে? মা, এমন শান্তির সময়ে, ঐ দেখ তোমার একটা সাধু ছেলেকে * জেলে পুরে নাকাল কচ্চে কেন? ধর্ম্ম কাঁদচে ঈশা কাঁদচেন যে, আমার ধর্ম্মকে, আমার ছেলেকে এমন অনাদর কেন? হে পরমেশ্বর, কেন দুঃখ আসে পৃথিবীতে? ভক্তেরা কেন কষ্ট পায়? তোমার সুখের ধর্ম্ম লউক সকলে। হে প্রেমময়ি, তোমার ছেলে ঈশা কি করে গেলেন, আর কি হলো দেখ এক বার। এই পৃথিবীচিড়িয়াখানায় বাঘ ভাল্লুক ঢের, নানা রকম হিংস্র জন্তু। পিতা, আমরা কজন কত সুখে এখানে রয়েছি, আর তোমার সেই ছেলে

* সালবেশন আরমীর মেজর টকার।

জেলে পড়ে রয়েছেন। আমরা বলি, আমাদের আবার দুঃখ, ভগবান্! ও ভাইটি কেন কষ্ট পাবে? কেন ইংরাজ মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে মিলে ঝগড়া করিবে? তোমার ধর্ম্ম সকলে গ্রহণ করুক না? তুমি কল্পতরু, তোমাকে সকলে পূজা করুক না? মা, শান্তিজল এনে দাও। আর আগুন যেন জ্বলে না পৃথিবীতে। দাও মা, শান্তিজল ঢেলে দাও, যেখানে তোমার সব ভক্তগণ কষ্ট পাচ্চেন, সেখানে শান্তি দাও, মারামারি অসুখ বন্ধ কর, সুখের রাজ্য আন। হে দয়াময়, কৃপাসিন্ধু, কৃপা করে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, কষ্টের কারণ যা কিছু ছেড়ে দি, অশান্তি দূর করি, করিয়া আনন্দময়ী জননী, তোমার চরণে চিরকালের জন্য শান্তি লাভ করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিনয় শিক্ষা।

১৯এ মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে পিতা, এই মিনতি করি তব চরণে যে, যত দিন দল-পতির ভার থাকিবে এই হস্তে, যেন যথার্থ বিনয় থাকে। বড় হওয়া বড় খারাপ, মানুষ প্রলোভন সামলাইতে পারে না। যশের মত শয়তান আর কি আছে? এই জন্য তব চরণে প্রার্থনা করি, মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর,

গরিব হইয়া থাকিতে পারি যেন তব পদপ্রান্তে। আমার ভয় হয় যে, আমার এই পার্শ্বস্থ লোকেরা খুব বড় হইয়াছেন, আরও বড় হইতে পারেন, ইহাঁদের যশের ইচ্ছা, উচ্চ পদের ইচ্ছা, অহঙ্কার, পাছে বাড়িয়া না যায়। ধর্ম্মের সঙ্গে যেন সংসারের অহঙ্কারের একটু মিশাল হয়েছে, সেই জন্য ফন্দি করে নাটক সৃষ্টি করেছ, আমাদের কেশ ধরে বড় লোকের বাড়ী নিয়ে যাও। বড় মানুষদের বাড়ীতে যেখানে যাত্রাওয়ালারা বসে ঠিক সেখানে আমাদের বসাও। মনের অহঙ্কার টুকু, হে দর্পহারী, তোমার প্রসাদে কমে যা'ক্। তখন গালে হাত দিয়া ভাবি, পরমেশ্বর, এ কোথায় আনিলে? ধর্ম্মাচার্য্য, কত দেশ বিদেশে বক্তৃতা করেছি,উপদেশ দিয়াছি,এখন আমরা যাত্রাওয়ালা সেজে, রং মেখে, সং সেজে অভিনয় কচ্চি। তুমি এইরূপে বিনয় শিখিয়ে দাও, আমি বলি, হয়েছে ভাল। রাস্তায় রাস্তায় নগর কীর্ত্তন করে বেড়ানতে ছোট হওয়া হয় না, কিন্তু বড় লোকের বাড়ীতে, যেখানে পদে পদে অপমান হবার সম্ভাবনা, চাকরেরা মনে করিলে যেখানে অপমান করিতে পারে, সেখানে তুমি বিনয় শেখাও। এ শরীরে, এ বয়সে কাঙ্গালের পর্ণকুটীরে আর কি অহঙ্কার থাকিতে পারে? বড় লোকদের কাছে ধার্ম্মিকেরা কখন ছোট হয় নাই, নববিধানের দলকে আশীর্ব্বাদ করে তুমি তাও করে দিলে? মা, এতে তোমার মান বাড়িবে, আমরা তা করিব না? আমাদের আর মানের জন্য

ব্যস্ত হয়ে কাজ কি? ধন্য তাঁহারা যাঁহারা বিনয়ী, ধন্য তাঁহারা যাঁহারা নিরহঙ্কারী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই। মা, যে যা করিতে বলে করিব, হরিনাম প্রচার করিতে এমনি মত্ত হব যে, কে কি অপমান করে ভাবিব না। আমরা যাত্রাওয়ালা হয়ে হরিনাম গান কচ্চি ত? এই পরম আনন্দ, পরম লাভ। তবে দিন দিন এমন জায়গায় নিয়ে যাও যেখানে গরিব হতে, বিনয়ী হতে শিখ্‌ব। পরমেশ্বর, কি আশ্চর্য্যরূপে আমাদের মাথা নত করে দিচ্চ। যা খুসি তাই করিতে পারিবে আমাদের লইয়া, এই আমাদের পরম লাভ। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন ধর্ম্মের বিনয় এবং নম্রতার ভিতর থাকিয়া দিন দিন খুব শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি।] মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীদরবারের শাসন।

২০ এ মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে মুক্তিদাতা, যে রাজ্যে বিচার নাই, সে রাজ্যে পরিত্রাণ নাই। একটা পাপও নিষ্কৃতি পাইবে না। যে দেবতা বিচার করেন না, তিনি পরিত্রাণ দেন না। আমাদের সম্মুখে এই যে দল, ইহা অতি খারাপ। ইহা অপেক্ষর

দল, তত বিশ্বাস ক্ষমা করিতে পারে না। এই দল মলিন, অসুখী দল। একা একা ইহারা থাকে ভাল, কিন্তু দলের মধ্যে অপ্রেম। কিন্তু হরি, এই দলের মধ্যে বিচার বড় ভাল। এখানে একটি অন্যায় করিয়া কেহ নিষ্কৃতি পায় না। সে বুঝিতে পারে একটি শাসনের দড়ি গলায় রয়েছে। এখানে একটু কিছু করিলে চুল চিরে বিচার হবেই। তাই বলি, এই দলের এক দিক্ সোণা, এক দিক্ লোহা। স্বর্গে এর অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার হবে। এরা নিজে পারুক না পারুক, এরা আপনার সম্বন্ধে খুব শিথিল হলেও পরের সম্বন্ধে এক চুল পাপ সহ্য করিতে পারে না। পরমেশ্বর, এঁদের বিচার আরও সূক্ষ্ম হউক। কিন্তু এঁদের অন্যের সম্বন্ধে এত বিচার, আপনাদের সম্বন্ধে শিথিল কেন হবেন? মা তারিণি, যারা পরকে এমন করে বিচার করেন, তাঁরা যেন আপনাদিগের সম্বন্ধে ভাল করে বিচার করিতে পারেন। সে সম্বন্ধে আজ আমি অধিক কিছু বলিব না, আজ এই বলি, এঁদের শাসন আরও প্রবল কর। একটা মিথ্যা কথা, একটু উপাসনাতে অমনোযোগ দেখিলে সকলে যেন শাসন করেন। দেবি, তুমি স্বয়ং এঁদের ভিতর থেকে বিচার কর, নতুবা যে আপনাকে বিচার করিতে পারে না, তার সাধ্য কি যে পরকে বিচার করে। এক জন কেবল শাসন করিতে পারেন, গালাগালি দিতে পারেন যিনি রাজাধিরাজ শাসনকর্ত্তা। এ জন্য তুমি দলটিকে এমনই

কৌশল করে সাজিয়েছ যে, তার ভিতর দুজন এক জন গালাগালি দিবেই। গালাগালি আর কে দিতে পারে তুমি বিনা? মা, তোমার এত দয়া আমাদের প্রতি? শাসন করিবার জন্য এমন কৌশল করে রেখেছ? মা, এ দলে যখন আছি, তখন বিলাসী কখন হতে পারিব না। ধন্য ধন্য দয়াবান্ বিচারপতি, এমন চমৎকার দলের ভিতর আমাদিগকে রেখেছ যে, এক জন সাধু বলে সুখ্যাতিপত্র পান না! আমি বেঁচেছি তোষামোদে দলের হাত থেকে। এই দলে বিচারিত হয়ে যে স্বর্গে উঠিবে, ঈশাও তার একটি পাপ দেখিতে পাইবেন না। কলিকাতায় থাকা, এই দলের মধ্যে থাকা, আগুনের ভিতর থাকা। এই দলের কাছে যে সাধু বলে প্রতিপন্ন হবে, আমি নিশ্চয় বল্‌চি, ঈশা মুষাও তাকে সাধু বলিবেন। ২৫ বৎসর কেটে গেল, এখনও আমরা কেউ এই দলের মধ্যে সুখ্যাতি পাই-লাম না। এর ভিতর কেউ নিষ্কাম নয়, কেউ নিঃস্বার্থ নয়, কেউ তেমন ধ্যানশীল নয়। ইহা মঙ্গলের ব্যাপার। কোটী কোটী বার নমস্কার এই বন্ধুদের চরণে। কেন না দেবতা বিচার করেন ইঁহাদের ভিতরে থাকিয়া, দেবতা শাসন করেন ইহাদের দ্বারা। মা, আমরা যেন এই শাস-নের ভয়ে, ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া চলি, আর শুদ্ধ হই। দরবার, তুমি দেবতা, তুমি ঈশ্বর। তুমি আপনাকে বিচার কর মানুষের মত, কিন্তু পরকে বিচার কর দেবতার মত।

তোমার ভিতর দেবতা কথা কন। হে দয়াময়, হে কৃপা-সিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা এই দৈনিক বিচার এবং শাসনের ভিতর থাকিয়া ক্রমে শুদ্ধ ও সুখী হই এবং তোমার নিকটে পরিত্রাণ লাভ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ধর্ম্মে অলৌকিক বিশ্বাস।

২১ এ মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে হরি, আমরা তোমার ধর্ম্মকে ঠিক বিশ্বাস করি না, ইহার যুক্তি আছে। আমরা যে পরস্পরকে বিশ্বাস করি না। টাকাকড়িসম্বন্ধে, প্রেমসম্বন্ধে বিশ্বাস করি না। এ অবিশ্বাস কি আমরা মানুষকে করি, না ধর্ম্মকে করি? আমরা বলি যে, আমরা ধর্ম্মকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি না। মানুষকে অবিশ্বাস করি বলিয়া যে আমরা নববিধানকে অবিশ্বাস করি, ধর্ম্মকে বিশ্বাস করি না, তাহা নয়। কিন্তু, ঠাকুর, আমি ইহার উত্তর এই দিচ্চি যে, বিচার-পতি, তোমার আদালতের সম্মুখে এ কথা গ্রাহ্য নয়। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মানুষদিগকে অবিশ্বাস করা আর ধর্ম্মকে অবিশ্বাস করা একই। ২৫ বৎসর সাধনের পর পরস্পরের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমাদের অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস। এত মানুষকে অশ্রদ্ধা

নয়, এ ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধা। আমরা সামান্য বিষয়েই সামান্য কারণে পরস্পরকে অস্বীকার অবিশ্বাস এখনো করি। বিশ্বাস কম, টাকা কড়ি তালুক মুলুক দিয়া বিশ্বাস হয় না। এঁদের আমরা আচার্য্য প্রেরিত বলে থাকি, কিন্তু এ দিকে দুপয়সা দিয়ে বিশ্বাস হয় না। এঁরা শঠ নন, প্রবঞ্চক নন, এ টুকু বিশ্বাসও নাই। পরমেশ্বর, দেখ এক বার ভিতরের ব্যাপারটা কি ভয়ানক! ধর্ম্মকে এত অবিশ্বাস? নববিধান কি পাপ দূর করিতে পারে? নব-বিধান একটু মিষ্ট উপাসনা গান করিতে পারে, নববিধান কি ভাইয়ের শরীর থেকে পাপের দাগ দূর করিতে পারে? নববিধান কখন দয়া শেখাতে পারে না। আমরা মনে করি না, আমরা বিপদে পড়িলে কেউ সহায় হবেন, রোগ হইলে কেহ ঔষধ দিবেন, নববিধান দয়া করাইতে পারিবেন। উপাসনা সকলে করে যাক্, কিন্তু তাতে কারো কিছু হবে না। কেউ এক জন বলুক দেখি যে, আজ যদি আমি খুব ভালকরে উপাসনা করি, কাল সে আমায় সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিবে? স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হবে? তা পারে না, মা তোমার ধর্ম্মকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। টাকাকড়িসম্বন্ধে যে এঁরা খুব সৎ থাকিবেন তা বিশ্বাস হয় না। এঁরা যে অঙ্গীকার করে তা পালন করিবেন, তা বিশ্বাস হয় না। ধর্ম্ম মানুষকে ভাল করিতে পারে তা বিশ্বাস হয় না,

তবে আর তোমার নববিধানের উপর আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি কৈ রহিল? তবে এমন ধর্ম্ম চাই না। তুমি না বলেছিলে, কাণাকে দেখাবে, পঙ্গুকে চলিবার শক্তি দিবে? কৈ পারিলে এই আমরা বলি। মা অলৌকিক ধর্ম্মের প্রতি অলৌকিক বিশ্বাস দাও, ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিতে দাও। পরস্পরের স্ত্রী পরিবারের ভার লইতে পারি, দায়িত্ব লইতে পারি টাকা কড়ি সম্বন্ধে,—পৃথিবীর নীচ লোকেরাও যা করে,—এটুকু বিশ্বাসও হয় না? ধর্ম্ম মানুষকে ভাল করিতে পারে, এটুকু বিশ্বাস করিতে পারি না। মা, বিশ্বাস কোথায় গেল? ভাইকে বিশ্বাস করিলাম না, ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিলাম না। শেষে ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিলাম! হে মাতঃ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা শীঘ্র শীঘ্র পূর্ণ বিশ্বাস উপার্জ্জন করিয়া তরে যেতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অচ্ছেদ্য বন্ধন।

২২ এ মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে দীনবন্ধু, হে পাপীর গতি, তুমি জান কি প্রকারে বিশ্বাসীকে ধরিয়া রাখিতে হয়। আমি জানি না কিরূপে বিশ্বাসীর ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিতে হয়। তোমার যোগ

আমাদের সঙ্গে অতি নিগূঢ়, আমাদের যোগ তোমার সঙ্গে অতি ছাই। আমি তোমাকে ধরি যে, এটা কোন কাজের নয়, অসার রকম। কতকগুলি পচা দড়ি দিয়ে তোমাকে জীবনের সঙ্গে বাঁধি। সংসারের দড়িতে কখন ভগবান্‌কে বাঁধা যায়? কিন্তু, ভগবান্, তোমার তরফের যোগটা বড় চমৎকার রকম। কোন্ খানটা ধরেছ কিছুই বুঝিতে পারি না, কি রকম যোগ কিছুই বুঝিতে পারি না, কিন্তু এটা বুঝিতে পারি যে, এক জন আমাদের ভিতর এমনি করে ধরে আছেন যে, কিছুতে তাঁকে বাহির করিয়া দেওয়া যায় না। জীবাত্মা পরমাত্মার গ্রন্থি কোন্ জায়গায়, সেই জায়গাটাই আমি দেখিতে পাই না। কোন মতেই সেই বন্ধন খুলিতে পারি না। কোন্ খানটা সেই বাঁধন তাই বুঝিতে পারি না। মা জননি, তোমাকে শোবার ঘর থেকে তাড়াতে পারিলাম না। খাবার ঘরে গেলাম, বাসনে পিঁড়িতে খাবারে এমনি করে আছ, কিছুতে তাড়াতে পারিলাম না। এমনি করে কাপড়ে চোপড়ে বিছানায় খাবারে জলে টাকাকড়িতে আছ, যে কিছুতে তোমাকে তাড়াতে পারি না। রক্ত ব্রহ্মময়, শরীর ব্রহ্মময়, এমনি করে ধরেছ যে কিছুতে পালিয়ে যেতে পারি না। বুকের ভিতরে হরি। বরং প্রাণটা ছাড়া যায়, ভগবান্, তোমাকে ছাড়া যায় না। কিন্তু প্রাণনাথ, তোমার যে যোগ দুদিকে কেন হয় না? এদিকে ওদিকে দুদিকে কেন হয় না? এমনি করে

শরীরে থাকিবে যে, আমি মনে করিলেও তোমাকে দূর করিতে পারিব না। তুমি এমন করে ভক্তের সঙ্গে মিশেছ যে, কারও সাধ্য নাই তোমাকে বাহির করিয়া দেয়; আমিতো কিছুতেই পারি না। এমনি করিয়া প্রাণে থাক যে যেন কিছুতেই তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। হে দয়াময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশার্ব্বাদ কর, যেন তোমার সহিত যে বন্ধন তাহা যেন কিছুতেই না যায়। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভ্রাতৃত্বে একত্ব।

২৩ এ মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে প্রেমসিন্ধু তুমি আমাদের মিলন সম্পন্ন কর। ধর্ম্মের মিলন, জাতির মিলন, দেশের মিলন কর। সে দেবতা দেবতাই নয়, সে ঈশ্বর ঈশ্বরই নয় যাহাতে মিলন হয় না। একের সম্পর্কে যদি দশ জন এক হয়, সেই বাপ সেই মা। একটা সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আছে যাহার জন্য আমরা সকলে এক পরিবার। ভ্রাতৃত্বের কারণ পিতৃত্ব, মাতৃত্ব। পিতা পিতা সকলে মিলে এই কথা বলিতে বলিতে আমরা এক হই। যদি এক না হই, তবে আমাদের পিতা এক নয়। এক গর্ভধারিণী, এক প্রেমময়ী মা, তুমি। তোমাকে আমরা যত দেখিব, দেখিতে দেখিতে প্রেমে মুগ্ধ হইব। তুমি যদি

মিলন হইলে, পিতা, তাহা হইলে যত প্রেরিত মহাপুরুষ সাধু, তাঁহারা আমার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাহা হইলে আমরা পিতৃকুলের গৌরব রাখিব। পিতা, পৃথিবী এক হউক। এই কয় দিন তোমার সন্তান ঈশাকে স্মরণ করিয়া সকলে এক হইব। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে এক হউক; এক মার সংসারে সকলে স্থান লাভ করুক; এক মার বাড়ীতে সকলে বাস করুক; এক মার গৃহে সকলে এক পরিবার হউক। এই শুভ শুক্রবারের উৎসবে তোমার সেই সাধু সুসন্তানকে স্মরণ করিয়া সকলে এক হউক। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলে এক হইয়া অনন্তকালের জন্য মিলিত হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পিতা পুত্রে একত্ব।

২৪ এ মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে ঈশ্বর, যখন মনের ভিতর যোগাসনে বসিতে যাই, তখন ঐ তোমার ঈশা ছেলেকে মনে হয়। দুজন এক হয়ে যোগাসনে বসিলে পাপ অসম্ভব হবে, কামনা বাসনা থাকিবে না। অহং কৈ? আমিত্ব কৈ? যে ইচ্ছা হচ্ছে। আপনার আমিত্বকে বিদায় করে দিয়েছিলেন ঈশা, 'ভগ-

বান্, তোমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা' 'তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা' বলিতে বলিতে তোমার সঙ্গে এক হয়েছিলেন। 'আমি তোমাতে, তুমি আমাতে' 'আমি তোমাতে তুমি আমাতে' বলিতে বলিতে পাত্রের জল সমুদ্রে ফেলে দিয়ে তোমার সঙ্গে একাকার নিরাকার হয়ে যাই। আমি নাই, একত্ব হইল। এই ধর্ম্ম ঈশা জগতে দেখালেন। ভগবান্, তোমার ঐ সুপুত্রের মহিমা পাপী জগৎ যেন বুঝিতে পারে, এইটি তুমি করে দাও। আমি তোমাতে, আমি নাই, আমাকে মেরে ফেল। আমার হরি কেবল আছেন, আমার কামনা নাই, বাসনা নাই, হরি কেবল আছেন। মা জননি, ঈশাবৎ করে দাও। তাঁর ধর্ম্মের গূঢ়ত্ব কোথায়, কিছু কিছু বুঝি। ধর্ম্মসাগরের কোথায় যে তিনি তলিয়ে গিয়াছেন একটু একটু বুঝিতে পারি। ভগবান্, তোমার কাছে কি মন্ত্র তিনি পেয়েছিলেন? যোগ আর এর চেয়ে উচ্চ কি হতে পারে? একেবারে আমি নাই! আমি উঠিতে পারি না, আমি খাই না। আমি নাই, কামনা বাসনা আর কোথা হইতে হইবে। ভগবান্, ঈশার মত করে দিতে পার? কামনাও চাই না, বাসনাও চাই না, পুণ্য চাই না, পাপও চাই না, চাই কেবল ঈশার মত "ঈশা নাই" হইতে। সব ইচ্ছা ভগবানের হয়ে যাক্। ভগবান্ বই আর কিছু নাই। সঙ্গে ভগবান্, সংযুক্ত ভগবান্—পৃথিবীর লোকেরা ঈশা যা বলেছিলেন, তা জলে ভাসিয়ে দিয়ে কোথা থেকে মত কতক

গুলা প্রচার করেছে। আমরা তোমাকে মান্য করিব। তুমি বড় একটা চমৎকার পন্থা বাহির করেছ। পাপ ভেবে কি হবে? ওসব নাই একেবারে! রাতারাতি আত্মাকে গঙ্গা পার করে দিলে। শাঁসটা নাই, খোসা পড়ে রইল! হরিসন্তান, তোমার কোটি অংশের এক অংশ আমাদের দিতে পার? মা, কেমন করে আমরা তোমার নববিধান হজম করে পরিপুষ্ট সবল হব বল। ঈশা ত ও সব কিছু করেন নাই, তিনি ধর্ম্ম চিবিয়ে ত হজম করেন নাই। তিনি এই বলেছিলেন, ব্রহ্মের সহিত এক হয়ে যাওয়া, আমাতে তুমি, তোমাতে আমি। এই সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন। জীবের জীবত্ব দূর হয়ে যাবে, আমি তুমি হয়ে যাব। আমার আমি থেকে আর কাজ নাই, আর স্বতন্ত্র থেকে কাজ নাই। ব্রহ্মেতে যা তুই। এতে ঢের সুখ। আমার আমি তুই আর স্বতন্ত্র থাকিস্ না। আমি-দস্যু বড় টানিতেছিস্, তুই আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মাটী করিলি? মা, আমার আমি নাশ কর। আমি যা'ক তবে। আমিকে বলিদান করি, সব চুকে গেল। দয়াময়, কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব বিনাশ করিয়া যেন ঈশার পথ ধরিয়া পিতা পুত্রে এক হয়ে যেতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইন্দ্রজালে মুগ্ধতা।

২৫ এ মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে দয়াময়, সত্য দিয়া তুমি সাধু যোগীদিগের জীবনকে আপনার চরণের সঙ্গে বাঁধিয়াছ, যুগে যুগে। আজ উনবিংশ শতাব্দীতে নববিধানে নাট্যভূমি সাজাইয়া ভক্তদের প্রাণ হরণ করিলে। মিথ্যা ছায়াবাজি করিয়া ভেল্কী করিয়া প্রাণ হরণ করিলে। তুমি খড় বিচালি দিয়া 'টাকা সোণা' বলে আমাদের ভুলাইতে পার। শেষটা রঙ্গভূমিকে যাদুঘর করিয়া ফেলিলে? হে হরি, এই কথা মনে থাকিবে চিরকাল যে, ফাঁকি দিয়া হরি আমাদিগকে টানিয়া লইয়া গেলেন। আগে কার ঈশা মুষার সময় অলৌকিক, কিন্তু অলীক নয়; এ যে অলৌকিক, কিন্তু অলীক।' মিছামিছি সব মিথ্যা দিয়ে লইয়া গেলে। মা, ফাঁকি দিয়ে নববৃন্দাবনে লইয়া চলিলে। একটা পায়রা উড়াইলে, মিছামিছি, কি খবর আনিল কপোত স্বর্গ হইতে? পবিত্রাত্মা জীবিত, তার সাক্ষী নববৃন্দাবনের নাট্যাভিনয়। মা, ফাঁকি দিয়ে প্রাণটা কেড়ে নিলে? এতে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস বাড়্‌চে। মা, তোমার এমন ক্ষমতা? কিছু না দিয়ে প্রাণ হরণ করিলে? টাকা দেবে না, পয়সা দেবে না, কন্যাকার জন্য ভাবিতে দিবে না, অথচ প্রাণ হরণ করিলে। আয়, ব্রহ্মের ভেল্কী আয়, স্বর্গের কপোত আয়। মা, কল্য

কার ব্যাপারে এই হউক যে, সকলের বুকে কপোত থাকুক। জীব উদ্ধার হয়ে যাকু, সকলের পরিত্রাণ হউক। রঙ্গভূমি ধন্য হইল এত দিনে। ইন্দ্রজালে পরিত্রাণ হউক। তোমার পবিত্রাত্মা বুকে থাকুন সকলের। সোণার পাখী বুকে আয়; সোণার কপোত তোকে বুকে ধরি। হরি, ফাঁকি দিয়ে এই যে রঙ্গভূমি সাজিয়ে আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইলে এ বড় ভয়ানক! মিছামিছি ছুটো বাঁশের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে সব কচ্চ? রথ নাবালে, পাপপুরুষ আনিলে, ইন্দ্রজাল দেখালে। হে দয়াময়, কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন চির কাল তোমার মায়া ইন্দ্রজালে জড়িত হয়ে থেকে খুব মুগ্ধ হয়ে থাকি এবং শুদ্ধ ও সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য যাদুকর।

২৬ এ মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে পিতা, তোমার সকল সত্যই ইন্দ্রজাল, তুমি নিজেই প্রকাণ্ড যাদুকর। আর 'লাগ ভেল্কি' 'লাগ ভেল্কি' এই শব্দইত পরিত্রাণের মূল মন্ত্র। এই পাপ বুকের ভিতর আছে; 'এই উড়ে গেল, এই উড়ে গেল' বলিতে বলিতে যদি যায়, তবেই ধর্ম্ম হইল, ভেল্কি হইল। পরমেশ্বর, প্রকাণ্ড যাদুকর

নির্ম্মাণ করে তার ভিতর নিয়ত তোমার বুজরুকি দেখাচ্চ, লীলাখেলা দেখাচ্চ। ঘরের ভিতর সংসারে সব জিনিষে ভেল্কি দেখাচ্চ। হরি, আমাদের প্রতিজনকে ভোজবাজির মূল মন্ত্র শেখাও। বাস্তবিক, নাথ, সমুদয়ই ভেল্কি। যখন কিছু ছিল না, ঘোর অন্ধকার ছিল, তখন এক জন প্রকাণ্ড যাদুকর বসে 'লাগ ভেল্কি' 'লাগ ভেল্কি' বলিতেছিলেন; 'আয় আয় চন্দ্র আয়, সূর্য্য আয়' চন্দ্র সূর্য্য হইল। কিছু নাই পৃথিবী হইল, এইরূপে কিছু নাই আবার সব হইল। 'লাগ ভেল্কি' বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গকে পাপী জগ-তের সম্মুখে আনিলে। হরি হে, যাদু সর্ব্বস্ব তোমার, তবে যাদু কর আমাদিগকে; মোহিত কর আমাদিগকে; যাদু করিতে শেখাও আমাদিগকে। এই ভয়ানক অন্ধকার আমা-দের হৃদয়ে, ইহার ভিতর হইতে চন্দ্র সূর্য্য বাহির করি। এই কঠোর আমাদের হৃদয় হইতে প্রেমরস বাহির করি। ভেল্কির মূল মন্ত্র আমাদের শেখাও। বাঘ দেখিতে দেখিতে ভেড়া হয়ে গেল। আমি আর্শিতে মুখ দেখিয়া দেখি দেবতা বসে আছেন। হরি, এইরূপে অলৌকিক পরিবর্ত্তন করে দাও। পাপ তাপ কোথায় চলে গেল, চিহ্ন রহিল না। পিতা, আর্শিতে মুখ দেখিতে দেখিতে এক দিন যেন দেখি, দেবতা বসে আছেন। এটা করে দিতে পার? তবে তোমায় বলিব যাদুকর। দয়াময়ি, বহু কাল হইতে তোমার শরণাগত হয়ে আছি, দেরিতে যা কিছু হয় তাতে

বড় বিশ্বাস হয় না, যা হঠাৎ হয় তাতে বিশ্বাস হয়, তাকেই প্রত্যাদেশ বলি, অলৌকিক বলি। মা, আস্তে আস্তে যা হয়, তাতে বিশ্বাস আনন্দ হয় না। ভেল্কির খেলা দেখাও। লক্ষ্মী দর্শন হচ্চে না, একেবারে লক্ষ্মীকে সম্মুখে দেখিব হঠাৎ। প্রত্যাদেশ শুনৃচি না, হঠাৎ প্রত্যাদেশ শুনিব। মা, নববিধানের সমুদয় কারখানা মনে হচ্চে যেন ভেল্কি। ধর্ম্মকে যে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার করে নিতে পারে সেই যথার্থ বিশ্বাসী। এই জন্য তোমার কাছে ইচ্ছা হয় যাদু দ্বারা মোহিত হই। এই জীবনকে যদি সোণার বরণ করে দেবে, একেবারে রাঁতারাতি করে দাও, পরিবর্ত্তন একেবারে করে দাও, লোহাকে সোণা একেবারে করে দাও, নবজীবন দেবে ত রাতারাতি দাও। কিছু নাই একেবারে সব হইল। অলৌকিক সংবাদে মন চম্‌কে উঠে, বিস্ময়াপন্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ নববিধানের শরণাপন্ন হয় লোকে। মা জননি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন পৃথিবীর লৌকিক ব্যাপার মন্ত্র তন্ত্র সকল ত্যাগ করিয়া তোমার অলৌকিক মায়ার ভিতর পড়িয়া আপন আপন জীবনে নববিধানের ভেল্কি বাজী দেখাইয়া পৃথিবীকে বিশ্বাসী করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অমিশ্র বিধান গ্রহণ।

২৭ এ মার্চ্চ, ১৮৮৩।

হে দীননাথ, হে নববিধানের রাজা, আমার যদি বিচার হয়, আমি বলিতে পারিব না এ সমুদয় আমারই। আমি বলিব, বলিতে পারিব, এই সমুদয় ইহাঁদেরই। আমি বলিব, বলিতে পারিব, জীবনান্তেও বলিব। ইহাঁরা বলিতে পারিবেন, ইহাঁরা স্বাধীন, স্বতন্ত্র ভাবে চলিয়াছেন, ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন। দুই এক বিষয়ে মত লইয়াছেন, কিন্তু স্বাধীন ভাবেই সব করিয়াছেন। সেই জন্য এত অমিল, মতভেদ। বিচারের দিনে ইহাঁরা পরিস্কাররূপে এই কথা বলিতে পারিবেন। সে দিন গোলমাল করিতে পারিব না, সে দিনে যা ঠিক বলিয়া সিদ্ধান্ত হবে, তা এখন আমাদের মানা উচিত। আমি ঠিক বলিতেছি, এ সকলে আমার হাত অল্প আছে। এক জনের সন্তানে যেমন স্বভাব, শিক্ষা, প্রকৃতি তাহার অনুরূপ হয়, ভ্রষ্ট যে পুত্র তাতে তেমন হয় না। এক বিধি, এক আদর্শ গ্রহণ করে না বলিয়া অনেক বিবাদ বৈলক্ষণ্য। অনেক লোকের রুচি একত্র হয়ে, এই ব্যাপার, এই কীর্ত্তি হইয়াছে। দশ জন কারিকরে এই নববিধানকে গড়িয়াছি; খুব ভক্তি, কম ভক্তি খুব জ্ঞান, কম জ্ঞান, খুব উপাসনা, কম উপাসনা, নিয়মিত উপাসনা, অনিয়মিত উপাসনা, হরিদর্শন, অস্পষ্ট দর্শন,

পরের মুখে শুনে দর্শন, এই সমুদয় একটি দড়ি দিয়া বাঁধিলে যা হয় তাই নববিধান হয়েছে। দশ পনর জন কারিকর মিলে গড়্চে; ক্রমাগত যার মনে যে ছাঁচ আছে সেই রকম সে করিতেছে। কি গড়্চে? একটা কিম্ভূত কিমাকার জীব। দয়াময় কি হইল? আমার জিনিষ বলে আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না। যদি পূর্ণ আদর্শটি পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারিতাম তবুও অনেকটা সুখী হইতাম, তা না হয়ে আমি একটা ছবি আঁকিলাম, এক জন এসে বলিলেন, ওখানটা আরো কাল হবে, এই বলে আলকাতরা মাখিয়ে দিলেন; আর এক জন, এখানটা এ রকম হবে না বলে বদ্লে দিলেন, দিয়ে বলিলেন এই আমাদের নববিধান। তাঁরা 'আমাদের নববিধান' বলুন, নববিধানের ছবি এঁকে তার নীচে সই দিন, আমি কিন্তু প্রাণান্তে সই দিব না। মা, এঁরাও দিন একটা একটা, তোমার আজ্ঞা নিয়ে; কিন্তু গোড়ার নক্সা যে আমার, তাতে কেন অন্য রং মিশাইলেন? আমার আদর্শ বদ্লে দিলেন কেন? গরিবের আদর্শটা পৃথিবীতে রহিল না যে, গোড়াটা ঠিক থাকা চাই যে। প্রেমস্বরূপ, পাঁচ কাজের ভিতর গোলমাল করে আমি চলতে জবে আসি নাই, কাপড়ে রিপু করিতে তালি দিতে আমি আসি নাই। আমি যে এক খানা নূতন কাপড়ের আগ গোড়া করিতে আসিয়াছি। তবে কেন পাঁচ জনে আমার কাজের সঙ্গে গোলমাল করিলেন? পাঁচ রকম মত মিশাইলেন?

পরমেশ্বর, পবিত্রাত্মাসম্ভূত, একতাবজাত সুজাত সুকুমার নববিধানকে এনে দাও। তোমার সত্য বজায় থাকিবে, পৃথিবী জানিবে যথার্থ বিধান কি। হে দয়াময়, হে কৃপা-সিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন মিশ্রিত ধর্ম্ম গ্রহণ না করি, কিন্তু তোমার খাঁটি অমি-শ্রিত নববিধান গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুজাততত্ত্ব।

রবিবার ১লা এপ্রেল, ১৮৮৩।

হে প্রেমস্বরূপ, হে নিত্যানন্দ, তোমার নববিধানের নিশানে কাদা লাগিল। ঠাকুর ঘরে টাকার ব্যবসায় হইতে লাগিল। পবিত্র বেদবেদান্তে সামান্য লোকেরা কালীর আঁচড় দিতে লাগিল। অকৃত্রিম ধর্ম্মকে অকৃত্রিম রাখ, তোমার চরণে এই ভিক্ষা। আমাদের জীবনের আঁস্তাকুড়ে ধর্ম্ম পড়ে মলিন হয়ে গেল। নাথ, তোমার ধর্ম্মকে পবিত্র রাখ, তোমার সাধু পুত্রদের চণ্ডালদের সঙ্গে বসিতে দিও না। হে শ্রীহরি, আমরা দেখিতেছি আমাদের জন্মের দোষ আছে। আমরা যে ঠিক সেই ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের বংশ তাহা নহে। আমাদের ভিতর একটু একটু চামারের রক্ত আছে। যদি ব্রাহ্মণ তনয় হইতাম, ব্রাহ্মণের তেজঃপূর্ণ

রক্ত এই শরীরে আছে দেখাইতাম। এ যেন মিশ্রিত রক্ত আমাদের শরীর মলিন করে রেখেছে। ব্রাহ্মণের শূদ্রের মিশ্রিত রক্ত আমাদের ভিতরে যদি থাকে আমি চণ্ডাল। আমার ভিতর ঈশা বুদ্ধের রক্ত শূদ্রের রক্তে মিশ্রিত হয়েছে। স্বর্গের পবিত্র নূতন রক্ত আমার ভিতর দাও। ঈশা মূষা তেজোময় রক্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা যাইতেছি অশুদ্ধ অপবিত্র রক্ত লইয়া। সুজাত নই আমরা। আমাদের ভিতর অপবিত্র রক্ত আছে, আরম্ভ তার আমা হইতে। হে ঈশ্বর, নববিধানের পবিত্রতা রাখিতে পারিলাম না? তোমার ধর্ম্মকে শুদ্ধ রাখিতে পারিলাম না, তার ভিতর আপন বুদ্ধির মত মিশাইলাম। কৈ আমার দেববিধান? তারও জন্মের ঠিক নাই আমাদেরও জন্মের ঠিক নাই। পবিত্রাত্মা-জাত কর আমাদের বিধানকে। এই জন্ত শরীর ধুয়ে ফেলি, অপবিত্র রক্ত ধুয়ে ফেলি। শরীরের বেলা দশটা পাপ খারাপ হয় যদি, আত্মার পাপ আরও খারাপ। ধর্ম্মকে ঠিক করা চাই, আত্মার পাপ ঠিক করা চাই। তোমার সাধু সন্তানগণ ধন্য, কি আশ্চর্য্য তেজোময় সুকুমার ব্রাহ্মণ-তনয়। ঈশা বলিলেন আমি ঈশ্বরতনয়। তিনি বলেন দুটো প্রভুর সেবা হয় না। আমরা অনেক প্রভুর সেবা করি, বলি, দুটো তিনটা বাপের সেবা করা যায়। ঈশ্বর, আমাদের বুকের ভিতর সব রকম রক্ত আছে। এ বিজাত আত্মা সকল রকম রং দেখাতে পারে। আমি

কেবল এক পিতাকে ভালবাসিব। আমার পিতার নিকট হইতে যা আসে তাই খাব। পিতার ধন লইব, আর কারও কিছু লইব না। আমি সুজাত সন্তান। সতী যদি পাঁচ পতিতে মন দেন, তিনি যেমন গেলেন, সন্তান যদি পাঁচ পিতার মায়ায় মুগ্ধ হয়, তিনিও তেমনি গেলেন। পিতা, সুন্দর বাপের কাল ছেলে ত হয় না। তুমি যে শান্ত, আমি যে রাগী। চেহারায় ত মিলিল না তোমার সঙ্গে। আমি জানিতাম, আমি তোমার ছেলে। এত দিন পরে দেখ্‌চি তা নয়। চেহারায় মিল নাই। আমি সুজাত! পিতা, দয়া করে নববিধান এনে দাও। একটা কোন বিজাত ব্যাপার আমরা ছোঁব না। ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়ে ধর্ম্ম নষ্ট করেছি, পাঁচ রকম মত চালিয়েছি। এত দিন পরে দেখচি, রক্তের ঠিক নাই! দয়াময়ি, আমরা পরস্পরকে খুব শাসন করি, এতে যদি ভাল হই, সুজাতদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিশিতে পারি। আমরা তোমাকে একমাত্র পিতা বলে ভালবাসিতে পারিলাম না। এই মণ্ডলী ভিন্ন বন্ধু নাই, বিপদে সহায় নাই, ইহাঁরা আপনার লোক, আর তুমি আপনার, আর কেহ আপনার হতে পারে না। নববিধানের প্রেরিত দলের পরস্পরের নৈকট্যের সম্বন্ধ যেমন, এমন আর হতে পারে না। শ্রীহরি, তোমার কাছে এই মিনতি করি, এই কজনকে খুব মিষ্ট বলে যদি মনে না হয়, তবে এঁরা আপন আপন পথ দেখুন। এখানে তারা থাকুক, যারা

বাপকে জানে, আর ভাইদের ভালবাসে। হে আদরের ঈশ্বর, এক বার আদর করে তোমাকে একমাত্র পিতা মাতা বলে ডাকি, তোমাকে ভালবাসি। আর কাউকে চিনি না, আর কাউকে জানি না। ঠাকুর, মলিন রক্ত বিদায় করে দাও. নির্ম্মল রক্ত ভিতরে দাও। এক মত, এক বিশ্বাস, এক রকম প্রণালীতে চলা, এক মা এক বাপ। হে দয়াময়, হে প্রাণনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন একমাত্র তোমাকেই পিতা মাতা বলি, এ রক্তে চণ্ডালত্ব না থাকে, অতি শুদ্ধ পরিষ্কৃত ঋষিরক্তবিশিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ক্রোধনির্ব্বাণ।

২ রা এপ্রেল, ১৮৮৩।

হে প্রেমস্বরূপ, তুমি যদি রাগী হইতে তবে তুমি সুখী হইতে না। মানুষের মনে রাগ বড় কষ্ট দেয়, আগুন জ্বালিয়া দেয়, শান্তিজল শুকাইয়া যায়। তোমার বক্ষে কেবল শান্তি দিন রাত বিরাজ করিতেছে। মানুষের মন্দ কথায় ব্যবহারে উত্তপ্ত হয়। ঈশ্বর, তুমি কেমন শান্তিস্বরূপ। কোটি দূত তোমার চারি দিকে শান্তিঃ শান্তিঃ বলিতেছে। কোটি কোটি ঋষি তপস্যাভূমিতে শান্তিঃ

শান্তিঃ বলিতেছেন। রাগ তুমি জান না, অথচ পাপের প্রতি তোমার ভয়ানক রাগ। তুমি রাগকে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছ, সেই জন্য স্বর্গে এত সুখ এত শান্তি। যদি তোমার কাছে কিছু শিখিতে হয়, আমি এই শিখিব যে, কাহারও ব্যবহারে উত্তপ্ত হইব না। আমার হৃদয়ে শান্তি থাকিবে। দয়াময়ি, আমরাত তোমার সন্তান, আমরা কেন রাগি? পরের ব্যবহারে আমরা ঠিক থাকিব। মনের শান্তি কিছুতে যাইবে না। যদি দয়া করিয়া পরিত্রাণ করিবে, তবে ভক্তরাজ্যকে রাগের হস্ত হইতে একেবারে মুক্ত কর। রাগ আসিবে না মনে। তোমার প্রেরিত ঈশার মতন সেই মেষের স্বভাব কবে হইবে? মেষের স্বভাব হইয়া পৃথিবীর যত বাঘের কাছে বসিয়া থাকি ক্ষতি হইবে না। স্বর্গ লাভ হইবে নিশ্চয়। আমি ভালবাসিতে শিখিব তোমার মত। আমি ক্ষমা করিব তোমার মত। পরের কাছে উত্তেজনা পাইলে আমি রাগ করিব না। মা, যার মনে রাগ, রাগের আগুন তার ভক্তিজল শুকিয়ে দিচ্চে। পরমেশ্বর, বড় শোচনীয় অবস্থা তার। হরি, তুমি ত নাস্তিকদের অবধি ভাত খাওয়াচ্চ। তুমি যদি রাগিতে তবে কি হইত? ও মুখ কিছুতেই বিমর্ষ হয় না; শান্তিতে সমুজ্জ্বলিত হইয়া আছে। তুমি কোন জীবের প্রতি কখন একটুও রাগ না। তোমার শ্রীচরণে এই মিনতি, যদি স্বর্গে কোন উপায় থাকে, রাগকে নির্ব্বাণ করে দাও, বুদ্ধদেবের

নির্ব্বাণ এনে রাগ নির্ব্বাণ করে দাও। হরি, রাগ নাই তোমার, তাই তোমার পূর্ণ সুখ। মা, রাগ দূর করে দাও, তা হলে ভাই বন্ধুর ব্যবহারে উত্তপ্ত হব না, তোমার কাছে থাকিতে থাকিতে তোমার মত হয়ে যাব, আর রাগ থাকিবে না। সকলে আমরা মাটির মানুষ হয়ে যাই। উত্তপ্ত হবার পূর্ব্বেই ক্ষমা করে ফেলি। বিপদ্ প্রলোভন আক্রমণ যত কেন আসুক না,ভিতরে কেবল মার স্বভাব বাড়িবে; কিছুতে উত্তপ্ত হব না; আমাদের মধুর স্বভাবে সকলে মোহিত হবে। সেই এক জন আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে আপনার মধুর স্বভাবে সকলকে মোহিত করে ছিল। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন রাগের আগুন একেবারে নিবাইয়া দিয়া কেবল ক্ষমা কেবল শান্তি জগৎকে দিয়া সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দল হইতে বিদায়।

৩রা এপ্রেল, ১৮৮৩।

হে প্রেমস্বরূপ, যদি আমাদের মধ্যে আর উন্নতির সম্ভাবনা না থাকে, যাহা হইয়াছে তাহাতেই সকলের উন্নতির পরিসমাপ্তি হয়, তবে আর অকর্ম্মণ্য জীবদিগের পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? যদি ইহাদের সকলের মত

চরিত্র গঠন হইয়া গিয়া থাকে, লইবার বা শিখিবার কিছু না থাকে, তবে আমার পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? যার যা করিবার আপনি আপনি করিয়া লইয়াছে। হে পিতা, ইহাদের ভার লইয়াছ? নাটক শেষ হইয়াছে, মানুষ জোর করিয়া কেন বাজাইবে? যত ক্ষণ কাজ তত ক্ষণ দরকার। ঔষধের যত ক্ষণ দরকার, তত ক্ষণ কবিরাজের প্রয়োজন। জোর করে চিকিৎসা করা কি ভাল দেখায়। হে দয়াল হরি, মানসিক চিকিৎসা এইরূপ। একটা অবস্থা আছে, মন যায় ও দিকে আর যায় না। খুব ভক্তি প্রেম উপাসনা, তার পর একটা সীমা। একটা সীমা পর্য্যন্ত গিয়ে মানুষ এক আধটু উপাসনা করে কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেয়। ঠাকুর ঘরে আমোদের কাজ আর হয় না। আবার আস্তে আস্তে সংসারে চলে যাবেন সকলে। প্রেমের মৃত্যু হবে। মিছামিছি সময় কাটাইবার জন্য তোমাকে ডাকা, এই রকম ব্যাগারঠেলা হবে। মা, সাধু হব, কিন্তু মিলন হবে না। হরি, এই ভিক্ষা চাই, এই সময়ে সময়োচিত কর্ত্তব্য বলে দাও। বিশ্বাস নাই পরস্পরকে, প্রেম নেই, অধীন কারও হব না, ভাইয়ের জন্য প্রাণ দেব কেন? এক নৌকায় স্বর্গে যাওয়া হবে না, একলা গিয়ে নরকের রাজা হব, কিন্তু সকলের সঙ্গে স্বর্গে যাব না, সকলে এই কথা বলিবে! মা, দেখ কি হচ্ছে। হে দেবি, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই অন্ধকারের

মধ্যে তোমার শ্রীপাদপদ্ম ধরিয়া যত টুকু আলো পাই তোমার নিকট হইতে সেইরূপে কাজ করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।